বিদায়

[উপন্যাস]

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা, ৯৮ নং হেরিসন রোড, হরসুন্দর মেসিন প্রেসে,
শ্রীকুঞ্জবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত
ও
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১০।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় দাদা মহাশয়ের করকমলে এই গ্রন্থ ভক্তিভরে উৎসৃষ্ট হইল।

করিল। পরক্ষণে আকাশ ভাঙ্গিয়া তুমুল নিনাদে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

সংজ্ঞা হইলে পথিক দেখিল একতলের এক প্রকোষ্ঠে শয্যায় সে শায়িত। অদূরে এক শান্তমূর্ত্তি সুন্দরী বালিকা দণ্ডায়মানা। বালিকা ত্রয়োদশবর্ষীয়া হইবে। স্নেহ, দয়া, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিনিচয় লইয়া যেন তাহার মুখখানি গঠিত। পথিক আশ্বস্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, আপনি কে? আমি কোথায় আছি?"

"তুমি আমাদের বাড়ী আছ। তোমার বড় অসুখ হয়েছিল, আমাদের বাড়ীর বাইরে গাছতলায় পড়ে ছিলে, সে কথা মনে পড়ে না? আজ চা'র দিন তুমি জ্বরে ভুগেচ, যন্ত্রণায় কেবল মা মা বলে ডেকেচ।"

"ডেকে আমার মাকে পেয়েছি। অসহায়ের সহায় ঈশ্বর, আমার ডাক তিনি শুনেচেন।" বলিতে বলিতে প্রীতি ও শান্তিরসে পথিকের হৃদয় পূর্ণ হইল। কিয়ৎক্ষণ অনিমেষনয়নে সেই দেবীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সে বলিল—"মা, আপনারা আমাকে রক্ষা করেচেন?"

বালিকা হাসিয়া উত্তর দিল—"রক্ষা ভগবান করেচেন, মানুষে কি ক'রতে পারে? আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েচ মাত্র।"

সে হাসি কি মধুর, সে বাক্য কি সরলতাময়! পথিকের মনে হইল জীবনে আর কখন তেমন সুধামাখা হাসি দেখে নাই; বুঝি তেমনি একটুকু হাসির অভাবে কত শত সংসারীর জীবন

মরুপ্রায় হইয়াছে, কত শত হতভাগ্য নাস্তিক ও অধঃপতিত হইয়া পশুবৎ জীবনভার বহন করিতেছে।

"সংসারে ক'জন পরের ব্যথায় ব্যথিত হয় মা? রোগ শোক ও অনাহারে কত হতভাগ্য প্রাণত্যাগ করচে, কিন্তু তা'দের জন্য ক'জনের প্রাণ কাঁদে মা? ধন অনেকের আছে, কিন্তু সংসারে হৃদয় ক'জনের আছে?" বলিতে বলিতে পথিক একবিন্দু অশ্রু মুছিল। কিয়ৎক্ষণ মৌনী রহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, আমি কায়স্থ, আপনারা?"

"ব্রাহ্মণ।"

"মা, তোমাকে দেখে আমার দেহ ও মনের অর্দ্ধেক অসুখ দূর হয়েচে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস হয়েচে। একটু পদধূলি মাথায় দাও, আমি পবিত্র হই।"

বালিকা মধুর বাক্যে তাহাকে প্রীত করিল, স্বহস্তে ঔষধ পান করাইল এবং পথ্য আনিয়া দিল।

"ইন্দু, কোথায় তুই মা?"

"বাবা, এই যে আমি এই ঘরে!"

গৃহস্বামী কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক রোগীর আরোগ্য জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে কন্যাকে বলিলেন—"মা, তোর শ্বশুর এই চিটি লিখেচেন।"

পত্র পাঠ করিয়া ইন্দুর প্রশান্ত বদনে একটা বিষাদ ছায়া পড়িল। পিতা সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শপূর্ব্বক বলিলেন—"ভা'বচিস কেন মা, দেবীপুরে তোকে কখন পাঠা'ব না।"

পথিক চমকিত হইয়া শয্যায় উপবেশন করিল; ত্রস্তভাবে

গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—"দাসের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা ক'রবেন, আমার এই মায়ের কোথায় বিবাহ হয়েচে ?"

গৃহস্বামী—"তাইত, তুমিও এ বেটার মাতৃত্বে ভাগীদার হলে। তা, তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এ ক'দিন ওর যত দয়া মায়া তুমিই উপভোগ করেচ।"

কৃতজ্ঞহৃদয়ে বালিকার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া পথিক পুনরায় প্রশ্ন করিল—"কোথায় আমার মায়ের শ্বশুর গৃহ ?"

গৃহস্বামী—'হায়, কুক্ষণে ইন্দুর বিবাহ দিয়েছিলাম। দেবীপুর ও রুদ্রনাথ দুটী নাম আমার শেল স্বরূপ হয়েচে।"

"ওঃ অসহ্য" অস্ফুটস্বরে এইমাত্র বলিয়া পথিক শয্যাশায়ী হইল এবং যন্ত্রণায় মুহুর্মুহুঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে লাগিল।

গৃহস্বামী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি বাপু, অমন ক'রলে কেন ?"

নীরবে দক্ষিণ হস্ত বক্ষে স্থাপিত করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "বড় ব্যথা।"

আরও চারিদিন সেই দয়ালু পরিবারের আশ্রয়ে থাকিয়া পথিক কথঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল হইল। পঞ্চম দিবস অপরাহ্নে শান্তির আলয়ে অশান্তির ছায়া পড়িল। ইন্দুর শ্বশুরালয় হইতে শিবিকা ও বাহক আসিয়াছে; তাহাকে না পাঠাইলে পুত্রের অন্য বিবাহ দিবেন বলিয়া ইন্দুর শ্বশুর একখানি রুক্ষ পত্র লিখিয়াছেন। ইন্দুর পিতা সক্রোধে বলিলেন "দিক ছেলের বে, আমি মেয়েকে প্রাণান্তে পাঠা'ব না।" গৃহিনী—"ওমা, তা কি হয়! বে যখন দিয়েচ তখন আর জোর নাই। পাঠাতেই হবে, এখন মেয়ের অদৃষ্টে যা আছে হ'ক।" গৃহিনী

কাঁদিলেন, গৃহস্বামী মনোদুঃখে অধীর হইলেন। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর কন্যাকে পাঠানই শ্রেয়ঃ স্থির হইল।

পরদিবস ইন্দু সাশ্রুনেত্রে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া শিবিকায় উঠিল। শিবিকা সদর রাস্তায় পৌঁছিবামাত্র সেই আগন্তুক পথিক ইন্দুর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। বিদায়ের শোকে ইন্দু পথিকের কথা বিস্মৃত হইয়াছিল। সে চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কোথা যাচ্ছ বাপু?"

পথিক—"তা জানি না মা।"

ইন্দু—"তুমি এখনও বড় দুর্ব্বল, আর কিছু দিন আমাদের বাড়ী থা'কলে ভাল হত।"

পথিক—"তুমি যে বাড়ী ছেড়ে যাচ্চ সেখানে থাকা অসম্ভব। মা, আর কি ব'লব, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুখী ও দীর্ঘজীবী হও; আমার প্রাণে যে শান্তি দিয়েচ তোমার স্বামীগৃহেও যেন সেই শান্তি আ'নতে পার। সেখানে বড় পাপ, বড় অশান্তি।"

ইন্দু বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে পথিকের মুখে দৃষ্টিপাত করিল।

পথিক—"সে পাপ ও অশান্তি উচ্ছেদ করা যদি সম্ভব হয় ত একমাত্র তোমাদ্বারা। শোন মা, আমি ক্রোধ ও ঘৃণার বশে তার মূলোচ্ছেদ কত্তে যাচ্ছিলাম, দৈববশে পীড়িত হয়ে তোমাদের আশ্রয় পাই। তা না হলে সম্ভবতঃ কা'রও প্রাণের হানি হ'ত। এখন বু'ঝলাম প্রেম ও ক্ষমাই পাপোচ্ছেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। যাও মা, শান্তির রাজ্য স্থাপন করে সুখে সংসার

কর। আাম এক্ষণে বিদায় হই। বেঁচে থাকি ত আবার ও চরণ দর্শন ক'রব এবং মহিমারও পরিচয় ল'ব।"

সে রহস্যপূর্ণ বাক্যে ইন্দুর বিস্ময় অধিকতর বর্দ্ধিত হইল।

পথিকের বিস্ফারিত দৃষ্টি হইতে শিবিকা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন হতভাগ্যের জীবনের শেষ সুখ শান্তি লুপ্ত হইল। সে চমকিত হইয়া বলিল 'হায় কি ক'রলাম, কেন মায়ের সঙ্গে গেলাম না! সেই মূর্ত্তিমতী রাক্ষসীর সঙ্গে এ নিষ্পাপ বালিকা কতক্ষণ প্রতিযোগিতা ক'রবে! আমি যাই, প্রচ্ছন্নভাবে মাকে রক্ষা করিগে।'

কিন্তু তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল না। দুই পদ অগ্রসর হইয়া সে মুদিতনয়নে একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিল।

বিদায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবীপুর নদীয়া জেলার একটী প্রাচীন পল্লী। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধকালে গ্রামখানি সমৃদ্ধির চরম সোপানে উঠিয়াছিল এবং বহু ধনী ও মানী ব্যক্তির আবাস বলিয়া দূরদেশেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তৎপরে অন্যান্য প্রাচীন পল্লীর ন্যায় ইহা শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। উন্নতির অবস্থায় দেবীপুরে তিন শতেরও অধিক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন; কায়স্থ ও অপর জাতি সাত আট শত ঘরের কম ছিল না। তখন প্রায় প্রতিগৃহে দোল দুর্গোৎসব পূজা পার্ব্বন হইত; লোকে নিয়মিত পিতৃমাতৃ-ক্রিয়ায় গ্রামবাসীদিগকে খাওয়াইত; ব্রাহ্মণবাড়ীর প্রসাদ পাইয়া শূদ্রেরা চরিতার্থ হইত; একের গৃহে উৎসবকার্য্যে গ্রামসুদ্ধ লোক সোৎসাহে যোগদান করিত। তখন গৃহস্থের গোশালায় দুগ্ধবতী

গাভী ছিল, ঘরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ হইত; ধান্যে গোলা এবং গোধূমাদি শস্যে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিত; কাহারও গৃহ হইতে ভিখারী রিক্তহস্তে ফিরিত না। তখন গ্রামের প্রবীণেরা ভিন্ন ভিন্ন আড্ডায় প্রতিনিয়ত সমবেত হইয়া মহানন্দে, ক্রীড়াকৌতুক ও উচ্চহাস্যে সময়ক্ষেপ করিতেন; আর যাত্রা ও পাঁচালীওয়ালা একপালা দেবীপুরে না গাহিয়া যাইতে পারিত না। গ্রামের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সমাজের কর্ত্তৃত্বে বরিত হইতেন, আর সকলে তাঁহাকে ভয় ও মান্য করিয়া চলিত।

অতঃপর ভয়ঙ্কর দিন আসিল। খৃষ্টীয় ১৮৬০ সালের ম্যালেরিয়া ব্যাধিতে এই প্রাচীন পল্লীর অধঃপতনের সূচনা। সেই বৎসর গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই কাল মধ্যে ম্যালেরিয়া বহু নরনারীর উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে; গ্রামের জলবায়ু দূষিত হইয়া পড়িয়াছে; গ্রামবাসীগণ স্বাস্থ্য, সন্তোষ, উদ্যম ও উল্লাস হারাইয়া এবং অল্পে অল্পে ধনহীন হইয়া অতীব দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। এইরূপে কতিপয় সমৃদ্ধ পরিবারের এককালে উচ্ছেদ হওয়ায় গ্রামের একাংশ এক্ষণে জনশূন্য এবং জঙ্গলপূর্ণ। দেবালয়গুলিরও ভগ্নদশা। স্বাস্থ্যহীন, নিস্তেজ অধিবাসী দেবার্চ্চনা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছে; সায়াহ্নে দেবালয়ে দীপজ্বালা ও আরতি আর নিয়মিতরূপ হয় না। দেবমন্দির জঙ্গলময় এবং শৃগাল কুক্কুর ও সরীসৃপের আবাস। গ্রামবাসীগণ ধর্ম্মহীন ও ক্রূরমনা; পূর্ব্বসরলতা ও সদ্ভাব হারাইয়া পরস্পরের সহিত বিরোধে তাহাদের আনন্দ। সমাজের নির্দ্দিষ্ট নেতা কেহ নাই, সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়াছে, সুতরাং সামান্য

কারণে গ্রামে দলাদলি হয়। ফলতঃ দেবীপুরের আধুনিক অবস্থা অতীব শোচনীয়।

রায়েরা গ্রামের জমীদার এবং আদিম অধিবাসী ও সমাজের নেতা। দৌহিত্র বংশীয় কয়েক ঘর কুলীন সন্তান তাঁহাদের অনুগ্রহে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথাকার সমাজ পরিপুষ্ট করিয়াছেন। রায়েরা বহুগোষ্ঠী, সুতরাং গ্রামের জমীদারী বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে এবং দৌহিত্র বংশীয় কোন কোন সম্পন্ন পরিবার হীনাবস্থ জমীদারদের বিষয় ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভের সমসময়ে দেবীপুরের জমিদারী অন্যূন আটটী পরিবারের মধ্যে বিভক্ত ছিল কাহারও অংশে দুই আনা, কাহারও অংশে এক আনা, কাহারও অংশে তিন পাই, কেবল একজনের অংশে আট আনা বিষয়। সমগ্র জমীদারীর উপসত্ব বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা।

দক্ষিণপাড়ার ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় আট আনা অংশের জমীদার। ইঁহার বয়ঃক্রম উনষষ্ঠি বৎসর। অতীব ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিবেচক, দয়ালু এবং মিষ্টভাষী বলিয়া তিনি সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন। সকল শ্রেণীর লোকে তাঁহাকে মান্য করিত। বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিলে সকলেই তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিত। কখন কখন তিনি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া অপরের বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতেন, এমন কি তাহাতে আত্মত্যাগেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয় পাইত, অর্থী সফল-মনোরথ হইত, অতিথি তাঁহার গৃহ হইতে ফিরিত না। ঠাকুরদাস মুক্তহস্তে সৎকার্য্যে যোগদান করিতেন, অসৎকার্য্যে প্রাণপণে বাধা দিতেন, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে উৎসাহী হইতেন, মধ্যে মধ্যে নিজব্যয়ে গ্রামবাসীগণকে

যাত্রা, কথকের পুরাণব্যাখ্যা বা কীর্ত্তন শুনাইতেন। ফলতঃ দেবীপুরের লোক অনেক বিষয়ে তাঁহার মুখপ্রেক্ষী হইত।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্র, রাধিকাপ্রসাদ ও বিজয়লাল, এবং এক বিধবা কন্যা মহালক্ষ্মী। রাধিকাপ্রসাদের বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশ বৎসর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া অধুনা কলিকাতায় কোন আপিসে দুইশত টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম করিতেছেন। চরিত্র বিষয়ে রাধিকাপ্রসাদ পিতার সুপুত্র। উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে সর্ব্বগুণে ভূষিত করিয়াছিল। রাধিকাপ্রসাদের স্ত্রী অনুপমা ত্রিংশবর্ষীয়া, সুরূপা ও গুণবতী। তিনি উন্নতমনা স্বামীর সর্ব্বগুণের অংশভাগিনী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এক পুত্র পান্নালাল চতুর্দ্দশবর্ষ বয়স্ক, এবং দুই কন্যা পুঁটী ও খেঁদী যথাক্রমে একাদশ ও ছয় বৎসর বয়স্কা। পুঁটী ও খেঁদীর ভাল নাম অশোকবালা ও রাধারাণী, কিন্তু পিতামহপ্রদত্ত চলিত নামে তাহারা দেশে অভিহিত হইত।

ঠাকুরদাসের স্ত্রী জীবিতা। বয়োধিক্যহেতু তিনি সংসারকার্য্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না, সুতরাং কন্যা মহালক্ষ্মীর উপর সমগ্র গৃহকার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। মহালক্ষ্মী দ্বাত্রিংশবর্ষীয়া, বালবিধবা। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা, সহোদরদ্বয় ও ভ্রাতৃবধূর যত্ন এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যার লালন পালন করিয়া তিনি দুঃখের জীবনে কথঞ্চিৎ সুখ উপভোগ করিতেন। দীনদরিদ্র ও বিপন্নের উপকার এই রমণীর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

বিজয়লাল দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক, অবিবাহিত, পিতা ও অগ্র-

জের ন্যায় উদার চরিত্র, কিন্তু তেজস্বী এবং উদ্ধত। বিজয় কলিকাতায় অগ্রজের বাসায় থাকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে।

রাধিকাপ্রসাদের বাসায় দেবীপুরের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয় প্রতিপালিত হইত, তাহার নাম অতুলকুমার চট্টোপাধ্যায়। অতুলের বয়ঃক্রম বিংশ বৎসর। অতুল এফ্ এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া তৃতীয় বর্ষ শ্রেণীতে পড়িতেছিল। রাধিকাপ্রসাদ তাহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেন।

ঠাকুরদাস-পরিবারের সহিত অতুলের দরিদ্র পরিবারের জীবন সমবেদনাসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। অতুলের পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায় ছয় বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। দেবীপুরের ব্রাহ্মণ অধিবাসীদের মধ্যে তাঁহার মত হীনাবস্থা আর কাহারও ছিল না। রামদাসের জীবদ্দশাতেই পরিবারেরা অন্নকষ্ট ভোগ করিতেছিল। আত্মীয় বন্ধুদের উদ্যোগে কোন জমীদারী সেরেস্তায় রামদাসের একটু কর্ম্ম হওয়ায় একসময়ে তাঁহাদের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতে রামদাস মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, অনাথ পরিবার অকূল পাথারে ভাসিল। অতুলের বয়ঃক্রম তখন চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র।

দয়াশীল ঠাকুরদাস তাহাদের দুরবস্থায় অতীব বিচলিত হইলেন। অত বড় ভদ্রপল্লীতে এক বিধবা ব্রাহ্মণী তিনটী শিশু সন্তান লইয়া অনাহারে মারা পড়িবে ইহা কখনই হইতে পারে না। তিনি গ্রামস্থ ছয়জন সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিকে গোপনে আহ্বান করিয়া সেই বিপন্ন পরিবারের

সাহায্যার্থ মাসিক চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। তন্মধ্যে তিন জন সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দাওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় ইঁহারা যথেষ্ট অর্থ উকিল মোক্তারের চরণে সমর্পণ করিতেন। অপর তিন জন অনিচ্ছায় কিছু কিছু সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের বদান্যতার শৈথিল্য দৃষ্ট হইল। যাহা হউক, রাধিকাপ্রসাদের চাকরী হইবামাত্র ঠাকুরদাস তাঁহাদিগকে এককালে অবসর দিয়া সেই বিপন্ন বিধবার সংসারের সমগ্র ব্যয়ভার নিজে গ্রহণ করিলেন। অতুল বিদ্যাশিক্ষার্থ রাধিকাপ্রসাদের বাসায় স্থান পাইল। অধুনা অতুলের বৃত্তির অর্থে তাহার দরিদ্র পরিবারের সংসারযাত্রা বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য হইতেছিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঠাকুরদাস পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের অর্থসাহায্য ও তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই পরিচ্ছেদে আমরা দেবীপুরের আর একজন অধিবাসীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত পাঠকের গোচর করিব। বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, দেবীপুরের অন্যতম জমীদার, দুই আনা বিষয়ের মালিক, অধুনা ছষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ, শ্রীযুক্ত রুদ্রনাথ রায় মুকুন্দপুরস্থ নীলকুঠীর গোমস্তার পদ প্রাপ্ত হন। মুকুন্দপুর দেবীপুর হইতে নয়ক্রোশ দূরবর্ত্তী। কুঠীয়াল সাহেবদের তখন সমধিক প্রতিপত্তি,—নীলের জয়জয়কার,—সাহেবদের প্রতাপে 'বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খাইত।' সুতরাং নীলকুঠীর গোমস্তাগিরি যে বিশেষ সম্মানের চাকরী তাহা বলাই বাহুল্য। বেতন পঞ্চদশ মুদ্রা, কিন্তু প্রকাশ যে অগণিত উপরি টাকা গোমস্তা মহাশয়ের সিন্ধুকে প্রবেশ লাভ করিত; তদ্ব্যতীত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ও ছাগ, ভারে ভারে ঘৃত, দুগ্ধ ও নানাজাতীয় শাক সবজী প্রত্যহ তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিত। পাঠক আশ্চর্য্য হইবেন না। এমন মূর্খ প্রজা কে যে অতবড় প্রতাপবান কর্ম্মচারীকে খাদ্যদ্রব্য উপঢৌকন দানে 'মেজাজ সরিফ্' রাখিতে প্রযত্ন না করিবে। তৎকালে রায় মহাশয়ের বাসায় হরু খুড়ো, জগো মামা, বিশু দাদা প্রভৃতি দেবীপুরের পাঁচ ছয় জন নিকর্ম্মা লোক চাকরীর উমেদার ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ দপ্তর খানায় ঠিকা কাজ দ্বারা দু পয়সা রোজগার করিয়া লইতেন, আর সকলে রুদ্রনাথের তোষামোদ করিয়া বিনা আয়াসে দিনপাত করিতেন।

চাকরী গ্রহণের কিছু পূর্ব্বে রুদ্রনাথের প্রথম বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চৌত্রিশ বৎসর। প্রথম বিবাহটী তাঁহার সখ। তিনি শ্রোত্রিয়; ভাল ঘরের কন্যা বিবাহ করা শ্রোত্রিয়ের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। তাহার উপর আবার রুদ্রনাথের বিবাহে প্রবৃত্তি ছিল না। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি নিস্তারিণী নাম্নী এক নষ্টচরিত্রা কায়স্থবিধবার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া পরমানন্দে গৃহে কাল কাটাইতেছিলেন। রুদ্রনাথ নিস্তারিণীর গৃহে রাত্রিযাপন করিতেন, কালক্রমে তথায় রাত্রিভোজনের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন এবং তাহাকে কয়েকখানি গহনা ও দুই চারি শত টাকার সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। শেষে রুদ্রনাথ স্ত্রীলোকটাকে জমিদারীর কিয়দংশ দানের সঙ্কল্প প্রকাশ করায় আত্মীয়গণ তাঁহার বংশ ও বিষয় রক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। ঘটনাক্রমে একটি পাত্রীর সন্ধান হইল, দুর্ভাগ্যক্রমে রুদ্রনাথের বিবাহে সখ হইল। তাহার ফলে প্রথম বিবাহের প্রহসন সমাধা হইয়া গেল। বিবাহ হইল মাত্র, রুদ্রনাথ ধর্ম্মপত্নী লইয়া এক দিনও বাস করেন নাই। বিবাহের অল্পদিন পরে বালিকাপত্নীর মৃত্যু হওয়ায় রুদ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর অল্পকাল পরে রুদ্রনাথ কুঠীর চাকরী পাইলেন। প্রধান সরিক ঠাকুরদাস তাঁহার শত্রু, যেহেতু তিনি সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান, সকল লোকের শ্রদ্ধার পাত্র এবং রুদ্রনাথের দুষ্কার্য্যের বিঘ্নদাতা। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অর্থের আবশ্যক। কিছু অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক ঠাকুরদাসকে দমন এবং দেবীপুরের সমুদয় জমীদারীটা হস্তগত করার অভিপ্রায়ে নাকি রুদ্রনাথ কুঠীর চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। নিস্তারিণী মুকুন্দ-

পুরের বাসায় আনীতা হইল। নিস্তরিণীর এক ভ্রাতাকে তিনি ইতিপূর্ব্বে দেবীপুরে একখানি ঘর করিয়া দিয়াছিলেন এবং কিছু জমিও দিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাকে কুঠীর জমাদার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

একদিন রুদ্রনাথ বয়স্যদের সঙ্গে কথোপকথন কালে ঠাকুরদাসের শত্রুতাচরণের কথা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন "দেখেচ ত খুড়ো, ঠাকুরদাসের ব্যবহার। আমার বের সময় কি শত্রুতাই কল্লে। কি ক'রব, তখন টাকার জোর ছিল না, কাজেই সইতে হল।"

হরু খুড়ো—"তা বাবা, এইবার শিখিয়ে দাও। জাঁকিয়ে পূজা কর, গ্রাম শুদ্ধ লোক খাওয়াও, ধন্যি ধন্যি পড়ে যাবে, ঠাকুরদাসও হঠে আ'সবে।"

বিশু দাদা—"তা বইকি। আর যদি, ভাই, সমুদয় বিষয়টা কি'নতে পার সে 'সবসে আচ্ছা', কেঁচোর মুখে ক্ষার।"

জগো মামা—"লক্ষ্মীর কৃপায় বাবাজীর সব হবে। কিন্তু বাবা, আসল কথাটা ভুলে যাচ্ছ। বংশরক্ষা লৌকিক পারত্রিক সকল বিষয়ে আগে দরকার। ছেলেই যদি না রইল ত বিষয় কার জন্য। তাই বলি, তুমি বিবাহ কর।"

'ঠিক কথা,' 'ঠিক কথা' সকলে একবাক্যে বলিলেন। কথাটা রুদ্রনাথের মনে ধরিল।

রুদ্রনাথ—"তবে একবার বাড়ীর মধ্যের মত নিতে হয়।"

হরু খুড়ো—"অবশ্য, তাঁর মত নিতে হবে বইকি।" জগো মামা—"তার আর কথা কি। তাঁকে রাজি করা আগে দরকার।" বিশু দাদা—"গিন্নীকে সব কথা বুঝিয়ে বলো, তা হলে

নিশ্চয় মত দেবেন।” অপর একজন সেই অবসরে গিন্নী অর্থাৎ নিস্তারিণীর উচ্চবংশে জন্ম এবং উচ্চমনের কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

বাড়ীর মধ্যে কথাটা পাড়িয়া রুদ্রনাথ প্রথমে গালি খাইলেন ‘পোড়ারমুখো, একবার বে করে সাধ মেটেনি, আবার! আচ্ছা, কর। কোন শতেকখোয়ারীর কপাল পুড়েচে একবার দেখি।’ পরে নিস্তারিণী যখন শুনিল যে নববধূটার জীবন মরণ সকল ভারই তাহার হস্তে অর্পিত হইবে, পাকেপ্রকারে তাহার দ্বারা একটা পুত্রলাভ: এ বিবাহের উদ্দেশ্য, তখন আর তাহার আপত্তি রহিল না। জগো মামার উদ্যোগে অল্প দিনের মধ্যে একটী বয়স্থা পাত্রীর সন্ধান হইল।

রুদ্রনাথ বিবাহ করিয়া বধূকে একেবারে বাসায় লইয়া গেলেন। নববধূ এক বাঘিনীকে গৃহকর্ত্রী দেখিয়া ভীতা হইলেন; কিছু দিন তাহার কঠোর শাসনে গোপনে কাঁদিলেন; তাহার পর অল্পে অল্পে সকল প্রকার তাড়নপীড়নে বেশ অভ্যস্তা হইলেন।

এক বৎসরের মধ্যে এ বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষণ দৃষ্ট হইল। বধূ গর্ভবতী হইলেন। অতঃপর বাসায় রাখার আর প্রয়োজন নাই বুঝিয়া রুদ্রনাথ স্ত্রীকে দেবীপুরে পাঠাইলেন। তথায় যথাসময়ে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন।

পুত্রের জন্মোপলক্ষে রুদ্রনাথের বাসায় যে আনন্দোৎসব হয় তাহা মুকুন্দপুরের লোকেরা অনেক দিন ভুলিতে পারে নাই। পাঁটা, পলান্ন, ক্ষীর, দধি, মিষ্টান্নের নাকি দানসাগর হইয়াছিল। বলা বাহুল্য রুদ্রনাথকে ঘরের এক পয়সাও

করিতে হয় নাই। হরু খুড়ো, জগো মামা প্রভৃতি বয়স্যগণ সেই বিরাট ভোজের প্রাক্‌কালে এক নিরিবিলি প্রকোষ্ঠে বসিয়া নবকুমারের দীর্ঘায়ুঃ কামনাপূর্ব্বক এক প্রকার লালবর্ণ পানীয় উদরস্থ করিয়াছিলেন। আনন্দ উৎসবের সময় নাকি তাঁহারা ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেন।

পুত্রের নাম হইল রজনী। রজনী দেবীপুরে পালিত হইতে লাগিল। তাহার আদরের সীমা ছিল না। বয়ঃক্রমের সঙ্গে বালকের আবদার বাড়িতে লাগিল। আবদার বৃদ্ধির সঙ্গে সন্দেশ মিঠাইয়ের বরাদ্দ বাড়িতে লাগিল। মাতা ও পিসিমা বালক কর্ত্তৃক প্রায়শঃ কাষ্ঠদ্বারা গুরুতর প্রহৃতা হইয়াও নীরবে হাসিমুখে তাহা সহ্য করিতেন। বালক 'সৃষ্টিধর' 'বংশধর', তাহার প্রহার ত পুষ্পবৃষ্টি। রজনীর লেখাপড়ায় কেহই বড় একটা মনোযোগী হইতেন না।

লোকে বলে রুদ্রনাথ কুঠীর কার্য্যে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং তাহার অধিকাংশ নিস্তারিণীর হস্তগত হইয়াছিল। নিস্তারিণী মধ্যে মধ্যে দুই এক মাসের জন্য দেবীপুরে আসিত,—বাহ্যতঃ ভ্রাতার সংসার দেখিতে, প্রকৃতপক্ষে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে। ষোল বেহারার পাল্কীতে নিস্তারিণী যখন দেবীপুরে আসিত তখন গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িত। সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া নিস্তারিণী ঘরে ঘরে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বেড়াইত। কত রমণী তাহা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইত এবং স্ব স্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত। জ্ঞান হওয়া অবধি রজনী নিস্তারিণীকে মা বলিতে শিখিল এবং তাহার অনুগত হইয়া পড়িল। নিস্তারিণীর ভ্রাতার রজনীর সমবয়স্কা এক কন্যা

ছিল, তাহার নাম শ্যামা। শ্যামার সহিত রজনীর ভাব হইয়াছিল। বালক বালিকা পরস্পরের গৃহে খেলা করিতে আসিত। নিস্তারিণী দেবীপুরে আসিলে রজনী ও শ্যামা দিবারাত্রি তাহার কাছে রহিত। নিস্তারিণী তাহাদিগকে একত্র বসাইয়া বর কন্যা সাজাইত। তাহারাও ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরকে বর ও বধূ সম্বোধন করিতে শিখিল।

এইরূপে রজনী দশম বর্ষে পদার্পণ করিলে পাঠাভ্যাসের জন্য পিতার বাসায় আনীত হইল। নিস্তারিণীর উদ্যোগে শ্যামাও সেই সময় বিবাহিতা হইল; তাহার স্বামী ঘর-জামাই হইয়া রহিল।

রজনী বুদ্ধিমান ছিল, কিন্তু কুশিক্ষাহেতু তাহার লেখাপড়া হইল না। সুযোগ পাইলেই সে পলাইয়া বাটী আসিত, বাটী আসিয়া বাল্য-সঙ্গিনী শ্যামার গৃহে ছুটিয়া যাইত। যতদিন শ্যামা যৌবনে পদার্পণ না করিয়াছিল, ততদিন বালক বালিকার সে অনুরাগে কুফল ফলিবে কেহ ভাবে নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহাদের আনুরক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া অতীব আশঙ্কার কারণ হইল। রজনী অধঃপাতে যায় দেখিয়া রুদ্রনাথ ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার বিবাহ দিলেন। শ্যামার মন ভাঙ্গিয়া গেল। সুন্দরী লক্ষ্মীরূপিণী বধূ দেখিয়া শ্যামা একবার ভাবিল তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবে; পরে সে অন্য সঙ্কল্প আঁটিল। এই সময় একদা শ্যামা স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া ক্রোধভরে তাহাকে অপমানিত করে; তৎপর দিবস তাহার স্বামী রামচরণ দাস নিরুদ্দেশ হয়।

সেই বৎসর নিস্তারিণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন রুদ্রনাথে

শনিরদশা উপস্থিত হইল। রজনী ইতিপূর্ব্বেই পাঠ-ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিয়াছিল। নিস্তারিণীর মৃত্যুর পর রুদ্রনাথ দুই বৎসর মাত্র কুঠীর চাকরী করিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁহার অবনতি হইতে লাগিল। রুদ্রনাথের গ্রহবৈগুণ্য ঘটিয়াছে দেখিয়া বয়স্তগণ একে একে সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া প্রজাবর্গ সাহেবের নিকট অভিযোগ করিল। শত্রুরা তহবিল তছরুপ এবং অবৈধ অর্থ-গ্রহণের চার্জ্জ আনিল। কোনরূপে রুদ্রনাথ সে যাত্রা উদ্ধার পাইলেন, কিন্তু অসদুপায়ে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা রাখিতে পারিলেন না।

একপ্রকার রিক্তহস্তে রুদ্রনাথ গৃহে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন তথায় ঘোর অশান্তি। কি করিবেন, সেই অশান্তিময় গৃহে অশান্তমনে বাস করিতে লাগিলেন। পুরাতন বয়স্তগণ তাঁহার পারিষদ হইল। রুদ্রনাথ তদবধি দেবীপুর-সমাজের একদলে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। সে দল ঠাকুরদাসের বিরোধী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একদা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে সন্ন্যাসীবেশধারী এক প্রবীন পুরুষ একজন অনুচর সমভিব্যাহারে দেবীপুরের একটী পুরাতন দ্বিতল গৃহের সদরদ্বারে আবির্ভূত হইলেন। গৃহস্বামী বহিঃস্থ প্রাঙ্গনে কয়েকজন সহচরের সহিত উপবিষ্ট হইয়া তাম্রকূট সেবন এবং কথোপকথন করিতেছিলেন। আগন্তুকদ্বয়কে দেখিয়া বিরক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমরা? সন্ধ্যার সময় কি মনে করে এসেচ?"

সন্ন্যাসী—"আমরা সন্ন্যাসী, পথশ্রান্ত। অদ্য রাত্রির জন্য আশ্রয় অনুসন্ধান করিতেছি।"

গৃহস্বামী—"আশ্রয় টাশ্রয় এখানে হবেনা। অন্যত্র চেষ্টা দেখগে। (সঙ্গীদের প্রতি) আজকাল এই সব ভণ্ড সন্ন্যাসী-দের ভারি বাড়াবাড়ি হয়েচে। আশ্রয় দাও, খেতে দাও, পাথেয় দাও, যাবার সময় কিছু না কিছু চুরি ক'রবেই। যাগ্, কি বলছিলাম? হাঁ, বলছিলাম কি, জা'ত ধর্ম্ম আর থাকে না। খৃষ্টানকে সমাজে নেবে, এ কি কম স্পর্দ্ধার কথা! গা জুরি এ কাজ ক'রলে ঠাকুরদাসকে নিশ্চয়ই প'ড়তে হবে। অত বাড়াবাড়ি কেন! টাকার গরমে যা ইচ্ছা তাই ক'রতে চায়!"

একজন সহচর—"দাদা, ঠাকুরদাসের তত দোষ দেখি না। ছেলেরাই এইসব কচ্চে। কিন্তু এত প্রাচীন হয়েও তিনি কোন্ আক্কেলে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন বু'ঝতে পারি না। আর

বু'ঝবই বা কি, আমরা সব মূর্খ মানুষ, 'ওল্ডফুল' বইত নয়। তার ওপর তেমন পয়সার জোর নাই।"

গৃহস্বামী—"হ'লামই বা আমরা মূর্খ, হ'লামই বা গরিব। হিন্দুর সমাজে আছি, সমাজকে যে প্রকারে হ'ক বিধর্ম্মীদের হাত থেকে রক্ষা ক'রব। ঠাকুরদাস যেন তার নূতন সমাজে কর্ত্তৃত্ব করে।" সন্ন্যাসীকে তখনও দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি বিকৃত-মুখে বলিলেন "যাও না হে বাপু, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শু'নতে পাওনি, এখানে স্থান হবে না?"

আগন্তুকদ্বয় তথা হইতে অপসরণ করিলেন। পথিমধ্যে সন্ন্যাসী সঙ্গীকে বলিলেন—"হরিদাস, তুমি অবশ্য ও ব্যক্তির ব্যবহারে বিস্মিত হয়েছ। কিন্তু, বাস্তবিক, বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। জগতের পনর আনা লোক ওইরূপ।"

হরিদাস—"রুদ্রনাথ রায়কে যে জানে সে বিস্মিত হইবে না।"

সন্ন্যাসী—"তুমি রুদ্রনাথ রায়কে জান?"

হরিদাস—"আজ্ঞা হাঁ, বিশেষরূপে জানি। সে কথা পরে নিবেদন করিব।"

কিয়দ্দূর পথ অতিক্রম করিয়া উভয়ে আর একখানি দ্বিতল গৃহের সমীপবর্ত্তী হইলেন। প্রথম গৃহ অপেক্ষা এখানি অনেক গুণে সুদৃশ্য। বহির্দ্দেশে এক সৌম্যমূর্ত্তি প্রবীন পুরুষ একটী বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"আজ রাত্রির জন্য আমি ও আমার সঙ্গী আপনার গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

"আ'সতে আজ্ঞা হ'ক" বলিয়া গৃহস্বামী সাদরে সন্ন্যাসীকে

বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। সঙ্গী জাতিতে কায়স্থ, তাহার জন্য স্থানান্তর নির্দ্দিষ্ট হইল।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ?"

গৃহস্বামী—"আজ্ঞা হাঁ।"

সন্ন্যাসী—"ভাই, রুদ্রনাথ রায় ও আপনি কি একই সমাজে কর্তৃত্ব করেন ?"

ঠাকুরদাস—"এ প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা ক'রলেন ?"

সন্ন্যাসী—"আমরা প্রথমে রুদ্রনাথের আতিথ্য প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি এমন সংসারী যে সন্ন্যাসী দেখিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিলেন না। রুদ্রনাথ হিন্দুর সমাজরক্ষণে বদ্ধপরিকর, কিন্তু হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম অতিথি-সৎকার তাহা জানেন না, বা জানিয়াও তাহাতে আস্থাবান নহেন। তাই, সন্ন্যাসীর প্রতি আপনার এত যত্ন দেখিয়া বিস্ময় হইয়াছে।"

ঠাকুরদাস—"রুদ্রনাথ আপনার কোনরূপ অসম্মান করে নাই ত ?"

সন্ন্যাসী—"সন্ন্যাসীর আর সম্মান অসম্মান কি ভাই। আমাদের সংসারের সহিত সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সমাজের সহিতও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যাহারা সংসারের জীব, সমাজের জীব, তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেও রুদ্রনাথ নারাজ।"

ঠাকুরদাস সবিস্ময়ে সন্ন্যাসীর মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন।

সন্ন্যাসী—"সম্প্রতি আপনি একজন সমাজভ্রষ্ট বিপন্ন ব্রাহ্মণযুবককে সমাজে লইবার যে উদ্যোগ করিতেছেন রুদ্রনাথ তাহার ঘোর বিরোধী দেখিলাম।"

ঠাকুরদাস—"ওঃ, বটে! রুদ্রনাথ যে এ বিষয়ের বিরোধী তাহা আমি জানি। এ যুবক নিরপরাধ; বাল্যাবস্থায় একটা ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছিল কিন্তু তজ্জন্য তাহার জাতিচ্যুতি পাপ হয় নাই। বিশেষ জানিয়া শুনিয়াই তাহাকে সমাজে লওয়ার প্রস্তাব হইতেছে। সে কথা পরে বলিব। আপনি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, হাত মুখ ধুইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করুন। আপনি সাধু সন্ন্যাসী, এবং ব্রাহ্মণ ও বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং সর্ব্ব-বিষয়ে আমার পূজ্য। যখন অনুগ্রহ করিয়া এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, আজ আপনার নিকট কিঞ্চিৎ সদুপদেশ গ্রহণ করিতে অভিলাষী। আপনি কোন কোন তীর্থ দর্শন করিয়াছেন শুনিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীন হইয়াছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত তীর্থ-দর্শন পুণ্য আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সংসারের অসার কার্য্যেই বিব্রত রহিয়াছি।"

সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে প্রশান্ত হাসি দেখা দিল। তিনি উপবেশনপূর্ব্বক বলিলেন—"ভাই, আশা করি সাংসারিক জীবনে আপনার কোন অভাব বা অসুখ নাই, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরে আপনার আস্থা আছে?"

ঠাকুরদাস—"আপনার আশীর্ব্বাদে অধুনা আমার সাংসারিক কোন অভাব নাই। আমার দুই পুত্র এক পৌত্র ও দুই পৌত্রী। জ্যেষ্ঠপুত্র রাধিকাপ্রসাদ কৃতবিদ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে-ছেন। কনিষ্ঠ পুত্র এবং পৌত্রটী বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। রাধিকার স্ত্রী, পুত্র এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা এক্ষণে কলিকাতায়। তাহারা সকলেই সচ্চরিত্র এবং গুরুজনে ভক্তিমান। তবে অবিমিশ্র সুখ কাহারও ভাগ্যে নাই। আমার একমাত্র কন্যা

বিধবা। বিধবা হওয়া অবধি আজ ষোড়শবর্ষ মা আমার ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন! সকলই জগদীশ্বরের ইচ্ছা। তিনি মঙ্গলময়।”

সন্ন্যাসী—“তবে আর আপনার তীর্থদর্শনের কোন প্রয়োজনই দেখি না। আপনি শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী, সকল তীর্থ আপনার গৃহে। আমি আজ শ্রেষ্ঠ তীর্থে উপনীত হইয়াছি।” ক্ষণকাল পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—“ভাই, হয়ত আমিও একদিন আপনার ন্যায় সুখের গৃহে গৃহী হইতে পারিতাম। পাষণ্ডদের কূটচক্রে আমার সংসার ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমি আজ গৃহত্যাগী, তাই আমি সন্ন্যাসী। আমার সন্ন্যাসে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। পরমার্থপ্রাপ্তির ব্যাগ্রতা ইহার মূল নহে, সাংসারিক নৈরাশ ইহার কারণ।” বলিতে বলিতে মানসিক আবেগে তাঁহার দেহ স্পন্দিত হইল।

সন্ন্যাসী মুহূর্ত্তমধ্যে চাঞ্চল্য দমন করিয়া বলিতে লাগিলেন—“ঈশ্বরের নিকট প্রাথনা করি আপনার শ্রীবৃদ্ধি হউক, আপনি সুখে স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত কালযাপন করুন। ন্যায়পথ অবলম্বনে পরোপকারব্রতে রত থাকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ন্যায়ের বিরুদ্ধে অধর্ম্ম কতক্ষণ প্রতিযোগিতা করিতে পারে? যেখানে যাই পবিত্র হিন্দুসমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাই। আপনার মত সাধু এবং সাহসী নেতাদ্বারা পরিচালিত হইলে সমাজের উদ্ধার হইবে ভরসা হয়।”

ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীর বাক্যে পরম প্রীত হইলেন। দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহালক্ষ্মী কথোপকথন শুনিতেছিলেন। ঠাকুরদাস তাঁহাকে ডাকিলেন—“মা, তুমি সচ্ছন্দে এখানে এস।”

মূর্ত্তিমতীলক্ষ্মীরূপিণী বিধবাবেশপরিহিতা কন্যা স্থির ধীর ভাবে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

ঠাকুরদাস—"এই আমার কন্যা।"

সন্ন্যাসীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"মা, আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্মে, ঈশ্বরে মতি অচলা হ'ক। আজ তোমাকে মা বলে বহুপূর্ব্বের একটা স্মৃতিতে হৃদয় আলোড়িত হ'ল। (ঠাকুরদাসকে) ভাই, আমার রাজলক্ষ্মী দে'খতে তোমার মহালক্ষ্মীর মত এবং এমনি গুণবতী ছিল। মা আমাকে অনেক দিন ছেড়ে গেছে; তদবধি আমার সংসার ভেঙ্গে গেছে, আমি সন্ন্যাসী হইচি। আজ তোমার মহালক্ষ্মীকে দেখে রাজলক্ষ্মীকে মনে প'ড়চে।"

কন্যাগতপ্রাণ ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীর হৃদয়াবেগ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিলেন এবং বিচলিত হইয়া মহালক্ষ্মীকে বলিলেন—"মা, ঠাকুরের সন্ধ্যাহ্নিক ও আহারের আয়োজন করগে।"

সন্ন্যাসী—"আমার জন্য বিশেষ কিছু উদ্যোগ কর্ত্তে হবে না। সামান্য একটু ফলমূল খেয়ে থাকৃব।"

মহালক্ষ্মী—"তা হ'লে আমাদের বড় কষ্ট হবে। বাধা না থাকে ত কিছু খাবার প্রস্তুত করি, আপনি যা পারেন আহার ক'রবেন।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা মা, করগে। (ঠাকুরদাসকে) দেখ ভাই বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার রাজলক্ষ্মী এক দিন এমনি যত্ন করে খাবার প্রস্তুত করেছিল। সে দিন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান দুর্দ্দিন, সংসার কণ্টকময়, তথাপি মায়ের যত্নপ্রস্তুত আহারীয় না খেয়ে থা'কতে পারিনি।

কন্যার যত্ন সংসারে অতুলনীয়। (মহালক্ষ্মীকে) মা, তোমাকে আমার কন্যার চক্ষে দেখ'চি, আজ থেকে তুমি প্রকৃতই আমার মা হ'লে।"

পিতা ও সন্ন্যাসীর সন্ধ্যাহ্নিকের আয়োজন করিয়া মহালক্ষ্মী আহার্য্য প্রস্তুত করিতে বসিলেন।

সায়ংকৃত্য শেষপূর্ব্বক সন্ন্যাসী ঠাকুরদাসকে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে ঠাকুরদাস গাঢ় বিস্মিত হইলেন। ইতিবৃত্ত শেষ হইলে তিনি অধোবদনে বলিলেন—"ঠাকুর, এ পাপে আমিও যে সংশ্লিষ্ট। আমাদের কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখতা না থাকিলে আপনার এ সর্ব্বনাশ কখন ঘটিত না।"

সন্ন্যাসী—"ভাই, ও কথা মুখেও এন না। এখন সমাজের শিথিলবন্ধনটা একবার দেখ। যে ব্যক্তি সমাজের পরম শত্রু, শাস্ত্রানুসারে যে হিন্দুসমাজের বর্জ্জনীয়, আজ সে সমাজে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে!"

আহারান্তে সন্ন্যাসী মহালক্ষ্মীকে বলিলেন—"মা, ফলমূলাহারী সন্ন্যাসী হয়েও আজ তোমার যত্নে পরম পরিতোষের সহিত আহার ক'রলাম! কাল অতি প্রত্যূষে আমি প্রস্থান ক'রব। তুমি যেরূপ ধর্ম্মশীলা, তোমাকে উপদেশ স্বরূপ ব'লবার কিছুই নাই। আমাদের চক্ষে এখনও তুমি বালিকা। আরও কিছুকাল সংসারে থেকে পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা কর, দীন দরিদ্র ও বিপন্নের যথাসাধ্য উপকারে ব্রতী থাক। সংসারে তোমার মত দেবীর কর্ত্তব্য অনেক আছে। তোমার কার্য্যসাধন হ'লে, যদি বেঁচে থাকি, আমি স্বয়ং এসে তোমাকে

পুণ্য তীর্থে নিয়ে যা'ব। সেইখানে শেষজীবন ঈশ্বরচিন্তায় যাপন ক'রবে।"

মহালক্ষ্মী পুলকিতা হইয়া বলিলেন—"ঠাকুর আমার কথা কি মনে থা'কবে? এমন পুণ্য আমি কি করিচি যে তীর্থে দেহ-ত্যাগ আমার অদৃষ্টে ঘ'টবে।"

সন্ন্যাসী—"মা, যে কয়দিন বাঁচি তোমাকে ভু'লতে পা'রব না। যেখানে থাকি, তোমাদের সংবাদ সর্ব্বদা ল'ব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবীপুরের অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে ভৈরব নদী পূর্ব্বপশ্চিমে প্রবাহিত। নদীর পশ্চিমাংশে শ্মশান। শ্মশানের তীরে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহার নিম্নে শবদাহীদের জন্য একটা ক্ষুদ্র আশ্রয় কুটীর। শ্মশান ঘাটে বংশদণ্ড, ভগ্নকলস, পরিত্যক্ত শয্যা প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বটবৃক্ষটী অসংখ্য বায়সের নীড়ে আচ্ছন্ন। নদীতটে কয়েকটা শৃগাল এবং শবভোজী কুক্কুর ইতস্ততঃ ফিরিতেছে।

অতি প্রত্যূষে সেই বৃক্ষতলে দুই ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। ইঁহাদের একজন পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উল্লিখিত সন্ন্যাসী, অপর ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী হরিদাস।

সন্ন্যাসী—"শুন হরিদাস, আজ এই পবিত্র শ্মশানভূমিতে আমার সাংসারিক ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি। আমাদের পরিচয় হওয়ার পর একদা কথাপ্রসঙ্গে তুমি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলে যে দেবীপুরের সহিত আমার পূর্ব্বজীবনের কি সম্বন্ধ আছে। আজ এইখানে তোমার কৌতূহল পূর্ণ করিব।"

হরিদাস—"ঠাকুর, আজ আমিও এই পবিত্র স্থানে আমার দুঃখের জীবনী আপনার চরণে নিবেদন করিব।"

সন্ন্যাসী—"হুগলী জেলার চন্দননগর আমার বাসস্থান। আমরা দুই ভাই পৈতৃক তিন হাজার টাকা উপস্বত্বের বিষয়ের অধিকারী হইয়াছিলাম। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র কুটিল-

বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং খলপ্রকৃতি হইলেও আমি তাহা
চক্ষে দেখিতাম এবং সমুদয় বিষয়কার্য্যের ভার তা
অর্পণ করিয়াছিলাম। অধিক বয়স পর্য্যন্ত আমার যে
নাদি হয় নাই, কিন্তু প্রকাশের এক পুত্র হইয়াছিল।
আমার বিষয়ের অধিকারী হইবে এই আশায় প্রকাশ অ
দিগকে বাহ্য-যত্ন দেখাইত, আমরা তাহা বুঝিতে পারিতাম।
পুত্রমুখ দেখিতে না পাওয়ায় আমাদের স্ত্রীপুরুষের অন্তরে
বৈরাগ্যের উদয় হয়। আমরা মধ্যে মধ্যে তীর্থদর্শনে যাইতাম।
প্রকাশ আমাদের অনুপস্থিতিকালে বৈষয়িক দ্রব্যাদি ইচ্ছামত
হস্তান্তরিত ও ব্যয়িত করিত।”

“কালক্রমে আমার স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন। প্রকাশ ম
হইল। দুষ্ট প্রবল হিংসার বশে গোপনে শত্রুতাচরণ
করিল। আমি তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া নিজে বিষয়
দেখিতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে মনে করিতাম বিষয় ও
ভাগ করিয়া লই, কিন্তু মা তখন জীবিতা, তাঁহার মনে
হইবে ভাবিয়া সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই।”

“স্ত্রী এক কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যার নাম রাখিলাম
রাজলক্ষ্মী। রাজলক্ষ্মী আকারেও রাজলক্ষ্মী,—আহা, মায়ের
আমার ভুবনভুলান রূপ। কন্যার জন্মগ্রহণের পর প্রকাশ
আমাদের প্রতি সমধিক ভক্তিযত্ন দেখাইতে লাগিল। আমি
তাহার বাহ্য সদ্ভাবে ভুলিলাম এবং পূর্ব্ববৎ তাহাকে স্নেহ করিতে
লাগিলাম। আমাদের সকল যত্ন সেই একমাত্র কন্যায় অর্পিত
হইল। তাহার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিলাম। স্ত্রী গৃহস্থালীর
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কুলীনের কন্যা কুলীন পাত্রে সম্প্রদান

শিষ্টবংশের সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত যুবককে জামাতা
ই আমাদের একমাত্র সঙ্কল্প হইল। নানা স্থানে
ন্ধান করিতে লাগিলাম।”

জলক্ষ্মীর বয়ঃক্রম যখন নয় বৎসর সেই সময়ের একটী
দে। আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। একদিন সে পাড়ার
কয়েকটী বালিকার সঙ্গে খেলা করিতেছিল। আমি ও প্রকাশ
বহির্ব্বাটীতে বৈষয়িক কাগজ দেখিতেছিলাম। বালিকারা তার-
স্বরে বলিতেছিল ‘গৌরীলো ঝি, তোর কপালে বুড়োবর আমি
ক’রব কি।’ মা কার্য্যবশতঃ তথায় আসিয়া কৌতুকপূর্ব্বক
বলিলেন ‘ওরে, কার কপালে বুড়োবর হ’ল? আমাদের
লক্ষ্মীর নাকি?’ অপর বালিকারা উচ্চহাস্য ও একটা সোরগো
তুলিল, রাজলক্ষ্মী অভিমান করিয়া বসিল। মা অমনি তাহার
মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন ‘না লক্ষ্মী, তুই কাঁদিস্ না, তোকে
খেপাচ্চে বইত নয়। তুই যেমন সোন্দর সুবুদ্ধি মেয়ে তেমনি
তোর সোন্দর বর হবে। ওই নলিনী যেমন দুষ্টু মেয়ে, ওর
একটা বুড়ো বর হবে দেখিস।’ কৌতুকস্রোত ফিরিয়া গেল;
আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।”

“কন্যা ক্রমে একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রকাশ একদা
আমার সমক্ষে আমার স্ত্রীকে বলিল ‘ভাবনা কি বউ,
তোমার রাজলক্ষ্মীর এমন বে দেব যে আজীবন সুখে
থাকবে, পা’র উপর পা দিয়ে শ্বশুরঘর ক’রবে।” স্ত্রী উত্তর
দিলেন ভাই, তোমরা আপনার জনে করবে না ত আর কে
ক’রবে। কিছু না হয় এইটী করো যেন মেয়ে শাকভাত খেয়েও
মনের আনন্দে স্বামীর ঘর কত্তে পারে। রাজপুত্র জামাই

হবে এমন পুণ্য আমি করিনি।' প্রকাশ চলিয়া গেলে স্ত্রী আমাকে বলিলেন 'ঠাকুরপোর মতিগতি ইদানীং ভালই দেখচি কিন্তু বৌএর ব্যবহার অসহ্য হয়েচে। বউ আমার রাজলক্ষ্মীকে চু'টী চক্ষে দে'খতে পারে না; অকারণ ঝগড়া করে, পাড়ায় আমার নিন্দা করে বেড়ায়। শু'নলাম সে দিন বোসেদের বাড়ীতে বলেচে 'বুড়ো বয়সে এক মেয়ে হয়ে অহঙ্কারে বাঁচেন না। আদর দিয়ে মেয়েকে মাথায় তুলেচেন। মেয়ের বে দেবেন তার নাকি রাজপুত্রের সন্ধান হচ্চে।' আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম 'বউমা যাই বলুন না কেন তুমি সয়ে থেক, ঝগড়া বিবাদ করো না।' ”

"রাজলক্ষ্মীর চুই তিনটী সম্বন্ধ আসিল, কিন্তু একটীও মনোনীত হইল না। একটী পাত্র ধনবান, কিন্তু কুলে আমাদের অপেক্ষা নীচ। একটী পাত্র বিদ্বান ও কুলশীলে উৎকৃষ্ট, কিন্তু সাংসারিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া আমার স্ত্রী পছন্দ করিলেন না। এই দ্বিতীয় পাত্রটী সম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত আমার মতান্তর হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম হউক না ছেলেটী দরিদ্র, না হয় আমাদের ঘরেই প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু প্রকাশের কথা শুনিয়া গৃহিণী সঙ্কল্প করিয়াছিলেন প্রাণান্তেও রাজলক্ষ্মীকে গরিবের ঘরে দিবেন না,—তাঁহার সুন্দরী মেয়ে বড়লোকের ঘর শোভা করিবে।"

"তাহার পর আমার কুগ্রহ উদিত হইল। একদা তীর্থযাত্রার আয়োজন করিলাম। স্ত্রী ও প্রকাশকে বলিলাম 'যদি ইতিমধ্যে কোন পাত্রের সন্ধান হয় সংবাদ দিও, আমি চলিয়া আসিব।' রাজু অধীরভাবে বারম্বার আমাকে বলিল 'বাবা, আমার ব

মন কেমন কচ্চে, তুমি যেও না।' সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল আমার অবর্ত্তমানে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। আমি স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলাইয়া প্রস্থান করিলাম।"

সন্ন্যাসীর কণ্ঠরোধ হইল। কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিয়া ধীরে ধীরে আবার বলিতে লাগিলেন "দুই মাস পরে গৃহে আসিয়া শুনিলাম রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শুনিবামাত্র কি এক আশঙ্কায় আমার হৃদয় কম্পিত হইল। আমার অনুপস্থিতি-কালে রাজলক্ষ্মীর বিবাহ! কে বিবাহ দিল, কোথায় বিবাহ হইল, পাত্রটী কিরূপ, কুল শীল ও অবস্থা কেমন প্রভৃতি অনেকগুলি প্রশ্ন এককালে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিলেন 'তুমি দুঃখ ক'র না। জামাইএর অবস্থা ভাল, জমীদারী আছে, রাজু সুখে থা'কবে।' "

"রাজু সুখে থা'কবে ব'লচ তবে তোমার চখে জল কেন? না, না, নিশ্চয়ই কোন অনর্থ ঘটেচে।"

"দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুধারার মধ্যে এইমাত্র জানিলাম নদীয়া জেলার দেবীপুরে রাজুর বিবাহ হইয়াছে। জামাতা গ্রামের জমীদার, নাম শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাল কুলীন, বয়ঃক্রম ত্রিশের উর্দ্ধ। প্রকাশের বিশেষ উদ্যোগে সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের পর রাজলক্ষ্মী শ্বশুর গৃহ হইতে আসিয়া যে কয়দিন আমার গৃহে ছিল এক দিনও হাসে নাই; কি এক অশান্তি সর্ব্বদা তাহার চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া ছিল। তাহার পর জামাতা রাজুকে পুনরায় দেবীপুরে লইয়া গিয়াছেন এবং শীঘ্র তাহাকে পাঠাইবেন না লিখিয়াছেন।"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'আমাকে না জানিয়ে তোমরা কাজ কেন ক'রলে?' "

মনে

"স্ত্রী উত্তর দিলেন 'ঠাকুরপো তাড়াতাড়ি কত্তে লা'গলেন; ব'ললেন তোমাকে খবর দিয়ে মতামত স্থির হতে হতে পাত্র হাতছাড়া হয়ে যা'বে। আমারও কি ঝোঁক হ'ল, তিনি যা ব'ললেন তা'ই বু'ঝলাম।' "

"শুনিলাম প্রকাশ গৃহে নাই, তাহার স্ত্রীকে শ্বশুরগৃহে রাখিতে গিয়াছে।"

"ঘোর সংশয়ে মন অস্থির হইল। পরদিবস একটী ব্যাগ হস্তে আমি দেবীপুর যাত্রা করিলাম। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে স্বচক্ষে জামাতাকে দেখিয়া এবং তাঁহার সাংসারিক অবস্থা জানিয়া সংশয় দূর করিব সঙ্কল্প হইল। স্ত্রীকে বলিয়া গেলাম যে রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া আসিব।"

"অপরাহ্ণে রেলওয়ে ষ্টেশনে নামিয়া দেবীপুরের পথে চলিলাম। একে একে পাঁচ সাত জন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম 'শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী যা'ব কোন পথে', কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না। আমি বিস্মিত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। গ্রামমধ্যে যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সেই বলিল 'এ গ্রামে শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেহ নাই।' আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শুনিয়াছি জামাতা দেবীপুরের জমীদার; তাঁহাকে কেহই জানে না এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!"

"ভাবিতে ভাবিতে এক দ্বিতল গৃহের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামী সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথা যাইবেন?' "

" 'শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী যাইব। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পথ বলিয়া দিন।' "

" 'এ গ্রামে শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে কেহ নাই। আপনি বোধ হয় অপর কাহারও সন্ধান করিতেছেন।' "

" 'আজ্ঞা না, আমার ভ্রম হয় নাই। আমি দেবীপুরের শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে যাইব। এইত দেবীপুর?' "

"গৃহস্বামী আমার পরিচয় লইয়া বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহার বৈঠকখানায় বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি নানা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন 'মহাশয়, এতক্ষণে বুঝিলাম আপনি কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু কিরূপে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব স্থির করিতে পারিতেছি না।"

"আমি সবলে তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলাম 'মহাশয়, আমি আর এ সংশয় সহ্য করিতে পারি না। বুঝি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা ইহা অধিকতর ভীষণ! দয়া করিয়া বলুন কি হইয়াছে।' "

"গৃহস্বামী উত্তর দিলেন 'আপনার জামাতার প্রকৃত নাম রুদ্রনাথ রায়। ঐ তাঁহার গৃহ দেখা যাইতেছে।' "

হরিদাস—"রুদ্রনাথ রায়! বলেন কি ঠাকুর, রুদ্রনাথ রায় আপনার জামাতা?"

সন্ন্যাসী—"হাঁ, ঐ দুর্ব্বৃত্তই আমার সর্ব্বনাশকারী! শুনিবা-মাত্র আমার হস্ত হইতে ব্যাগ খসিয়া পড়িল, থর থর দেহ কাঁপিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিলাম, পরিশেষে অবসন্নদেহে সেইখানে বসিয়া পড়িলাম।"

"সেই গৃহস্বামী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ভৃত্যদের সাহায্যে আমাকে বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন এবং সযত্নে মোহ ভঙ্গ করিলেন। আমি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম 'মহাশয়,

আপনি একজন সদাশয় ব্যক্তি। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বাস। আপনারা থাকিতেও এ গ্রামের একব্যক্তি ঘোর প্রবঞ্চনা করিয়া কুলীনের কুল নষ্ট করিল!' ”

“ঠাকুরদাস ব্যথিতহৃদয়ে উত্তর দিলেন 'এই পাপকার্য্যের জন্য রুদ্রনাথের সঙ্গে আমার অসদ্ভাব হইয়াছে।' ”

“ 'কুল ত গিয়াছে, এক্ষণে দয়া করিয়া বলুন রুদ্রনাথের অবস্থা কেমন, চরিত্র ও শিক্ষা কিরূপ। আমার সোণার মেয়ের সুখ হইবে কি না আমি জানিতে চাই।' ”

“ঠাকুরদাস অতীব বিচলিত হইয়া বলিলেন 'মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিব না।' ”

“ 'হায়, সব নষ্ট হইল! প্রকাশ, নরপিশাচ, আজিও পৃথিবীতে ধর্ম্ম আছেন! যদি জানিয়া শুনিয়া এই নৃশংস কাজ করিয়া থাকিস, ইহার সমুচিত প্রতিফল নিশ্চয় পাইবি' বলিতে বলিতে দ্রুতপদে আমি রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। ঠাকুরদাস পশ্চাতে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইলেন। আমি বিকৃত-কণ্ঠে বলিলাম 'না, এ পাপগ্রামে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিব না। যাই, গৃহিণীকে সংবাদ দিই, তাঁর সোণার মেয়ের, বড় আদরের মেয়ের কি সর্ব্বনাশ করেচেন!' ”

“ষ্টেশনের পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছি হঠাৎ মনে হইল যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, মেয়েটাকে একবার দেখিয়া যাই, রাজুকে কোলে করিয়া একবার কাঁদিয়া যাই। অমনি ফিরিয়া উন্মত্তের ন্যায় রুদ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হইলাম। রুদ্রনাথ গৃহে ছিল না। এক দাসী আমার পরিচয় লইয়া বাড়ীর

ভিতর সংবাদ দিল। পরমুহূর্ত্তে মলিনবর্ণা, শীর্ণদেহা এক বালিকা ছুটিয়া আসিয়া আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিল, দুই হস্তে আমার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আহ্লাদে যেন আটখানা হইয়া বলিল 'বাবা, তুমি কখন এলে?' এই কি আমার সেই যত্ন-পালিতা স্বর্ণ প্রতিমা! হরি, হরি, এত পরিবর্ত্তন! আমার বড় কঠিন হৃদয় তাই সেইক্ষণে বিদীর্ণ হইল না।"

উচ্ছলিতশোকাবেগে সন্ন্যাসীর নয়নদ্বয় ঝর ঝর অশ্রুধারা বর্ষণ করিল, ওষ্ঠপুট স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি হস্তদ্বয় বক্ষোপরি স্থাপনপূর্ব্বক উদ্বেগ নিরোধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

হরিদাস ব্যাকুলভাবে বলিল—"ঠাকুর, আর আমি শুনিতে পারি না। যথেষ্ট শুনিয়াছি।"

সন্ন্যাসী—"শুন হরিদাস, সংক্ষেপে শেষটুকু বলি। তাহার পর রাজলক্ষ্মী আমাকে ব্যজন করিতে লাগিল, সযত্নে আমার গাত্রে হাত বুলাইয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বিভ্রান্তের ন্যায় কিছুই বুঝিলাম না, কেবল অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। রাজু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'বাবা, তুমি কাঁদচ কেন?' সে হাসিতে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। যদি সে তখন কাঁদিত তাহা হইলে বুঝি আমার হৃদয় অত ব্যথিত হইত না।"

"আমি বলিলাম 'মা, আমি তোর কি সর্ব্বনাশই করিচি! সত্য বল্ মা, তুই এখানে কেমন আছিস।'"

"রাজলক্ষ্মী পুনরায় হাসিয়া বলিল 'বাবা, আমি বেশ আছি, তুমি কেঁদ না। তুমি আমাকে নিতে এসেচ ত?'"

"আমি বলিলাম, 'হাঁ মা, নিশ্চয়ই তোকে নিয়ে যাব।'"

"মা আমার পদধৌত করিয়া অঞ্চলে মুছাইল। বৈবাহিকা অন্তরাল হইতে জলযোগের অনুরোধ করিলেন, আমি কিছু খাইলাম না। তিনি সম্বন্ধোচিত তামাসাও করিলেন, আমার তাহা বিষবৎ লাগিল। রাজু নিষেধ না শুনিয়া স্বহস্তে আমার খাবার প্রস্তুত করিল। মাতা যেমন অবোধ সন্তানকে হাতে করিয়া খাওয়ান, রাজু সেইরূপে আমার মুখে আহার তুলিয়া দিতে লাগিল; আমি কিঞ্চিৎ আহার করিলাম।"

"এ পর্য্যন্ত জামাতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। পরম্পরায় জানিলাম, তিনি গৃহে রাত্রিযাপন করেন না। আমি সঙ্কল্প করিলাম যে উপায়েই হউক পরদিবস কন্যাকে গৃহে লইয়া যাইব। দেবীপুরে সেই সময় কলেরা দেখা দিয়াছিল, সুতরাং বৈবাহিকা রাজুকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন।"

"বাড়ী যাইবে বলিয়া রাজুর আহ্লাদ ধরিতেছে না। সে স্বহস্তে আমার শয্যা প্রস্তুত করিল। আহারান্তে আমি শয়ন করিলাম, রাজু হাসিমুখে বস্ত্রাদি গুছাইয়া তাহার বাক্সে রাখিতে লাগিল। আমার একখানি ছবি সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সেখানি আমাকে দেখাইয়া বলিল 'বাবা, তোমার ছবি আমি রোজ দে'খতাম।' আমি তাহার মুখচুম্বন করিলাম। পরম যত্নে আমার ছবি, খেলার পুঁতুল, নিজের এবং আমার বস্ত্রাদি বাক্সে রাখিয়া হাসিমুখে মা আমার ক্রোড়ে শয়ন করিল। কথোপকথন করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম, কিন্তু রাজু ঘুমাইল না। সে মাঝে মাঝে উঠিয়া দেখিতে লাগিল সকল দ্রব্য বাক্সে তোলা হইয়াছে কি না।"

"শেষ রজনীতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। 'বাবা, আমি ম'লাম' এই শব্দ কয়টী কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিয়া উঠিয়া দেখি রাজু মেঝেয় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। 'কি মা, কি হয়েচে?' বলিয়া নিমেষের মধ্যে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। রাজু জড়িতস্বরে উত্তর দিল 'বাবা, আমার শরীরের মধ্যে কেমন কচ্চে। দু'বার ভেদ হয়েচে, এইমাত্র একবার বমি করিচি।'"

"'সর্ব্বনাশ করিচিস মা! প্রথম বারে আমাকে ডাকিস নি কেন?' বলিতে বলিতে আমি ললাটে করাঘাত করিলাম। বাটীর অপর সকলকে তৎক্ষণাৎ জাগাইলাম। সকলেই স্ত্রীলোক। চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া তাহারা মায়ের অবস্থা দেখিল। আমি ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলাম। অনেক ডাকাডাকির পর গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারকে লইয়া আসিলাম। তিনি দূর হইতে দেখিয়া একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ঔষধে কোন ফল হইল না। অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতে লাগিল। আশা নাই বুঝিয়া আমি বালকের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। হৃদয়ের সে যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। রাজু ক্ষীণকণ্ঠে একবার মাত্র বলিয়াছিল 'বাবা, তুমি কেঁদ না, আমি ভাল হব।'"

"তাহার পর মা আর কথা কয় নাই। প্রত্যূষে বালিকার ইহলীলা ফুরাইল। কলিকা ফুটিতে না ফুটিতে শুকাইয়া গেল। মায়ের হাসিমাখা জ্যোতিঃপূর্ণ বিস্ফারিত নয়ন শেষ পর্য্যন্ত আমারই মুখে অর্পিত ছিল।"

অসহ্য যন্ত্রণায় কম্পিতদেহে হরিদাস দণ্ডায়মান হইল। সন্ন্যাসী তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"আমার ইতিহাস প্রায় শেষ হইয়াছে। এইবার খুব সংক্ষেপে শেষটুকু

বলি। রুদ্রনাথ তখনও গৃহে ফিরে নাই। পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় কন্যার মৃতদেহ বক্ষে লইয়া আমি এই শ্মশানে আসিলাম। ওই যে লতিকাটী দেখিতেছ, গাঢ় হরিদ্বর্ণ পত্র ও নীলপুষ্পে শোভমানা, ঐখানে, ঐ পবিত্র স্থানে স্বহস্তে তাহার সৎকার করিলাম। চিতায় তাহার যাবতীয় বস্ত্র খেলনাদি ভস্মীভূত করিলাম, মা সে গুলিকে বড় যত্ন করিত। আর, রাজু 'বাবা' বলিতে অজ্ঞান হইত তাই তাহার আত্মার প্রীতিকামনায় আমার ছবিখানিও সেই সঙ্গে দিলাম।"

"কন্যার ক্ষুদ্র দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় গৃহে ফিরিলাম। স্ত্রী প্রথমে আমাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু চিনিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি রাজুর মৃত্যুকাহিনী তাঁহাকে বলিলাম; বলিতে বলিতে বাতুলের ন্যায় কখন হাসিলাম, কখন বা কাঁদিলাম, কখন ক্রোধে অধীর হইয়া শত্রুদিগকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা আমার ভাল মনে নাই। এইমাত্র মনে হইতেছে যে আমার স্ত্রীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে আমি বসিয়াছিলাম। তিনি রাজুর নাম লইয়া যত কাঁদিয়াছিলেন আমিও তত কাঁদিয়াছিলাম।"

"সেই ভীষণ শোকে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। তাঁহার সৎকার করিয়া আমি গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু সঙ্গীরা আমাকে উন্মত্তের ন্যায় দেখিয়া সবলে গৃহে লইয়া আসিল। জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীরা যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিলেন। শেষে আত্মহত্যাসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগের ব্যবস্থা করিলাম।"

"তদবধি গৃহ ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ ফিরিতেছি। কিন্তু সংসার ভুলিতে পারিলাম কৈ। পরব্রহ্মের চিন্তার মধ্যে সংসা-

রের কথা এখনও হৃদয়ে জাগরূক হয়। দেখ, বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা প্রস্তরে খোদিত ইতিহাসের ন্যায় আমার মনে গাঢ় অঙ্কিত রহিয়াছে। সে স্মৃতি কি মানুষ ভুলিতে পারে? ঘুরিতে ঘুরিতে বত্রিশ বৎসর পরে আজ একবার মায়ের সৎকারস্থান দেখিতে আসিয়াছি। হায়, সংসারত্যাগ বুঝি কথার কথা মাত্র। সংসারের সমগ্র স্মৃতি স্কন্ধে লইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ কি বিড়ম্বনা!”

“কল্য রুদ্রনাথের গৃহে দেখিলাম সে যে রুদ্রনাথ তাহাই আছে। রাজুর মৃত্যুর পর বিবাহ করিয়াছে, এবং একটী পুত্রলাভও করিয়াছে। এক্ষণে সে সমাজের একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। যে নরকীট হিন্দুসমাজে স্থান পাইবারও যোগ্য নয়, আজ সে সমাজের নেতা! অহো, অধঃপতিত সমাজ! কিন্তু ধর্ম্ম দুষ্টের সমুচিত দণ্ড দিতেছেন। শুনিলাম উহার গৃহে শান্তি নাই, জীবনে শান্তি নাই। এক্ষণে পরলোকগতা সহধর্ম্মিনীর পবিত্র সৎকারস্থান দর্শন এবং তাঁহার মৃত্যুর মূলকারণ পাপাশয় প্রকাশের অবস্থা নয়নগোচর করিয়া তীর্থে প্রত্যাগমন করিব।”

হরিদাস—“ঠাকুর, আপনার জীবনী অতি মর্ম্মভেদী ঘটনায় পূর্ণ। এক্ষণে আমার কথা নিবেদন করি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের উভয়ের সর্ব্বনাশের বীজ একই স্থানে রোপিত হইয়াছে।”

সন্ন্যাসী একাগ্রচিত্তে হরিদাসের ইতিহাস শুনিলেন। ইতিবৃত্ত শেষ হইলে হরিদাস ভীষণ উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সস্নেহে বলিলেন—“হরিদাস, স্থির হও। আমার অবস্থা মনে কর।”

হরিদাস—“ঠাকুর, এইমাত্র আপনি যে বলিলেন সংসারের স্মৃতি মানুষে ভুলিতে পারে না সে কথা ঠিক। আপনি যে

ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছেন, উচ্চজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আপনি শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারেন; কিন্তু আমার সে ক্ষমতা নাই। আমি শত্রুদের উপর দারুণ প্রতিহিংসা লইব।"

সন্ন্যাসী—"হরিদাস, তুমি বা আমি প্রতিহিংসা লইবার কে? জগদীশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দণ্ড বা পুরস্কার দেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যে বালিকার উন্নত চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তুমি প্রতিহিংসাসঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলে, আজ সেই দেবীকে ভুলিতেছ কেন?"

হরিদাস ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল—"ঠাকুর, মনের আবেগে আমি মায়ের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। জানি না বিধাতা কি উদ্দেশ্যে তাঁহাকে এই পাপ-পরিবারের মধ্যে পাঠাইয়াছেন।"

সন্ন্যাসী—"আমার মনে হয় উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহের অনতিদূরে একটী জীর্ণ একতল গৃহ। গৃহের দুইটীমাত্র প্রকোষ্ঠ, কিন্তু তাহাও বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। দেওয়ালের ইষ্টক নানাস্থানে ক্ষয়িত হইয়াছে; কড়িকাষ্ঠগুলির গোড়া ক্ষয়িত হইয়াছে; ঘরের মেঝেয় সানের চিহ্নমাত্রও নাই, স্থানে স্থানে গর্ত্ত। সংস্কার অভাবে ছাদে এরূপ জল বসিয়াছে যে গ্রীষ্মকালেও গৃহমধ্যে শৈত্য অনুভূত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়টী জানালা কপাটবিহীন। বর্ষার ধারা এবং শীতের তুহিন অবাধে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। প্রকোষ্ঠ-দ্বয়ের দুইটীমাত্র দ্বার; দুইটীরই আম্রকাষ্ঠনির্ম্মিত কপাট কীটদষ্ট।

একটী পূর্ব্বদ্বারী অতি জীর্ণ চালাঘর রন্ধনশালা। বাসগৃহ ও রন্ধনশালার মধ্যে তিনকাঠা পরিমিত একটুকু ক্ষুদ্র উঠান। উঠানের দক্ষিণসীমা রুদ্রনাথ রায়ের গৃহপ্রাচীর; পূর্ব্বাংশ উন্মুক্ত।

অতি প্রত্যূষে সেই গৃহের জীর্ণদ্বার উন্মুক্ত করিয়া এক শীর্ণ-দেহা রমণী ধীরে ধীরে ভগ্নরোয়াকের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন; মলিন বসনাঞ্চল দ্বারা দেহ বেষ্টিত করিয়া বিকাশমানা প্রকৃতির মাধুরী একবার দেখিলেন, তৎপরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উপবেশন করিলেন।

রমণী বিধবা। বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের অনধিক, কিন্তু রোগ, শোক ও হীনাবস্থা হেতু চল্লিশের অধিক অনুমিত হইতে

পায়ে। বর্ণ এককালে গৌর ছিল, অধুনা শ্যামাভ হইয়াছে। শীর্ণ দেহ এবং বিশুষ্ক বদন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ম্যালেরিয়া জ্বর তাঁহার স্বাস্থ্য এককালে ভগ্ন করিয়াছে। চক্ষুর্দ্বয় আয়ত ও দীপ্তিমান; তাহাদের নিম্নদেশে কালিমারেখা অসুস্থতার পরিচায়ক।

পক্ষীকলরবে প্রকৃতি জাগরিতা হইলেন। ক্ষুদ্র উঠানের এক অংশে একটী পেয়ারা বৃক্ষের শাখাগুলি প্রভাতপবনে আন্দোলিত হইতেছিল। দোদুল্যমান শাখায় এক দয়েল মনোরম শীষ দিতেছিল। এইরূপ প্রতিদিন প্রভাতে দয়েলটী তথায় মধুর তান আলাপ করে, বিধবাকে তাহার অমৃতনিস্বন্‌ শুনাইয়া তৃপ্ত করে, তৎপরে প্রাঙ্গনে যাহা কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিতে পারে তাহাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া উড়িয়া যায়। আজ দয়েল অল্পক্ষণ শীষ দিয়াছে এমন সময় কোথা হইতে একটা বায়স আসিয়া তাহাকে তাড়িত করিল এবং তাহার স্থান অধিকারপূর্ব্বক সদর্পে কর্কশরব করিতে লাগিল। রমণী বিরক্তির সহিত দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিলেন, বায়স উড়িয়া গেল।

তাহার পর রমণী বামকরতলে গণ্ড ন্যস্ত করিয়া বিষাদচিন্তায় মগ্ন হইলেন। বুঝি সে চিন্তা অনন্ত, অপার, বিধবার চিরসঙ্গিনী। ভাবিতে ভাবিতে তিনি কতগুলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লিলেচারুশীলাঞ্চলের বসনাগ্রে অশ্রু মুছিলেন, কতবার নীল
চারুশীলা—"ভাই, উ চাহিলেন, কেহই তাহা দেখিল না,
র এ স্নেহযত্নের এতটুকু চিন্তার পর মৃদুনিশ্বাসের সহিত তাঁহার
মহালক্ষ্মী—"বউ, এ খী কথা উচ্চারিত হইল 'আমার
থাকে ত আমি বল থেকে বড় হ'বে, টাকা উপার্জ্জন

করে আ'নবে, আমি তা'র সুখের অবস্থা দেখে ম'রব! হায়, দুরাশা!'

পশ্চাতে কে বলিল "জগদীশ্বর তোমার আশা পূর্ণ ক'রবেন। তাঁ'র রাজ্যে কখন অবিচার হয় না।"

অতুলের মাতা চমকিয়া পশ্চাতে চাহিলেন। অদূরে এক দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা; তাঁহার অধরে প্রশান্ত মধুর হাসি, বেশ বিধবার। সে মূর্ত্তি দেখিলেই অন্তরে ভক্তির উদ্রেক হয়। ইনি ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মহালক্ষ্মী।

চারুশীলা (আমরা অতঃপর এই নামে অতুলের মাতার উল্লেখ করিব) সানন্দে বলিলেন—"এস ঠাকুরঝি। তুমি এত সকালে আ'সবে আমি তা ভাবিনি।"

মহালক্ষ্মী—"ভাই, ব'লব কি, তোমাকে কাল যে রকম অসুস্থ দেখে গিইছিলাম, আমি রাত্রে ঘুমুতে পারিনি। এক একবার মনে হচ্ছিল উঠে এসে তোমার কাছে থাকি। তা যাহ'ক, তোমার ঘুম হইছিল ত?"

চারুশীলা—"হ্যাঁ; এখন শরীর অনেক সুস্থ বোধ হচ্চে।"

মহালক্ষ্মী হাসিয়া বলিলেন—"তবে আর অতুলকে খবর দিয়ে আ'নতে হবে না?"

চারুশীলা—"ভাই, কাল সত্যই মনে হইছিল এবার বাঁ'চব না, তাই অতুলকে দে'খবার জন্য ব্যস্ত হইছিরিয়া বিকাশ্লা আ তা'কে আমার অসুখের খবর দিয়ে কাজ, তৎপরে দীর্ঘনিশ্বাস

মহালক্ষ্মী—"অতুল যে রকম মা ব'

অসুখের খবর পেলে সে হাজার কাজরের অনধিক, কিন্তু রোগ, বিমল এখনও ঘুমুচ্চে? কাল বেশী অধিক অনু.মত হইতে

চারুশীলা—"তুমি যাওয়ার পর বিমল অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমার গায়ে হাত বুলিয়েচে আর বাতাস করেচে। আমার কি চৈতন্য ছিল, তাহ'লে কি তাকে এ কষ্ট ভোগ কত্তে দিই। সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখি মা আমার বুকের মধ্যে মাথা রেখে অসাড়ে ঘুমুচ্চে, পাথাখানি ডান হাতেই রয়েচে। আহা, কচি মেয়ে, দুধের মেয়ে, আমার জন্য তার কি কষ্টভোগ!"

চারুশীলা বসনে অশ্রু মুছিলেন।

মহালক্ষ্মী—"আর আমার কি আক্কেল! আমি কিনা দুটী কচি মেয়ে ও ছেলেকে তোমার পাশে বসিয়ে রেখে বাড়ী গিয়ে শু'লাম!"

চারুশীলা—"ভাই, ও কথা মুখেও এন না। তোমাদের গুণের তুলনা নাই। আমার একমাত্র দুঃখ যে এজীবনে তোমাদের উপকারের সহস্রাংশের এক অংশও আমরা পরিশোধ কত্তে পা'রব না। তোমাদের অনুগ্রহে আমরা খেয়ে পরে বেঁচে আছি। তোমাদের অনুগ্রহে আমার অতুল লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্চে। আর তোমার অনুগ্রহের কথা কি ব'লব,—সে অনুগ্রহে আমার মা, মেয়ে, ভগিনীর অভাব দূর হয়েচে। তুমি একাধারে আমার তিনই।"

"ওগো আর না, আর না, আমি হা'র মা'নলাম" বলিয়া মহালক্ষ্মী চারুশীলার মুখের কাছে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন।

চারুশীলা—"ভাই, ভগবান কি দিন দেবেন না। তোমাদের এ স্নেহযত্নের এতটুকু ও কি শোধ কত্তে পা'রব না?"

মহালক্ষ্মী—"বউ, এ ঋণের ভার যদি তোমার এত কষ্টকর হয়ে থাকে ত আমি বলচি, অতুল বেঁচে থাক, সেই এ ঋণ

সুদে আসলে পরিশোধ ক'রবে। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্চি।"

চারুশীলা বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন—"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আমার মনে হচ্চে আমার ছেলে মেয়ের সুখের দশা আ'সবে। তোমার আশীর্ব্বাদ কখনই বিফল হবে না।"

পাঠক জ্ঞাত আছেন অতুলের গৃহপ্রাঙ্গনের দক্ষিণ সীমা রুদ্রনাথের গৃহের পশ্চাতের প্রাচীর। সেই প্রাচীরের একাংশে একটা দ্বার সন্নিবেশিত ছিল। রমণীদ্বয় দেখিলেন বহির্দ্দেশ হইতে এক যুবাপুরুষ আসিয়া খিড়কির পথে রুদ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিল। দুঃখের মধ্যেও চারুশীলা মৃদুহাসিয়া বলিলেন —"ঐ দেখ গো, ছোটবাবু বাড়ী এলেন।"

মহালক্ষ্মী "রজনী শ্যামার ঘরে রাত্ কাটিয়ে এল বুঝি ?"

চারুশীলা—"তা নাত আর কি। মরণ হতভাগার। ঘরে লক্ষ্মী বউ, কিন্তু চিরটা কাল ওই রকম করে কাটা'ল।"

মহালক্ষ্মী—"আচ্ছা ভাই, বাপেরই বা কি আক্কেল! ছেলেকে একটু শাসনে রাখতে পারে না!"

চারুশীলা—"ছেলে বাপের পথে চলেচে; তাঁর কি কিছু ব'লবার যো আছে।"

এমন সময় সাত বৎসর বয়স্ক এক বালক ও নবম বর্ষীয়া এক বালিকা আসিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিল। উভয়েরই পরিধানে মলিন বসন। মহালক্ষ্মী আদরপূর্ব্বক বালিকার উন্মুক্ত কেশদাম বিনাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—"হ্যাঁ বিমল, কাল রাত্ জেগে তোর বড় কষ্ট হইছিল, নয় মা? বাছা আমার!"

বিমলা—"না পিসিমা, আমার কিছু কষ্ট হয়নি। আমি অনেকক্ষণ মা'র গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একটা সাথী পেলে সমস্ত রাত্ জা'গতে পারতাম। আর আমি কখনও অমন করে ঘুমিয়ে প'ড়ব না।"

মহালক্ষ্মী বালিকার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "মা, আর তাকে রাত্ জা'গতে হবে না। যা, তোরা দুই ভাই বোন হাত মুখ ধুয়ে আয়, একটু খাবার এনিচি খেয়ে নে।"

মহালক্ষ্মীর অঞ্চলে মিষ্টান্ন দেখিয়া শরৎ আনন্দে নাচিতে লাগিল। কিন্তু বিমলা কিছুমাত্র আহ্লাদ প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা কি খাবে পিসি মা?"

"লক্ষ্মী মেয়ে আমার, এই যে তোর মা'র জন্যে ও খাবার এনিচি" বলিয়া মহালক্ষ্মী অঞ্চলের অপর প্রান্ত হইতে কয়েকখানি বাতাসা, ইক্ষুখণ্ড ও একটা কমলালেবু বাহির করিলেন। বিমলার সুন্দর মুখমণ্ডল আনন্দে দীপ্ত হইল, বিস্ফারিত নয়নযুগল কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। 'আয় শরৎ' বলিয়া সে ভ্রাতার হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে মুখ ধুইতে গেল।

বালক ও বালিকা দৃষ্টিবহির্ভূত হইলে চারুশীলা ছল ছল চক্ষে বলিলেন "ঠাকুরঝি, তোমাকে আর কি ব'লব; তুমি মানুষ নও।"

"ভূত প্রেতের মধ্যে নইত?" বলিয়া মহালক্ষ্মী হাসিলেন।

চারুশীলা—"ষাট্, তুমি নিশ্চয় কোন দেবতা। দেবতা নইলে দীন দরিদ্র অনাথদের প্রতি এত মায়া কখন হ'ত না। এত বড় গ্রামখানির মধ্যে তোমরা ছাড়া আর কেউ ত এ হতভাগ্যদের যত্ন করে না। ও'রা (রুদ্রনাথের গৃহ লক্ষ্য

করিয়া) ত প্রতিবেশী এবং আত্মীয়ও বটেন, কিন্তু ওঁদের ব্যবহার ভেবে দেখ দেখি ভাই। তিনি থা'কতে রজনীর আমাদের সঙ্গে কত রকমে দুর্ব্যবহার করেচেন তা'ত জান এখন একবার চেয়েও দেখেন না, বেঁচে আছি কি না সে খোঁজ ল'ন না।"

মহালক্ষ্মী মুখ ফিরাইয়া দুই নয়নের দুইবিন্দু অশ্রুবারি মুছিয়া ফেলিলেন. তাহার পর যেন কিছুই হয় নাই এই ভান করিয়া বলিলেন "নাও ভাই, ও সব কথা রাখ। জল এনে দিচ্চি, মুখ ধুয়ে একটু জল খাও। আহা, বড় দুর্ব্বল হয়েচ।" চারুশীলার নিষেধ না মানিয়া তিনি একঘটী জল আনিলেন। ইত্যবসরে বিমলা ও শরৎ ফিরিয়া আসিল। তখন মাতা কন্যা ও পুত্রে জল খাওয়াইয়া মহালক্ষ্মী বিমলাকে তৈল মাখাইতে বসিবে এবং তৈলমাখান হইলে চারুশীলাকে বলিলেন "বউ, আমি বাড়ী এসে এখানেই তোমার ও আমার রান্না চড়িয়ে দেব এবং বিমল ও শরৎ আজ আমাদের বাড়ীতে খা'বে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রজনী দ্বিতলে উঠিয়া নিঃশব্দপদবিক্ষেপে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষ অন্ধকারময়; উষার আলোকছটা সবে অন্ধকারকে তরলতায় পরিণত করিতেছে। কক্ষের একপ্রান্তে দুইটী নিদ্রিত প্রাণীর নিশ্বাসধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। সে শ্বাস প্রশ্বাস সুষুপ্তির আরামসম্ভূত, নিষ্পাপ হৃদয়ের শান্তি-বিজ্ঞাপক। নিদ্রিতদের মধ্যে একটী শিশু (নিশ্বাসধ্বনিতে তাহা বুঝা যায়), অপরটী সম্ভবতঃ তাহার মাতা। সাবধানপদবিক্ষেপ সত্বেও একটা ভোজনস্থালী রজনীর পদে ঠেকিল এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি অন্ন পাদোপরি পতিত হইল। সে বিরক্ত হইয়া বলিল 'আঃ কি উৎপাত! আবার ভাত রেখেচে!' আলনায় অঙ্গরাখা ও উত্তরীয় রাখিয়া রজনী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রজনীর বয়ঃক্রম ত্রিংশবর্ষ; বর্ণ গৌরাভ শ্যাম; দেহ অস্থি ও মাংসে জড়িত, নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ; ললাট অপ্রশস্ত; নয়ন আয়ত, ঈষৎ কোটরগত এবং কঠোরদৃষ্টি; গণ্ড মাংসহীন; মুখ-মণ্ডলে লাম্পট্যজনিত কর্কশতা গাঢ় অঙ্কিত।

শয়নকক্ষের পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া রজনী জানালার পার্শ্ব হইতে মহালক্ষ্মী ও চারুশীলাকে লক্ষ্য করিয়া রহিল।

অকস্মাৎ পশ্চাতে কে বলিল "ওমা, কি হবে! তোমার এই কাজ!"

ত্রস্তভাবে ফিরিয়া রজনী এক উগ্রমূর্ত্তি রমণীর ভ্রূকুটী অবলোকন করিল। রমণী ত্রিংশবর্ষীয়া, শ্যামাঙ্গী, পুষ্টদেহা ও মধ্যমাকৃতি। তাহার স্বাভাবিক তেজঃপূর্ণ নয়ন ক্রোধ ও বিস্ময়ে ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল।

রজনী—"চুপ, গোলমাল করিস না। মাগী দুটোর রঙ্গ দেখ। মুখোমুখি হয়ে হাতনাড়া হাসিখুসির ঘটা দেখ। ওরাই আবার গ্রামের নামজাদা সতী!"

রমণী বিরক্তিসহকারে বলিল "ওরা সতী হ'ক আর নাই হ'ক, তোমার এ কি ব্যবহার! ছি, ছি, ভদ্রলোকের মেয়েছেলের ওপর নজর! বাঁড়ু বুড়োর কাণে একথা উ'ঠলে কি তোমার ঘাড়ে মাথা কবে।"

রজনী—"আস্তে শ্যামা, তুই কোন দিন সত্যই আমার মাথা খাবি দেখতে পাচ্চি

"তোমার মাথা খায় এমন লোক ত দেখি না। তা দেখ, প্রাণভরে দেখ, তোমার ওতে সুখ। আমি চ'ল্লাম" বলিয়া শ্যামা অভিমানভরে যাইতে উদ্যত হইল।

রজনী সত্বর তাহার পথরোধপূর্ব্বক বলিল "তুই সত্যি রাগ কল্লি নাকি ?"

শ্যামা—"না, রাগ ক'রব কেন। আমি ভারি খুসী হইচি। তোমাকে না জা'নলে রাগ ক'রতাম।"

রজনী—"সকালে উঠে সতী স্ত্রীলোকের মুখ দেখা অনেক পুণ্যের ফল। আজ বড় ভাগ্যবলে সে পুণ্য-সঞ্চয় হয়েচে।"

ঔষধ ধরিল। পুনরায় শ্যামার দীপ্ত বিস্ফারিত নয়নযুগল রজনীর সহাস্য মুখে অর্পিত হইল। বিষধরী সর্পীর ন্যায় গর্জ্জিয়া

সে বলিল "সতীর মুখ দেখে পুণ্য-সঞ্চয় করেচ? একবার আমাকে দেখাও ত।"

রজনী—"শুনতে পাই মহালক্ষ্মী সতী। সত্য মিথ্যা জানি না।"

শ্যামা জলিয়া উঠিল। সতী শব্দ তাহার বিষতুল্য। ও শব্দটা জগৎ হইতে লুপ্ত না হইলে তাহার জীবনে শান্তি নাই। শ্যামা জানালার পার্শ্ব হইতে মহালক্ষ্মীর প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তৎপরে রজনীর দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া উত্তেজনার সহিত বলিল "দেখ, ও মাগীর ভারি ডেমাক; আমার সঙ্গে কথা কইতে ও অপমান বোধ করে, যেন কথা কইলে নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক হবে। এমন কি দেখা হলে আমার দিকে মুখ তুলেও চায় না। ওর ব্যবহারে আমি অনেকবার মনোকষ্ট পেইচি। সময়ে সময়ে মনে হয়েচে, যদি কখনও মাগীর অহঙ্কার চূর্ণ কত্তে পারি তবে আমি কায়েতের মেয়ে। তোমাকে আমার সাহায্য ক'রতে হ'বে।"

রজনী স্বীকৃত হইল। শ্যামা সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "এখন মহালক্ষ্মীর ব্যবহারটা তোমাকে একবার দেখাই। জানলার পাশে দাঁড়াও।"

শ্যামা সত্বর নিম্নতলে আসিয়া খিড়কির পথে অতুলের গৃহ-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"হ্যাঁগা অতুলের মা, আজ কেমন আছ? শু'নলাম তোমার অসুখ হয়েছে, তাই মনে করলাম যাই একবার দেখে আসি" বলিয়া শ্যামা চারুশীলার পার্শ্বে উপবেশন করিল। ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অনবধানতা প্রযুক্তই হউক তাহার অঞ্চলাগ্র মহালক্ষ্মীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছিল। তিনি বিরক্তির সহিত সরিয়া বসিলেন। শ্যামা তাহা লক্ষ্য করিল।

চারুশীলা—"আজ একটু ভাল আছি। যা'হক বড় ভাগ্যি যে একবার দেখতে এলে।"

শ্যামা—"ওমা, সেকি ভাই! দুঃখীর কষ্ট দুঃখীই বোঝে, বড়লোকে বোঝে না। তা তোমার দায়ে দুঃখে আর আমরা দে'খব না?"

"চল বিমল, নাইতে যাই" বলিয়া মহালক্ষ্মী উঠিলেন।

শ্যামা—"হ্যাঁ লক্ষ্মীদিদি, উঠলে যে? এখনও ত বেলা হয় নি।"

শ্যামার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মহালক্ষ্মী চারুশীলাকে বলিলেন "ভাই, আমার অনেক কাজ রয়েচে। সকাল সকাল নেয়ে এসে বাবার আহ্নিক ও লক্ষ্মীপূজার আয়োজন কত্তে হবে। তার পর রান্না বাড়া। আজ বৈকালে ধরণীরায়ের বৌ আমাদের বাড়ী আ'সবে বলে পাঠিয়েচে, তাদের জলখাবার ব্যবস্থা কত্তে হবে। আমি এখন চ'ললাম।"

"আয় বিমল" বলিয়া বিমলাকে সঙ্গে লইয়া মহালক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন।

শ্যামা মহালক্ষ্মীর প্রতি ভ্রূকুটী করিয়া চারুশীলাকে বলিল "তাইত, খৃষ্টানের বউ বাড়ী আ'সবে বলে এত ব্যস্ত! আমাদের লক্ষ্মীদিদি বুঝি আর বাদবিচার করেন না। যারা খৃষ্টান অপবাদে সমাজে স্থগিত তাদের সঙ্গে এত মাথামাখি করা কি ভাল দেখায়? তুমিই বলনা কেন ভাই।"

কথাগুলি চারুশীলার আদৌ ভাল লাগিল না, কিন্তু মনোভাব প্রকাশ না করিয়া তিনি উত্তর দিলেন "শু'নতে পাই অপবাদটা মিথ্যা। সেইজন্যই গ্রামের লোকে ধরণীরায়কে সমাজে লওয়ার উদ্যোগ কচ্চেন। কর্ত্তারা যদি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করেন তা হ'লে ওরা অবশ্যই সমাজে স্থান পা'বে।"

শ্যামা—"ওগো তা আর পেতে হয় না, দেখে নিও। লোকের ছেলে মেয়ের বিয়ে আছে, জাতধর্ম্মের ভয় আছে। দেখো, কেউ এতে মত দেবে না। ওমা, খৃষ্টান নাকি জা'ত পাবে, চাঁড়াল বামুণ হবে, তাও আবার দে'খব!"

চারুশীলা—"শ্যামা তুই থাম। আমাদের ওসব কথায় কাজ কি। আমরা ভাল মন্দ কি বুঝি।"

শ্যামা বকিতে বকিতে উঠিল। দ্রুতপদে রজনীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "দে'খলে ত মাগীর ঠ্যাকার, আমি যাবামাত্র উঠে গেল; আমার আঁচল গায়ে ঠেকেছিল বলে ঘেন্না কল্লে; আমার কথার উত্তরও দিলনা; আর অতুলের মা আমার সঙ্গে কথা কইল বলে মাগী কিনা মুখ বাঁকা'ল! ও মুখে কালী দিতে পারি তবে মনের জ্বালা যায়!"

রজনী হাসিল।

শ্যামা সক্রোধে বলিল "হাঁসলে যে? এই সামান্য কাজটা

তোমার দ্বারা হবে না? তোমার যত বাহাদুরী গরিবদের ঘরে, শত্রুর কাছে এগুতে পার না!"

রজনী—"কি ক'রতে হবে বল।"

শ্যামা—"এখনও বলতে হবে! তবে শোন, মহালক্ষ্মীর মাথা খেতে হবে।"

রজনী—"ও বাবা, মানুষের মাথা ত কখন খাইনি। খেয়ে হজম্ ক'রতে পা'রব ত।"

শ্যামা—"চালাকি রাখ। এখন ও সব বাজে কথা ভাল লাগে না। হাঁ কি না তাই বল।"

"হাঁ তোর সাহায্য ক'রব" বলিয়া রজনী সেই ব্যাঘ্রীকে শান্ত করিল।

শ্যামা ও রজনীকে গুপ্ত মন্ত্রণায় নিযুক্ত রাখিয়া পাঠক রজনীর শয়নকক্ষে দৃষ্টিপাত করুন।

ইন্দিরা জাগ্রতা হইয়া শয্যায় উপবেশন করিলেন। কেশপাশ সম্বদ্ধ ও অঞ্চল দেহে বেষ্টিত করিয়া মুদিতনয়নে কিয়ৎকাল জগন্মাতার চরণধ্যান করিলেন। চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন অন্নব্যঞ্জনসম্বলিত স্থালী পড়িয়া রহিয়াছে। প্রসাদময়ী উষা তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে যে প্রসাদভাব সঞ্জাত করিয়াছিল তদুপরি বিষাদছায়া পড়িল। কিন্তু বিষাদদৃষ্টি পরমুহূর্ত্তে কন্যার প্রতি অর্পিত হইবামাত্র প্রীতিপূর্ণ হইল। কন্যা জাগিয়া স্থিরভাবে নিস্পন্দনয়নে মাতার সুন্দর মুখখানি দেখিতেছিল।

সে সৌন্দর্য্য লেখনী বর্ণন করিতে অক্ষম। অঙ্গসৌষ্ঠব তাহার মুখ্য উপাদান নহে। সুগোল মস্তক, সুভ্র বিস্ফারিত নয়ন, বংশীবিনিন্দিত নাসিকা, সুগোল মসৃণ গণ্ড ও ললাট,

বিম্বোষ্ঠে লুক্কায়িত মুক্তাশ্রেণীবৎ দশনপংক্তি, এসকল উৎকৃষ্ট ভূষায় ভগবান ইন্দিরাকে ভূষিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বিশাল নয়নে যে বিশ্বপ্রেম, দয়া, ধর্ম্মশীলতা ও হৃদয়ের উদারতা বিভাসিত হইত তাহা কয়জন রমণীতে দৃষ্ট হয়? বস্তুতঃ স্বামী-গৃহে তিনি দুঃখ ও অশান্তিতে জীবন যাপন করিতেছিলেন। স্বামীর অযত্ন ও দুর্ব্যবহারে তাঁহার জীবন মরুপ্রায় হইয়াছিল, তদুপরি শ্যামা ক্রূর ফণিনীর ন্যায় তাঁহাকে প্রায়শঃ বিষজর্জ্জরিত করিতেছিল। কিন্তু নীরবে সকল সহ্য করিয়া তিনি শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা ও গৃহকার্য্য করিতেন এবং যথাসাধ্য পশুপ্রকৃতি স্বামীর মনোরঞ্জনে প্রয়াস পাইতেন। মনোদুঃখে তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য পলে পলে মলিন হইতেছিল, কিন্তু হৃদয়ের কোমলতা ও ঔদার্য্যের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। নারীধর্ম্ম, সতীধর্ম্ম তিনি অক্ষুণ্ণরূপে পালন করিতেছিলেন। নিজে জন্মদুঃখিনী হইলেও ইন্দিরা পরের দুঃখে কাঁদিতেন, পরের সুখে সুখী হইতেন, অপরকে প্রয়োজন মত সান্ত্বনা ও সুপরামর্শ দিতেন, সাধ্যমত আতুরকে সাহায্য করিতেন। হৃদয়ের সমুদয় সদ্গুণ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। সে সৌন্দর্য্য লেখনীদ্বারা বর্ণিত হইবার নহে, শিল্পীর তুলিকায় অঙ্কিত হইবার নহে।

কন্যাকে বক্ষে লইয়া ইন্দিরা নিম্নতলে আসিলেন, এবং স্নেহ ভরে বারম্বার মুখচুম্বন করিয়া তাহার ক্ষুদ্র আস্যে হাসির তরঙ্গ তুলিলেন। বালিকা আধ আধ স্বরে বলিল "মা, তাই তাই বল।" মাতা সোহাগপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "তাই, তাই, তাই, মামা বাড়ী যাই" ইত্যাদি, খুকী ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিতে লাগিল।

"মাগো, ভিক্ষা দাও", বলিয়া এক ভিখারী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। ইন্দিরা অবগুণ্ঠন টানিয়া তাহাকে মধুর বচনে বলিলেন "বাপু, বা'র বাড়ী যাও, সেখানে ভিক্ষা পাবে।" ভিখারী দীনভাবে বলিল "মা, সেখানে ত কাউকে দেখলাম না। তবে কি অনাথকে দয়া হবে না?" 'দয়া হবে না' কথাটী ইন্দিরার প্রাণে বাজিল। ভিখারীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি কন্যাক্রোড়ে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন এবং একমুষ্টি চাউল আনিয়া ভিখারীকে দিলেন। সে স্থিরনয়নে কিয়ৎক্ষণ ইন্দিরার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "মা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মেয়ে বেঁচে থাক, তোমার সুখের সংসার হ'ক"। বলিতে বলিতে একি, তাহার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। এ অশ্রু কি কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক? ইন্দিরা ঈষৎ হাসিলেন।

পশ্চাতে কে গর্জ্জিয়া উঠিল "ওমা, বাড়ীর মধ্যে বেটাছেলে কেন গা! বেরো মিন্সে এখান থেকে।"

ইন্দিরা চমকিয়া দেখিলেন শ্যামা। দেখিয়া মিনতিপূর্ব্বক বলিলেন "ওকে কিছু ব'ল না শ্যামা। আহা, দুঃখী লোক, বাইরে ভিক্ষা পায় নি বলে বাড়ীর মধ্যে এসেচে। একমুঠো চা'ল দিইচি, আপনিই চলে যাবে এখন।"

ভিখারীর দৃষ্টি শ্যামার মুখে অর্পিত হইল। শ্যামা তাহার প্রতি ক্রোধকটাক্ষ করিয়া বলিল "আ মলো, পোড়ারমুখো মিন্সে কট্‌মট্‌ করে চাচ্চে দেখ না। ভিক্ষে পেলি, চলে যা।"

ভিখারী ইন্দিরাকে বলিল "মা, আপনিইত এ বাড়ীর গিন্নী। ইনি কে, কেনই বা অকারণ গরিবকে গালিমন্দ দিচ্চেন?"

"রস্ পোড়ারমুখো, কে এবাড়ীর গিন্নী তোকে দেখাই। ঝাঁটা মেরে বা'র করবো! আরে মলো, ভিখিরীর মুখে অত কথা!" বলিয়া শ্যামা ক্রোধভরে ঝাঁটা আনিতে গেল।

ইন্দিরা ভিখারীকে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার দেহ ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছিল, ইন্দিরা মনে করিলেন তাহা দুর্ব্বলতাজনিত।

সম্মার্জ্জনী হস্তে বাঘিনীর ন্যায় শ্যামা ফিরিল। "পোড়ারমুখো গেল কোথা, পালিয়েছে বুঝি" বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। এমন সময় রুদ্রনাথ অন্দরে প্রবেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "কি শ্যামা, হয়েচে কি? গোলমাল কিসের?"

ইন্দিরা তথা হইতে অপসরণ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেবীপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে শ্যামার গৃহ। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদ্বারী দুইটী মৃন্ময় ঘর, তৎসংলগ্ন একটী উঠান, এবং উঠান বেড়িয়া মৃৎপ্রাচীর।

শ্যামার মাতা জীবিতা। ভ্রাতা, ভগিনী আত্মীয় কেহই নাই। সুতরাং শ্যামাই ঘরের কর্ত্রী। সে স্বয়ং পৈতৃক জমিজমা ও চাষের বিলিবন্দোবস্ত করিত। পিতৃস্বসা নিস্তারিণীর অনুগ্রহে শ্যামা কিছু অর্থের অধিকারিণী হইয়াছিল; তাহা সুদে খাটাইত। গৃহের সন্নিকটে একটা ক্ষুদ্র আমকাঁঠালের বাগান ছিল, তাহার ফল বিক্রয়দ্বারাও বৎসর বৎসর কিছু টাকা সঞ্চিত হইত। ফলতঃ মাতা ও কন্যা বিনা আয়াসে জীবন যাপন করিতেছিল।

শ্যামা যখন ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী সেই সময় তাহার স্বামী রামচরণ দাস নিরুদ্দেশ হয়। তদবধি চতুর্দ্দশ বৎসর রামচরণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মধ্যে একটা জনরব উঠিয়াছিল যে সে চন্দ্রনাথে দেহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু শ্যামা এতাবৎকাল সধবার ন্যায় বেশ বিলাস ও আহার ব্যবহার করিতেছে। পূর্ব্বদ্বারী ঘরর খানি সে মনোমত সজ্জিত করিয়াছিল। দেওয়ালে কয়েকখানির-ছবি ঝুলাইয়াছিল। ঘরের একাংশে একটা খট্টায় কোমলল, শয্যা; অপর অংশে কাষ্ঠনির্ম্মিত ছোটবড় কয়েকটা বাক্স একটা কড়িখচিত আলনায় কয়েকখানি দেশী ও বিলাতী গয়না। এবং অজয়াখা সযত্নে রক্ষিত। প্রকাশ যে বাক্সমধ্যে বি৷"

মাতা—"আহা, বাছা আমার

তবে আমার পেটে জন্মেছিলি দের সঙ্গে একবার দেখা

হবে খলে বুক ফেটে যায়। ঠাকুর দেবতার

দে হে ঠাকুর—" হাতখানি

শ্যামা—"মরণ তোমার, যা সইতে পারি না তাই আর

বল্লি! তবে আমি চ'ল্লাম।"

মাতা—"না মা, আর আমি কিছু বলচিনে। তুই একবার

সঙ্গে তখানা দেখা। উনি রামের খবর ব'লবেন।"

সহিত কোন্দল কর গণকের দিকে প্রসারিত করিল, এবং

খেয়াল হইত রজনীর শিশু কন্যাকে যদি সন্ধানটা ব'লতে

বস্তুতঃ রুদ্রনাথের পরিবার শ্যামার ব্যবহারে

ছিল যে তাহার এতাদৃশ আচরণ গর্হিত বলিয়া কম্পিত হইল।

প্রতিবেশীদের চক্ষে শ্যামা রজনীর প্রধানা স্ত্রী ন দৃষ্টিপাত

বিষবীজ বপন করিয়া গিয়াছিল তাহা এই রূপে তাহার

পরিণত হইয়াছে।

শ্যামা স্বেচ্ছাচারিণী ও উগ্রস্বভাবা হইলেও মাতার প্রাণ জুড়ান ধন। ত্রিংশ বর্ষীয়া কন্যা মাতার চক্ষে বালিকাটী। তাহার বিশ্বাস জামাতা জীবিত আছে এবং একদিন অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে। তীর্থযাত্রীদিগকে সে রামচরণের সন্ধান লইতে ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করিত। পরম্পরায় আশাজনক বার্ত্তা শুনিলে জামাতার উদ্দেশে লোক পাঠাইত, এবং তাহার প্রত্যাবর্ত্তন কামনায় 'হরির লুট' মানিত।

একদা প্রভাতে শ্যামার গৃহে একটা জনতা হইয়াছে। উদাসীন বেশধারী এক ব্যক্তিকে ঘেরিয়া বহু রমণী কোলাহল করিতেছে। উদাসীন গণক। শ্যামার মাতা করজোড়ে

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেবীপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে শ্যামার গৃহ। দক্ষিণ ও পূর্ব্বদ্বারী দুইটী মৃন্ময় ঘর, তৎসংলগ্ন একটী উঠান, এবং উঠান বেড়িয়া মৃৎপ্রাচীর।

শ্যামার মাতা জীবিতা। ভ্রাতা, ভগিনী আ[illegible]

সুতরাং শ্যামাই ঘরের ক[illegible] ব[illegible]ল "মরণ শ্যামার, কালামুখী!" বিলিবন্দোবস্ত কনি বলিল "বুড়ীর প্রাণ বোঝে না তাই জামাই কিছু অর্থের অর্ণি। মেয়ে আপদ বিদায় করে নিশ্চিন্ত; এখন গৃহের সন্নিকটৌয়ের ঘরের গিন্নী।"

ফল বিক্রয়স্ত্রমণী—"জামাই বেঁচে থাকলেই বা কি, না থাকলেই [illegible]। যদি বেঁচেই থাকে ত সে কি আর এসে ঐ কালামুখীকে নিয়ে ঘর ক'রবে।"

শ্যামা ঘরে আসিল। তাহার পরিধানে দেশী কালাপেড়ে সাটী, তাহার এক প্রান্তে একগুচ্ছ চাবি; দুই বাহুতে সুবর্ণ বলয়, চুড়ী ও অনন্ত; মস্তকের কেশ উত্তম বেণী-সম্বদ্ধ। হাসি-মুখে শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল "কি মা ডা'কতে পাঠিয়েচিস কেন?"

মাতা—"আয় বাছা, গণক ঠাকুর এসেচেন, তোর হাতখানা একবার দেখা। ওঁর গণনা বেদবাক্য।"

শ্যামা—"তোরা এত রঙ্গও জানিস। আমার আবার কি গণাতে হবে?"

মাতা—"আহা, বাছা আমার জনদের সঙ্গে একবার দেখা হবে? তবে আমার পেটে জন্মেছিলি কেন?"
দেখলে বুক ফেটে যায়। ঠাকুর দেবতার মত হাতখানি দেখ হে ঠাকুর—"

শ্যামা—"মরণ তোমার, যা সইতে পারি না তাই আর কল্লি! তবে আমি চ'ল্‌লাম।"

মাতা—"না মা, আর আমি কিছু বলচিনে। তুই একবার হাতখানা দেখা। উনি রামের খবর ব'লবেন।"

শ্যামা দক্ষিণ কর গণকের দিকে প্রসারিত করিল, এবং মৃদু হাসিয়া বলিল "দেখ গণক ঠাকুর, যদি সন্ধানটা ব'লতে পার ত' খুসী করে বিদায় ক'রব।"

গণক হস্ত গ্রহণ করিবামাত্র শ্যামার দেহ কম্পিত হইল। কিয়ৎক্ষণ কররেখা নিরীক্ষণ করিয়া সে শ্যামার বদনে দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ ও হৃদয়স্পর্শী। শ্যামা তাহার নয়নজ্যোতিতে বিচলিত হইয়া বদন নত করিল। গণক জিজ্ঞাসা করিল "তোমার স্বামী কতদিন নিরুদ্দেশ আছেন?"

শ্যামা—"আজ প্রায় চৌদ্দ কি পনর বৎসর।"

গণক—"কেন তিনি নিরুদ্দেশ হলেন?"

শ্যামা—"এ গণনা হচ্চে না আদালতের জেরা হচ্চে। অত খবর আমি জানি না।"

মাতা—"বাবা, মেয়ে আমার একটু চঞ্চল। তুমি জ্ঞানী মানুষ, রাগ করো না। আমি বলচি শোন। রাম ইদানীং—"

গণক—তা হবে না। যদি ঠিক গণনা জা'নতে চান তবে আপনার মেয়ে নরম ভাবে মন খুলে সত্য কথা বলুন, ওঁর স্বামী

... কারণে সংসারবিরাগী হয়ে-

...র হাত দুখানি ধরিয়া অনুরোধ করিল "বল বল।"

শ্যামা—"আমি তা কি জানি, তবে আমার বিশ্বাস তিনি ধর্ম্মচিন্তায় সংসারের উপর বিরাগী হয়ে বাড়ী ছেড়ে গেছেন।"

গণক কিয়ৎক্ষণ গণনা করিয়া বলিল "এ কথা কি ঠিক? যদি ঠিক হয় তবে গণনায় দেখতে পাচ্চি তিনি জীবিত নাই।"

শ্যামার মাতা কাঁদিয়া উঠিল। শ্যামা অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, যদি আমার কথা ঠিক না হয় তবে কি বু'ঝব তিনি বেঁচে আছেন?"

গণক—"তা'হলে নিশ্চয় বেঁচে আছেন। আমার গণনা অব্যর্থ।"

শ্যামার মুখ বিবর্ণ হইল। মাতা উল্লাসে অধীরা হইল; অপর রমণীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল "ওগো, তোমরা শোন গো, রাম আমার বেঁচে আছেন!"

রমণীরা সকলই শুনিয়াছিল; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ইঙ্গিত, মৃদুহাস্য ও কথপোকথন হইতে লাগিল। কেহ কেহ হাসির উপর একমাত্রা চড়াইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল "তবে আর কি রামচরণ বেঁচে আছে।" দুইটী প্রবীণা বৈষয়িক নৈষ্কাম্যকে রামচরণের বৈরাগ্যের কারণ নির্দ্দেশ করিল। লজ্জায় শ্যামার মুখ আরক্ত হইল।

এক কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁগা গণকমশাই, এঁর জামাই বেঁচে আছেন একরকম স্থিরই হ'ল, এখন তিনি ফিরে

আসবেন কি না, অন্ততঃ আপনার জনদের সঙ্গে একবার দেখা সাক্ষাৎ ক'রবেন কি না, তা কি ব'লতে পারেন ?"

গণক—"পারব না কেন, আর একবার হাতখানি দেখতে হবে।"

প্রশ্নকর্ত্রী—"ও শ্যামা, সরে আয়, হাত খানা দেখা," মাতা—"ওমা, আর একটীবার হাত দেখা," সকলে—"ওলো, হাতখানা দেখা" বলিয়া কোলাহল ধ্বনি করিল।

শ্যামার হৃদয়ে আগুণ জ্বলিতেছিল। সে দৃঢ়ভাবে বলিল "তোমরা শুদ্ধে আমাকে পাগল করে তুললে! আমি হাত দেখাব না।"

মাতা—"আমার মাথা খাস, মরা মুখ দেখিস, এইবারটী দেখা; লক্ষ্মী মা আমার।"

অগত্যা শ্যামা গণকের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল। ক্রোধ ও লজ্জায় তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম উদ্গত হইয়াছিল।

গণক পুনরায় করতল ও ললাটচিহ্ন নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বলিল "এতক্ষণে বু'ঝলাম, ইনিই এঁর স্বামীর বৈরাগ্যের কারণ।"

মাতা—"তা হবে বাবা। মেয়ের আমার রাগ কিছু বেশী; হয়ত জামাইকে কড়া কথা বলে থাকবে, তাই তিনি রাগ করে গেছেন।"

গণক—"তা বুঝিচি। ভয় নাই, তিনি জীবিত আছেন।"

"তুমি মর পোড়ারমুখো" বলিয়া শ্যামা ক্রোধবিস্ফারিত নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

গণক শ্যামার ক্রোধকটাক্ষে ভ্রূক্ষেপও করিল না, পরন্তু

লল "সুসংবাদের এই পুরস্কার! তবে আরও বলি, এদেশেই আছেন, শীঘ্রই এঁর সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ ক'রবেন।"

শ্যামার দেহ কম্পিত হইল। রমণীরা বিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। শ্যামার মাতা আহ্লাদে অধীরা হইয়া গণককে আশীর্ব্বাদ করিল; 'শ্যামা অবোধ বালিকা, ওর রূঢ়বাক্যে অপরাধ লইবেন না,' বিনীতভাবে এই অনুরোধ করিল; অতঃপর পুরস্কার দিবার নিমিত্ত বস্ত্র ও মুদ্রা আনিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধা গণককে দেখিতে পাইল না। কোলাহলের মধ্যে সে প্রস্থান করিয়াছিল।

হাসিয়া বলিল "সুসংবাদের এই পুরস্কার! শস্ত ললাট উদারতা-
তিনি এদেশেই আছেন, শীঘ্রই এঁর সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ তাঁহাকে কিছু
আমার দেহ কম্পিত হইল। রমণীরা বয়স্ক, শু বর্ণ,
মুখাবলোকন করিতে লাগিল। শ্যামার মাতা তাঁহার মুখমণ্ডল
হইয়া গণককে আশীর্ব্বাদ করিল; 'শ্যামা
ওর রূঢ়বাক্যে অপরাধ লইবেন না,' বিনীতভ নাই তাহার মত
করিল; অতঃপর পুরস্কার দিবার নিমিত্ত র ঘর জমি জমা সকলি
গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু ফিরিয়া য়াছি; কিন্তু সমাজের
দেখিতে পাইল না। কোলাহলের মা অপেক্ষা সহস্রগুণে
করিয়াছিল। পরাধ।"

ও নাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

তে শীঘ্রই তোমার উদ্ধার হইবে।"

-"ভাই, যদি কথন আমার উদ্ধার হয় তবে সে তোমার ও তোমার পূজ্যপাদ পিতার অনুগ্রহে। তোমাদের স্নেহ আছে বলিয়া মনে ভরসা হইয়াছে, এবং তাই দীর্ঘ প্রবাসের পর গ্রামে মুখ দেখাইতে সাহস করিয়াছি। আমি জানি গ্রামের অধিক লোকই আমার বিরোধী। তাহাদের বিশ্বাস আমি স্বধর্ম্মত্যাগী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এ ভ্রমবিশ্বাস কি দূর করিতে পারিব?"

রাধিকা—"অবশ্য। ন্যায় ও প্রমাণ সকল স্থলে ফললাভ করে না। একদল সঙ্কীর্ণমনা, কুটিলপ্রকৃতি লোক তা-চরণ করিবে স্থির। এরূপ স্থলে কৌশল অবলম্বনে কিছু মুদ্রা ব্যয় কর, সব বাধা দূর হইবে।"

রমণী—"দেখ ভাই, আমার এমনি অবস্থা।

পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে মিশিতে নারাজ। অবশ্য তাঁহাদের দোষ দেখি না। তাঁহারা আমাকে বিধর্ম্মী বলিয়া বিশ্বাস করুন বা না করুন, সমাজের ভয়ে শঙ্কিত। মেয়ে দুটী একদিন খুড়া মহাশয়ের বাড়ীতে খেলা করিতে গিয়াছিল; বাড়ীর কর্ত্রীরা তাদের রান্নাঘরে ও ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। আমার স্ত্রী তদবধি মেয়েদের কোথাও যাইতে দেন না। তোমার স্ত্রী সে দিন মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এবং বড় যত্নপূর্ব্বক খাওয়াইয়াছিলেন। তোমার অশোকের সঙ্গে আমার হিরণের সই পাতান হইয়াছে। কিন্তু শুনিতে পাই সেই কথা লইয়া গ্রামে একটা আন্দোলন চলিতেছে। রুদ্রনাথ ও তাঁহার পুত্র রজনী এই সকল গোলমালের হেতু।”

রাধিকাপ্রসাদ উচ্চহাস্যপূর্ব্বক বলিলেন “বুঝি আমাদেরও জাতি মারা উদ্দেশ্য। তা বেশত, আমরা দু'ঘরে হব।”

ধরণী—“না ভাই, ব্যাপার উপেক্ষা করার মত নয়। দুষ্ট লোকে সকলই করিতে পারে।”

রাধিকা—“এত ভয় কাহাকে? শুনিতে পাই তোমার স্ত্রী একজন প্রসিদ্ধ রাঁধুনি; কাল তোমার গৃহে আমার মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করিবে।”

ধরণী—“মাপ কর ভাই। সে সুখের দিন যে কবে হইবে জানি না, কিন্তু কাল নয়।”

রাধিকা—“ভাল, কাল না হয় দুদিন পরে হইবে। এখন তোমার পূর্ব্ব ইতিহাস আদ্যোপান্ত আমাকে বল।”

ধরণী—“তুমি ত জানই, পঠদ্দশায় পাদরি সাহেবদের সঙ্গে আমি খুব মিশামিশি করিতাম, তাঁহারাও আমাকে

বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। কয়েকজন পাদরির মেম ও কন্যার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। আইন পাঠ কালে পাদরি—সাহেব আমাকে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রী মিস—এর গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। সেই আমার সর্ব্বনাশের সূচনা হইল। কালক্রমে আমি মিসের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম। মিসও হাবভাব দ্বারা আমার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিল। আমি তাহাকে পাইবার জন্য অধীর হইলাম, এবং একদিন নির্জ্জনে তাহাকে বলিলাম 'মিস, আমি তোমাকে ভালবাসিয়া আত্মহারা হইয়াছি। যদি তোমাকে পাই তবেই সংসারে রহিব, নতুবা জীবনভার বহন করিব না। আমার জীবন মৃত্যু তোমার হাতে।' "

"মিস উত্তর দিল 'ছি, তোমার প্রস্তাব বড় অসঙ্গত। তোমার ধর্ম্ম আমার ধর্ম্মের বিরোধী, সুতরাং আমাদের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান। আমি ত আর হিন্দু হইতে পারি না।' "

"আমি বলিলাম 'আমি যদি খৃষ্টান হই?' "

" 'তাহা হইলে—' বলিয়া মিস থামিল এবং মস্তক অবনত করিল।"

"আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম 'তাহা হইলে কি? তাহা হইলে আমাকে বিবাহ করিবে?' "

"মিস সলজ্জভাবে উত্তর দিল 'হাঁ, যদি খুড়া মহাশয় সম্মত হন।' "

"আমি তৎক্ষণাৎ তাহার পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলাম এবং উল্লাসের সহিত বলিলাম 'প্রিয়তমে, আমি তোমারি জন্য পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিব।' "

"মিস বলিল 'তবে সুযোগমত খুড়ার নিকট প্রস্তাব করিও। তোমাকে আগে খৃষ্টান হইতে হইবে মনে থাকে যেন।' "

"আমি মিসের খুড়ার কাছে সকল কথা প্রকাশ করিলাম। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন 'ভাল, আমার স্ত্রীকে বলি; কাল তুমি আমাদের মত জানিতে পাইবে।' অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে সে দিন কাটাইলাম। পরদিবস সাহেব আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন 'তোমাদের মিলনে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আগে তোমাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে। বেশ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া আমাকে বলিও।' "

"আমি বলিলাম 'আমি ইতিপূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি, খৃষ্টান হইব। কিন্তু আপনি অঙ্গীকার করুন যে খৃষ্টান হইলে মিসকে প্রদান করিবেন।' "

"সাহেব উত্তর দিলেন 'শুন। প্রথমে কিছুদিন তোমাকে আমাদের সমাজে থাকিয়া আমাদের আচার ব্যবহার শিখিতে হইবে। তৎপরে তোমাকে অভিষিক্ত করিব। অনন্তর, যদি বিশেষ কোন বাধা না থাকে, তোমাদের বিবাহ হইতে পারিবে।' "

"আমি না বুঝিয়া উন্মত্তের ন্যায় হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া খৃষ্টান সমাজে মিশিলাম। প্রলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপ দিলাম। মিশনরি মহলে একটা ভারি আনন্দ ও উৎসাহের স্রোতঃ ছুটিল। সাহেব, মেম, সকলেই আমার "সৎ সাহসের" ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিল, এবং আমাকে স্নেহ যত্নে একরূপ মাতোয়ারা করিয়া ফেলিল। তাহারা যদি জানিত আমার "সৎসাহস" ভাণ মাত্র, রূপজমোহসম্ভূত উন্মত্ততা মাত্র, তবে

বোধ হয় ঘৃণাপূর্ব্বক আমাকে পরিহার করিত। যাহারা জানিত তাহারা সম্ভবতঃ আমার ধৃষ্টতায় বিস্মিত হইয়া আমাকে এক দারুণ শিক্ষা দেওয়া ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়াছিল। তাহাদের দোষ দিই না। যাহা হউক আমি সাহেবের গৃহে পরমাদরে বাস করিতে লাগিলাম। পাদরিরা আমাকে অতি সত্বর 'ব্যাপটাইজ' করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ষষ্ঠ দিবস আমার অভি-ষেকের দিন স্থির হইল।"

"পঞ্চম দিবসে মিসকে দেখিতে পাইলাম না। পরম্পরায় শুনিলাম তাহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, আমার দীক্ষার সময় সে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। কাল আমার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দিন, হঠাৎ আজ মিসের অসুখ! উদ্বিগ্ন হইয়া ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না, বা বলিল না।"

"পরদিন,—অমার অভিষেকের দিন, দৈবক্রমে আমি প্রকৃত ঘটনা অবগত হইয়া বজ্রাহতপ্রায় হইলাম। অতি প্রত্যূষে সাহেব ও মেম একটা কুঞ্জের অন্তরালে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। মেম বলিল 'জেন্ ত এতক্ষণ বোম্বাই পৌঁছিল, কিন্তু ধরণীকে কি বলিয়া বুঝাইবে? বস্তুতঃ আমাদের কাজটা গর্হিত হইতেছে যেহেতু রায়কে প্রতারণা করিতে বসিয়াছি।' "

"সাহেব উত্তর দিল 'প্রতারণা! না প্রিয়ে, ইহাকে প্রতারণা বলে না। প্রলোভনে মজিয়া যে ব্যক্তি আমাদের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চায় সে বড়ই হেয়। আর মনে কর দেখি, এই বর্ব্বর দেশের অর্দ্ধসভ্য লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের শুল্কস্বরূপ

যদি আমাদের অপ্সরোতুল্যা কন্যাসকল দান করিতে হয় তবে আমাদের অবস্থা কি শোচনীয়! রায় শিক্ষা পাইবে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত না হইয়া কেবল নিকৃষ্ট প্রলোভনের বশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে যাওয়া কতদূর নিন্দনীয়।' ”

“মেম বলিল 'তাহা যেন হইল ; রায় যদি অভিষেকের সময় বাঁকিয়া দাঁড়ায়?' ”

“সাহেব উত্তর দিল 'আমাদের কার্য্য সাধিত হইলে সে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে।' ”

রাধিকা—“সর্ব্বনাশ! তার পর?”

ধরণী —“আমি কথোপকথনের সেই টুকু শুনিয়াই কম্পিত-দেহে তথা হইতে অপসরণ করিলাম। ভয়ে বিস্ময়ে আমার দেহ অবসন্নপ্রায় হইল। তন্মুহূর্ত্তে গোপনে সাহেবের গৃহ ত্যাগ করিলাম। পরবর্ত্তী ইতিহাস সংক্ষেপে বলি। কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়া আমি গৃহে আসিলাম। গ্রামের লোকে আমার ইতিহাস শুনিয়াছিল। জ্ঞাতিরা পক্ষে থাকায় আমার বিবাহ হইল। বিবাহের পর প্রচারিত হইল যে আমি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছি। বিধর্ম্মী শত্রুগণ আমার সর্ব্বনাশের অগ্নি জালিয়া দিল, স্বধর্ম্মী শত্রুগণ সেই অগ্নিতে বাতাস দিতে লাগিল। আমি সমাজচ্যুত ও গ্রাম হইতে তাড়িত হইলাম।”

“সেই সময় অনুতাপ ও মনোদুঃখে একদা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু মনে হইল আমি একজন সামান্য ব্যক্তি, প্রলোভনে পড়িয়া পদস্খলন হইয়াছে, সমাজ-চ্যুতি আমার পাপের উপযুক্ত দণ্ড; এখন ধর্ম্মপথে থাকিয়া অনুতাপ করিব; ভগবান অবশ্যই কৃপা করিয়া চরণে স্থান

দিবেন। এই আশ্বাসে—জেলায় গেলাম। তথায় ওকালতিতে বৎসর বৎসর পসার বাড়িতে লাগিল। এই দশ বৎসরে আমি কিছু অর্থ-সংস্থান করিয়াছি। এখন একটা রীতিমত সংসারের ভার আমার স্কন্ধে। আপাততঃ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েটীর বিবাহ দিতে পারিতেছি না;—হিরণ বার উত্তীর্ণ হইয়া তের বৎসরে পড়িয়াছে। সমাজ আমাকে আশ্রয় না দিলে আমি একান্ত অসহায়।"

রাধিকাপ্রসাদ আহ্লাদ সহকারে বলিলেন—"ধরণী, এত দিন তুমি অকারণ সমাজচ্যুত আছ, কিন্তু সে দোষ তোমারই।"

দশম পরিচ্ছেদ

ধরণীধরকে সমাজে লওয়া প্রসঙ্গে দেবীপুরে হুলস্থূল পড়িয়াছে। সকল পাড়ায় আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে সেই কথা। রাধিকাপ্রসাদ বিজয় অতুল ও পান্নালালকে লইয়া বাটী আসিয়াছেন। দেবীপুরের যে কেহ বিদেশে ছিল সেই বিরাট ব্যাপারে আহূত হইয়া প্রায় সকলেই আসিয়াছে। প্রতি পাড়ায় একদল ধরণীর পৃষ্ঠপোষক, একদল তাঁহার বিরোধী। ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে মিত্রদল সমধিক প্রবল হইয়াছে। বিপক্ষদলের নেতা রুদ্রনাথ। শ্যামা ঘরে ঘরে ফিরিয়া স্ত্রীমহলে ধরণীর প্রতি বিরাগবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

দেবীপুরের পুরোহিত বংশীয় প্রবীণ গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য প্রভাতে পুষ্করিণীতে স্নানপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক অতর্কিত বিঘ্ন ঘটিল। গোপবংশপ্রবর শ্রীমান পঞ্চানন ঘোষ (একাদশ বর্ষীয় বালক) পুষ্করিণীর পাড়ে গাভী চরাইতেছিল। একটা দলভ্রষ্ট গাভীর অনুসরণ কালে সে অনবধানতাপ্রযুক্ত ভট্টাচার্য্যের গাত্র ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য ক্রোধে তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন "পাজি, নরাধম, বেল্লিক! আজই জমী-

দারদের বলে তোকে গাঁ থেকে তাড়াব। ছোট লোকের এতবড় স্পর্দ্ধা!” পাঁচু রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

অদূরে শ্যামার গৃহ। চক্ষু মুছিতে মুছিতে শ্যামা তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কি হয়েচে ভট্‌চায্যি মশায়, কার ওপর রাগ কল্লেন?”

ভট্টাচার্য্য—“দেখ ত শ্যামা ব্যাটার আস্পর্দ্ধা! আমি নেয়ে জপ কত্তে কত্তে আসচি, পেঁচো গয়লা কি না আমার গা ঘেঁসে গেল! জমীদারদের কাছে যদি একথা ঘুণাক্ষরে বলি তা হলে ব্যাটার বাস উঠবে না! নাস্তিক! অধার্ম্মিক!”

শ্যামা বলিল “ও ছোঁড়া বড় ‘বেয়াদব’। তা আপনাকে ছুঁয়ে ফেলিনি ত?”

ভট্টাচার্য্য—“ছোঁয়ার আর বাঁকি কি? আজ না ছুঁয়ে থাকে কাল ছোঁবে! ছোটলোকদের যে রকম বা’ড় তা’তে জাত্ ধর্ম্ম বাঁচান কঠিন হয়ে প’ড়ল।”

শ্যামা হাসিয়া বলিল “ঠাকুর, রাগ ক’রবেন না, আপনারা যে নিজেই জাত্ ধর্ম্ম খোয়াতে বসেচেন। পেঁচো গয়লা গা ঘেঁসে গেল বলে রাগ কচ্চেন, তবে খৃষ্টানকে কোন আক্কেলে সমাজে নিতে যাচ্চেন?”

ভট্টাচার্য্য—“আরে না না, শ্যামা, তুই সকল খবর রাখিস না তাই ও কথা বলচিস। ধরণী খৃষ্টান হয় নি এই রকম প্রকাশ। রাধিকা ও ঠাকুরদাস বাবু নাকি ভেতরের সকল কথা জানেন। ওঁরাই উদ্যোগী হয়ে ধরণীকে সমাজে নিচ্চেন। ন্যায় বিচারে যা হয় আমাদের তা মা’নতে হবে।”

শ্যামা অমনি নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল ও রুক্ষস্বরে বলিতে

লাগিল "বটে, বটে, ধরণী বাবু খৃষ্টান হয়নি তে, ঠাকুরদাসের না কেন এণ্টনি পাদরি খৃষ্টান নয়, কাজি রহমৎউল্লা তাড়াতাড়ি নয়। ও হরি, টাকায় লোকের জাত্ হয়! এ গ্রা মাতাকে বার আনা লোক ধরণীরায়ের টাকা খেয়েচে। এখন দে স্থ না পুরোহিত মশায়রাও সেই দলে। যদি এ গ্রাম কেউ হিন্দু থাকে তবে সে রুদ্দুর রায় আর তাঁর দলের কয়ঘর লোক।"

ভট্টাচার্য্য—"তুই পাগলের মত ও কি বকৃচিস্ শ্যামা! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমাদের নামে অপবাদ দিস! আমরা অমনি বু'ঝব না, যেমন প্রমাণ পাব সেই মত কাজ ক'রব। তুই স্ত্রীলোক, বিশেষ কায়েতের মেয়ে, তোর এ সব বিষয়ে কথা কওয়া বড় দোষের। ঠাকুরদাসবাবুর কাণে উঠলে ভারি মুস্কিল হবে জানিস?"

"কি ভট্‌চায্যি মশাই, কি মুস্কিল হবে? অমন ঢের ঠাকুর-দাস বাবু দেখিচি" বলিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক শ্যামার গৃহপ্রাচীরের পার্শ্ব হইতে রজনী বহির্গত হইল। "যা হ'ক, দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম্ হয়েচে! টাকা খেয়ে খৃষ্টানের জাত্ দেওয়া! আর ঠাকুর, আপনারাও সেই ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েচেন! জাত্ ধর্ম্মের কিছুমাত্র ভয় করেন না! ছেলে মেয়ের কি বে থা দিতে হবে না? আচ্ছা, শর্ম্মা দেখে নেবেন কার কতদূর ক্ষমতা।"

ভট্টাচার্য্য অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আরে বাপু, আমরা প্রাচীন হইচি, এ সব গণ্ডগোলে আমাদের কেন জড়া ন! তোমরা আমাদের যেমন চালাবে আমরা সেই রকম কাল বিচারের দিন। ধরণী যদি খৃষ্টান প্রমাণ হয় গায় হাত কি সাধ্য তাকে সমাজে নি'। র নেব। বাবা

দারদের বলে দে...র, প্রমাণ দেখাব” বলিয়া রজনী একটা কর্কশ স্পর্দ্ধা!” ...। ভট্টাচার্য্য ‘আমতা’ ‘আমতা’ করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন অদ...প ছাড়িলেন।

আ...ট্টাচার্য্যের মুখে ঠাকুরদাস শ্যামার শত্রুতাচরণের কথা শুনি-...লেন। অপরাহ্নে শ্যামাকে ধরিয়া আনিতে তিনি দুইজন ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন। ভৃত্যদ্বয় প্রস্থান করিলে বিজয় বলিল “বাবা, ও মাগী অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচে। কখন কিছু বলা হয়নি তাই এত প্রশ্রয়। এই সুযোগে ওকে গ্রাম থেকে উঠিয়ে দি’ন।”

শ্যামার শাসন হইবে শুনিয়া মহালক্ষ্মী বিজয়কে ডাকিয়া বলিলেন “বিজয়. মারপীট করে কাজ নাই। মাগী ভারি দুষ্টু, তা’তে রুদ্দুর রায় ওর সহায়,হয়ত একটা হাঙ্গাম বাধিয়ে দেবে। বিশেষ দলাদলি হবার সম্ভাবনা হয়েচে। এখন মৌখিক শাসন করে দাও। দলাদলি মিটে গেলে ওকে গাঁ থেকে উঠিয়ে দিও।”

“অকস্মাৎ বহির্দ্দেশে চীৎকার ধ্বনি হইল ‘দোহাই ধর্ম্মের. দোহাই মহারাণীর! নিরপরাধে আমাকে বেইজ্জত কল্লে!’ পরক্ষণে আলুলায়িতকেশা ঘূর্ণিতনয়না শ্যামাকে আকর্ষণ করিয়া পাইকদ্বয় উপস্থিত হইল। বিজয় ক্রোধে অধীর হইয়া কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে ধরাশায়িনী করিল। তাহার ইঙ্গিতে ভৃত্যদ্বয় শ্যামাকে প্রহার করিতে লাগিল। শ্যামার গগনভেদী প্রক...কারে বহুলোক জুটিল। অবশেষে ঠাকুরদাস ভৃত্যদিগকে কথা আ... করিয়া বলিলেন “দেখ্‌, শ্যামা, ভাল চা’স ত আজই শ্যাম বিচারে ...ড় যা। যদি না যা’স তবে কাল সগুষ্ঠি তোদের

শ্যামা অম...

শ্যামা ধূলিধূসরিত বেশে, কাঁদিতে কাঁদিতে, ঠাকুরদাসের উচ্ছেদ কামনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিল, এবং তাড়াতাড়ি একটা বস্ত্রের পুঁটলি লইয়া গৃহত্যাগ করিল। ব্যাকুলা মাতাকে বলিয়া গেল যে সে মাসীর বাড়ী যাইতেছে, যে পর্য্যন্ত না শত্রুদের মুখে চুনকালি পড়ে ততদিন দেবীপুরে মুখ দেখাইবে না।

শ্যামা একবার ভাবিল রুদ্রনাথকে তাহার অপমানের কথা বলিয়া যাইবে, কিন্তু তখনি সে ইচ্ছা ত্যাগ করিল। প্রাণ থাকিতে সে এ হীনাবস্থা ইন্দিরাকে দেখাইতে পারে না।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। দেবীপুর পশ্চাতে ফেলিয়া শ্যামা একটা প্রান্তরে উপনীত হইল। দারুণ ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়া সে ভূতগ্রস্তের ন্যায় চলিয়াছে। তাহার জ্ঞান নাই যে মাসীগৃহে পৌঁছিবার পূর্ব্বে দ্বিপ্রহর রজনী অতিক্রান্ত হইবে।

পশ্চাতে কে ডাকিল "শ্যামা, শ্যামা, ফের।" কণ্ঠস্বরে শ্যামা চিনিল; একবার মাত্র আরক্তনয়নে রজনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শ্যামা আবার চলিল।

রজনী শ্যামার সম্মুখীন হইয়া সানুনয়ে বলিল "শ্যামা ঘরে আয়। তোর মা কেঁদে অস্থির হয়েচে। আমি এইমাত্র বাড়ী এসে ঠাকুরদাসের অত্যাচারের কথা শুনলাম।"

শ্যামা হুতাশে কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া বলিল "ওমা, কি ঘেন্না, কি অপমান! চাকর দিয়ে ধরে এনে মারপীট কল্লে! তখন কোথায় পালিয়ে ছিলে?"

রজনী—"আমি বাড়ী থাকলে কার সাধ্য তোর গায় হাত দেয়। যা হ'ক, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ শীগ্‌গির নেব। বাবা

তোর কত খোঁজ কল্লেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ঠাকুরদাসের নামে ফৌজদারি নালিশ করা।”

শ্যামা—“আর বড়াইয়ে কাজ নাই। তোমাদের ক্ষমতা যা তা জেনেচি। পথ ছেড়ে দাও। জান না ঠাকুরদাস বাঁড়ুয্যে আমাকে গাঁ থেকে তাড়িয়েচে!”

রজনী—“ঠাকুরদাসের কি সাধ্য তোকে তাড়ায়। তুই আমাদের বাড়ী থাক্‌বি। দলাদলিটে হ’ক, তার পর ঠাকুরদা-সের অপমানের একশেষ করে ছা’ড়ব।”

শ্যামা পুনরায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল “যে বিজয়কে এক দিন কোলে নিয়ে বেড়িয়েচি সেই ছোঁড়া আমার অপমান কল্লে! দেখ, যদি আমার এ অপমানের প্রতিফল দিতে পার তবেই দেবীপুরে ফি’রব, নইলে এই পর্য্যন্ত। আমাকে এখন বাধা দিও না।”

রজনী—“কাল ধরণীর বিচার কি হয় দেখবি না? দলাদলি হলে তোর পরামর্শ ভিন্ন কেমন করে শত্রুদের দমন ক’রব?”

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শ্যামা বলিল “আগামী শনিবার অমাবস্যা। সেইদিন সন্ধ্যার সময় উত্তর মাঠের কালীমন্দিরে তোমার অপেক্ষা ক’রব। তুমি এসে দেখা করো। এখন ফিরে যাও।”

শ্যামা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রজনীকে অনুসরণে পুনরুদ্যত দেখিয়া হাত নাড়িয়া বারণ করিয়া গেল।

শ্যামা অদৃশ্য হইলে রজনী ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে তাহার মনোরঞ্জন করিয়া ঘরে আনিবে, কিরূপে শত্রুদের উপর প্রতিহিংসা লইবে। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সে শ্যামার

অনুসৃত পথে একবার বিষণ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তৎপরে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়াছিল।

অকস্মাৎ কে পশ্চাৎ হইতে রজনীকে সবলে ধরাশায়ী করিল। রজনী এত সহসা আক্রান্ত হইয়াছিল যে ভূপতিত হইয়া চীৎকার করিবার পূর্ব্বে আক্রমণকারী সজোরে তাহার গ্রীবা দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া বজ্রনাদে বলিল "খবরদার, বাঁচতে ইচ্ছা থাকে ত চেঁচাসনে! চীৎকার করিস ত গলাটিপে মা'রব। এখানে তোকে খুন কল্লেও কেউ জানতে পা'রবে না।" পরক্ষণে সে রজনীর গ্রীবাবেষ্টন শিথিল করিল।

রজনী দেখিল আততায়ী মধ্যমাকৃতি ও বলিষ্ঠদেহ। তাহার বস্ত্র মল্লের ন্যায় পরিহিত, মুখমণ্ডল উত্তরীয় দ্বারা জড়িত। তাহাকে দস্যু মনে করিয়া রজনী সভয়ে বলিল "বাপু, আমি ব্রাহ্মণ। ধর্ম্ম সাক্ষী শপথ কচ্চি, আমার কাছে কিছু নাই। আমাকে ছেড়ে দাও।"

আততায়ী সক্রোধে বলিল "ব্রাহ্মণ! তুই চণ্ডালেরও অধম! পাজি, সয়তান, তোর এত বড় সাহস যে ধর্ম্মের নাম নিস্! ধর্ম্ম তোর সাক্ষী! কি ব'লব, তোর স্ত্রী সতীলক্ষ্মী তাই রক্ষা পেলি। নইলে আজ নিশ্চয় তোকে খুন করে ওই জলায় ফেলে যেতাম।"

রজনী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল এ কিরূপ দস্যু। আক্রমণকারী সবলে তাহার গাত্র হইতে অঙ্গরাখা ও পরিধেয় বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া একখানি সামান্য কৌপিন ফেলিয়া দিল। রজনী উঠিয়া কৌপিন পরিধানপূর্ব্বক বলিল "দোহাই তোমার, কাপড়খানি ফিরিয়ে দাও, আর যা আছে সমস্তই লও।"

অদূরে কয়েকজন পথিকের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আততায়ী

রজনীকে "যা পাজি, সমাজকলঙ্ক, তোর মত পশুর এই উপযুক্ত বেশ" বলিয়া সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বৃক্ষরাজি মধ্যে প্রবেশ করিল। রজনী একবার মনে করিল পথিকদিগকে ডাকিয়া তাহার অনুসন্ধান করিবে, কিন্তু স্বীয় নগ্নবেশ নয়নগোচর হইবামাত্র লজ্জায় ত্বরায় বাগানের অন্ধকার ছায়ার আশ্রয় লইল।

ক্ষণকাল পরে রজনীর আততায়ী ব্যগ্রভাবে ফিরিল। সে ইতস্ততঃ রজনীর অনুসন্ধান পূর্ব্বক বলিল "ছি, ছি, ক্রোধের বশে মায়ের স্বামীর অবমাননা ক'রলাম! আজ এমন সুযোগ পেয়েও শ্যামার প্রাণবধ ক'রলাম না! না, না, ভুলে যাচ্ছি—পাপীয়সীর শাস্তি অন্যবিধ। তা'র হৃদয়ে তুষানল জ্বা'লব, সেই তা'র পাপের উপযুক্ত দণ্ড। কিন্তু মায়ের দয়ার কি এই প্রতিদান হল!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্ধকার অল্পে অল্পে ঘনীভূত হইতেছে। সুদূরপ্রসারি একটা আম্রকাননের মধ্যে যেন অমাবস্যার ঘনান্ধকার বিরাজ করিতেছে। রজনী সেই কাননমধ্যস্থ একটা কুটীরের অস্পষ্টালোক লক্ষ্য করিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল। ভূপতিত শুষ্ক পত্ররাজি পদদলনে সড় সড় শব্দ করিয়া তাহাকে চমকিত করিতে লাগিল। কি উপায়ে লজ্জা রক্ষা করিয়া গৃহে পৌঁছিবে এই চিন্তায় সে ব্যাকুল।

সভয়ে, অতি সাবধানে রজনী কুটীরের সমীপবর্ত্তী হইল। সে আম্রোদ্যান ঠাকুরদাসের। কুটীরের পিঁড়ায় রক্ষক রূপচাঁদ সর্দ্দার ও তাহার স্ত্রী কথোপকথন করিতেছিল।

রূপচাঁদ—"শুনিচিস, বড় কর্ত্তা আজ শ্যামা কায়েতনীকে গাঁ থেকে তাড়িয়েচে ?"

স্ত্রী—"বেশ করেচে। সেই সঙ্গে রজনী বামণকেও তাড়া'ত তা হলে গাঁ ঠাণ্ডা হ'ত। বাবা, এতখানি বয়েস হ'ল, ওদের দোসর দেখিনি !"

রূপচাঁদ—"আর শুনিচিস, কাল বাবুদের বাড়ীতে ভারি সভা হবে। ধরুণী রায় খেষ্টান হইছিল, তারে নাকি আবার হিন্দু করবে।"

স্ত্রী—"হাঁগা, খেষ্টানরে হিন্দু করবে সে আবার কি কথা ?"

রূপচাঁদ—"আমাদের বাবুরা ত সামান্যি লোক নয়, ওঁরা যা

মনে করে তাই কত্তে পারে। লোকের জাত নিতে পারে আবার জাত দিতেও পারে।”

কুটীরের পশ্চাতে কে ডাকিল “রূপচাঁদ দাদা বাড়ী আছ ?”

রূপচাঁদ—“কে ও ছিরু নাকি ? আয় ভাই, তামুক তৈয়েরী।”

রজনীর দুই হস্ত দূরে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি চলিয়া গেল। আশঙ্কায় তাহার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল।

রূপচাঁদ, তস্য ভার্য্যা এবং ছিরু সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশে প্রবৃত্ত হইল। ছিরু তামাকু অর্থাৎ গঞ্জিকাধূমে যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বলিল “এতক্ষণে বু’ঝলায় দাদা সভার হদিশটে কি। ধরুণী বাবু খেষ্টান হয় নি; খেষ্টানদের ভাত খেইছিল, আর মেম রেখিছিল কিনা, তাই তারে শুদ্ধু করে জাতে তোলবে। তা ভাই, খেষ্টান মোছনমানের ভাত আজ কাল অনেক ভদ্দরনোকে খায়। আমিই কত জনার নাম করে দিতে পারি।”

রূপচাঁদ হাসিয়া বলিল “ছিরু, তুই চুপ কর ভাই। আমরা হলাম ছোটনোক, ভদ্দরদের কথায় আমাদের কাজ কি।”

ছিরু—“তা যাগ্, দাদা, আমাদের একটা সভা ক’রলে হয় না ?”

রূপচাঁদ—“কেন রে, কারে জাত্ দিতে হবে ?”

ছিরু—“জাত্ দেওয়া নয়, জাত্ মারা। এই বিবেচনা কর নেতা তার বৌটাকে খেতে পরতে দেয় না, সে দিন মারপিট করে বাড়ী থেকে তাড়িয়েচে; সুধু তাই নয়, আবার একটা বাগ্দী মাগীকে ঘরে এনে রেখেচে। তার পর দেখ, জাত্ ব্যবসা ছেড়ে চামড়ার কারবার কচ্চে। এতে কি আর ভদ্দর সমাজে

আমাদের জাতের মান থাকে। এ সব অত্যাচার অনাচারের শাসন কি আমরা কত্তে পারি না? ভদ্দর ঘরে হ'লে কত্তারা বিচার করে ওরকম লোকের জাত্ মা'রত।"

রূপচাঁদের স্ত্রী—"কে বল্লে ছিরু। তাহলে রুদ্দুর রায়ের ছেলে রজনীর জাত্ থা'কত না। ও বামুণ না করেচে কি? ভদ্দরদের ঘরে কি বিচার আছে।"

রজনী কৌতূহলপরবশ হইয়া সেই কথোপকথন শুনিতেছিল। স্বীয় দুরবস্থার কথা সে ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়াছিল। হঠাৎ রূপচাঁদের পালিত কুক্কুরটা প্রাঙ্গনে ডাকিতে আরম্ভ করিল, এবং ডাকিতে ডাকিতে রজনী যেখানে লুক্কায়িত ছিল সেই দিকে অগ্রসর হইল। রজনী বাধ্য হইয়া তথা হইতে অপসরণ করিল।

আম্রকানন অতিক্রম করিয়া রজনী একটা রাস্তায় উপনীত হইল। তখন চন্দ্র উঠিতেছিল। রজনী দেখিল চন্দ্রোদয় তাহার আত্মগোপনের অন্তরায় হইতেছে। এক কৃষিজীবীর কুটীরসান্নিধ্যে অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়াইয়া সে ডাকিল"ঈশ্বর বাড়ী আছ?"

রমণীকণ্ঠে প্রশ্ন হইল "কে গা তুমি?"

রজনী—"ঈশ্বরকে একবার পাঠিয়ে দাওতো গা, বিশেষ দরকার আছে।"

রমণী—"তুমি কে গা? পিঁড়েয় এসে একটু বস। দাদা খেতে বসেচেন।"

গৃহমধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল "আদুরী, ও কে ডা'কল রে, নেমে দেখত। গলাটা চেন চেন বোধ হচ্চে, যেন আমাদের মনিবের গলার মত।"

একটা বৃহৎ কুক্কুর সলম্ফে প্রাঙ্গনে নামিল, তাহার পশ্চাতে এক রমণীমূর্ত্তি অবতীর্ণ হইল। সর্ব্বনাশ! পলায়ন ভিন্ন আর উপায় নাই। অন্ধকারে অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে কুক্কুরটা রজনীকে দেখিতে পাইয়া উচ্চরবে তাহার অনুসরণ করিল।

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে, শত্রুগণের উচ্ছেদ কামনা করিতে করিতে, ঘর্ম্মাক্তদেহে রজনী ধাবিত। কয়েকটা কুক্কুর উচ্চরবে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। দুইটা শৃগাল চকিত ভাবে অগ্রে দৌড়িতেছে। কণ্টকে রজনীর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল, বন্ধুর ভূমিতে বারংবার পদস্খলন হইল, বৃক্ষ শাখার গুরু আঘাতে ললাটে রক্তস্রাব হইতে লাগিল। এইরূপে সে গ্রামের বহির্ভাগে অনেক দূর আসিয়া পড়িল।

অবশেষে শ্রান্তদেহে রজনী একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। তৎকালে চন্দ্রের অস্ফুট আলোকে তমসাচ্ছন্না ধরণীর ঈষৎ বিকাশ হইয়াছিল। শ্রান্তি কথঞ্চিৎ দূর করিয়া রজনী উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল শ্যামার গৃহ হইতে একখানি বস্ত্র সংগ্রহ হইতে পারে। আশান্বিত হইয়া সে আবার গ্রামাভি-মুখে চলিল।

রাত্রি এক প্রহরের পর রজনী শ্যামার গৃহে পৌঁছিল। পল্লী তখনও নিস্তব্ধ হয় নাই। চৌকিদার দূরে উচ্চরব করিতেছিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী প্রাচীরের উপর উঠিল। জ্যোৎস্নালোকে একটা ঝোপ মানুষ ভ্রমে তাহার দেহ কণ্টকিত হইল, বৃক্ষপত্রের সড় সড় শব্দে রজনীর মনে হইল কে যেন খল্ খল্ হাস্য করিতেছে। তবে কি কেহ লুক্কায়িত থাকিয়া তাহাকে দেখিয়াছে? রজনী রোমাঞ্চিতদেহে অন্দরের প্রাঙ্গনে

পতিত এবং মস্তকে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল।

চৈতন্য হইলে রজনী ধীরে ধীরে উঠিল; ব্যথিতদেহে নিঃশব্দে শ্যামার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল; অন্ধকারে ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিয়া একখানি বস্ত্র পাইল; তখন সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া সানন্দে বস্ত্রখানি পরিধান করিল। তৎপরে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দ্রুতপদে গৃহে পৌঁছিল।

রজনীর সাড়া পাইবামাত্র ইন্দিরা দ্বার খুলিলেন। তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বামীর অন্ন-ব্যঞ্জন আগুলিয়া বসিয়াছিলেন। রজনীর শুষ্ক মুখ, ধূলিধূসরিত দেহ ও রক্তাক্ত মস্তক দেখিয়া ইন্দিরা বিস্মিত হইলেন এবং ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওকি, তোমার মাথায় রক্ত কেন?"

রজনী—"একটা ইঁটের ওপর পড়ে মাথাটা কেটে গিয়েচে।"

ইন্দিরা আঘাতস্থান ধৌত করিয়া একখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া দিলেন। রক্ত ধৌত করিবার সময় কয়েক বিন্দু অশ্রু তাঁহার কপোল বহিয়া পড়িল।

রজনী গাত্রমার্জ্জন ও বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিল। পরিত্যক্ত বস্ত্রখানি স্ত্রীলোকের দেখিয়া ইন্দিরা মস্তক অবনত করিলেন। ইন্দিরার মনোভাব বুঝিয়া রজনী লজ্জিত হইল। নিরপরাধ হইলেও সে ঘটনাচক্রে ইন্দিরার সমক্ষে দুরাচারের বেশে দণ্ডায়মান।

ইন্দিরা আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। রজনী কিছু খাইবে না বলিল। "একটু গরম দুধ খাও, শরীর সুস্থ হবে এখন" বলিয়া ইন্দিরা দুগ্ধ গরম করিয়া আনিলেন। তাবৎ

কাল স্ত্রীর নিকট কোন বিষয়ের হেতুবাদ দিবার আবশ্যকতা রজনী দেখে নাই, ইন্দিরা এমনি নগণ্যা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যকার ঘটনা সম্বন্ধে ইন্দিরার সংশয় দূর করিতে সে ব্যগ্র হইল। দুগ্ধ পান করিয়া রজনী বলিল "তোমার মনে কি কোন সন্দেহ হয়েচে?"

ইন্দিরা—"কেন?"

রজনী "আমার অবস্থা দেখে। অবশ্য সন্দেহ করবার কারণ রয়েচে। কিন্তু জেন, আমি নির্দ্দোষী। সকল কথা এখন তোমাকে ব'লতে পা'রলাম না, একদিন ব'লব।"

ইন্দিরা—"না না, আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নি, আর আমার কিছু জানবারও দরকার নাই। আহা, তোমার মাথায় বড় লেগেচে; একটু ঘুমাও, আমি বাতাস করি।"

ইন্দিরা পার্শ্বে বসিয়া সেবা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রজনীর নিদ্রাকর্ষণ হইল না। সে আততায়ী কে, কেনই বা তাহাকে আক্রমণ করিল, আক্রমণ করিয়া ইন্দিরার গুণ উল্লেখপূর্ব্বক কেন ছাড়িয়া দিল, এই সকল রহস্যময় ঘটনা চিন্তা করিয়া তাহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনেক তোলাপাড়া করিয়া অবশেষে রজনী স্থির করিল সে ব্যক্তি ঠাকুরদাসের চর। অমনি ক্রোধবিকৃত কণ্ঠে বলিল "হুঁা, মনে থা'কল। এক একটী করে সব অপমানের প্রতিশোধ ল'ব, নইলে আমি বাপের বেটা নই!"

ইন্দিরা—"অপমান! কার অপমান?"

রজনী—"জান না, কত বড় অত্যাচার করে ঠাকুরদাস

শ্যামাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়েচে? শ্যামা আমাদের আশ্রি তার অপমানে আমাদেরও অপমান।”

ইন্দিরা চমকিলেন। পবন সঞ্চারে নির্ম্মল সরিদ্বারির ন্যায় তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় বিচলিত হইল। ইন্দিরা হৃদয়ের যন্ত্রণা-বিজড়িত একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ধীরে ধীরে টানিয়া নিঃশব্দে ত্যাগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ ব্যজন করিয়া বলিলেন “কাল যে সভা হচ্চে তা’তে কি তোমরা ধরণীরায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?”

রজনী—“তা কি এখনও ব’লতে হবে নাকি?”

ইন্দিরা—“তা হলে ত আবার দলাদলি হবে।”

“হলই বা। তুমি কোন দলে যাবে?” বলিয়া রজনী হাস্য করিল।

ইন্দিরা—“না, এই বলছিলাম কি, দলাদলি বিবাদ বিসম্বাদ কি ভাল। সকলে এক মত হয়ে যদি ধরণীরায়কে জাতি দাও ত গ্রামে একটা ঘর বজায় থাকে, তোমাদেরও যশ হয়।”

রজনী –“তেমনি আবার সকলে একমত হয়ে একটা খৃষ্টা-নকে সমাজ থেকে তাড়ালে বেশী যশ হয় না কি? ঠাকুরদাসকে এ পরামর্শটা দিয়ে আসতে পার গুরু ঠাকরুণ?”

ইন্দিরা অপ্রতিভ হইলেন। রজনী উঠিয়া গিয়া ছাদে বিচ-রণ করিতে লাগিল, এবং ইন্দিরাও শ্যামার চরিত্র আলোচনা করিয়া মনে মনে বলিল ‘ইন্দিরা,’ তুমি যদি শ্যামার মত তেজ-স্বিনী হইতে তবে বোধ হয় তোমাকে লইয়া সুখী হইতে পারি-তাম। কিন্তু এতদিন দেখিলাম তোমার ও স্বভাব আমার প্রতি-

গামী। আমি ও শ্যামা এক পথে চলি, এক প্রাণে কার্য্য করি। তুমি সুন্দরী হইয়াও সৌন্দর্য্যবিহীনা। শ্যামা রূপসী না হইলেও তোমা অপেক্ষা লক্ষগুণে সুন্দরী!'

ইন্দিরা একাকিনী করলগ্নকপোলে ভাবিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রিতা কন্যার পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

১২—সালের ২০শে ফাল্গুন রবিবার দেবীপুরের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় দিন। তুমুল আন্দোলনের পর অদ্য সামাজিক অধিবেশনে ধরণীধর রায়ের জাতিত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা হইবে।

অপরাহ্নে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গনে মহতী সভার অধিবেশন হইল। গ্রামস্থ প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ ও গণ্য মান্য ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছেন। পুরোহিত বংশীয় ভট্টাচার্য্যগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কয়েকজন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত আহুত হইয়া পৃথগাসনে উপবিষ্ট। সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সমবেত ভদ্রমণ্ডলী রুদ্রনাথ রায় ও তাঁহার পক্ষীয় লোকদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিপক্ষদলের উদাসীনতায় তরলমতি যুবকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তাহাদের মুখপাত্রস্বরূপ তেজস্বী বিজয়লাল বলিল "এরূপে আর সময়ক্ষেপ করা বিহিত নহে। দু'জনের শৈথিল্যে দশের কার্য্য বন্ধ থাকিতে পারে না। বোধ করি এক্ষণে কার্য্যারম্ভে কাহারও অমত হইবে না।" যুবকেরা করতালিপূর্ব্বক বিজয়ের প্রস্তাবের অনুমোদন করিল।

প্রবীন বিশ্বেশ্বর রায় বলিলেন "গ্রামস্থ সকলে একমত না হইলে অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন। এ সকল অত্যন্ত গুরু বিষয়। আমাদের মধ্যে মতভেদ হইলে হিন্দু সমা-

...গোর নিকট একপক্ষ নিন্দনীয় হইতে পারেন। রুদ্রনাথের অনুপস্থিতিতে কার্য্যারম্ভ হওয়া কখনই উচিত নহে।"

বক্তা রুদ্রনাথের মতাবলম্বী। তাঁহার প্রতিবাদ করিয়া বিজয় সোৎসাহে বলিল "মানিলাম, কিন্তু গ্রামস্থ অপর ভদ্র-লোকের ন্যায় তাঁহারাও ত আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যদি কেহ স্বেচ্ছায় এ ন্যায়-বিচারে যোগদান না করেন তা বলিয়া কি আমাদের কার্য্য বন্ধ থাকবে? তাহা হইতে পারে না!"

রাধিকাপ্রসাদ ভ্রাতার হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিলেন "বিজয়, তুমি স্থির হও। আমাদের এখন বিশেষ সতর্ক এবং নম্রভাবে কথাবার্ত্তা কইতে হবে। বিপক্ষদল যতই কেন উদ্ধত, অসম্বদ্ধভাষী হউক না, আমাদের সহিষ্ণুতা চাই।"

"The rascals! কি নীচপ্রবৃত্তি!" বলিয়া উত্তেজিত বিজয় উপবেশন করিল।

সভ্যমণ্ডলীর মধ্যে বাদানুবাদের পর রুদ্রনাথ ও তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিদিগকে ডাকিতে একজন লোক প্রেরিত হইল।

অল্পক্ষণ পরে রুদ্রনাথ সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইলেন। বিশেষ সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে সভামধ্যে বসিতে স্থান দেওয়া হইল। রজনী একপার্শ্বে উপবেশন করিল।

তৎপরে রাধিকাপ্রসাদ সমাগত ব্যক্তিবর্গকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া ধরণীধরের ইতিহাস আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। ইতিহাস শেষ হইলে তিনি বলিলেন যে ধরণী খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই, কেবল প্রলোভনে পড়িয়া কয়েক দিবস খৃষ্টানদের গৃহে বাস করিয়াছিলেন মাত্র। বিভিন্ন

স্থানের পণ্ডিতগণের মত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে শাস্ত্রে এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে। সমাজের নেতৃবর্গ প্রসন্নচিত্তে ধরণীকে অভয়দান করিলে তিনি শাস্ত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজের আশ্রয় লাভ করেন। ধরণী তাঁহার যৌবনসুলভ পাপের জন্য একান্ত অনুতপ্ত।

সভামধ্যে মৃদু তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইল। ঠাকুরদাস অবশেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্র শ্রীনিবাস শিরোমণি বলিলেন "তা, রাধিকা বাবু যেরূপ, বলিলেন তাহাতে একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ধরণী দোষমুক্ত হইতে পারেন। তর্কালঙ্কার কি বলেন, এইত বিধান?"

নরোত্তম তর্কালঙ্কার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ ঘূর্ণন এবং বৃহৎ নাসাগহ্বরে নস্য আকর্ষণপূর্ব্বক উত্তর দিলেন "তা না ত আর কি। সকলে যতটা মনে কচ্চেন ও তত গুরু দোষ নয়। যবনান্ন ভোজন ও যবনানী সংসর্গ জনিত পাপের শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে।"

রুদ্রনাথ ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক পার্শ্বোপবিষ্ট মিত্রবর রাজমোহন রায়কে মৃদুস্বরে বলিলেন "আর ভায়া, সবই ত দেখচ শুনচ। জাত্ ধর্ম্ম আর থাকে কেমন করে বল। জেনে শুনেই এ সভায় আসতে চাই নি। সব বেটাই টাকা খেয়েচে! আরে, চা'ল কলা খেগো ভট্চার্য্যিগুলো পর্য্যন্ত টাকার লোভ সমলাতে পারেনি! দেখি ব্যাটাদের শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।"

ঠাকুরদাস ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "আপনারা ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের ব্যবস্থা শুনিলেন, এক্ষণে এই

বিপন্ন ব্রাহ্মণকে সমাজে লইতে আদেশ করুন। ধরণী লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড ভোগ করিতেছেন।”

রুদ্রনাথ—“ভায়া, ব্যাপার যত সহজ মনে কচ্চ তা নয়। আমরা ধরণীর শত্রু নই, তবে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ কচ্চি তাই শত্রু বলে একটা অপবাদ হয়েচে। তা হ'ক, তাতে কিছু এসে যাবে না। এখন কথা এই, ধরণী বাবু যে খৃষ্টান হননি তার সন্তোষজনক প্রমাণ চাই, যেহেতু কথাটা দেশবিদেশে প্রচার হয়েচে। আর যদি সেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় তা হলেও বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট জানতে হবে, যে কিছুকাল খৃষ্টসমাজে আহার ব্যবহার করায় ওঁর যে পাপস্পর্শ হয়েচে তার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না।”

রুদ্রনাথের কথায় সভামধ্যে একটা কোলাহল উত্থিত হইল। তাঁহার স্বপক্ষীয় লোকে সমস্বরে বলিয়া উঠিল “ঠিক কথা! পাকা কথা!” ভট্টাচার্য্যেরা তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে রুদ্রনাথের এবম্বিধ শ্লাঘা দেখিয়া ঘোর উত্তেজিত এবং শাস্ত্রীয় শ্লোকমালা উদ্ধারপূর্ব্বক বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধিকাপ্রসাদ ধীরগম্ভীরস্বরে বলিলেন “বেশ কথা। এ সম্বন্ধে যাঁহাদের মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় আছে তাঁহাদিগকে বিহিত অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যাহা কিছু ব্যয় হইবে ধরণী সমগ্র বহন করিবেন। যাঁহার ইচ্ছা কালবিলম্ব না করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় চলুন।” ভট্টাচার্য্যেরা ‘সমীচীন’ বলিয়া সে প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

রজনী ইত্যবসরে বস্ত্রমধ্য হইতে কয়েকখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিল “মহাশয়েরা স্থির হউন। বৃথা অর্থব্যয় ও

কষ্টভোগের প্রয়োজন কি? ধরণীবাবু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কলিকাতা হইতে পলায়ন করিলে পাদারিরা হিন্দুসমাজকে সতর্ক করিবার জন্য যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই। আর সম্প্রতি আমি পাদরিদিগকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তাঁহারা কি বলিয়াছেন শুনুন,—'ধরণী আমাদিগকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছে। সে আর হিন্দু সমাজে মিশিবার যোগ্য নয়। সাবধান, তাহাকে সমাজে লইলে আপনারা জাতিভ্রষ্ট হইবেন।' ধরণী বাবুর পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক যিনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, হিন্দুসমাজ তাঁহাকে কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। আমি বড় বড় পণ্ডিতদিগের মত জানিয়াছি, যবনান্নভোজন ও যবনসংসর্গজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

বিজয় দণ্ডায়মান হইয়া সক্রোধে বলিল "দেখ রজনী, যদি যবনসংসর্গ ও যবনান্নভোজনজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না থাকে তবে তুমি সমাজে স্থান পাইবার যোগ্য নহ! ঐ অপরাধে যদি ধরণী বাবুর সমাজচ্যুতি দণ্ড হয় তবে তুমিও অবশ্য দণ্ডিত হইবে!" রাধিকাপ্রসাদ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিজয়কে বসাইলেন।

রজনী আরক্তনয়নে বলিল "বিজয়, তুমি সেদিনকার ছেলে, তুমি কি না আমাকে অপমান কর!"

রাধিকাপ্রসাদ বিজয়ের ঔদ্ধত্যজন্য রজনীর নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "দেখ রজনী, শত্রুরা ধরণীর সম্বন্ধে যা বলেচে বা লিখেচে, না জেনে শুনেই যদি তা মেনে নিতে হয় তবে আর বিচারের প্রয়োজন কি? তারা প্রতিহিংসা পরবশ হয়ে শত্রুতাচরণ ক'রবে সে কিছু অসম্ভব নয়।"

কিন্তু তাঁহার কথা কেহ শুনিতে পাইল না। কোলাহলের মধ্যে রুদ্রনাথ দলবলসহ সভা ত্যাগ করিলেন। রজনী বিজয়ের প্রতি একটা ঘৃণাপ্রকটিত ভ্রূকুটী নিক্ষেপ করিয়া গেল। ক্রোধকম্পিতদেহে বিজয় রাধিকাপ্রসাদকে বলিল "দাদা, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ও বদমায়েসটাকে রীতিমত শিক্ষা দেব।" কিন্তু ধরণী ও রাধিকাপ্রসাদ তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন।

রুদ্রনাথের দল প্রস্থান করিলে ঠাকুরদাস বলিলেন "আপনারা ওঁদের অন্যায় আচরণ দেখিলেন। এখন যাঁহারা উপস্থিত আছেন তাঁহারা অবশ্য ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী। আমি বিশেষরূপে অবগত আছি যে ধরণী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই; অন্যথা তাঁহাকে সমাজে লইতে কখন আমার এত আগ্রহ হইত না। যদি কাহারও এ সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করুন। যথারীতি সন্ধান হইবে।"

সকলে একবাক্যে বলিলেন "আমরা বিশ্বাস করি ধরণী বাবু খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। আর সন্ধানের আবশ্যকতা নাই।"

ঠাকুরদাস—"তবে আপনারা প্রসন্নচিত্তে ধরণীকে সমাজে স্থান দি'ন। শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ত শুনিয়াছেন।"

সকলে—"অবশ্য।"

ঠাকুরদাসের ইঙ্গিতে ধরণী প্রবীণ ব্রাহ্মণবর্গের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক গদ্গদভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন; অনন্তর সজলনয়নে ঠাকুরদাসকে বলিলেন "আপনি আমার পিতা।" সে দৃশ্যে সকলেই বিচলিত হইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অতুল সামাজিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিল। সভা ভঙ্গ হইলে সে আদ্যোপান্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া মনে মনে ঠাকুরদাসের মহত্বের ভূয়সী প্রশংসা এবং রুদ্রনাথের কুটিলতার ভূরি ভূরি নিন্দাবাদ করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ফুল্লগোলাপকলিকাবৎ হাস্যমুখী এক বালিকা আসিয়া তাহার হস্তগ্রহণ পূর্ব্বক বলিল "অতুল দাদা, বাড়ীর মধ্যে এস, মা ও পিসিমা তোমার খোঁজ কচ্চেন।" বালিকা রাধিকাপ্রসাদের কন্যা অশোক।

অতুল অশোকের সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিল। তথায় রমণীদের রীতিমত একটা মজলিস বসিয়াছিল। বিজয় সতেজ বক্তৃতা দ্বারা সভার ঘটনা এবং তৎসম্বন্ধে স্বীয় মতামত বিবৃত করিতেছিল, রমণীরা আগ্রহাতিশয়সহকারে শুনিতেছিলেন। অতুল বিজয়ের ন্যায় বাক্‌পটু নহে, সে অশোকের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নীরবে শুনিতে লাগিল।

বিজয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে মহালক্ষ্মী বলিলেন "রুদ্দুর রায় যে প্রকৃতির লোক, ভয় হয় তোমাদের সঙ্গে অনেক রকমে শত্রুতা ক'রবে। নিজের দল পুষ্ট ক'রবার জন্য তোমাদের দলের লোককে যে ভাঙ্গচি দেবে তাতে আর সন্দেহ নাই।"

অশোক—"হ্যাঁ পিসিমা, অতুলদাদাকে ভাঙ্গচি দেবে না ত? ওঁদের বাড়ী যে রুদ্দুর রায়ের বাড়ীর গায়।"

একটা হাস্যরোল উঠিল। অনুপমা বলিলেন "ওমা, তাইত, অশোক ঠিকইত বলেছে। (অতুলের প্রতি) দেখিস বাবা, যেন ওদের কথায় ভুলিস না।"

মহালক্ষ্মী—"কি বলিস বিজয়, অতুলকে আজ আটক করে রাখা যাগ? অতুল, আজ আর তুই বাড়ী যেতে পাবি না, এই খানেই খাওয়া দাওয়া করে থাকিস্।"

অতুল—"না পিসিমা, আজ আমি বাড়ীতে খাব; মা রান্না বাড়া কচ্চেন। এখন আমি আসি।"

অশোক অতুলের পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। অনুপমা তাহাকে নিষেধপূর্ব্বক বলিলেন, "অতুল আজ বাড়ীতে না খেলে যে ওর মার মনে কষ্ট হবে। এখন একটু জল খাইয়ে ছেড়ে দে। কাল অতুল এখানে খাবে।"

অশোক রন্ধনশালা হইতে খাবার, জল এবং পান আনিয়া অতুলকে দিল। অতুলের জলযোগ শেষ হইলে বিজয় বলিল "দেখো অতুল, খুব সাবধান। বদমায়েসরা নিশ্চয় তোমাকে দলে নেবার চেষ্টা ক'রবে। ওদের অসাধ্য কাজ নাই।"

অতুল দরিদ্রের সন্তান। পরিবারবর্গের দারিদ্র্য চিন্তায় তাহার মুখখানি অহরহঃ যেন বিষণ্ণ দৃষ্ট হইত। বস্তুতঃ সুখের আগারে থাকিয়াও অতুল শান্তিহীন। অট্টালিকায় বাস করিয়া সে পৈতৃক জীর্ণ গৃহখানির কথা সর্ব্বদা ভাবিত। সুকোমল শয্যায় আরামে শয়িত হইয়া ভগ্নগৃহাশ্রয়ী মাতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুখ তাহার মানসপটে সর্ব্বদা জাগরূক হইত। কবে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা তাহাদের দুঃখ দূর করিবে ইহাই যুবকের একমাত্র চিন্তা। কিন্তু এই গভীর সংসার-

চিন্তায় অতুলের শান্তির বিপর্য্যয় হয় নাই। সদাশয় ঠাকুরদাসের আশ্রয়ে তাহার পরিবারদিগের আশু কোন অভাব ছিল না। রাধিকাপ্রসাদ, অনুপমা ও মহালক্ষ্মী নিরাশ্রয় যুবককে অকৃত্রিম স্নেহ যত্ন করিতেন। অতুল তাঁহাদের চক্ষে ঘরের ছেলে। অশোকের নিকট অতুলদাদা বুঝি পান্নালাল অপেক্ষাও প্রিয়-তর। বালিকা অতুলের কাছে বসিয়া, অতুলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া যত আনন্দ উপভোগ করিত এত প্রাণভরা আনন্দ বুঝি আর কিছুতেই পাইত না। এহেন সৌভাগ্য সংসারে কয়জনের ভাগ্যে ঘটে। অতুল শতচিন্তার মধ্যে মনে করিত যে পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্য ফলে সে এতাদৃশ মহদাশ্রয় লাভ করিয়াছে, এবং কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিত।

অতুল প্রফুল্লচিত্তে গৃহে ফিরিল। তাহার জীর্ণ ভগ্ন গৃহ আজ সজীব। শয়নঘরে একটী প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছে। বিমলা শয্যা প্রস্তুত করিতেছিল। অতুল ও শরতের জন্য খট্টার উপর মলিন শয্যা যথাসম্ভব পারিপাট্যসহকারে বিস্তারিত করিয়া বিমলা মেঝেয় দুইটী মাদুর পাতিল। অতুল শয়নঘরে প্রবেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল "বিমল, মেঝেয় কার বিছানা করলি?"

বিমলা—"মা আর আমি মেঝেয় শোব। মেঝেয় না শুলে আমাদের ভাল ঘুম হয় না। খাটে তোমার আর শরতের বিছানা পেতিচি।"

অতুল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল 'ভগ-বান, কবে এ হতভাগ্যের ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইবে, কবে এই স্নেহের প্রতিমা মাতা ও ভগিনীর দুঃখ দূর করিয়া প্রাণের খেদ মিটাইব।' প্রকাশ্যে বলিল "বিমল, আমি কাকাদের বাড়ীতে

শোব। মেঝেয় আর বিছানা ক'রতে হবে না। ভাঙ্গা বাড়ী, গর্ত্তময়, সাপ পোকামাকড়ের ভয় করে। মেঝেয় কখন শুস্ না বোন।"

বিমলা—"না দাদা, মা তাহলে বড় দুঃখ ক'রবেন। মা বলছিলেন তুমি এসে বাড়ীতে না শুলে তাঁর মনে বড় কষ্ট হয়।"

অতুল রন্ধনশালায় গিয়া মাতার নিকট সেই কথা উত্থাপিত করিল। চারুশীলা বলিলেন "বাবা, ঘরে শুতে যদি তোর বিশেষ কষ্ট না হয় তা হলে আর কোথাও যাস্ না। আমরা প্রায়ই মেঝেয় মাদুর পেতে শুই; তাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। তুই ঘর ছেড়ে অন্যত্র শুতে গেলে আমার বড় মন কেমন করে।"

অতুল আহার করিয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে অদূরে কে ডাকিল "অতুল বাড়ী আছ।" প্রাঙ্গনের অন্ধকারছায়ায় একটা মনুষ্যমূর্ত্তি অস্পষ্ট দৃষ্ট হইল। অতুল অগ্রসর হইয়া দেখিল রুদ্র নাথ। রুদ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভায়া, তোমার খাওয়া হয়েচে নাকি? একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে, তুমি একবার আমাদের বাড়ী এলে ভাল হয়। খাওয়া না হয়ে থাকে ত আমার সঙ্গেই খাবে। তুমি ত আর পর নও।"

অতুল মুহূর্ত্তমধ্যে রুদ্রনাথের উদ্দেশ্য বুঝিয়া মনে মনে হাসিল; প্রকাশ্যে বলিল "আজ্ঞা, আমার খাওয়া হয়েছে। কি প্রয়োজন বলুন।"

রুদ্রনাথ—"কথাটা নিরিবিলিতে হওয়া আবশ্যক। এস ভাই, আমার বাড়ী এস।"

অতুল রুদ্রনাথের পশ্চাতে তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

বৈঠকখানা একটী জীর্ণ প্রকোষ্ঠ। তাহার মধ্যস্থলে দুইখানি তক্তাপোষের উপর মলিন চাদর বিস্তৃত, তদুপরি দুইটী গলিততুল তাকিয়া। এক কোণে একটা স্তিমিতপ্রায় প্রদীপ সংসারের নশ্বরতা ঘোষণা করিতেছিল। তাহার ক্ষীণালোকে প্রকোষ্ঠের জীর্ণদশা লুক্কায়িত হওয়া দূরে থাক প্রত্যুত ভীষণতর প্রতীয়মান হইতেছিল। তিনটী প্রবীণ এবং এক যুবাপুরুষ তক্তাপোষের উপর গম্ভীরবদনে উপবিষ্ট। প্রবীণদের একজন তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন।

অতুলকে দেখিবামাত্র প্রবীণেরা ব্যস্তসমস্তভাবে কেহ "এস, বাবা এস", কেহ "এস, ভাই এস" বলিয়া সাদরসম্ভাষণ করিলেন। তাহার ভাগ্যে এত আদর পূর্ব্বে কখন ঘটে নাই। দরিদ্র পরপ্রতিপালিত বলিয়া অতুলকে যাঁহারা ইতি-পূর্ব্বে লক্ষ্যও করিতেন না, আজ তাদৃশ তিনটী প্রবীণ ব্যক্তি আগ্রহসহকারে তাহাকে আহ্বান করিলেন। অতুল হাসিয়া একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল।

রাজমোহন রায় বলিলেন "রুদ্র দাদা, অতুল ত ঘরের ছেলে। ওর জন্য আমাদের ভাবনা নাই। অতুল কখন আমাদের ছেড়ে পাষণ্ড বিধর্ম্মীদের দলে মি'শবে না।"

রুদ্রনাথ—"যা বলেচ মোহন। অতুলের জন্য আমাদের ভা'বতে হবে না। ঘর ছেড়ে পরের আশ্রয় কে কবে নিয়ে থাকে। দে'খব অতুল, কেমন তুমি বাপের বেটা! রামদাস আজীবন আমার অনুগত হয়ে চলেছিল, আমার পরামর্শ ভিন্ন সে কোন কাজ ক'রত না। আহা, রাম কি লোকই ছিল। আমার ডান হাত, বিপদে বন্ধু। সে থা'কলে আমি ঐ অহিন্দুর দলকে

কেমন না সাত ঘাটের জল খাওয়াতাম দেখতে। তা সে উপযুক্ত ছেলে রেখে গিয়েছে।”

রজনী সক্রোধে বলিল “পাষণ্ডদের কি কম ধৃষ্টতা! একটা নামজাদা খৃষ্টানকে গাজুরি হিন্দুসমাজে তুলবে! বিএ এম্‌এ পাশ করেচে বলে এত অহঙ্কার, যা ইচ্ছা তাই করতে সাহস করে! এ আস্পর্দ্ধা, এ অহঙ্কার ভাঙ্গব তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। আপনারা সকলেই দেখেছেন, বিজয় ছোঁড়া আমার কি অপমান কল্লে! এর প্রতিশোধ আমি নেব না?”

বিশ্বেশ্বর—“রজনী ঠিক বলেচ। বিজয় আমার সঙ্গেও বড় উদ্ধত ব্যবহার করেছিল। কি ক'রব, বুড়ো মানুষ, সয়ে গেলাম। ছেলে ছোকরার সঙ্গে ঝগড়া করা ত আর আমাদের সাজে না। আজ কালকার ছেলেরা দু'পাতা ইংরিজী পড়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কিন্তু ইংরিজী লেখা পড়া শিখে অতুল যেমন শান্ত সচ্চরিত্র হয়েছে এমনটী আর দেখা যায় না।”

রুদ্রনাথ—“তার আর কথা কি। অতুল বাপের নাম রা'খবে। এখন বেঁচে থেকে ওর শ্রীবৃদ্ধি হ'ক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। কিন্তু (অতুলকে সম্বোধন করিয়া) ভায়া, তোমাকে এখন ও বিধর্ম্মীদের সঙ্গ ত্যাগ ক'রতে হবে। তুমি লেখা পড়া যা শিখেচ তা'তে দশ টাকা উপার্জ্জন ক'রতে পা'রবে। তোমার উপার্জ্জনে তোমার মায়ের দুঃখ দূর হয় এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কুটিয়াল—সাহেবের কাছে আমার একটু খাতির আছে জান বোধ হয়। তার সেরেস্তায় তোমার একটা [illegible] দিতে পা'রব ভরসা পেইচি। রজনী লেখা

পড়া শি'খল না, মানুষ হ'ল না, নইলে, যে মুরুব্বি আছে, আজ ওর উপার্জ্জনের টাকা খায় কে!"

সহযোগীরা সমস্বরে বলেন "তা রুদ্র দাদা ইচ্ছা করলে সব কত্তে পারেন। সাহেব মহলে দাদার প্রতিপত্তি ত কম নয়।"

রুদ্রনাথ—"আমার রজনী যা অতুলও তাই। আমি বেঁচে থাকতে অতুলদের কোন কষ্ট কি দে'খতে পারি। দু'তিন দিনের মধ্যেই অতুলকে সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করে দেব। অতুল, তোমাকে আর রাধিকার অন্ন খেতে হবে না। হাজার হ'ক রাধিকা পর, তেমন যত্ন টত্ন করে না। তার ওপর দুবেলা দুটো খেতে দেয় এই কথা যার তার কাছে বলে বেড়ায়! ছি, বিএ, এম্ এ পাশে ঘেন্না হয়েছে!"

অতুল এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল। পিতৃস্থানীয় রাধিকা প্রসাদের এবম্প্রকার অযথা গালি শ্রবণে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সে উঠিয়া বলিল "দাদা মহাশয়, আমি চলিলাম। আমার প্রতিপালকের নিন্দা আমার শ্রবণের যোগ্য নয়। আমি দরিদ্র এবং আপনাদের আশ্রিত, এ সকল জটিল বিষয়ে আমাকে কেন জড়িত করিতেছেন?"

রুদ্রনাথ—"সে কি অতুল, তুমি এখনি যাবে কেন? আমাদের দলের আরও কয়েকজন আসতে বাকি। তাঁরা এলেই আমাদের মন্ত্রণা আরম্ভ হবে। তুমি আমাদেরই একজন, তোমাকে কি ছাড়তে পারি।"

অতুল করযোড়ে বলিল "আমাকে ক্ষমা করুন।"

সকলে বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন।

রজনী বিরক্তিসহকারে বলিল "তোমার মনোগতটা কি স্পষ্ট করেই বলনা বাপু।"

রুদ্রনাথ—"ওঃ, বুঝিচি। কিছুদিন রাধিকার আশ্রয়ে থাকায় ওদের একটু অনুগত হয়ে পড়েচে কি না। হঠাৎ ছেড়ে আসতে সাহস হচ্চে না। তা হতেই পারে, কি বল মোহন? (অতুলকে) তুমি নির্ভয়ে এস ভাই। যা'তে তোমার ভাল হয় আমি প্রাণপণে তার উপায় ক'রব। ঠাকুরদাস ও রাধিকা তোমার জন্য যা করেচে আমি তার হাজার গুণ বেশী ক'রব।"

অতুল পুনরপি বলিল "আমাকে ক্ষমা করুন।"

রজনী বুঝিল এ শিকার ফাঁদে পড়িবে না। বিরক্ত হইয়া সে বলিল "অতুল, তুমি পাগলের মত ও কি বলচ? স্পষ্ট বলনা, তুমি আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে।"

অতুল—"আমি কোন পক্ষে নহি।"

রজনী—"ও কোন কাজের কথা নয়। তুমি যদি আমাদের দলের হও তবে রাধিকাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার ক'রতে পাবে না। আর যদি রাধিকার দলে যোগ দাও তবে আমাদের সংশ্রবে আ'সতে পাবে না। এখন বুঝে বল তুমি কোন্ পক্ষে?"

রুদ্রনাথ রজনীকে ভৎর্সনার ছলে বলিলেন "আরে ওসব কি বলচিস রজনী? অতুল আমাদের আপনার লোক, ও কি আমাদের ছেড়ে যেতে পারে। তোরা কিছু বুঝিস না, কথা কইতে জানিস না, যা নয় তাই বলে ফেলিস। ব'স অতুল, আর একটু অপেক্ষা কর। আমাদের দলের লোকেরা এলেন বলে। যদি ঘুম পেয়ে থাকে তবে না হয় এখন শোওগে, কাল সকালে আমি তোমাকে ডা'কব এখন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অতুল—"আমাকে সকালে ডাকা বোধ হয় প্রয়োজনাক্তিচনা ক'রবেন না। আমি রাধিকাবাবুকে কোনমতে ছাড়তে পারব না।"

শুনিবামাত্র সকলে যুগপৎ মর্ম্মাহত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। রঞ্জনী গর্জ্জন করিয়া বলিল "বাবা, আমি তখনই আপনাকে বলেছিলাম, বৃথা চেষ্টা ক'রবেন না, অপ্রতিভ হবেন। যেমন আমার কথা না শুনে ও ছোঁড়ার তোষামোদ কল্লেন, তেমনি হাতে হাতে তার উপযুক্ত প্রতিফলও পেলেন।"

রুদ্রনাথ—"কে আর জা'নত বাপু ও এমন বিগড়েচে। দেখ—অতুল, এখনও বলচি, ভাল চাও ত আমাদের বিপক্ষে যেও না। যদি যাও ত বিপদের সীমা থাকবে না।"

"ভগবান আমার সহায়,ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা ক'রবেন" বলিয়া অতুল রুদ্রনাথের বৈঠকখানা ত্যাগ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যুষে অতুল নদীকূলে বিচরণ করিতেছিল। মৃদুমন্দ প্রাতঃসমীরণ প্রকৃতিকে সুধানিষিক্ত করিতেছিল। লতাকুঞ্জে লুক্কায়িত বন্যকুসুমনিচয় পরিমল বিকীর্ণ করিতেছিল। পত্র মর্ম্মর ধ্বনি করিতেছিল, লতা দুলিতেছিল, তটিনী শিহরিয়া কণ্টকিত হইতেছিল। ধরিত্রী যেন নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত. সুখের আবেশে বিভোর। জড়জগতের সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য অতুলের হৃদয়ে একষুপ্ত জগৎ জাগ্রত করিল।

অহো প্রণয়! অনিবার্য্য কুহক! ধনী, নির্ধন, দশা-নির্ব্বিশেষে সকলেই তোর পদানত। অপার দুঃখরাশি মধ্যে নিমজ্জিত নরনারীও তোর প্রভাবে মুগ্ধ হয়, এবং হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে কত মনোমুগ্ধকারী সুখচিত্র কল্পিত করে। অতুল যৌবনরাজ্যের প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সেই কুহকীর প্রভাবে আত্মহারা হইয়াছে। অতুল ভাবিতেছিল একটী বালিকার অপ্সরোবিনিন্দিত মুখখানি। পাঠক, সে বালিকার নাম জানিতে আপনি কৌতূহলী হইয়াছেন? অতি সঙ্গোপনে আপনাকে বলি, বালিকা অশোক।

প্রভাতপবনে স্ফুটনোন্মুখ কলিকার মত অশোকের স্নেহ যত্নে অতুলের হৃদয়ে প্রণয়কোরক স্ফুটিত হইয়াছে। অতুল আদৌ সে অভিনব হৃদয়াবেগকে অশোকের অকৃত্রিম স্নেহের প্রতিক্রিয়া অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু অবিলম্বে তাহার

প্রতীতি জন্মিল যে স্নেহাপেক্ষা কোন গভীরতর শক্তিতে তাহার হৃদয় অশোকের প্রতি আকৃষ্ট। সে শক্তি অনিবার্য্য। শত চেষ্টা, শত বাধা তাহার কাছে পরাভব মানিয়াছে। সে তুষানল নৈরাশবারিসিঞ্চনে নির্ব্বাপিত হয় নাই। কখন কখন অতুলের মনে হইত, অশোকরত্নলাভ তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা,—বামনের চন্দ্রস্পর্শবাসনা। রাধিকাপ্রসাদ কি দেখিয়া অমন স্নেহের পুতলীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিবেন? পক্ষান্তরে, অশোক কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় অতুলের প্রতি স্নেহশীলা; অন্যভাবে তাহার হৃদয় প্রণোদিত হইলে, অশোক কখনও এত নিঃসঙ্কোচে অতুলের সঙ্গপ্রয়াশী হইত না। এই শেষোক্ত চিন্তা উদিত হইলে অতুল লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইত এবং মনে করিত তাহার প্রণয়-কল্পনা বড় বিসদৃশ। কিন্তু সময়ান্তরে আবার হৃদয়াবেগ সে প্রতিকূল চিন্তা ভাসাইয়া দিত। অতুল ভাবিত যদি বিদ্যোপার্জ্জন, অর্থসংস্থান এবং অবস্থাপরিবর্ত্তনে অশোকরত্ন লাভ করা যায় তবে সে প্রাণপণ করিবে। আর যদি ভাগ্য একান্তই প্রতিকূল হয়, যদি সে অশোককে পত্নীভাবে লাভ করিতে না পারে, তবে যাবজ্জীবন তাহার সুখবিধান করিয়াও সুখী হইবে। ভবিষ্যগর্ভে যাহাই কেন নিহিত থাক না, অধুনা সে অশোককে মনে মনে ভালবাসিয়া, তাহার হৃদয়-রাজ্যের রাণী করিয়াই সুখী। ফলতঃ অনুকূল ও প্রতিকূল চিন্তা, আশা ও নৈরাশের মধ্যে সে প্রেমের অঙ্কুর উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল।

আজ প্রত্যূষে নদীকূলে বিচরণ করিতে করিতে অতুল

সুখকল্পনায় আত্মহারা হইয়াছে। কুহকিনী আশা তাহার প্রাণে পূর্ণিত আকাঙ্ক্ষার ছবি ধরিতেছে। যুবক ক্ষণেকের জন্য দারিদ্র্য ভুলিয়া কল্পনায় সুখের সংসার পাতাইয়াছে; সে সংসারে প্রেম, প্রীতি ও শান্তির একাধিপত্য। কল্পনা স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অতুল বাহ্যজগতের কঠোর অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল।

অতুল প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা চিন্তায় মজ্জমান ছিল। এক সঙ্গীতের ধ্বনিতে তাহার চেতনা ফিরিল। অনতিদূরে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া এক ব্যক্তি গাহিতেছিল—

সংসার বড় কুহকময়,
মানুষ আপন ভেবে পরকে ভজে' কতই দুঃখ সয়;
ও ভাই ডুবিসনে সংসারের পাঁকে,
জ্ঞানের চক্ষে দেখ সবাকে,
সংসারের অসার প্রেমে ভুলিস না সেই প্রেমময়;
যদি হরির প্রেমে মজতে পারিস হবি রে নির্ভয়॥

সঙ্গীতের মর্ম্ম উপলব্ধি হইবামাত্র অতুল চমকিত হইল। গায়ক কি তাহার মনোভাব জানিতে পারিয়া উদ্দেশে সতর্ক করিয়া দিতেছে। অতুল গায়কের সমীপবর্ত্তী হইল। সে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবু, আপনারা ?"

অতুল—"ব্রাহ্মণ। তোমার নিবাস কোথায় ? দেবীপুরে তোমাকে ত পূর্ব্বে দেখি নাই।"

গায়ক প্রণামপূর্ব্বক বলিল "আমি জাতিতে কায়স্থ। সংসারে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। যেখানে আশ্রয় পাই সেই আমার গৃহ এবং ভিক্ষা উপজীবিকা।"

অতুল—"বুঝিলাম, তুমি সংসার-বিরাগী। তোমার এ বিরাগের কারণ শুনিতে পাই না কি?"

গায়ক—"সংসারে কে যে আমার আপন কে পর কেহই বলিতে পারে না। আপনার জ্ঞানে যাহাকে হৃদয়ে স্থান দিলাম সে পরম শত্রু, আবার যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই সে পরম বন্ধু হইল, এ ঘটনা দেখিয়াছেন?"

অতুল—"দেখি নাই, শুনিয়াছি।"

গায়ক—"আমার নাম হরিদাস। আমার জীবনে ওরূপ একটা ঘটনা হইয়াছে। ঠাকুর, হঠাৎ কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। (হৃদয়ে হাত দিয়া) এটা বড় কোমল স্থান, বীজ এখানে বড় শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু সে অঙ্কুর অমৃতবৃক্ষের পরিবর্ত্তে যদি কণ্টকবৃক্ষে পরিণত হয় তবেই সর্ব্বনাশ। কণ্টকবৃক্ষ তুলিতেই হইবে, তুলিতে গেলে এজীবনের মত হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে। বন্ধুতা ও প্রেমের বীজ খুব সাবধানে বপন করিবেন।"

অতুল—"অন্যে যদি অজ্ঞাতসারে সে বীজ বপন করে তাহা হইলে?"

হরিদাস—"যদি ফলভোগের সম্ভাবনা না থাকে তবে সে বীজ বা অঙ্কুর তুলিয়া ফেলিবেন।"

অতুল—"ছায়ার প্রত্যাশা করিব না? সকল বৃক্ষ সুফল প্রসব করে না, কিন্তু কতকগুলি শীতল ছায়াদানে প্রাণ জুড়ায়।"

হরিদাস—"ছায়া কতক্ষণ ভোগ করিবেন? যতক্ষণ পত্র আছে। তাহার পর, যখন পত্র ঝরিয়া পড়িবে তখন সে মরুস্থলে কাহার আশ্রয় লইবেন?"

অতুলের মুখ বিবর্ণ হইল। একি ভবিষ্যবাণী? তাহার প্রণয়বৃক্ষে ফলভোগের আশা দূরপরাহত। কেবল ছায়া ভোগের আশায় কি তাহাতে জলসিঞ্চন হইতেছে? সে ছায়া ত শীঘ্রই বিদূরিত হইবে। বিষণ্ণবদনে অতুল চিন্তা করিতে লাগিল।

হরিদাস—"বাবু, আপনি বিষণ্ণ হলেন কেন?"

অতুল—"ভাই, আমি একজন সংসারকীট; আশা, নৈরাশ, দ্বেষ, অনুরাগ প্রভৃতি বৃত্তির দাস। তোমার কথায় আমার চৈতন্য হইয়াছে। সংসার ত্যাগ করিয়া তুমি আমাদের অপেক্ষা কত উন্নত!"

হরিদাস—"আমি নামে মাত্র সংসারত্যাগী। সংসারবন্ধন কাটাইতে পারে এরূপ লোক অতি বিরল। বিশেষতঃ আমার মত অশিক্ষিত নীচশ্রেণীর লোক সে পুণ্য অর্জ্জন করিবে কি প্রকারে? গুরু বলিয়াছেন সাংসারিকতার সঙ্গে নির্লিপ্তভাবই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অরণ্যে গেলেই সংসার ত্যাগ করা হয় না বা সংসারে থাকিলেই সন্ন্যাসের বিঘ্ন ঘটে না। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত স্বার্থপরতা জড়িত। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা আসক্তির পথে আকর্ষণ করে, তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিলে উন্মত্ততা জন্মে এবং পরমজ্ঞানের লোপ হয়। বস্তুতঃ মনের শান্তিতে সংসারে বাসই ঈশ্বরার্চ্চনার প্রশস্ত সোপান এবং তাহাই আদর্শ জীবন। সংসার চিন্তা যদি অরণ্যেও সাথী হইল তবে সংসার-ত্যাগীর সুখ কোথায়? আমিও একজন সংসারী, নরকীট। তবে আমাকে সাধুর সেবক এবং দুষ্টের বিদ্বেষী বলিয়া জানিবেন।"

অতুল—"হরিদাস, তুমি বহুদর্শী। আমার দশা কি হইবে বলিতে পার কি?"

হরিদাস—"ভাগ্যগণনা আমি যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছি। আপনি ধন মান ও যশের অধিকারী হইবেন। যে দারিদ্র্যদশা এখন রহিয়াছে তাহা অধিকদিন স্থায়ী হইবে না।"

অতুল—"কেবল ধন মান ও যশঃ মানুষের সুখের নিদান নহে। বল দেখি ভাই আমার সংসারে সুখ শান্তি হইবে কি না,—আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিবে কি না।"

হরিদাস—"তাহা বলিতে পারি না। ফলে যাহাই হউক ধর্ম্মপথে চলিবেন, ভগবানের চরণ সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন, তাঁহার বিধান মঙ্গলময় এ কথাটী মনে রাখিবেন, আশা বা নৈরাশ আপনাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।"

অতুল—"ঠিক বলিয়াছ ভাই। আজ বহুপুণ্য ফলে তোমার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পরিচয় ক্ষণিক। হয়ত আমাদের এই প্রথম ও শেষ দেখা।"

হরিদাস—"না ঠাকুর। এই দেবীপুরের দুইটী প্রাণীর সুখ দেখিলে আমি কৃতার্থ হইব। আপনি তাহার অন্যতর। পুনরায় আপনার চরণদর্শন করিব। কিন্তু তখন হয়ত আপনার উন্নতির অবস্থা, হয়ত এ ক্ষেপা হরিদাসকে চিনিতে পারিবেন না। সংসারী যে অবস্থার দাস।"

অতুলকে প্রণামপূর্ব্বক গাহিতে গাহিতে হরিদাস অদৃশ্য হইল। সুদূরে দৈববাণীর ন্যায় অতুল শুনিল :—

"ও ভাই ডুবিস্‌নে সংসারের পাঁকে,
জ্ঞানের চক্ষে দেখ সবাকে,

* * * *

যদি হরির প্রেমে মজতে পারিস হবিরে নির্ভয়।"

গৃহে আসিয়া অতুল দেখিল তাহার ভাঙ্গা ঘরে বড় শোভা হইয়াছে। যাহার আশায় অতুল আত্মহারা সেই মনোমোহিনী বালিকা গৃহ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে। বস্তুতঃ প্রভাতে মহালক্ষ্মী অশোককে সঙ্গে লইয়া অতুলের গৃহে আসিয়াছেন। অতুল ফিরিবামাত্র অশোক বলিল—"অতুলদাদা, এত সকালে কোথায় গিইছিলে? আমরা তোমার নেমন্তন্ন কত্তে এসিচি।" চারুশীলা ও মহালক্ষ্মী যুগপৎ হাসিয়া উঠিলেন।

মহালক্ষ্মী—"হাঁ। মা, সে আবার কি? অতুলকে কি নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হয় নাকি?"

অশোক—"অতুল দাদা ক'লকাতায় আমাদের আপনার। কিন্তু এখানে এলে আমাদের একটু পর ভাবেন; নেমন্তন্ন না করলে ত আমাদের বাড়ী খান না।"

পুনরায় হাস্যধ্বনি উঠিল।

অতুলও হাসিয়া বলিল—"পিসিমা, অশোককে আমি আঁটিতে পারি না।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেবীপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে মাঠের মধ্যে এক অতি পুরাতন কালী মন্দির ছিল। কিম্বদন্তী এই যে, পুরাকালে এক দস্যুদলপতি সেই দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে দেবীর পূজকরূপে বরিত ও পর্য্যাপ্ত ধন-সম্পত্তি দেবীসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিল। দস্যুদলের উচ্ছেদের পর সেই পূজক-ব্রাহ্মণের বংশধরেরা মন্দিরের অধিকারী হইয়াছে। অধুনা মন্দিরের দশা অতীব শোচনীয়। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পূজক আসিয়া আরতি করিয়া যাইত। আরতি শেষ হইলে যখন পূজক ও উপাসকগণ প্রস্থান করিত তখন সেই জনহীন তমসাচ্ছন্ন মন্দির শৃগালাদি শ্বাপদগণের আবাসস্বরূপ পরিণত হইত। গভীর রজনীতে ফেরুপালের কোলাহল এবং মন্দিরসংস্পৃষ্ট বায়ুপ্রবাহের উচ্ছাসধ্বনি পল্লীবাসীদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিত।

একদা সান্ধ্য আরতি শেষ হইলে একটীমাত্র রমণী মন্দিরের এক কোণে বসিয়া রহিল। রমণী শ্যামা। অদ্য সন্ধ্যাকালে রজনী তাহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবে। নিয়োগানুযায়ী শ্যামা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, মাসী-গৃহে শান্তজীবন যাপন করা শ্যামার চরিত্রসঙ্গত নহে, কেবল রাগভরে সে তথায় আশ্রয় লইয়াছিল। এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে দেবীপুরে আসিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে।

শ্যামা সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে অদ্য নিশিযোগেই দেবীপুরে ফিরিবে, এবং তথায় রজনীর আশ্রয়ে বাস করিবে। সে শুনিয়াছিল ঠাকুরদাসের সহিত রুদ্রনাথের দলাদলি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং রুদ্রনাথ ও রজনী আশ্রয় দিলে ঠাকুরদাসের সাধ্য নাই যে তাহার কেশস্পর্শ করে। রজনী প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিবে সন্দেহ নাই। তবে ইন্দিরাকে এই সূত্রে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে শ্যামার সুখকল্পনা পূর্ণমাত্রায় ফলবতী হইবে না।

এবম্বিধ কল্পনায় ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া ঘোরা অমানিশা সমাগত হইল এবং প্রকৃতি অতি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। মন্দির মধ্যে একটা পেচকের লোমহর্ষণকর রব প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। পরক্ষণে বহিস্থ একটা তরু-কোটর হইতে অপর এক পেচক তাহার প্রতিধ্বনি তুলিল। শ্যামা চমকিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিল। অসাধারণ সাহস, বিশেষ উৎসাহ বা উত্তেজনা ব্যতিরেকে তাদৃশ সময়ে তাদৃশ স্থানে নরনারীর অবস্থান অসম্ভব। শ্যামা স্বভাবতঃ নির্ভীকচিত্তা, তাহাতে সেদিন একটা দৃঢ় সঙ্কল্পে বুক বাঁধিয়াছে। অসম-সাহসে সে রজনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অন্ধকার ভেদপূর্ব্বক শ্যামার চক্ষুদ্বয় মন্দিরদ্বার লক্ষ্য করিয়া রহিল। একটা শৃগাল দ্বারদেশ হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ত্বরিত-বেগে বনমধ্যে পলায়ন করিল এবং তথায় অপর এক শৃগাল-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কর্কশরবে প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

প্রতি শব্দে, প্রতি পত্রমর্ম্মরধ্বনিতে শ্যামার মনে আশা হইতে লাগিল বুঝি রজনী আসিতেছে; কিন্তু এইরূপে রাত্রি

একপ্রহর উত্তীর্ণ হইল তথাপি রজনী আসিল না। পরিশেষে শ্যামা প্রকৃতই ভীত হইল। সে অবস্থায় মনের দৃঢ়তা একবার বিপর্য্যস্ত হইলে ভীতি দুর্দ্দমনীয় তেজে হৃদয় অধিকার করে। ভয়, নৈরাশ এবং ক্রোধে শ্যামার মন অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিল। যদি রজনী আসিতে না পারে তবে সে কি করিবে? যাইবে মন্দিরাভ্যন্তরের ঘনান্ধকারে যেন তাহার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হইল।

অকস্মাৎ বহির্দ্দেশে এক গম্ভীর ধ্বনি হইল 'জয়কালী'। চমকিয়া শ্যামা দেখিল মন্দিরের দ্বারদেশে এক ভীষণ মূর্ত্তি। অন্ধকারে মূর্ত্তিটা অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু শ্যামার দেহ রোমাঞ্চিত হইল। নিঃশব্দে, রুদ্ধশ্বাসে শ্যামা সেই মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার নয়নে এক অপার্থিব জ্যোতিঃ স্ফুরিত হইতেছিল।

মূর্ত্তি নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান। এক দণ্ডকাল শ্যামা মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিল। এ কি মানব, না প্রেত, না শ্যামার উত্তেজিত মস্তিষ্কের বিভীষিকা! যদি মানুষ হয় তবে অন্ধকারে শ্যামাকে না দেখাই সম্ভবপর; যদি প্রেত হয় তাহা হইলে সে আশা বৃথা।

পুনরায় বজ্রগম্ভীর ধ্বনি হইল "এ কি! পবিত্র মন্দিরে পাপ!"

ওঃ, কি ভয়ঙ্কর রব! তবে ত সে প্রেত! "না, না, মেরো না; আমি এখনি যাচ্চি" যন্ত্রণাব্যঞ্জক কণ্ঠে শ্যামা এই কয়টী শব্দ উচ্চারণ করিল।

মূর্ত্তি—"কে তুই, শীঘ্র বাহিরে আয়।"

শ্যামার চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছিল। সে উঠিতে পারিল না।

"আস্‌বি না, সয়তানি! তবে এই ত্রিশূলে তোর প্রাণনাশ করি।"

"মেরো না, মেরো না, আমি যাচ্চি" বলিতে বলিতে শ্যামা হস্তপদে ভর দিয়া কোন প্রকারে বাহিরে আসিল। দেহে কিছুমাত্র শক্তি ছিল না। এবার মূর্ত্তিটার ভীষণ আকৃতি সে অধিকতর পরিস্ফুট দেখিল। তাহার নয়নে অগ্নি জ্বলিতেছিল, হস্তে ত্রিশূল কম্পিত হইতেছিল।

মূর্ত্তি—"সয়তানি, তুই এ অমাবস্যার রাত্রে মায়ের পবিত্র মন্দিরে কেন এসেচিস্?

শ্যামা—"তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মেরো না। আমি বাড়ী যাব।"

মূর্ত্তি—"কোথায় তোর বাড়ী?"

শ্যামা—"দেবীপুরে।"

মূর্ত্তি—"দেবীপুরে? আয় আমার সঙ্গে। আমিও দেবীপুরে যাব।"

সর্ব্বনাশ! শ্যামা থর থর কম্পিত হইল। তাহার চেতনা অর্দ্ধলুপ্ত, দেহ অবসন্নপ্রায়, ঘর্ম্মে বসন আর্দ্র হইয়াছে। মূর্ত্তি বলিল "দেবীপুরের শ্যামাকে জানিস্?"

শ্যামা বিহ্বলের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল "কোন শ্যামার কথা বল্‌চেন?"

মূর্ত্তি—"হা, কোন শ্যামা! দেবীপুরে ক'জন শ্যামা আছে? যে রজনীর উপপত্নী, যে তার পাপপথের কণ্টক স্বামীকে লাথি-মেরে তাড়িয়েচে, সেই শ্যামা।"

শ্যামা—"হ্যাঁ, জানি।"

মূর্ত্তি—"তাকে বধ ক'রলে কোন পাপ আছে ?"

শ্যামা—"না।"

মূর্ত্তি—"আয় আমার সঙ্গে, আমি তাকে খুন কত্তে যাচ্চি। সে আমার সর্ব্বনাশ করেচে।"

শ্যামা—"আপনি কে ?"

মূর্ত্তি—"আমি তার পূর্ব্বস্বামী রামচরণ।"

"ও গো আমাকে মের না, আমাকে যা ব'লবে আমি তাই ক'রব" বলিতে বলিতে হতভাগিনী উন্মাদিনীর ন্যায় মূর্ত্তির পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল।

"আচ্ছা, এই ছুরি নে। এই আমার বুক।। সজোরে ছুরি আমার বুকে মার" বলিয়া মূর্ত্তি শ্যামার শিথিল করপুটে একখানি ছুরিকা দিল।"

"না না, আমি তা পা'রব না।"

"পারবি না রাক্ষসি ! আচ্ছা থাক, তোর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েচে" অপার্থিব গম্ভীর রবে এই বলিয়া মূর্ত্তি বিকট অট্টহাস্য করিল। শ্যামা মূর্চ্ছিতা হইল।

* * *

চৈতন্য হইলে শ্যামা দেখিল সে এক ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে খট্টায় শায়িত রহিয়াছে। পার্শ্বে রজনী উপবিষ্ট। সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শ্যামার মনে হইল স্বপ্ন দেখিতেছে। বিগত রাত্রির লোমহর্ষণকর ঘটনা তাহার স্মৃতি হইতে একেকালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায় আছি ? এ কার বাড়ী ?"

রজনী—"শ্যামা, কাল রাত্রে তোর জন্য যেরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলাম জীবনে আর কখন সেরূপ হইনি।"

শ্যামা—"কেন?"

রজনী—"সে কি, তোর কি কিছুই মনে নাই? আমি কালীমন্দিরে এসে দে'খলাম রোয়াকের উপর তুই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছিস। মনে ক'রলাম, কোনরকম ভয় পেয়ে থাকবি। অনেক চেষ্টাতেও তোর চৈতন্য হ'ল না। শেষে একাই তোকে তুলে গ্রামের মধ্যে আ'নলাম।"

মুহূর্ত্তমধ্যে রাত্রির বিভীষিকাময় ঘটনা শ্যামার মনে প্রতিবিম্বিত হইল। তাহার স্বামীর মূর্ত্তি;—সে কি জীবিত না প্রেতমূর্ত্তি! সেই ভয়ঙ্কর কথোপকথন; আর মূর্ত্তির সেই অট্টহাস! একি সত্য ঘটনা, না অলীক বিভীষিকা! অনেকক্ষণ একমনে আলোচনাপূর্ব্বক শ্যামা স্থির করিল তাহা বিভীষিকামাত্র। মূর্ত্তি তাহার জীবিত স্বামী হইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণসংহার করিয়া যাইত। কিন্তু তথাপি কি এক আশঙ্কা তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল।

রজনী—"কি হইছিল বল ত।"

শ্যামা প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া কেবলমাত্র বলিল যে পিশাচে তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিল। তৎপরে যথাসময়ে না আসার জন্য সে রজনীকে বিস্তর ভৎসনা করিল। "আমি ত আর একটু হলেই মরেছিলাম; তা তোমার কি বল, তুমি ত তাই চাও" বলিয়া অভিমানিনী বালিকার ন্যায় শ্যামা কাঁদিল।

সেই দিবস সন্ধ্যার পর শ্যামা রজনীর সমভিব্যাহারে রুদ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সংবাদ দেবীপুরে ঘোষিত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দেবীপুরে আসিয়া শ্যামা আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করিল। তাহার প্রধান শত্রু বিজয়লাল এক্ষণে কলিকাতায়। ঠাকুরদাস উদারপ্রকৃতি; বিপক্ষদলের সহিত কোন প্রকার বিরোধে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা উত্থাপিত করিলে রুদ্রনাথ সাগ্রহে তাহাতে কর্ণপাত করিতেন, কিন্তু ঠাকুরদাস তাহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্যামা আশ্বস্ত হইল। প্রথম রাত্রি রজনীর গৃহে যাপন করিয়া পরদিবস প্রভাতে শ্যামা নিজগৃহে উপস্থিত হইল। মাতা যেন হৃতরত্ন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর হইল, কিন্তু শ্যামা মুখ ভার করিয়া বলিল যে সে গৃহে বাস করিতে আসে নাই, তাহাকে একবার দেখিতে আসিয়াছে মাত্র। ঠাকুরদাসের ভয়ে এখন সে রুদ্রনাথের আশ্রয় লইয়াছে। রুদ্রনাথের গৃহে দাসীবৃত্তি করিবে, তাঁহার গোশালের এককোণে রাত্রিযাপন করিবে, সেও ভাল, কিন্তু ভয়ে ভয়ে সে আর গৃহে বাস করিবে না। ইত্যাদি বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কথা বলিয়া সে কাঁদিল।

প্রথমে শ্যামা রুদ্রনাথের গৃহকার্য্য কিছু কিছু করিত, কিন্তু অবিলম্বে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহকর্ত্রীরূপে পরিগণিতা হইল। রজনী তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী। শ্যামার কূটমন্ত্রে চালিত হইয়া সে ইন্দিরাকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। এমন কি, লিখিতে লজ্জা করে, কখন

কখন ইন্দিরার সমক্ষেই রজনী ও শ্যামা তাহাদের কলুষসম্বন্ধের পরিচায়ক বাক্যালাপ করিয়া তাঁহাকে অপরিসীম মনঃপীড়া দিত।

রুদ্রনাথ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। শ্যামা ইন্দিরার স্থান অধিকারপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে গৃহিণীপনা করে সে জন্য গ্রামে পূর্ব্বাপর তাঁহার নিন্দা। অধুনা শ্যামার বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইয়া তাঁহার দলস্থ কেহ কেহ তাঁহার পক্ষত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সুতরাং রুদ্রনাথ ঘোর বিপন্ন। শ্যামাকে তাড়াইলে রজনী ক্রুদ্ধ হইবে, রজনী ক্রুদ্ধ হইলে গার্হস্থ্য অশান্তির একশেষ হইবে।

যাহা হউক, একদিন রুদ্রনাথ রজনীকে বলিলেন "দেখ বাপু, শ্যামাকে আর রাখা হবে না, লোকে অনেক কথা ব'লচে। শেষে কি যে মানটুকু আছে তা ও হারা'ব।"

রজনী—"লোকের কথায় কি বাড়ীতে একজন চাকরাণী রাখাও বন্ধ কত্তে হবে? এমন কর্ত্তৃত্ব নাই কল্লেন!"

রুদ্রনাথ সক্রোধে বলিলেন "হাঁরে, শ্যামা কি চাকরাণী? তুই যে আমাকেও ছেলে ভুলান কথা ব'লচিস। আচ্ছা, চাকরাণী হয় ত খোরপোষ নিয়ে কাজ করুক; দিবারাত্রি এখানে থাকতে পাবে না। চাকরাণী কোন সাহসে গিন্নীপনা করে, ঘরের বউএর ওপর কর্ত্তৃত্ব করে?"

রজনী—"বাবা, আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ করা আমার সাজে না। আপনার যে রকম ইচ্ছা তাই হুকুম করুন। শ্যামাকে আজ থেকেই আসতে নিষেধ করুন না।"

রুদ্রনাথ শ্যামার প্রতি আদেশ জারি করিলেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তবে কি আপনিও আমাকে

আশ্রয় দেবেন না? এতদিনে কি সত্যসত্যই হইতেন। দেশত্যাগী হ'তে হ'ল? ছেলেবেলা থেকে আপনা মাগী না মানুষ হইচি, তাই আপদ বিপদে আপনাদের মুখ . আপনাদের ভরসাতেই গ্রামে বাস কত্তে এসেছিলাম, কিন্তু বরাতে শান্তি নাই। ঠাকুরদাস বাড়ুয্যের মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক। আমাকে দুদিনের সময় দিন, বিষয় সম্পত্তির একটা বিলি ব্যবস্থা করে যাই।"

রজনী সেই দিবস পিতাকে দৃঢ়ভাবে বলিল "বাবা, এ আমাদের ভারি অন্যায় কাজ হচ্চে। লোকে যা'ই কেন বলুগ্ না, যে পর্য্যন্ত ঠাকুরদাসের সঙ্গে বিবাদ থাকে ততদিন শ্যামাকে আশ্রয় দিতেই হবে।"

রুদ্রনাথ হারিলেন। শ্যামা রহিয়া গেল।

এবার শ্যামা প্রতিজ্ঞা করিল যেরূপেই হউক ইন্দিরাকে সরাইবে। সঙ্কল্পের সঙ্গে কার্য্যারম্ভ হইল। একদা অপরাহ্নে ইন্দিরা পাড়ার এক গৃহস্থের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিবামাত্র শ্যামা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিল "বলি হাঁা গা বড় মানুষের মেয়ে, এত খানি বেলা পরের বাড়ীতে কাটিয়ে এলে, নিজের ঘরের কাজ একটু ক'রলে কি অপমান হয়? সকল গেরস্থ ঘরের বউ অল্প বেস্তর কাজ করে থাকে। তোমার প্রাণে কি কিছুমাত্র দয়া মায়া নেই। বুকে বাঁশ দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্চ, যত কাজ কচ্চি ততই চাপ দিচ্ছ! কেন? দাসী বলে কি এমনি করেই মা'রতে হয়!" বলিতে বলিতে শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল।

ইন্দিরা—"সে কি লো শ্যামা, কি হয়েচে?"

কথন ইন্দিরা কি হয়েচে! যেন খুকী, কিছুই জানেন না।
পরিচায়ক ামার কি পাথরের শরীর, তোমারই রক্তমাংসের
রু । প্রত্যহ দুবেলা বাসন মাজা, ঘর ঝাঁটান, উনান ধরান,
অ ছানা করা সবই কি আমাকে কত্তে হবে?"

"ওমা, সে কি, কোন্ দিন বাছা তোমাকে সব কাজ কত্তে হয়? তা আজ না হয় আমার অপরাধ হয়েচে। আমি ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা কচ্চি" বলিয়া ইন্দিরা শ্যামার হস্ত হইতে সম্মার্জ্জনী লইলেন।

"এত ঠ্যাকার, এত অহঙ্কার, আমার হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে আবার চোক রাঙানি" বলিয়া শ্যামা রূঢ় বাক্যের ঝটিকা তুলিল। রজনী উপস্থিত হইয়া রোদন-পরায়ণা শ্যামার মুখে অভিযোগ শুনিল এবং ইন্দিরাকে প্রচুর তিরস্কার করিল। ইন্দিরা যৎপরোনাস্তি অপমানিতা হইয়া হেঁট মস্তকে নীচে আসিলেন। শ্যামা রজনীকে বলিল "ঐ দেখ, তোমাদের ভাল-মানুষ বৌ মার কাছে লাগাতে চল্লেন।"

কাঁদিতে কাঁদিতে নীচে আসিয়া ইন্দিরা শ্বশ্রূর কাছে দুঃখ নিবেদন করিলেন। গৃহিণী রজনীর ভয়ে কেবলমাত্র বলিলেন "চুপ কর মা, কেঁদে কি হবে। রজনী বড় রাগী ছেলে। কি ব'লব মা, আমারও একদিন তোমার মত অবস্থা হইছিল। থা'কতে থা'কতে সবই সয়ে যায়।"

ইন্দিরা রুদ্রনাথের কাছে সেই ঘটনা উল্লেখ করিয়া সাশ্রু-নয়নে বলিলেন "বাবা, এমন ক'রলে এ বাড়ীতে থাকি কেমন করে।" রুদ্রনাথ যতই কেন মন্দস্বভাব হউন না, পরিবারদের মধ্যে একমাত্র ইন্দিরাকেই তিনি স্নেহের চক্ষে

দেখিতেন, এবং তাঁহার অকপট শ্রদ্ধাভক্তিতে প্রীত হইতেন। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "মা, ও মাগী না ম'রলে আর আমাদের শান্তি নাই।"

তাহার পর ইন্দিরা কিছু দিনের জন্য পিতৃগৃহে বাসের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইন্দিরার পিতা দিন স্থির করিয়া অনুরোধ-পত্রসহ পাল্কী ও বাহক পাঠাইলেন। রজনীর আপত্তি নাই দেখিয়া রুদ্রনাথ ইন্দিরাকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। শ্যামার অভিলাষ পূর্ণ হইল।

নির্দ্ধারিত দিনে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর চরণ বন্দনা করিয়া বিষণ্ণ বদনে ইন্দিরা পাল্কীতে উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর ঘর করা বুঝি ভাগ্যে নাই, এই বুঝি শেষ বিদায় লইতেছেন। অভাগিনী ব্যাকুলভাবে স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ীর মুখে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। সকলেরই মুখ গম্ভীর। বাহকেরা শিবিকা উঠাইল। শ্যামা বারান্দায় দরজাপার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতেছিল; সে এবার নিষ্কণ্টকে রজনীর গৃহে গৃহিণীপনা করিবে। ইন্দিরা হাস্যমুখী কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

ইন্দিরার পিতৃগৃহ নন্দীগ্রাম দেবীপুর হইতে আট ক্রোশের পথ। চারিক্রোশ অতিক্রম করিয়া বাহকেরা নদীতীরে একটা বৃক্ষতলে শিবিকা রক্ষা করিল এবং জলযোগের আয়োজন করিতে লাগিল। তখন অপরাহ্নকাল। শিবিকার কপাটদ্বয় উন্মুক্ত। ইন্দিরা একমনে দুঃখের দশা ভাবিতেছিলেন। বামকরতলে কন্যার মস্তক রক্ষিত, দক্ষিণ করতলে গণ্ড ন্যস্ত করিয়া ইন্দিরা চিন্তাসাগরে ভাসমানা। সম্মুখে প্রকৃতি অতুল

সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছে। মাঠ শস্যপূর্ণ। নানা জাতীয় বিহঙ্গম শস্যক্ষেত্রে উড়িতেছে, বসিতেছে, কোলাহল করিতেছে। সূর্য্য পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছে, তাহার প্রতিবিম্ব নদী-নীরে প্রতিফলিত হইয়াছে। মাঠে রাখালেরা গান গাহিতেছে, নদীবাহী নৌকায় মাঝি বা ধীবরেরা গান গাহিতেছে। সকলেরই প্রাণে শান্তি। কেবল ইন্দিরার শান্তি নাই। দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তাফলের ন্যায় তাঁহার আয়ত নয়ন হইতে উদ্গত হইয়া গণ্ডে প্রবাহিত হইল। ইন্দিরা ভাবিতেছেন এ দুঃখের জীবন আর কতকাল বহন করিবেন। অনন্ত নৈরাশ যাহার সাথী, প্রেমের বিনিময়ে অবজ্ঞা যাহার অবিচ্ছেদ সঙ্গী, সে তুচ্ছ জীবন ধারণের প্রয়োজন কি; তাহার অবসান করিলেই বা কি পাপ। কেহই ত তাঁহার অভাব অনুভব করিবে না। পিতামাতা অপর সন্তানের মুখ দেখিয়া ইন্দিরার শোক ভুলিতে পারিবেন, শ্বশুর শাশুড়ী অপর পুত্রবধূ ঘরে লইয়া তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন। আর স্বামী,—ইন্দিরা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পান নাই, সুতরাং ইন্দিরার অভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। তবে এ জীবন-বিসর্জ্জনে বাধা কি? একমাত্র বাধা অসহায়া কন্যা। ঝর ঝর অশ্রুস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া সুপ্ত শিশুর অঙ্গরাখা আর্দ্র করিল। স্নেহভরে ললাট ও গণ্ডে অঙ্গুলি-স্পর্শপূর্ব্বক ইন্দিরা কন্যার মুখচুম্বন করিলেন; পূর্ণস্তন তাহার মুখে ধরিলেন, নিদ্রিত শিশু দুইহস্তে স্তন ধরিয়া পান করিতে লাগিল। মাতৃস্নেহ প্রবলবেগে হৃদয় অধিকার করিল, ইন্দিরা সকল দুঃখ ভুলিয়া অনিমেষনয়নে খুকীর সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিলেন।

"মা"।

অদূরে দীনবদনে দণ্ডায়মান একব্যক্তি ইন্দিরাকে সম্বোধন করিল "মা"।

অবগুণ্ঠন টানিয়া, অঞ্চলে অশ্রুরাশি মুছিয়া, ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাছা?"

"মা, আমাকে চিন্তে পারেন?"

ইন্দিরা চিনিতে পারিলেন না।

"বার বৎসর পূর্ব্বের একটা কথা বলি। তখন আপনি বালিকাটী মাত্র। একদিন আপনার পিত্রালয় নন্দীগ্রামে একজন অসহায় পথিকের জীবনরক্ষা করেছিলেন মনে পড়ে? আমি সেই পথিক।"

মুহূর্ত্তমধ্যে পূর্ব্বকথা মনে পড়িল। ইন্দিরা অহ্লাদভরে বলিলেন "তোমার নাম ত হরিদাস? এতদিন কোথায় ছিলে বাছা?"

হরিদাস—"মা, অশান্ত হৃদয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্চি। সম্প্রতি দেবীপুরে ছিলাম। একদা ভিখারীর বেশে আপনার চরণদর্শনে গিয়াছিলাম; আপনি ভিক্ষা দিলেন কিন্তু চিনিতে পারেন নাই। সে দিন শ্যামার হস্তে অপমানিত হই।"

ইন্দিরা—"হরিদাস, তুমি সেই ভিখারী?"

হরিদাস—"হ্যাঁ মা। বার বৎসর পূর্ব্বে কেবলমাত্র চারিটী দিন তোমার দয়ায় স্বর্গের শান্তি পেইছিলাম। তার পর আর না, এক মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি কা'কে বলে জানি নাই।"

ইন্দিরা—"হরিদাস, তুমি কে?"

হরিদাস—"আরও কিছুদিন পরে, যখন আপনি সুখের

সংসারে গৃহিণী হবেন, সেই সময় আমার পরিচয় দেব। আপনি কাঁদছিলেন কেন মা ?”

ইন্দিরা—“ভগবান যে আমাকে কাঁদতেই পঠিয়েছেন।”

হরিদাস—“ওঃ, শ্যামা, তোর সহস্রটা জীবন নাশ করলেও মায়ের একবিন্দু অশ্রুর প্রতিদান হয় না! পতঙ্গের মত সে দিন তোর প্রাণনাশ ক’রতে পা’রতাম। মা, অনুমতি করুন আপনার কণ্টক দূর করে আসি।”

ইন্দিরা হাসিয়া উত্তর দিলেন “না বাবা। তুমিই ত আমাকে বলেছিলে যে ‘প্রেম ও ক্ষমা পাপোচ্ছেদের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।’ আমার সুখের জন্য নরহত্যার আবশ্যক নাই।”

হরিদাস—“সে কথা তোমার আজও মনে আছে? থা’কবেই ত, তুমি যে দেবী। আমি কিন্তু ভুলে যাই। তা মা, আমি তোমাদের সঙ্গে নন্দীগ্রামে যাব। তোমার বাপ মার চরণ দর্শন করে তীর্থভ্রমণে যাব, তার পর আবার তোমাকে দেখতে আসব। যে পর্য্যন্ত মা তোমার সুখের দশা না দেখি তাবৎ আমার শান্তি নাই।”

হরিদাসের বাক্যে ইন্দিরা পরম প্রীত হইলেন। শিবিকার সঙ্গে হরিদাস পদব্রজে চলিল। পথে জাগ্রতা খুকীর সঙ্গে তাহার বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিল। এমন কি খুকী অবশিষ্ট পথ হরিদাসের ক্রোড়ে উঠিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে গিয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণে কলিকাতার বাসায় রাধিকাপ্রসাদ, অনুপমা ও বিজয়লাল কথোপকথন করিতেছিলেন।

"তাইত বিজয়, ভেবেছিলাম সকল বাধা অতিক্রম করে ধরণীকে সমাজস্থ করা গেছে, কিন্তু দেখচি প্রধান বাধা এখনও দূর হয়নি। ধরণী কি লিখেচে দেখ" বলিয়া রাধিকাপ্রসাদ বিজয়ের হস্তে একখানি পত্র দিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া বিজয় সক্রোধে বলিল "দাদা, ঐ রুদ্রনাথ আর রজনীটাই যত অনর্থের মূল। ওদের মত দুশ্চরিত্র গ্রামে নাই, কিন্তু আজ ওদেরই শত্রুতায় একজন নিরপরাধ লোক কত কষ্ট ভোগ কচ্চে। দুষ্টদের এর প্রতিফল কি দেওয়া যায় না?"

অনুপমা—"কি হয়েচে ঠাকুরপো, ধরণী কি লিখেচেন?"

রাধিকা—"হিরণের বিবাহ সম্বন্ধে সে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েচে। একটী পাত্র স্থির করেছিল কিন্তু বিপক্ষদের শত্রুতায় সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে। দুষ্টেরা জাতিপতনের ভয় দেখাচ্চে বলে অপর সমাজের লোকে ধরণীর মেয়ে নিতে চায় না।"

অনুপমা—"এক কথা শুনেচ, শ্যামা দেবীপুরে ফিরে এসেচে, রজনীর ঘরে বাস কচ্চে। রজনীর স্ত্রী মেয়েটীকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে।"

বিজয়—"কি আশ্চর্য্য দাদা, যা'র ঘরে অধর্ম্মের এত প্রশ্রয় সেই ধর্ম্মদ্বেষী বর্ব্বর সমাজের একটা দলের কর্ত্তা!"

রাধিকা—"আর বড় বেশী দিন নয় ভাই। পাপ পূর্ণ হলেই পতন। রুদ্রনাথ শীঘ্রই ম'জবে, সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষদলও নিস্তেজ হয়ে প'ড়বে। একদিন সবাইকে আমাদের দলে আ'সতে হবে। কিন্তু ধরণী মেয়ের বিবাহের জন্য যে রকম ব্যস্ত তা'তে ও বিষয়ে আমাদেরও একটু উদ্যোগী হতে হয়।"

অনুপমা—"তোমরাই যখন ধরণীকে সমাজে তুলেচ তখন ও দায়িত্বটা তোমাদের লওয়া কর্ত্তব্য। হিরণের জন্য একটা পাত্র তোমাদেরই সন্ধান করা উচিত। তা, পাত্র খুঁজতে আর বেশী দূর যা'বার দরকার নাই। ধরণীর মেয়ে দে'খতে বেশ।"

অনুপমা ঈষৎ হাসিয়া দেবরের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিজয় লজ্জায় অধোবদন হইল।

রাধিকাপ্রসাদ কার্য্যান্তরব্যপদেশে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। অনুপমা হাসিমুখে বলিলেন "কি বল ঠাকুর পো, তবে ঘটকালিটা করি?"

বিজয়—"কিসের ঘটকালি বৌ? আমি বু'ঝতে পা'রলাম না।"

অনুপমা—"ও গো, আর ন্যাকাম করো না। আর কত দিন আইবুড়ো থা'কবে? আজ কা'লকার ছেলেদের ঐ এক ধরণ হয়েছে। আমাদের সকলেরই একান্ত সাধ তুমি বে কর। হিরণকে তুমি দেখেচ, সে বেশ সুন্দরী, আর লেখা পড়াও জানে। তোমার পছন্দ না হওয়ার কোন কারণ নাই।"

বিজয়—"বউ, আমাকে ক্ষমা কর। অর্থ উপার্জ্জন যত দিন ক'রতে না পা'রব ততদিন বে ক'রব না আমার প্রতিজ্ঞা। আমাদের মত লোকের বিবাহে সংসারের অপকার ভিন্ন উপকার হবে না।"

অনুপমা—"তোমরা হ'লে কুলীন, দেহে ন'টা ভারি ভারি গুণ; ও সব কথা তোমাদের মুখে শোভা পায় না। অনেক টাকা পাবে, সুন্দরী বৌ পাবে, আর কি চাও!"

বিজয়—"কিন্তু আসল কথাটা ভুলে যাচ্চ। হিরণ্ময়ী অশোকের সই, সুতরাং সম্বন্ধদোষে আমার সঙ্গে তা'র বিবাহ কখনই হ'তে পারে না।"

অনুপমা—"ওমা তাই ত! এতক্ষণ ও কথাটা আমার খেয়াল হয়নি।"

বিজয়—"এখন অপর এক পাত্রের সন্ধান কর। যাতে উপযুক্ত ঘটকবিদায় হয় আমি তার জামিন।"

অনুপমা—"হয়েচে ঠাকুরপো, অতুল!"

রাধিকাপ্রসাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অনুপমা বলিলেন "হিরণের একটা পাত্র হাতছাড়া হয়েচে কিন্তু আর একটা পাত্রের সন্ধান করিচি। অতুলের সঙ্গে বে হয় না?"

অশোক উপরে আসিতেছিল। অনুপমার কথার শেষটুকু শুনিয়া সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ মা, অতুল দাদার বে হবে? কোথায়?"

অনুপমা—"তোর সইএর সঙ্গে। কি বলিস্?"

"সত্যি সইএর সঙ্গে অতুলদাদার বে হবে? তা হ'লে বেশ হয়" বলিতে বলিতে অশোকের বদনমণ্ডল আহ্লাদে দীপ্ত হইল।

অনুপমা হাসিয়া বলিলেন "অতুলের মায়ের আর অতুলের

যদি মত হয় তবে বিয়ে হবে। দেখিস্, তুই যেন আগেই অতুলকে কিছু বলিস না।”

“না, আমি কিছু ব’লব না” বলিয়া অশোক কথোপকথন শুনিতে লাগিল।

বিজয়—“একমাত্র অতুলের অবস্থার জন্য ধরণীবাবু অমত ক’রতে পারেন।”

রাধিকা—“অতুল যে রকম সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বেঁচে থাকে ত অবস্থার পরিবর্ত্তন ক’রবে। অতুলকে ধরণী নিশ্চয় মেয়ে দেবে। কিন্তু প্রস্তাবটা আমাদের খুব সতর্ক-ভাবে ক’রতে হবে, কারণ অতুল আমাদের আশ্রিত। এ রকম স্থলে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেবল আমাদের খাতিরে, এ বিবাহ ক’রতে দেওয়া হবে না।”

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া অশোক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল।

রাধিকাপ্রসাদ বলিলেন “দেখ বিজয়, এক সময় আমার ইচ্ছা হয়েছিল অতুলের সঙ্গে অশোকের বে দেব। কিন্তু সময়ান্তরে ভেবিচি ওর সঙ্গে যে রকম সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গেছে তা’তে বে দেওয়া ভাল দেখায় না।”

অনুপমা—“অশোকের বের চেষ্টাও এখন থেকে কত্তে হবে; মেয়ে বার বছরে পড়েচে। হিরণের আর অশোকের এক সময়ে বে দিতে পা’রলে ভাল হয়।”

রাধিকা—“অতুলের এক বন্ধু সুরেশ মধ্যে মধ্যে এখানে আসে, তাকে দেখে থা’কবে। দিব্বি ছেলেটী। বড় সৎস্বভাব, আর যতদূর জানি, কুলেও আমাদের যোগ্য।”

অনুপমা—“হ্যাঁ দেখেচি। তা ঐটীর সঙ্গে চেষ্টা দেখ না।”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অতুল পাঠাগারে অধ্যয়ন করিতেছে। বিজয়লাল কোন মহতী সভায় এক প্রসিদ্ধ বাগ্মীর ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণার্থে গিয়াছে। অতুলকে গাঢ় নিবিষ্ট দেখিয়া পান্নালাল একাকীই ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে।

অশোক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া বলিল "অতুলদাদা, আজ বেড়াতে গেলে না?"

অতুল—"না, এ বেলা বেড়াতে যাব না। তুই হাঁসচিস্ কেন অশোক?"

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, গালভরা হাসিয়া, অশোক বলিল "অতুলদাদা, একটা কথা যদি বলি ত আমাকে কি খাওয়াবে?"

অতুল—"কি কথা অশোক? কোন সুখবর নাকি?"

অশোক—"সুখবর নয় ত কি। তোমার বিয়ের কথা হচ্ছিল, আমি শুনিচি। আমার সই হিরণকে তুমি বিয়ে ক'রবে?"

অতুল—"তুই ও কি বলচিস্ অশোক, আমি কিছু বু'ঝতে পাচ্চি না!"

অতুলের হৃৎপিণ্ড সঘনে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

অশোক—"এইমাত্র বাবা, মা ও কাকা তোমার বিয়ের কথা বলাবলি কচ্ছিলেন। ওঁদের ইচ্ছা সইএর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়। তা বেশ ত অতুলদাদা, বিয়ে হ'লে আমরা সইকে এখানে এনে রা'খব।"

অতুল স্তম্ভিত হইয়া অশোকের মুখখানি দেখিতে লাগিল। অবশেষে মনোভাব দমন করিতে না পারিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। তাহার সুখকল্পনার কি এই পরিণাম!

অশোক—"কেন অতুলদাদা, তুমি সইকে বিয়ে ক'রবে না? সে ত বেশ সুন্দর।"

অতুল—না, না অশোক, আমি বিয়ে ক'রব না।"

আবার হাসিয়া অশোক বলিল "বাবা, মা যদি বলেন তা হলেও বিয়ে ক'রবে না? তোমার মা যদি বলেন তা হলেও না? তবে বুঝি তুমি মেম বিয়ে ক'রবে?"

অতুল দীনবদনে ব্যাকুলভাবে বলিল "অশোক, তুমি কাকাবাবু ও খুড়ীমাকে বলো' আমি এখন বে ক'রব না।" অশোক বিস্মিত হইল। অতুল পরক্ষণে বলিল "না অশোক, তুমি কিছু বলো' না। ওঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ ক'রব না। ওঁরা যা ক'রবেন আমার মঙ্গলের জন্য।" বলিয়া বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক অতুল বহির্গত হইল।

প্রশান্ত বাপীনীরে একখণ্ড লোষ্ট্র নিপতিত হইলে যাদৃশ তরঙ্গমালা উদ্ভূত হয়, এবং সেই তরঙ্গমালা বৃত্তাকারে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া তটস্পর্শ করে, অশোকের কথায় অতুলের হৃদয়ে সেইরূপ চিন্তারাজি সঞ্জাত হইয়াছিল। সে চিন্তা নিদারুণ,হৃদয়ের অন্তস্তল-স্পর্শী। অতুল ভাবিতেছিল 'বুঝি এতদিনে আমার সুখকল্পনা স্বপ্নে পরিণত হইল। আমি হৃদয়ে দুরাশা পোষণ করিয়াছি, আশা পূর্ণ হইবার নহে জানিয়াও তাহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট না করিয়া যত্নে বর্দ্ধিত করিয়াছি, বুঝি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত। অশোক হাসিমুখে বলিল হিরণ্ময়ীর সঙ্গে আমার

বিবাহ। ওঃ, কি নৈরাশ! সরলা মনে করিয়াছিল আমার জন্য বড় সুখের বার্ত্তা আনিয়াছে। অশোক, তোমাকে একবার বুঝাইতে পারিতাম যে ও সংবাদের মত দুঃসংবাদ আমার আর কিছুই নহে!'

'এখন উপায় কি? আমার ভালবাসা জানিলে কি অশোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়? যদি হয় তাহাতেই বা ফল কি, পরন্তু তাহাতে অধিকতর অনর্থ ঘটিতে পারে। আমাদের মিলন অশোকের পিতামাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কেমন করিয়া, কোন আশ্বাসে আমার এই দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগকে জানাইব। জানিলে হয়ত তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করিবেন, অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন। তাহা হইলে অগত্যা আমাকে তাঁহাদের আশ্রয় ত্যাগ ও লোকালয় পরিহার করিতে হইবে। আমি জগতের কাছে হেয় হইব!'

'কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি? সত্যই কি কাকাবাবু হিরণ্ময়ীর সঙ্গে আমার বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছেন? আমি হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিয়া কি অশোককে ভুলিতে পারিব? অশোক অপরের গৃহলক্ষ্মী হইবে, অপরের গৃহে মাধুরী ঢালিবে, প্রেম ও শান্তির রাজ্য পাতাইবে,—ওঃ, নিদারুণ চিন্তা! কিন্তু কোন উপায় নাই। অশোক পিতামাতার যত্নের ধন; তাঁহারা কন্যার ভাল বিবাহ দিবেন। আমি কে? দরিদ্র যুবক, রাধিকা বাবুর আশ্রিত। না, আর না; আমি অশোকের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইব না। আমার এ বাল্যপ্রেম উন্মূলিত করিব, এ বালির খেলাঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিব। এখনি অবধি অশোকের অতুলদাদা হইয়াই আপনাকে চরিতার্থ মনে করিব। সুখের মধ্যে অশোক আমাকে ভালবাসিতে শিখে নাই। আমি যেমন তাহাকে

প্রণয়ের চক্ষে দেখিয়া মহাপাপে মজিয়াছি, তাহার প্রতিফলস্বরূপ আমারই দণ্ডভোগ হইতেছে।'

মনের যন্ত্রণায় অতুলের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। অশ্রু মুছিয়া অতুল ভাবিতে লাগিল কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার কাছে গিয়া কাঁদিবে। জগৎ যে কথা জানে না, প্রিয়তম বন্ধুর নিকটও অতুল জীবনের যে রহস্য এতদিন গোপন করিয়াছিল, আজ সে রহস্য কাহারও কাছে ব্যক্ত করিয়া কাঁদিতে ভগ্ন-হৃদয় অতুলের ইচ্ছা হইল।

অতুল উদ্ভ্রান্তের ন্যায় সুরেশের গৃহাভিমুখে চলিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পশ্চাতে এক ব্যক্তি তাহার নাম ধরিয়া দুইবার ডাকিল, কিন্তু বাহ্যজ্ঞানশূন্য অতুল তাহা শুনিতে পাইল না। অকস্মাৎ সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে দুইখানি অশ্বযান বিদ্যুদ্বেগে অতুলের উপর আসিয়া পড়িল। যানচালকদিগের সতর্কতাসূচক চীৎকার ধ্বনিতে অতুলের চৈতন্য হইল। সে ত্বরিত গতিতে একখানা গাড়ীর সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু মুহূর্ত্ত-মধ্যে অপর যানের আঘাতে ভূপতিত হইল। যান সম্পূর্ণ থামাইবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ অতুল নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণ হারাইত, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একব্যক্তি দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইল এবং অতুলকে সজোরে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিল। আগন্তুক সুরেশ।

"সর্ব্বনাশ, অতুল এখনি প্রাণটা হারিয়েছিলে!" বলিয়া সুরেশ দেখিল অতুল মূর্চ্ছিত। তাহার দেহের দুই স্থানে ক্ষতচিহ্ন, তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতেছিল। সুরেশ একখানি গাড়ীতে অতুলকে তুলিয়া রাধিকাপ্রসাদের গৃহে লইয়া গেল।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় রাধিকাপ্রসাদ অনুপমা প্রভৃতি সকলেই যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন। অশোক সেই ভীষণ ক্ষত ও শোণিতস্রাব দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল এবং চৈতন্য হইলে অধীর ভাবে কাঁদিয়াছিল। সুরেশ সকলের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদে লজ্জিত হইল। চিকিৎসক আসিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। সুরেশ সারারাত্রি রাধিকা-প্রসাদ ও বিজয়ের সহিত অতুলের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিল।

———

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অতুল সপ্তাহকাল শয্যাশায়ী ও চিকিৎসাধীন ছিল। রাধিকা-প্রসাদের পরিবারবর্গ অহোরাত্র তাহার সেবা করিতেছে। অতুল সে অকৃত্রিম স্নেহে অভিভূত হইয়া একদা গদ্গদভাবে অনুপমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, অনুপমা তাহাকে 'খেপা ছেলে' বলিয়া হাসিয়াছিলেন। সুরেশ অব-কাশকালে অতুলকে দেখিয়া যাইত এবং মিত্রোচিত যত্ন ও কথোপকথনে তাহাকে প্রীত করিত।

একদিন অতুলের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনুপমা রাধিকাপ্রসাদ ও বিজয় কথাপ্রসঙ্গে সুরেশের কথা উত্থাপিত করিলেন। অনু-পমা বলিলেন "ছেলেটী রূপে গুণে সমান। কি অমায়িক ভাব, আর কি নম্র। সুরেশ পড়াশুনায় কি রকম, অতুল?"

অতুল—"পড়া শুনায়ও বেশ, খুড়ী মা। ওর মত উচ্চমনা লোক আমি দেখিনি।"

অনুপমা—"মেয়ের বিয়ে দিতে হয় ত ঐ রকম ছেলের সঙ্গে। অবস্থা মোটের ওপর মন্দ নয়। তা কি বলিস অতুল, সুরেশের সঙ্গে অশোকের বে দিলে হয় না?"

ওঃ, নৈরাশ! অতুল যন্ত্রণাব্যঞ্জকস্বরে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল। সকলে মনে করিলেন আঘাতস্থলে শয্যাসংঘর্ষণে অতুল ব্যথা পাইয়াছে।

রাধিকা—"আমারও ইচ্ছা সুরেশের সঙ্গে অশোকের বে

দেওয়া। অতুল সুস্থ হ'ক তা'র পর সুরেশের অবস্থা ও কুলশীল বিশেষরূপে জেনে প্রস্তাব করা যাবে।"

অতুল বিহ্বলের ন্যায়, অর্দ্ধজাগ্রত অর্দ্ধনিদ্রিতের ন্যায় সেই কথোপকথন শুনিতে লাগিল। রাধিকাপ্রসাদের কথার উত্তরে অনুপমা এবং তাহার পর বিজয়লাল সে প্রস্তাব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছিলেন, কিন্তু উদ্ভ্রান্তচিত্ত অতুল তাহার সবগুলির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে নাই। অবশেষে "অতুল কি বলিস" অনুপমার এই প্রশ্নে তাহার চৈতন্য হইল।

অতুল বলিল "কি খুড়ী মা?"

অনুপমা—"এই যে এই মাত্র আমরা যা ব'লছিলাম, অশোকের বিয়ের কথা। তুই শুনিস নি?"

অতুল—"কার সঙ্গে, খুড়ী মা?"

অনুপমা—"সে কি, তুই কি ঘুমুচ্ছিলি নাকি? সুরেশের সঙ্গে।"

অতুল আসুরী বলে বুক বাঁধিল, এবং ভাগ্যদেবী একান্তই তাহার অদৃষ্টে সুখভোগ লেখেন নাই বুঝিয়া সুখসাধে জলাঞ্জলি দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মনে পড়িল হরিদাস সারকথা বলিয়াছিল। হরিদাসের সেই গীত, সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্য অতুলের কর্ণে ঝঙ্কার করিল। সেই ভিখারী যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিল 'ভাই, সংসারের অসার প্রেমে আত্ম-বিস্মৃত হইও না। ধর্ম্ম ভুলিও না। ঈশ্বরে মতি রাখিয়া কার্য্য কর।'

অনুপমা—"অতুল, কি ভাবচিস্ বাবা? অশোকের বিয়ে সম্বন্ধে তোর কি মত? সুরেশের সঙ্গে হতে পারে?"

এবার কৃতজ্ঞতায় স্বার্থ অভিভূত হইল, অতুল প্রাণময়ী

প্রতিমা বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইল। বন্ধুবর সুরেশের সঙ্গে অশোকের বিবাহ হইলে সে সুখী হইতে পারিবে। অতুল ধীরে ধীরে বলিল "তা বেশ হয়। সুরেশ বড় সচ্চরিত্র। আমি যতদূর জানি, ওদের কুলও ভাল। বিয়ে কবে হবে?"

সকলে হাসিলেন। অনুপমা বলিলেন "সুরেশের বাপের কাছে প্রস্তাব কত্তে হবে, তাঁর মত হলে তবে ত বিয়ে। তুই সেরে উঠলে জানা শুনার ভার তোকেই নিতে হবে। এ বিয়ের ঘটক তুই।"

হরি, হরি! বিগত সপ্তাহের মধ্যে অতুলের জীবনে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের এক 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' বিশাল রাজ্য যেন চক্ষুর নিমেষে বিধ্বস্ত হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হইল।

অপরাহ্লে অশোক অতুলকে পথ্য দিতেছে। কক্ষে আর কেহ নাই। অতুল আহার করিলে অশোক একখানি ব্যজনহস্তে তাহার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বলিল "অতুলদাদা, তোমাকে একটু বাতাস করি।" অতুল অশোকের হাত হইতে ব্যজন লইয়া মধুরবচনে বলিল "না দিদি, হাওয়া করার দরকার নাই। তুমি যাও, খেলা কর গে।"

অশোক—"তুমি একলা থা'কবে কেমন করে। একলা চুপ করে কি বসে থাকা যায়। আমি বসে তোমার সঙ্গে গল্প করি।"

অতুল—"তা হ'ক দিদি, আমি একা বেশ থাকৃতে পারব। তুমি একটু বেড়াও গে যাও। সারা দিন ঘরে বসে থাকলে যে শরীর খারাপ হবে।"

অশোক উঠিয়া তুইপদ অগ্রসর হইয়াছে এমন সময় অতুল

হাসিয়া বলিল "অশোক, তুমি সে দিন আমাকে একটা সুসংবাদ দিইছিলে, আজ আমিও তোমাকে একটা সুসংবাদ দেব, কিন্তু তার জন্য কিছু পুরস্কার চাই না।"

অশোক—"কি খবর অতুল দাদা ?"

অতুল—"কাকা ও খুড়ীমা সুরেশের সঙ্গে তোর বিয়ের কথা ব'লছিলেন। তা বেশ ত, সুরেশ আমার বন্ধু, যাঁরা তোর শ্বশুর শাশুড়ী হবেন তাঁরা বড় ভাল লোক, আর আমার সকল দিকেই সুবিধা। তোরা দুজনেই আপনার; ইচ্ছামত তোদের বাড়ী খেয়ে আস্‌ব, আর যখন তখন গিয়ে জ্বালাতন ক'রব।"

অশোক ঠোঁট ফুলাইয়া, ডাগর চক্ষুদুটী অতুলের মুখে কিয়ৎ-ক্ষণ নিহিত রাখিয়া বলিল "বেশ!"

অতুল—"কেন বোন, সুখবর নয় কি ?"

হাসিতে হাসিতে অশোক ছুটিয়া পলাইল।

অশোক চলিয়া গেলে অতুল নিভৃতে কত কথা ভাবিল, তাহার হৃদয়ে কত যে ভাবান্তর হইল তাহা বর্ণনাতীত।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে চারুশীলা বিমলার চুল খুলিয়া তৈল মাখাইতে-ছিলেন, এমন সময় মহালক্ষ্মী একখানি পত্রহস্তে আসিয়া বলিলেন "বউ, দাদা কি লিখেছেন শোন।"

চারুশীলা—"কি লিখেছেন ঠাকুর ঝি, খবর ভাল ত?"

মহালক্ষ্মী—"যতদূর ভাল হতে হয়। অতুলের বিয়ের কথা।"

শুনিয়া উৎফুল্লবদনে বিমলা জিজ্ঞাসা করিল "কবে দাদার বিয়ে হবে পিসি মা? কোথায় বিয়ে হবে?" চারুশীলা হাসিয়া বলিলেন "অতুলের আবার বিয়ে। অতুলকে কে মেয়ে দেবে ভাই। এ ভাঙ্গা বাড়ীতে, এ কাঙ্গালের ঘরে কি আর লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে! এমন ভাগ্যি আমি কি করিচি।"

মহালক্ষ্মী পত্র পাঠ করিয়া বলিলেন "কেমন, এ বিয়েতে তোমার মত আছে?"

চারুশীলা—"তোমাদের মত হ'লেই আমার মত। ধরণী-বাবুর মেয়ে যে আমার ভাঙ্গা ঘরে আস্‌বে সে আশা কখনও করি নি। মেয়েটি দেখ্‌তে শুন্‌তে সকল বিষয়ে ভাল। কিন্তু ধরণীবাবুর মত কি হবে?"

মহালক্ষ্মী—"তা আবার হবে না? অতুলের মত জামাই পাওয়া অনেক পুণ্যের ফল।

চারুশীলা—"ভাই, আমাদের সকল ভরসা অতুল, আর অতুলের আশা ভরসা সহায় সকলই তোমার দাদা। তাঁকে এই কথা লিখ

যে অতুলের বে দেওয়া না দেওয়া তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আমার বা অতুলের মত লওয়ার আবশ্যক নাই।”

মহালক্ষ্মী পত্রের উত্তরে রাধিকাপ্রসাদকে তাহাই লিখিলেন।

তাহার পর আনন্দে নিরানন্দ ঘটিল। অতুল আরোগ্য লাভ করিলে পর সেই দৈবদুর্ঘটনার কথা চারুশীলার কর্ণগোচর হইল। শুনিয়া তিনি পাগলিনীর ন্যায় হইলেন। অতুল তাঁহার অন্ধের যষ্টি, কাঙ্গালের নিধি, ভগ্নজীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাহাকে নয়নান্তরালে রাখিয়া অভাগিনী কত দুর্ভাবনায় দিন কাটাইতেন, অনিদ্রায় কত রজনী যাপন করিতেন, প্রায়শঃ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিতেন। মহালক্ষ্মী ও ঠাকুরদাসের আশ্বাসবচনে তাঁহার মন প্রবুদ্ধ হইল না। অতুলকে একবার দেখিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলা হইলেন। সে সুস্থ হইলে হৃদয়ের শোণিতে মহাদেবের পূজা দিবেন মানস করিলেন, অবশেষে স্নেহময়ীর আহার নিদ্রা বন্ধ হইল।

মাতার ব্যাকুলতার সংবাদে অতুল গৃহে আসিল। অতুল সত্যই সুস্থ হইয়াছে দেখিয়া চারুশীলা পুলকে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাহার মস্তক হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্নেহভরে গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন “হ্যাঁ বাবা, মাকে দুঃখ দিস্ কোন প্রাণে বল্‌ত? কত ক’রে বলিচি সাবধান হয়ে পথে হাঁটিস্; ক’লকাতার রাস্তা, অনবরত গাড়ীঘোড়া আনাগোনা করে, অন্যমনস্ক হয়ে চলিস্ না। আমার গায়ে হাত দিয়ে বল্ আর কখন অসাবধান হবি না, নইলে তোকে যেতে দেব না।”

অতুল লজ্জিত হইয়া বলিল “না মা, আর কখন অন্যমনস্ক হ’ব না।”

মহালক্ষ্মী—"বাবা, তুই কি জানিস্ না, মায়ের দেহমাত্র এখানে, প্রাণ তোর কাছে পড়ে আছে। আমরা কি ওকে বুঝিয়ে রা'খতে পারি।"

অশ্রুতে অতুলের নেত্র ভাসিয়া গেল। তাহার মনে হইল যাহার মাতা নাই সংসারে তাহার মত হতভাগ্য আর নাই। মাতা অহরহঃ যে পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন ভগবান তাহার সহায়। অতুল বলিল "পিসি মা, সুরেশের অনুগ্রহে এ যাত্রা রক্ষা পেইচি, কিন্তু তা'ও তোমাদের পুণ্যবলে।"

চারুশীলা—"ভগবান সুরেশকে দীর্ঘজীবী করুন। আমার মাথায় যত চুল, তত বৎসর তাঁর প্রমাই হ'ক। আমি তাঁকে একবার দে'খব "

অতুল—"মা, তোমার ইচ্ছা বোধ হয় এখানে বসেই পূর্ণ হবে।"

চারুশীলা—"সে কি বাবা, সুরেশ কি দেবীপুরে আস্‌বেন ?"

অতুল একবার মাতা ও একবার মহালক্ষ্মীর দিকে সহাস্য-বদনে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "হ্যাঁ, তোমাদের জামাই সম্বন্ধে আস্‌বেন। অশোকের সঙ্গে সুরেশের বে দেওয়া কাকা ও খুড়ীমার একান্ত ইচ্ছা। আমি তার ঘটক।"

চারুশীলা ও মহালক্ষ্মী যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন।

চারুশীলা—"আহা কি সুখবর দিলি অতুল, সুরেশ আমাদের এত আপন হবে ?"

সেই দিবস চারুশীলা অতুলকে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল নতমুখে বলিল "খুড়ীমাও

আমাকে ঐ কথা বল্‌ছিলেন। মা, ওঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারি না, কিন্তু আমার বিবাহ কত্তে ইচ্ছা নাই।"

চারুশীলা—"কেন বাবা ?

অতুল—"আমাদের এই সামান্য অবস্থা, তাতে পরীক্ষা সম্মুখে। এখন বিবাহ করার সময় নয়।"

চারুশীলা—"পরীক্ষার পর বে হলে আর ক্ষতি কি ? তোমার চাকরী হলে না হয় বৌমাকে ঘরে আনব। ধরণীবাবু যদি সহায় হন ত তোমার পক্ষে কম সুবিধা নয়।"

অতুল—"মা, যদি আমার নিজের ক্ষমতা না থাকে বা অদৃষ্ট মন্দ হয় তা হলে, যতই কেন মুরুব্বি থাক না, আমার ভাল কেউ ক'রতে পারবে না।"

চারুশীলা—"তা হ'ক বাবা, তুই বে করিস্ আমাদের সকলেরই এই ইচ্ছা। কোন দিন মরে যাব; আমার সাধটা পূর্ণ কর। ধরণী বাবু বড় আগ্রহ করেচেন শু'নলাম।"

অতুল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিল।

চারুশীলা—"কি ভাবচিস্ বাবা ? অবস্থার কথা ? অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। লেখা পড়া শিখেচ, ভগবান অবশ্যই দিন দেবেন। তুমি সচ্ছন্দে বে কর।"

অতুল—"মা, তোমার ইচ্ছা অলঙ্ঘনীয়। আমি বে ক'রব। কিন্তু পরীক্ষার পর।"

অতুল কলিকাতায় ফিরিলে অনুপমা ও রাধিকাপ্রসাদ তাহার বিবাহে সম্মতি জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। অনুপমা ও অশোক অতুলের বিবাহে যে যে আয়োজন ও আমোদ করিবেন আভাসে তাহা অতুলকে জানাইলেন। আর অশোক

একান্তে বলিল "কৈ অতুলদাদা, বড় যে বিয়ে ক'রবে না বলেছিলে ; এখন !"

অতুল—"আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গুরুজনদের ইচ্ছায় মত দিতে হল।"

অশোক—"কেন ? সইকে পছন্দ হয় না ?"

অতুল—"তুই যা, পড়গে। সুরেশ একজামিন ক'রবে বলেচে।"

অশোক পলাইল।

অতুলকে বিদ্রূপকল্পে অশোক যখন অগ্রসর হইত অমনি সেই অমোঘমন্ত্র প্রয়োগে অতুল তাহার মুখবন্ধ করিত। অশোক একদিন বলিয়াছিল "আচ্ছা অতুলদাদা, আমার কাছে জিত্‌লে কিন্তু সইএর কাছে হা'রতে হবে দে'খ। সে তেমন মেয়ে নয়। এক কথায় হাজার কথা শুনিয়ে দেয়।"

জানাইলেন। সে করুণ প্রশ্নে প্রকৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্বাস ফেলিল।

লক্ষ্মীর মনে হইল 'ওই যে নক্ষত্রগুলি জ্বলিতেছে ওগুলি গত মহাপুরুষদিগের আত্মা। তবেত জীবিতেশ্বরও মধ্যে আছেন; তিনিত আমাকে দেখিতেছেন, আমার স্নিগ্ধ করিতেছেন, আমার মনোভাব বুঝিতে পারিতেছেন।' স্নাতা বলিলেন 'নাথ, একবার অধীনীর চর্ম্মচক্ষুর উপর প্রাণ ভরিয়া কর, তোমাকে প্রাণভরিয়া দেখিয়া লই। স্বামিন্, ছলে আবেগে অপরাধে তোমাকে হারাইয়াছি? তখন বালিকাটী পিউ পিউ তোমার মূল্য বুঝি নাই, ভাল করিয়া তোমার যত্ন সেবা কাতরের ন্যায় তাই বুঝি আমাকে দুঃখিনী করিয়া, অনাথা করিয়া যুবক গৃহ প্রা গিয়াছ? এখন সব বুঝিতেছি,—বুঝিতেছি অবোধ গানের দুই অযত্নে তাহার যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। দয়া করিয়া 'দেখা দাও।' বলিতে বলিতে সতী উদ্বেগাকুল হৃদয়ে চাঁদ আকাশের দিকে করদ্বয় প্রসারিত করিলেন।

ক্রমে নিশা এ আকিঞ্চন। স্বর্গের মানবাত্মা ধরার দেহাশ্রয়ী তর বিকাশ হইতে মিলনপ্রয়াসী নহে। স্বর্গের দেবতা অভাগিনীর কুক্কুর বিরহ হইতে আসিলেন না। মহালক্ষ্মী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া যেন বিষণ্ণ হৃদয়ে জানালা ত্যাগ করিলেন। ধীরে ধীরে একটা শব্দ খুলিয়া তন্মধ্য হইতে কয়েকখানি পুরাতন পত্র, একখানি ল ও একটী ছবি বাহির করিলেন। ছবিখানি স্বামীর মরুণ্ডার যৌবনের প্রতিকৃতি, পত্রগুলি তাঁহার বাল্য-প্রেমের কে প্রায় ইতিহাস। আর রুমালটী মহালক্ষ্মীর দুঃখময় জীবনের উপ্রক্ত স্মরণীয় ঘটনার নিদর্শন। তিনি একদা কৌতুকপূর্ব্বক

স্বামীর সেই রুমালখানি লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আর তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। নির্জ্জনে বা গভীর নিশীথে সেই প্রতিকৃতি দেখিয়া, সুগন্ধিমাখা রুমাল খানির ঘ্রাণ লইয়া এবং পত্রগুলি পাঠ করিয়া মহালক্ষ্মী স্বামীর অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। সতর বৎসরের পুরাতন রুমাল অদ্যাপিও তাঁহার নাসারন্ধ্রে সুরভি বিতরণ করিত। পত্রগুলির কোনটীতে আদর, কোনটীতে অভিমান এবং কোনটীতে আদর ও অভিমান এ দুয়েরই সমবায়। কাগজ জীর্ণ, অক্ষর বিবর্ণ হইয়াছে, প্রত্যেক পত্র মহালক্ষ্মী কত শতবার পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু অমৃতমাখা পত্রগুলি সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষে নূতন;—পাঠকালে তিনি স্বামীকে মূর্ত্তিমান দেখিতেন এবং তাঁহার কণ্ঠধ্বনি ও প্রণয়-সম্ভাষণ পরিস্ফুট শুনিতেন। স্বামীর হৃদয়ের ছায়াস্বরূপ সেই পত্রসমষ্টি এক্ষণে তাঁহার শূন্য হৃদয়ের অবলম্বন।

মেঝেয় অঞ্চল পাতিয়া মহালক্ষ্মী শয়ন করিলেন এবং স্থিরনয়নে স্বামীর মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। সে হাসিমাখা মুখখানি দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া হাসিলেন। আলেখ্য যেন সজীব হইয়া তাঁহাকে প্রেমসম্ভাষণ করিল। প্রাণেশ্বর জীবদ্দশায় এমন কতবার প্রেমাদরে হাসিয়া তাঁহাকে সুখিনী করিয়াছেন। একে একে অনেকগুলি পুরাতন কথা মহালক্ষ্মীর মনে উদিত হইল। একদা এমনি পূর্ণিমার নিশীথে, এমনি নীরব প্রকৃতির ক্রোড়ে নবীন দম্পতি কি আনন্দে হৃদয়ের বিনিময় করিয়াছিলেন। স্বামী চন্দ্র সাক্ষী করিয়া বলিয়াছিলেন 'লক্ষ্মী, এ হৃদয়ে একমাত্র তোমারই মূর্ত্তি অঙ্কিত।' গরবিনী সে দিন কত কৌশলে স্বামীর প্রেমের কথা সবিশেষ জানিয়া

লইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধ্যসাধনা সত্ত্বেও নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। আর একদিন এমনি নিশীথে স্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'লক্ষ্মী, তুমি সকলের চাইতে কা'কে বেশী ভালবাস?' তখন জগৎ তাঁহার চক্ষে স্বামীময়, হৃদয় স্বামীপূর্ণ, তথাপি ভামিনী ছলনা করিলেন 'আমি সবাইকে সমান ভালবাসি।' অমনি 'মিথ্যা কথা' বলিয়া স্বামী সোহাগ-ভরে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন। ওঃ, কি মধুর সে স্মৃতি!

অতঃপর পতিসোহাগ সম্ভোগের ইচ্ছা হইল। প্রতিকৃতি বক্ষে রাখিয়া মহালক্ষ্মী সহস্রবার পঠিত পত্রগুলি একে একে পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রতি শব্দ, প্রতি বর্ণ প্রাণ ভরিয়া দুইদণ্ড দেখিলেন। পুনরায় আত্মবিস্মৃত হইয়া বাল্যজীবনের বাস্তব সুখ পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিলেন। তাঁহার মনে হইল কলিকাতাপ্রবাসী স্বামী অধুনা স্বর্গপ্রবাস হইতে প্রেমের বার্ত্তা পাঠাইতেছেন। পত্রগুলি বক্ষে রাখিয়া, নয়ন মুদিত করিয়া মহালক্ষ্মী কল্পনাস্রোতে ভাসিলেন।

নিশিশেষে মহালক্ষ্মী ঘুমাইয়া পড়িলেন। নিদ্রাকর্ষণের সঙ্গে অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন।

তুষারমণ্ডিত এক পর্ব্বতশৃঙ্গ যেন কোটীচন্দ্রের প্রভায় উজ্জ্বল। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মহালক্ষ্মী পর্ব্বতারোহণ করিতেছেন। সন্ন্যাসী বলিলেন 'বৎসে, এই পর্ব্বত স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যপথ। স্বর্গের প্রাণীরাও সময়ে সময়ে এখানে আবির্ভূত হন।' মহালক্ষ্মী দেখিলেন সুবর্ণকিরীটধারী কতকগুলি দিব্যমূর্ত্তি শিখরদেশে বিচরণ করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন

'ঠাকুর, আমার স্বামীকে একবার দেখিতে বড় সাধ; ওখানে কি তাঁ'র দেখা পাইব?'

সন্ন্যাসী—'বৎসে, সাধনায় সিদ্ধি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমার স্বামী তোমারই জন্য ঐখানে অপেক্ষা করিতেছেন।'

মহালক্ষ্মী আনন্দে অধীরা হইলেন; শারীরিক ক্লেশ ভুলিয়া অদম্য উৎসাহে উঠিতে লাগিলেন। প্রস্তরে চরণ ক্ষত বিক্ষত, তুষারপাতে অঙ্গ অবশ হইল। অর্দ্ধেক পথ উঠিয়া মহালক্ষ্মী হতাশভাবে বলিলেন 'ঠাকুর, আর ত উঠিতে পারি না; আমার সাধ বুঝি মিটিল না।'

সন্ন্যাসী সস্নেহে তাঁহার মস্তকে করস্পর্শ করিলেন, অমনি দেহে ও হৃদয়ে বলসঞ্চার হইল। মহালক্ষ্মী আবার উঠিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে দিব্য সঙ্গীতে তাঁহার মন প্রাণ মুগ্ধ হইল। দিব্য বেশভূষায় ভূষিত নরনারীগণ মধুরকণ্ঠে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল 'এস সাধ্বী, পবিত্র ধামে এস'। অকস্মাৎ এক মোহন মূর্ত্তি সহাসবদনে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন 'লক্ষ্মী, আমাকে দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হইছিলে, এই আমি এসিচি।' মহালক্ষ্মী স্বামীকে চিনিলেন, অনন্তযৌবনসম্পন্ন, অনন্তপ্রেমাধার দিব্যমূর্ত্তি। আনন্দে দেহ কণ্টকিত হইল, স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া গদগদভাবে বলিলেন 'নাথ, কতকাল তোমা ছাড়া হয়ে সংসারে আছি, আর আমাকে পায়ে ঠেলো না।'

স্বামী সযত্নে মহালক্ষ্মীকে পার্শ্বে বসাইয়া কত কথা কহিলেন, আত্মহারা হইয়া মহালক্ষ্মী শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে চন্দ্রালোক

নিষ্প্রভ হইল। দিব্যমূর্ত্তিগুলি একে একে অদৃশ্য হইতে লাগিল, দিব্য সঙ্গীত দূর হইতে দূরান্তরে অধিকতর অস্ফুট শ্রুত হইল। মহালক্ষ্মী সবিস্ময়ে স্বামীর মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। স্বামী বলি-লেন 'লক্ষ্মী আমার যা'বার সময় হয়েচে। কিন্তু তুমি কাতর হয়ো না। আমি সর্ব্বদা তোমাকে দে'খ'ছি। তোমার সাংসারলীলা শেষ হলে আমার সঙ্গে ঐ স্বর্গে মিলিত হ'বে, আমি স্বয়ং এসে তোমাকে নিয়ে যা'ব। তুমি এই সাধুর আশ্রয়ে থে'ক।'

পরমুহূর্ত্তে ঘোরান্ধকারে গিরিশিখর আচ্ছন্ন এবং স্বামীর মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। 'হৃদয়েশ্বর, আমাকে কোথায় ফেলে গেলে' বলিয়া হুতাশে কাঁদিয়া মহালক্ষ্মী জাগরিতা হইলেন।

"ঠাকুরঝি, ওঠ গো, নাইতে যাবে। ভোর হয়েচে।" চারুশীলা মহালক্ষ্মীকে ডাকিতেছিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইল। জগৎ চক্ষু মেলিল। পশু পক্ষী মানব জাগিল। কেহ কেহ জাগিয়া সংসারটা সুখময় দেখিল, দেখিয়া হাসিল। কেহ জাগিল কাঁদিবার জন্য। যে ব্যক্তি দরিদ্র, অন্নহীন, আশ্রয়হীন তাহার জাগরণই দুঃখ, তাহার চেতনা দুঃখময়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহার দুঃখের অবসান কল্পনা করা যায়। কিন্তু ঐ যে রমণী ধনীর আগারে লালিতা, সুখের আবাসে পরিবর্দ্ধিতা, উহার হৃদয়ে দুঃখের বাত্যা কেন প্রবাহিত হইতেছে? এমন সুখপালিতা হইয়াও রমণী সুখের প্রভাতে কেন কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যাত্যাগ করিতেছে? উহার দুঃখের কি নিবৃত্তি আছে? মহালক্ষ্মী বিধবা, সুতরাং দুঃখের নিকট আজীবন ঋণী। ইন্দিরা? কে বলিবে, ইন্দিরার ঋণ এজন্মে পরিশোধিত হইবে কি না!

ইন্দিরার পিতা জগদীশনাথ ভট্টাচার্য্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কৃষি ও মহাজনী দ্বিবিধ উপায়ে তিনি বেশ দশ টাকার সংস্থান করিয়াছিলেন। ইন্দিরা তাঁহার প্রথম সন্তান এবং আদর যত্নে সকলের বড়। কিন্তু সেই স্নেহের পুতলীকে লইয়াই তাঁহার জীবনের একমাত্র অশান্তি। তাহার বিবাহ দিয়া অবধি পিতামাতা মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছেন। স্বামীগৃহে ইন্দিরার দুঃখের দশা তাঁহাদের কিছুই অবিদিত ছিল না। এবার ইন্দিরাকে নন্দীগ্রামে

আনিয়া তাঁহারা সংকল্প করিয়াছেন যে সে পাপ-পরিবার মধ্যে কন্যাকে আর রাখিবেন না।

ইন্দিরা প্রায় তিন মাস হইল পিতৃগৃহে আসিয়াছেন। একাল মধ্যে শ্বশুরগৃহের কাহারও পত্র না পাওয়ায় তাঁহার মন নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। স্বামী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ ইন্দিরাকে ভুলিতে পারেন, ইন্দিরার সহিত সম্বন্ধ সহজেই বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন; কিন্তু ইন্দিরা তাঁহাদিগকে ভুলেন নাই, তাঁহাদের সহিত ইন্দিরার সম্বন্ধ এ জীবনে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। প্রাণ স্বামীগৃহে রাঁখিয়া অভাগী দেহ মাত্র লইয়া পিতৃগৃহে আসিয়াছেন। লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে রুদ্রনাথের শরীর অসুস্থ। শুনিয়া স্বামী ও শাশুড়ীকে তিন খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এক খানিরও উত্তর পান নাই। দেবীপুরে যাওয়ার কথা একদা মাতাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দিরাকে দেবীপুরে পাঠাইতে পিতামাতার একান্ত অনিচ্ছা, সুতরাং ইন্দিরা মহা সমস্যায় পড়িয়াছেন।

প্রভাতে জগদীশনাথ ডাকিলেন "ইন্দু, ইন্দু, ও মা, এখনও ঘুম ভাঙ্গে নি?"

ইন্দিরা দুই চক্ষুর ধারা মার্জ্জিত করিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে লইলেন এবং দ্বার খুলিয়া পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

জগদীশনাথ করতালি দিয়া আদরপূর্ব্বক নাতিনীকে বক্ষে লইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে খুকীর সহিত তাঁহার একটু বিবাদ বাধার সম্ভাবনা হইল। ইন্দিরার মাতৃত্ব সম্বন্ধে তিনি খুকীর একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। প্রশ্ন উঠিল ইন্দিরা কাহার মা। জগদীশনাথ ইন্দিরাকে দেখাইয়া বলিলেন, "আমার মা।"

খুকী হসিতবদনে আধ আধ স্বরে বলিল "আমা' মা"। বিবাদ ক্রমে গুরুতরভাব ধারণ করিল। ইন্দিরা হাসিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তাঁহার মাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী সমাগত হইয়া সেই বিমল আনন্দে যোগদান করিলেন। খুকী দাদামহাশয়ের ক্রোড় হইতে দিদিমার, তৎপরে একে একে মামা ও মাসীর ক্রোড়ে ফিরিতে লাগিল। তাহার আদরের সীমা নাই। দিদিমা নাতিনীর দুই ক্ষুদ্র হস্তে দুইটী সন্দেশ দিলেন। মাসী তাহাকে পায়রা দেখাইতে লইয়া গেল।

গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন "আমরা নবদ্বীপে 'রাস দেখতে যাব। ইন্দুও যাবে বলচে।"

জগদীশ—"একবার যখন যাব বলেচ তখন আমার সাধ্য কি নিবারণ করি। কিন্তু কচি মেয়ে নিয়ে, অসুস্থ শরীরে ইন্দুর কি যাওয়া উচিত ?"

ইন্দিরা—"হ্যাঁ বাবা, আমিও যাব। শ্বশুরের অসুখ শুনেছিলাম, আসবার সময় তাঁকে একবার দেখে আসব।"

জগদীশ—"তুমিও মেয়ের সঙ্গে বেয়াই বাড়ীটা ঘুরে আসবে না কি ?"

গৃহিণী—"দোষ কি ? বেয়াইএর অসুখ, আর জামাই ত এখানে এসে দেখা দেবেন না। একবার না হয় নিজেই গিয়ে তাঁদের দেখে এলাম। তা যাই হ'ক, আমিও স্থির করেছিলাম, আসবার সময় ইন্দুর শ্বশুরবাড়ী হয়ে আসব।"

ইন্দিরা চমকিলেন। মাতা তাঁহার শ্বশুরগৃহে যাইবেন! গিয়া কি দেখিবেন ? দেখিবেন, শ্যামা তথায় পাপের সংসার পাতিয়া কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। ইন্দিরা যাহা জগতের নিকট

গোপন করিতে চাহেন মাতা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া আসিবেন; তাঁহার স্বামীর সংসারের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া না জানি কত মনোকষ্ট পাইবেন। অবনত মুখে ধীরে ধীরে ইন্দিরা বলিলেন "না মা, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নাই। আমি শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসব।"

মাতা কন্যার মনোভাব বুঝিলেন; বিচলিত হইয়া স্বামীকে বলিলেন "দেখ, আমার মনে বড় দুঃখ যে ইন্দু আমার এমন লক্ষ্মী মেয়ে হয়েও সুখে স্বামীর ঘর ক'রতে পায় না। ঠাকুরের কাছে মায়ের জন্য মাননা করব, আর যদি পারি, যদি ঠাকুর প্রসন্ন হ'ন, তবে মাকে সুখের রাজত্বে বসিয়ে আসব। স্বামীর ঘর ছাড়া স্ত্রীলোকের কি আর সুখের স্থান আছে? মনের দুঃখে সোণার মেয়ে আমার কালিবর্ণ হয়েচে। আমি আর রাসে আমোদ দেখতে যাচ্চি না।"

ইন্দিরা প্রস্থান করিলে জগদীশনাথ বলিলেন, "তা ত বুঝ-লাম। কিন্তু রজনীর চরিত্রটা ভেবে দেখ। সে কি মানুষ! বাপ বেটা সমান। দুর্ব্বুদ্ধির ফলে গ্রামে এক ঘরে হ'তে বসেচে। দেবতার কাছে উপাসনা ক'রলে কি রজনীর মতিগতি ফিরবে?"

গৃহিণী—"ওগো, তোমরা জান না। রজনীর দোষ তত নয়। শোননি, এক রাক্ষসী কি গুণ ক'রে তার স্কন্ধে চেপেচে। সেই মাগীই ত আমার মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় রাজত্ব কচ্চে। জামাইকে পিশাচীর হাত থেকে মুক্ত ক'রব।"

জগদীশ—"কিন্তু সাবধান, প্রেতনী যেন ওঝাকে না পেয়ে বসে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি তোমার এ সঙ্কল্প বৃথা, কেবল লোক হাসান সার হবে।"

গৃহিণী—"লোক হাসে হাসুগ, তা'তে আমার কি এসে যাবে গা? যার মেয়ে তার ব্যথা, লোকের কি?"

কর্ত্তা ও গৃহিণীর মধ্যে বাদানুবাদ হইল। বলা বাহুল্য কর্ত্তা হারিলেন। বিপুল উৎসাহে রমণীদের তীর্থপ্রয়াণের আয়োজন হইতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাসযাত্রা উপলক্ষে নবদ্বীপ জনাকীর্ণ। বহুদূর ব্যাপিয়া জনস্রোত নগরাভিমুখে চলিয়াছে। শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কতই উৎসাহে নরনারী যুগলমূর্ত্তি দেখিতে আসিতেছে। আনন্দোৎসবে নবদ্বীপ পূর্ণ।

ইন্দিরার,মাতা, কন্যা ও নাতিনী এবং সঙ্গের সঙ্গিনীগণ-সমভিব্যাহারে নগরবাসিনী এক দূরসম্পর্কীয়া রমণীর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। অপরাহ্লে রমণীরা বিগ্রহ দেখিতে গেলেন। জনতার মধ্যে বহুকষ্টে মূর্ত্তি-দর্শন হইল। ইন্দিরা গললগ্নবাসে প্রেমাবতার মূর্ত্তির বন্দনা করিলে মাতা ভক্তিভরে তাঁহার মস্তকে অর্চ্চনাপুষ্প এবং আবির সংস্পৃষ্ট করিয়া প্রার্থনা করিলেন "হে ঠাকুর, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। যেন ইন্দু হাসিমুখে স্বামীর ঘর ক'রতে পারে।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে মেঘসঞ্চার হইয়াছিল। মেঘ অল্পে অল্পে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। চিকিমিকি বিদ্যুৎ হাসিতে লাগিল। রমণীরা ক্ষুণ্নমনে সত্বর বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমে বায়ু বেগবান হইয়া ঝটিকা আরম্ভ হইল। বাত্যাচালিত ধূলি দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিল। দর্শকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেখানে পাইল আশ্রয় লইল।

সদর রাস্তার নিম্নে ইন্দিরাদের বাসা। বাসার সম্মুখভাগে খোলা বারান্দা। দুইটী প্রকোষ্ঠ রমণীরা অধিকার করিয়া-

ছিলেন। এক প্রকোষ্ঠে ইন্দিরা নিদ্রিতা কন্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা ; অপর রমণীরা দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে রন্ধনাদির আয়োজন করিতেছিলেন। ঝটিকারম্ভের সময়ে কয়েকজন নরনারী সেই বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড় মন্দীভূত হইতে না হইতে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। ইন্দিরা উঠিয়া আসিয়া বারান্দাসংলগ্ন জানালার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ঝটিকার গর্জ্জন, ধারাপাত ও সমাগত নরনারীর কলরব মিশ্রিত হইয়া এক অস্ফুট ধ্বনি সমুত্থিত করিতেছিল। কোলাহল-শব্দ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে ইন্দিরা দুই ব্যক্তির কথোপকথন অস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। তাহাদের একজন রমণী, অপর পুরুষ।

রমণী—"কি মুস্কিল, কতক্ষণে এ দুর্য্যোগ থা'মবে গা ?"

পুরুষ—"না হয় আজ রাত্তিরটা গেরস্থদের বারান্দায় প'ড়ে থা'কব। খেতে না দি'গ মেরে তাড়াতে ত পা'রবে না ?"

রমণী—"আমি বারান্দায় রাত কাটাতে পা'রব না বাবু। ব'লে ক'য়ে এদের বাড়ীর ভেতর একটু জায়গা করে দিও। ভদ্দর হয় ত গেরস্থর মেয়ের মান অবিশ্যি রা'খবে।"

পুরুষ—"বলিস্ কি শ্যামা ; বিদেশে, অপরিচিতের বাড়ীতে তোকে কেমন করে রাখব।"

শ্যামা! শ্যামা! শ্যামাইত বটে! এ যে রজনী ও শ্যামার কণ্ঠস্বর! ইন্দিরার হৃৎপিণ্ড ভীষণ স্পন্দিত হইতে লাগিল। জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বহির্দ্দেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন কিন্তু অন্ধকারে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পুনরায় সেই কথোপকথন, মধ্যে মধ্যে মৃদুহাস্য,শ্যামার আবদারমাখা অনুযোগ, রজনীর মনরাখা চাটুবচন ইন্দিরার কর্ণগোচর হইল।

শ্যামা—"আর নয় কালই বাড়ী চল।"

রজনী—"এত তাড়াতাড়ি কেন?"

শ্যামা—"লোকে কি ব'লবে। কত্তার শরীর ভাল নয়, তাঁর সেবা শুশ্রূষা———"

রজনী—"তাঁর জন্য ভাবনা কি, মা ত রয়েচেন।"

শ্যামা—"ব'লতে কি, বুড়ো হাবড়া লোকের সেবায় ইন্দিরা ভাল। ছুঁড়ীর ঘেন্না পিত্তি নাই। এ ক'টা দিন সে ঘরে থাক্‌লেও বা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত।"

ইন্দিরা এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে কথোপকথনের কোন কোন অংশের কিছুমাত্র মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বিস্ময় ও নৈরাশ তাঁহার চিত্ত-বিভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল। এই নিদারুণ যন্ত্রণা-ভোগ তাঁহার অবিচ্ছেদসঙ্গী বলিয়া কি পুণ্যস্থানে তাঁহার ভাগ্য-পরীক্ষা হইয়া গেল। ঠাকুর তাই বুঝি আজ হাতে হাতে দেখাইয়া দিলেন যে তাঁহার অদৃষ্টে সুখ নাই।

হঠাৎ ইন্দি[illegible] চমক ভাঙ্গিল। রজনী বলিতেছিল "বড় খিদে পেয়েছে। গেরস্থরা কি চাট্টি খেতে দেবে না? নইলে বুঝি আজ রাত্তির অনাহারেই কাটাতে হয়।"

শ্যামা—"ওমা, অনাছিষ্টি কথা শোন! এখানে ত আর তোমার ইন্দিরা ভাত বেড়ে বসে নাই।"

অমনি ইন্দিরার নিপীড়িত হৃদয়ে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিল, হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ হইল, মরুভূমে স্নিগ্ধবারি-প্রবাহ ছুটিল। কি আশ্চর্য্য, যাঁহাকে দেখিবার উদ্দেশে এ উৎসব-প্রয়াণ, সেই জীবিতেশ্বর আজ স্বয়ং ইন্দিরার আগারে উপস্থিত।

তবে ত দয়াল ঠাকুর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ইন্দিরা কণ্ঠস্বর অনুসারে রজনীর গাত্র স্পর্শ করিলেন।

চমকিয়া রজনী জিজ্ঞাসা করিল—"কে গা তুমি?"

ইন্দিরা মৃদুস্বরে বলিলেন—"দেখ দেখি, দাসীকে যদি চিন্তে পার।"

স্ত্রীকণ্ঠ শুনিয়া শ্যামা ভাবিল "এ আবার কে।"

ইন্দিরা—"আমরা কাল এখানে এসেচি, এই বাড়ীতে আছি, ভিতরে এস, আমি মাকে খবর দিই গে।"

কণ্ঠস্বরে শ্যামার মনে বিষম সন্দেহ এবং আতঙ্কের উদয় হইল। সে ব্যগ্রভাবে রজনীকে ঠেলিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল এবং পরক্ষণে বিদ্যুদালোকে চিনিয়া সবিস্ময়ে বলিল "ইন্দিরা!"

রজনী—"য়্যাঁ! ইন্দিরা!"

ইন্দিরা—"হাঁ, আমি তোমার দাসী ইন্দিরা। এস, ঘরের মধ্যে এস। খুকী ঘুমুচ্চে, ঘুম ভাঙ্গিয়ে তোমার কোলে দি। তোমাকে দেখে কত আনন্দ ক'রবে।"

পুলক-কণ্টকিত-দেহে ইন্দিরা অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

"শীগ্‌গির চল, শীগ্‌গির চল" বলিতে বলিতে শ্যামা সজোরে রজনীকে আকর্ষণ করিয়া বারান্দার নিম্নে নামিল। মুহূর্ত্তের জন্য রজনীর ইচ্ছা হইয়াছিল একবার ইন্দিরা ও খুকীকে দেখিবে কিন্তু তখনি স্বীয় হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শ্যামার অনুবর্ত্তী হইল।

এদিকে ইন্দিরা তাড়াতাড়ি নিদ্রিতা কন্যাকে বক্ষে লইলেন। শিশু ঘুমঘোরে দুই হস্তে মাতার গ্রীবাবেষ্টন করিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। ইন্দিরা উল্লাসে আত্মবিস্মৃত; তিনি অজ্ঞান

শিশুর মুখচুম্বনপূর্ব্বক সম্বোধন করিলেন "ওমা, ওঠ, কে এসেচে দেখ।" খুকীকে রজনীর ক্রোড়ে দিয়া রজনীকে মাতার কাছে লইয়া যাইবেন,—যেন সে তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, এই আশায় ত্বরান্বিতা হইয়া ইন্দিরা ঘরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলেন। বারান্দার এক প্রান্তে তখনও কয়েকজন লোক অপেক্ষা করিতেছিল। ইন্দিরা ইতস্ততঃ দৃষ্টি-পাত করিলেন কিন্তু রজনীকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার প্রাণভরা উল্লাস নিমেষ মধ্যে হৃদয়ভেদী নৈরাশে পর্য্যবসিত হইল। ইন্দিরা মৃদুস্বরে বলিলেন "ভগবান, অদৃষ্টে আর কত দুঃখ লিখেচ!"

পরিচিত কণ্ঠে কে বলিল "মা, তোমার আবার দুঃখ কি? তুমি মানবের আরাধ্যা। রজনী তোমার মর্ম্ম কি বুঝিবে, সে যে শনিগ্রস্ত।"

ইন্দিরা—"কে তুমি?"

তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া এক ব্যক্তি বলিল "আমি হরিদাস।"

ইন্দিরা—"হরিদাস! বাবা, তুমি কোথা থেকে এলে? দুঃখের সময় প্রবোধ দিতে ভগবান তোমাকে পাঠিয়েচেন বুঝি?"

হরিদাস—"মা, দৈবক্রমে আমিও দুর্য্যোগে এখানে আশ্রয় নিইছিলাম, আপনাদের সব কথা শুনিচি। আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না। পাপের অধিকার ক্ষণস্থায়ী। দুদিন সহ্য করুন; শ্যামা পতঙ্গের মত পুড়ে ম'রবে, আপনি জয়লাভ করবেন।"

ইন্দিরা—"তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুগ। তুমি আমার

সুপুত্র। দেখ বাবা, আমরা কাল বাড়ী যাব, দেবীপুর হয়ে শ্বশুর শাশুড়ীকে দেখে যাব ভাবচি।"

হরিদাস—"তা যাবেন, কিন্তু সেস্থান এখনও আপনার বাসের যোগ্য হয় নি। যখন পাপভারে, অধর্ম্মের বাড়াবাড়িতে ধর্ম্ম পীড়িত হয় তখনই ভগবানের অবতার। সময়ে স্বামীগৃহে ধর্ম্মের রাজ্য আপনাকেই স্থাপন কত্তে হবে।"

ইন্দিরা হরিদাসের শিরস্পর্শ পূর্ব্বক বলিলেন "হরিদাস তোমার মধুর সান্ত্বনায় আমার দুঃখ দূর হল। আজ এ দুর্য্যোগে কোথাও যেয়ো না, এইখানেই আহারাদি ক'রে থাক।"

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রুদ্রনাথের গৃহ নিরানন্দ। যে দিন ইন্দিরা কন্যাবক্ষে বিদায় লইয়াছেন, সেইদিন সেই অভিশপ্ত গৃহের একমাত্র সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইয়াছে। যে দিন শ্যামা তাড়িতা ইন্দিরার আসন অধিকার পূর্ব্বক পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে পাপের রাজ্য বিস্তার করিয়াছে সেই দিন হইতে রুদ্রনাথের গৃহে অশান্তির অন্ধকার-ছায়া উত্তরোত্তর গাঢ়তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ফলতঃ ইন্দিরার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতি ও শান্তি তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। রুদ্রনাথের ক্রূরতায় গ্রামবাসী ভীত; কিন্তু স্বীয় পরিবার-মধ্যে রুদ্রনাথ শক্তিহীন, উদ্বিগ্ন।

ইদানীং স্বদলে কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। একে অর্থবল নাই, তাহাতে আবার রজনীর দুর্ব্বিনীত আচরণে গ্রামবাসী মাত্রেই তাঁহাদের প্রতি বিরূপ। কালক্রমে দলস্থ প্রায় সকলেরই স্বল্লাধিক প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে ঠাকুরদাসের সহিত প্রতিযোগিতা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই; সুতরাং তাঁহারা দলাদলি ভাঙ্গিতে কৃতসংকল্প হইয়া সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। রুদ্রনাথ স্তোকবাক্য প্রয়োগ, সাধ্যসাধনা ও পরিশেষে ভর্ৎসনা দ্বারা তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া ক্রোধভরে বলিয়াছিলেন 'যাহার জাতির ভয় নাই, ধর্ম্মের ভয় নাই, সে ঠাকুরদাসের দলে যাউক। আমি প্রাণ থাকিতে এমন কাজ করিব না।'

রুদ্রনাথ প্রভাতে বহির্বাটীতে একাকী উপবিষ্ট। অসুস্থতা নিবন্ধন শরীর দুর্ব্বল। পরিধানে মলিন বসন। একটী মলিন শয্যায় মলিন ওয়াড়বিশিষ্ট তাকিয়ায় অর্দ্ধশায়িতভাবে ঠেস দিয়া ধূমপান করিতেছেন এবং মুহুর্মুহুঃ কাশিতেছেন। মুখমণ্ডল বিরক্তি, অশান্তি এবং কুটিলতা একাধারে প্রকটিত করিতেছিল। এমন সময় রাজমোহন রায় উপস্থিত হইলেন।

"এই যে, এস ভায়া। খবর কি ?" বলিয়া রুদ্রনাথ তাঁহাকে পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রাজমোহন উপবেশন পূর্ব্বক বলিলেন "ভাল নয়। প্রায় সকলেই বিগড়েচে। শেষে বুঝি তুমি, আমি আর বিশ্বেশ্বর দাদা ফাঁকে পড়ি।"

রুদ্রনাথ ক্রোধভরে উঠিয়া বসিলেন। উত্তেজনায় দুর্বল দেহ কাঁপিতে লাগিল, হুক্কা হস্তচ্যুত হওয়ার উপক্রম হইল। রুদ্রনাথ বলিলেন "যাক্, সবাই যাক্। বেটারা যদি লুচি মোণ্ডার লোভে এ কেলেঙ্কারি ক'রবে ত আগে ও দলে গেলেই পারত। এ ঢলাঢলি ক'রল কেন! ছি, ছি! উৎসন্ন যাক্! অধঃপাতে যাক্! মোহন, আমি তোমাকে আগেই ব'লেছিলাম, ও বেটাদের কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই। যাহ'ক ভাই, যতক্ষণ আমরা তিন ঘর একত্র আছি কেউ একঘরে বলতে পারবে না। যা ধরিচি জীবনে তা ছাড়ব না; শর্ম্মা সে পাত্র নন্।"

রাজমোহন—"ঠাকুরদাস পৌত্রীর বিবাহ উপলক্ষে দুই দলের সমন্বয়ের চেষ্টা করবেন। আমাদের দলের অধিকাংশই সেই সুযোগের অপেক্ষা কচ্চে।"

রুদ্রনাথ—"আমাদের দল আর বলো না! তারা সব বাপের

কুপুত্র! দেখো ভাই, তুমি যেন ঠাকুরদাসের তোষামোদে ভু'ল না। আমার ভরসা তুমি আর বিশ্বেশ্বর।"

রাজমোহন—"তাও কি হয় দাদা, আমি তোমাকে ছাড়া নই। তুমি না যাও ত আমিও না।"

রুদ্রনাথ—"এই ত মানুষের মত কথা!"

রাজমোহন—"রজনী কি নবদ্বীপে গেছে?"

রুদ্রনাথ—"সে হতভাগার কথা আর বলো না। তার জন্য আমি লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। কুপুত্র আর কালসর্প সমান। এই দেখ আমার শরীরের অবস্থা; গৃহিনীরও প্রায় এইরূপ। ছোঁড়া স্বচ্ছন্দে আমাদের ফেলে রাসে আমোদ ক'রতে গেল, আর শ্যামাকে সঙ্গে নিয়ে!"

রাজমোহন—"দেখ দাদা, সহস্র দোষ সত্বেও রজনীর কতক-গুলি গুণ আছে। সত্য বলতে কি, ওর তেজেই আমাদের দলটা এত দিন বজায় রয়েচে।"

রুদ্রনাথ—"শ্যামাই সংসারটা ছারখারে দিলে। রজনীর ভয়ে মাগীকে কিছু ব'লবার যো নাই। বৌমা, ঘরের লক্ষ্মী, ওদের অত্যাচারে তিষ্ঠিতে পাল্লেন না। আমরাও সশঙ্কিত, কোন দিন মেরে ফেলে!"

রাজমোহন—"বল কি!"

রুদ্রনাথ—"মোহন, তুমি আপনার লোক, তোমার কাছে আমার লুকোচুরি নাই। এখন মনে হয়, ওরা যতদিন না বাড়ী থাকে আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যাক্, রাধিকার মেয়ের বিবাহ কোথায়, কোন তারিখে হবে শুনেচ?"

মৃদুস্বরে উভয়ের কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হইল। রাজমোহন

উঠিলেন। রুদ্রনাথ বলিলেন "দেখো ভাই, ভুল না, আজই যেন লেখা হয়।

রাজমোহন প্রস্থান করিলে রুদ্রনাথ যষ্টিতে ভর দিয়া কাশিতে কাশিতে অন্দর বাটী প্রবেশ করিলেন। একে কোপন-স্বভাব, তাহাতে রোগ ও দুশ্চিন্তায় মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ। রুদ্রনাথ গৃহিনীকে ভৎর্সনা করিলেন, জলযোগের কোনই উদ্যোগ হয় নাই দেখিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং এই সকল অযত্ন হেতু তিনি সংসার ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছেন শপথসহকারে এই মনোভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিলেন। রুদ্রনাথ অবশেষে বলিলেন "ছেলেটা কুপুত্র, দুবেলা চোক্ রাঙায়; তার ওপর তোমার এ অযত্নে আর বাঁচি কেমন ক'রে! আমার যা একটু শ্রদ্ধা ও যত্ন কত্তেন বৌ মা!

গৃহিনী ক্রুদ্ধ স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি জলখাবারের আয়োজন করিলেন। জলখাবার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "দেখ, আমিও প্রাচীন হইচি, শরীরে সামর্থ্য নাই। একা সব পেরে উঠি না। তা বৌমাকে আনাও না কেন।"

রুদ্রনাথ—"বেশ বল্লে যা হ'ক। রজনীর অমতে তাঁকে আনি, আর একটা কেলেঙ্কারি করুগ।"

গৃহিনী—"তা ব'লে ঘরের বৌকে ত পর করে রাখা যায় না।"

বহির্দ্দেশে একখানি গোযানের শব্দ শ্রুত হইল। যান অন্দরের দরজার সমীপে থামিল। রুদ্রনাথ বিরক্তিসহকারে

বলিলেন "ঐ তোমার গুণধর ছেলে বুঝি দিগ্বিজয় করে এলেন।" গৃহিনী বাহিরে আসিয়া দেখেন প্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া কন্যাক্রোড়ে ইন্দিরা দণ্ডায়মানা; পার্শ্বে এক প্রৌঢ়া রমণী। "ওমা, এঁই যে আমার মা এসেচেন" বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতপদে নীচে নামিলেন। প্রণতা বধূকে আশীর্ব্বাদ, খুকীর মুখচুম্বন এবং বৈবাহিকার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিয়া সকলকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

ইন্দিরা বিস্মিত শ্বশুরের পদধূলি মস্তকে লইলেন। খুকী হাসিমুখে পিতামহের ক্রোড়ে উঠিল। রুদ্রনাথ সানন্দে বলিলেন "মা, এইমাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল। আমার এ প্রাচীনকালে কে দেখে, কেই বা সেবা করে, তাই তোমাকে আনার পরামর্শ কচ্ছিলাম। তা তুমি আপনা হতেই এসেচ এ কেবল তোমার মায়ার পরিচয়। তোমাদের দেখে আজ প্রাণে বল হ'ল।" অন্তরালস্থিতা বৈবাহিকাকে রুদ্রনাথ মিষ্ট বচনে অভ্যর্থনা করিলেন "আপনার পদস্পর্শে আমার গৃহ পবিত্র হ'ল। আমাদের বড় পুণ্যবলে আপনার শুভাগমন হয়েচে।" মনে মনে বলিলেন 'এসময় তুমি আবার কেন জ্বালাতে এলে।'

রুদ্রনাথের অসুখের সংবাদে ইন্দিরার ব্যস্ততা উল্লেখ করিয়া মাতা অন্তরাল হইতে বলিলেন "বেয়াইএর অসুখ, রজনীকেও অনেক দিন দেখিনি, মনে ক'রলাম ফিরবার পথে সবাইকে দেখেশুনে যাই। তা রজনীকে দেখচি না কেন, তিনি ভাল আছেন ত?"

গৃহিনী—"সেও নবদ্বীপে রাস দে'খতে গেছে।"

ইন্দিরার মুখ বিবর্ণ হইল। তাঁহাকে রুদ্রনাথের কাছে রাখিয়া গৃহিনী বৈবাহিকার সঙ্গে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন।

ই-মা।—"বেয়ান, আজ তোমাকে মনের সব দুঃখ খুলে ব'লব বলে লোকলজ্জার ভয় না করে জামাইএর বাড়ী এসিচি। আমার শান্ত, লক্ষ্মীরূপা মেয়ে,—বড় আদরের মেয়ে, স্বামীর ঘর কত্তে পায় না, কোথাকার একটা ছোটলোকের মেয়ে, কুলটা, কি না তার স্থান অধিকার করে রয়েচে! আর তোমরা থাকতে! এর একটা বিহিত করে আমি যাব।"

গৃহিনী বিষাদভরে বলিলেন "বেয়ান, কি ক'রব‑‑ আমাদের যদি ক্ষমতাই থাক্‌বে তা হ'লে কি এমন হয়। সে সব কথা তোমাকে কেমন করে বলি।"

ই-মা—"ওমা, সে কি! এত বড় গাঁয়ে কি ভদ্রলোক নাই, সমাজ নাই, যে এ সকল দুষ্ট, ছোট লোকের মেয়েদের শাসন হয় না! আমি সমাজের কর্ত্তাদের কাছে জানা'ব। যাতে সে রাক্ষসীর হাত থেকে আমার মেয়ে ও জামাইকে উদ্ধার কত্তে পারি তা ক'রব।"

গৃহিনী—"আমাদের গাঁয়ের দলাদলির কথা শোন নি? সমাজের যারা শাসন ক'রবে আমরা তাদের বিপক্ষদলে। আমাদের দলের আমরাই কর্ত্তা।"

ই-মা—"হা কপাল, তবে আর কোনই উপায় নাই! সে ডাইনি কোথায়?"

গৃহিনী—"রজনীর সঙ্গে গেছে। সেইত শনির মত আমার ছেলেকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিয়া ইন্দিরার মাতা বলিলেন "বেয়াই-

কে দেখতে ইন্দু বড় ব্যস্ত হইছিল; দেখা হল, এখন মেয়েকে বাড়ী নিয়ে যাব। ইন্দুর শরীর এখনও কাহিল।”

মাতা কন্যাকে একান্তে বলিলেন যে অতঃপর দেবীপুরে তাঁহার নিরাপদে বাস করার আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

ইন্দিরা—“মা, আমি সব বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু দুদিন থেকে শ্বশুরের সেবা করে তার পর না হয় বাড়ী যাব।”

মাতা—“না ইন্দু, তোর যে শরীর, তোকে কে দেখবে? আমি তোকে এখানে রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পা’রব না।”

ইন্দিরা মনোদুঃখে কাঁদিলেন। মাতার চক্ষুর্দ্বয় ছল ছল করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি বলিলেন “কাঁদিসনে মা, তোকে রেখেই যাব। কিন্তু আবার ত সেই অযত্ন অত্যাচার হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন তা না হয়, যেন তোর শত্রুর মুখে ছাই পড়ে। ঈশ্বর না করুন, যদি দুর্ব্যবহার করে ত অমনি আমাকে খবর দিস, নিয়ে যাব।”

ইন্দিরাকে রাখিয়া যাওয়া স্থির হইল। রুদ্রনাথ ও গৃহিনী আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং বৈবাহিকাকে দুই এক দিন থাকিতে অনুরোধ করিয়া মৌখিক শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে উদ্দেশ্যে জামাতৃগৃহে আগমন তাহা বিফল হইল। ভগ্নমনোরথ হইয়া ইন্দিরার মাতা সেই দিবস অপরাহ্নেই গৃহ-যাত্রা করিবেন। বেলা তিনটা বাজিয়াছে। রন্ধন-শালায় তিনি কন্যার বেণীবন্ধন ও বৈবাহিকার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বেণীবন্ধন শেষ হইলে ইন্দিরার সীমন্তে সিন্দূর দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইন্দিরার দৃষ্টি জানালার পথে প্রাঙ্গনে নিপতিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ তিনি চমকিয়া বলিলেন "ওমা, ঐ দেখ শ্যামা এসেচে!" বস্তুতঃ হাসিমুখে শ্যামা রুদ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিল। "ওই সেই মাগী! ঐ সেই রাক্ষসী! আজ সয়তানীকে দেখব" বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া ইন্দিরার মাতা উঠিলেন। গৃহিনী বলিলেন "বেয়ান, শ্যামাকে কিছু ব'ল না, তা হলে আমরা ঘরে তিষ্ঠিতে পারব না।" ইন্দিরাও মাতাকে উত্তে-জিত হইতে নিষেধ করিলেন।

শ্যামা একেবারে রুদ্রনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইল। কালসর্প দর্শনের ন্যায় রুদ্রনাথের দেহ কণ্টকিত হইল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া মিষ্টবচনে চাটুতার রসান দিয়া বলিলেন "এই যে, তোরা কখন এলি শ্যামা? আমাদের জন্যে কি এনিচিস?"

শ্যামা গলবস্ত্রে তাঁহার পদধূলি লইয়া নবদ্বীপের উৎসবের কথা বলিতে বসিল। তাহার মন রাখিতে রুদ্রনাথ আনন্দ

বিস্ময় প্রভৃতির ভাণ করিতে লাগিলেন। গৃহিনী, ইন্দিরা ও ইন্দিরার মাতা তথায় আসিলে রুদ্রনাথ হাঁপ ছাড়িয়া অন্দর ত্যাগ করিলেন। শ্যামা গৃহিনী ও ইন্দিরার মাতার চরণবন্দনা করিল, ইন্দিরার ক্রোড় হইতে খুকীকে লইয়া তাহার মুখচুম্বন-পূর্ব্বক হস্তে সন্দেশ দিল, এবং যেন পরমাহ্লাদিত হইয়া ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিল "বৌ, তোমরা কবে এলে গা? এ ক'টা মাস বাড়ী যেন অন্ধকার হয়েছিল। আজ তোমাদের দেখে বাঁচলাম।"

শ্যামার এই অতর্কিত সরল ব্যবহারে ইন্দিরার মাতা বিস্মিতা হইলেন। তিনি সেই দিনই নন্দীপুরে যাইবেন শুনিয়া শ্যামা বলিল—"তাও কি হয়। আজ ওঁকে কখনই ছেড়ে দেব না। দয়া করে এসেচেন যদি, অন্ততঃ একটা দিন থেকে সকলের সঙ্গে দেখা শুনা করে যাবেন না?"

ইন্দিরার মাতা—"হ্যাঁগা বাছা, রজনী তোমার সঙ্গে গেছিলেন, তিনিও অবশ্য ফিরে এসেচেন। বাড়ী এলেন না কেন?"

শ্যামার নয়ন দীপ্ত হইল। কুটিল কটাক্ষ করিয়া সে উত্তর দিল "ওমা, সে কি গা! দাদা বাবু আমার সঙ্গে যাবেন কেন!"

"রা, রা—"রাক্ষসী শব্দ উচ্চারিত হইতে না হইতে ইন্দিরা মাতাকে ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। শ্যামা ঈষৎ হাসিয়া কার্য্যান্তরব্যপদেশে সরিয়া গেল।

মাতা ইন্দিরাকে বলিলেন "না, মা, তোর এখানে থাকা হবে না। ও নিশ্চয় রাক্ষসী। ওর চোক মুখের সামনে মানুষ দাঁড়াতে পারে না। তোর জিনিষপত্র গুছিয়ে নে।"

দ্রব্যাদি গুছাইবার পূর্ব্বে ইন্দিরা একবার নিরিবিলি শ্যামার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিয়া মিনতিপূর্ব্বক বলিলেন "শ্যামা, সত্যি বল, তিনি এসেচেন কি না।"

শ্যামা—"আসবেন না আর যাবেন কোন চুলোয়।"

ইন্দিরা—"তবে মার সঙ্গে দেখা কত্তে এলেন না কেন? বোধ হয় খবর পান নি। একবার ভাই দয়া করে তাঁকে খবর দে।"

শ্যামা—"খবর আর দিতে হবে না, তিনি জানেন।"

ইন্দিরা—"তবে এলেন না কেন?"

শ্যামা—"তা আমি জানি না।"

ইন্দিরা ব্যাকুলস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল শ্যামা, আমার মাথার দিব্য, তিনি কেন এলেন না। নবদ্বীপে ঝড়বৃষ্টি মাথায় অনাহারে আমাদের বাসা থেকে চলে গেলেন, সেই অবধি আমি বড় মনের কষ্টে আছি। একবার দেখা কত্তে বড় সাধ।"

আহত শিকারের যন্ত্রণা ব্যাঘ্রী যাদৃশ লোলুপভাবে নিরীক্ষণ করে, ইন্দিরার যন্ত্রণায় শ্যামা তাদৃশ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। অভাগীর যন্ত্রণার মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে পারিলে তাহার উল্লাসের বৃদ্ধি। শ্যামা বলিল "এত নাছড় হয়েচ! তবে আসল কথা শোন। তোমরা এখানে থাকতে তিনি আসবেন না। নবদ্বীপে যে দাগা দিয়েচ, ধন্থি মেয়ে তুমি!"

ইন্দিরা—"ওমা, সেকি? আমরা রইচি বলে তিনি বাড়ী আসবেন না?"

শ্যামা মুচকি হাসিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল। ইন্দিরা পুনরায়

তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন "তবে তাঁকে বলিস আমরা চ'ললাম, তিনি বাড়ী আসুন।"

ইন্দিরা ধীরে ধীরে ফিরিলেন। স্বামীর সহিত কথোপকথনের মর্ম্ম মাতাকে বলিয়া নীরবে দ্রব্যাদি গুছাইলেন। রুদ্রনাথ ও গৃহিনী বধূমাতার এই আকস্মিক মতপরিবর্ত্তনে বিস্ময় প্রকাশ করায় ইন্দিরার মাতা ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "জামাই সুখে থাকুন। আমরা এখানে থাকতে তিনি আসবেন না বলেচেন। কাজেই মেয়েকে নিয়ে চ'ললাম।"

পরক্ষণে মাতা কন্যা ও নাতিনীকে লইয়া গো-যানে উঠিলেন। গোযান করুণশব্দে যেন বিলাপ করিতে করিতে রুদ্রনাথের গৃহ পশ্চাতে ফেলিয়া চলিল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতুলের সমবয়স্ক এবং সহপাঠী। উভয়ের অকৃত্রিম বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। সুরেশের নিবাস যশোহর জেলায়। দেশে তাহাদের পৈতৃক জমীদারী ছিল। সুরেশের বাল্যাবস্থায় তাহার পিতা হরকুমার কলিকাতায় আসিয়া ওকালতিতে বেশ পসার করেন। ওকালতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ব্যবসায় বিস্তৃত করিবার মানসে জমীদারী বন্ধক রাখিয়া ঋণ করিয়াছিলেন। শেষে তাঁহার গ্রহবৈগুণ্য ঘটিল; ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর লোকসান হইতে লাগিল; ভয়ঙ্কর ঋণভার স্কন্ধে পড়িল। অনন্যগতি হইয়া হরকুমার একমাত্র ওকালতির উপর নির্ভর করিলেন। অধুনা সেই সূত্রে গ্রাম ছাড়িয়া সপরিবারে কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

প্রভাতে হরকুমার চট্টোপাধ্যায় শয়নকক্ষে ধূমপান ও গৃহিনীর সহিত সুরেশের বিবাহ সংক্রান্ত কথোপকথন করিতেছিলেন। বৃদ্ধ ভৃত্য শ্রীচরণ মেঝেয় বসিয়া শুনিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিতেছিল। একটা প্রবাদ আছে 'লাখ কথার কমে বিবাহ হয় না।' সুরেশের সহিত অশোকের বিবাহ সম্বন্ধ লক্ষ কথার কমে স্থির হইয়াছিল কি না তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই; তবে প্রকাশ, যে দিন রাধিকাপ্রসাদ কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করিলেন তাহার পর সপ্তাহকাল মধ্যে হরকুমার অশোককে দেখিয়া মনোনীত করিলেন, তৎপরে আর

এক সপ্তাহের মধ্যে গণপণ স্থির এবং বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। ফলতঃ সম্বন্ধ এত সহজে, অল্পকথায় এং উভয়পক্ষের পূর্ণ সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া স্থির হইয়াছিল যে রাধিকাপ্রসাদ অনুপমা ও বিজয় প্রায়ই বলাবলি করিতেন যে সে বিবাহ প্রজাপতির একান্ত অভিমত। বলা বাহুল্য অতুলের অকপট উদ্যোগ এ সফলতার প্রধান কারণ।

হরকুমার—"সুরেশের বিবাহে অনেক টাকা পাবে মনে করেছিলে, কেমন? আমার কিন্তু বরাবরই ইচ্ছা যে সুন্দরী সুলক্ষণা এবং সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে পেলেই সুরেশের বে দেব। সে ইচ্ছা সফল হয়েচে। যেমন মেয়ে তেমনি বংশ। বেয়াই বেয়ান ও বড় ভাল।"

গৃহিনী—"টাকা যা দিচ্চেন তা আমার মনের মত নয়। তুমি ভাল মানুষ, ওঁরা যা বল্লেন তাতেই রাজি হলে। একটু চাপ দিলে কিছু না হ'ক আরও হাজার টাকা পাওয়া যেত।"

শ্রীচরণ—"বাবা, মা যা বল্লেন তা সত্যি। দাদা বাবুর বিয়েতে আমরা মনে করেছিলাম অনেক টাকা নেব।"

হরকুমার—"আরে পাগল, চাপাচাপি করে টাকা নিয়ে কি কুটুম্বিতার সুখ হয়। টাকার সুখ দুঃখ যথেষ্ট দেখিচি। সুরেশের বিয়েতে আর হাজার টাকা বেশী নিয়ে আমার কি সুসার হ'ত। ভাল একঘর কুটুম্ব আমার ও অবস্থায় পরম লাভ।"

গৃহিনী সে কথার যাথার্থ্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন। শ্রীচরণ বিষণ্ণভাবে মস্তক অবনত করিল।

গৃহিনী—"তা সত্যই ত গা, দু এক হাজার টাকায় কি এসে যায়। সুরেশ আমার বেঁচে থেকে মা দুর্গার কৃপায় একজাদিনে

পাশ হ'ক, ওর রোজগারের কত আশা করি। ভগবান করুন যেন বৌমার সঙ্গে ঘরের লক্ষ্মী ফিরে আসেন।"

হরকুমারের নামে ডাকযোগে একখানি পত্র আসিল। পত্র পাঠ পূর্ব্বক তিনি মুখ বিকৃত করিলেন এবং গৃহিণীকে বলিলেন।

"কোন দুষ্ট লোকের লেখা বোধ হচ্চে। নাম বা ডাকচিহ্ন নাই। কি লিখেচে শোন।

মহাশয়—

আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কুলশীলে সকলের পূজ্য। জনরব এই, দেবীপুরের রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত মহাশয় পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। শুনিয়া আমরা বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। বিশেষ বিবরণ না জানা হেতু যে আপনি একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা নিরপেক্ষ, কিন্তু অনবধানতা বশতঃ আপনার ন্যায় একজন গণ্য মান্য ব্যক্তির জাতি নষ্ট হয় তাহা আমরা কখনই দেখিতে পারিব না। রাধিকা বাবু সম্প্রতি তাঁহার গ্রামস্থ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এক ব্যক্তির সহিত আহার ব্যবহার করিয়া তাহাকে সমাজে লইতে চেষ্টা করায় জাতিতে পতিত হইয়াছেন এবং সমাজচ্যুত আছেন। এ ঘটনা দেবীপুরে সন্ধান লইলেই জানিতে পারিবেন। সুতরাং বন্ধুভাবে নিবারণ করিতেছি, এ বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিউন, স্বীয় জাতি কুল নিষ্কলঙ্ক রাখুন। নতুবা আপনারাও হিন্দুসমাজের বহির্ভূত হইবেন, সন্দেহ নাই। আপনার পুত্রের বিবাহের ভাবনা কি? ইতি"

গৃহিণী—"ওমা সে কি। সুরেশের বে ভেঙ্গে গেল কি

জাত্ হারা'ব! রাধিকাবাবুরা সমাজচ্যুত এ কথা ত আগে শোনা যায় নি!"

হরকুমার—"মিথ্যা কথা। গ্রামে দলাদলি আছে শুনিচি। নিশ্চয় শত্রুপক্ষের কেউ এ চিটি লিখেচে।"

গৃহিণী—"তা বল্লে কি স্থির থাকা যায়? সকল জেনে শুনে কাজ করা ভাল। পরে যদি কোন রকম দোষ প্রকাশ হয় তখন ত এ কাজ আর ফিরবে না।"

হরকুমার পত্রখানি লইয়া রাধিকাপ্রসাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন। রাধিকাপ্রসাদ হরকুমারের অতর্কিত আগমনে বিস্মিত হইয়া সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। হরকুমার তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিয়া বলিলেন "বেয়াই, পড়ে দেখুন একবার।"

পত্র পাঠ করিয়া রাধিকাপ্রসাদ বিজয়কে শুনাইলেন। ক্রোধে উভয়ের বদন আরক্তিম হইল। হরকুমার হাসিয়া বলিলেন "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। এ যে বিপক্ষদের শত্রুতা তা বুঝা গেছে।"

বিজয়—"দাদা, এ নিশ্চয় সেই বদমায়েস রুদ্রনাথের কাজ। বুড়ো কি খল, কি ভয়ানক শত্রু! ক্রমে ক্রমে একঘরে করেচে, কিন্তু তবুও বিষ বাড়চে বই কমচে না।"

রাধিকা—"ঠিক বলেচ। প'ড়বামাত্র আমারও সেই সন্দেহ হইছিল। বেয়াই, এই রুদ্রনাথের চরিত্র শু'নলে আপনি বিস্মিত হবেন। ধরণীকে যখন আর

সাত কি আট ঘর মিলে আমাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। ক্রমে ক্রমে রুদ্রনাথ ছাড়া প্রায় আর সকলেই আমাদের পক্ষে এসেচে, কিন্তু দুষ্ট নির্জ্জচিত্ত একাকীই আমাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ কচ্চে।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবীপুরে দুইটী বিবাহের ধুম পড়িয়াছে। প্রথমে অশোকের বিবাহ, তাহার পাঁচ দিন পরে অতুলের বিবাহ। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন দরিদ্র অতুলের বিবাহে আবার ধুম কি। ধুম অতুলের গৃহে যত না হউক ধরণীর গৃহে কম নহে। ধরণী কন্যার বিবাহ উপলক্ষে কর্ম্মস্থান হইতে সম্প্রতি বাটী আসিয়াছেন। তাঁহার পরিবার অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিতেছে। বস্তুতঃ কন্যার বিবাহের উপর তাঁহাদের সমগ্র আশা নির্ভর করে।

এই উভয় বিবাহের কর্ম্মকর্ত্তা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অতুলের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার স্কন্ধে একটা বিশেষ ভার পড়িয়াছিল। সেটী অতুলের গৃহসংস্কার। দরিদ্র জামাতার সামান্য গৃহখানি সুখপালিতা কন্যার বাসোপযোগী করণার্থ ধরণী ঠাকুরদাসের হস্তে আপাততঃ পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন। তদ্বারা ভগ্নগৃহের সংস্কারকার্য্য যথাসম্ভব সম্পন্ন হইয়াছে।

অশোকের বিবাহের আর তিনদিন মাত্র আছে। ঠাকুরদাসের গৃহে বিপুল আয়োজন হইতেছে। গৃহ ও প্রাঙ্গন পরিষ্কৃত এবং প্রাঙ্গনোপরে চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্বগণ [illegible] বিবিধ কার্য্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া

নারীগণ আসিয়া অন্তঃপুরের আনন্দে যোগদান করিতেছে

গ্রামস্থ প্রায় যাবতীয় পুরুষ ও নারী ঠাকু[illegible] [illegible] বিবাহে [illegible] আনন্দ উপভোগের আশা করিতে[illegible]।”

কিন্তু রুদ্রনাথের গৃহে অশান্তির বহ্নি ধূমায়িত হইতে লাগিল। বেলা প্রহরটা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শীর্ণদেহ, কুটিলদৃষ্টি বৃদ্ধ রুদ্রনাথ পার্শ্বোপবিষ্ট রাজমোহনকে বলিলেন “[illegible] ব্যাটারা ত মুখে জুতো নিয়ে ঠাকুরদাসের [illegible] স্বীকার ক'চ্চে, একমাত্র তোমার ও বিশ্বেশ্বরের ভরসায় আমি আছি। তোমরাও যদি ত্যাগ কর, তা হলে ত আমি একঘরে হ'লাম। তা হলে আমাকে এ গ্রাম থেকে বাস উঠা'তে হয়। ভাই, আমাকে কি ভিটে ছাড়া ক'রবে?” বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রাজমোহন—“দাদা, কি করবে। আমাদের ত চেষ্টায় কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নি, কিন্তু ভাগ্য যে অপ্রসন্ন। এখনও জিদ বজায় রাখতে গেলে শেষে আমরাই অপদস্থ হ'ব। বিশ্বেশ্বর দাদাও এই কথা বলেন। আর কেন, বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলা যাগ্‌। আমাদের শেষকাল, যাতে গঙ্গা পাই তার পথটা পরিষ্কার করে রাখা দরকার। তোমার মত জান্‌তে পেলে ঠাকুরদাস নিজে এসে মাথায় করে নিয়ে যাবেন। নাতনীর বিয়ে, মিটমাট করার গরজ তাঁরই বেশী।

রুদ্রনাথ—“যা ভয় করেছিলাম তাই হ'ল। বলি, তোরা-মোদ করণ আর যাই করুণ, ঠাকুরদাস ত আর আমাদের দলে আসচে না, আমরাই ঠাকুরদাসের দলে যাচ্চি। এতদিন যাহার বিপক্ষে বড় ঘৃণা করিছি, এখন কোন প্রাণে তাদের কাছে মাথা হেঁট করব!”

দাদা, আমরা অনেক ভেবে দেখিচি, আর নাই।"

[illegible] অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। [illegible] দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "রজনী যদি মানুষ [illegible] আমার বাবা হ'ত, তা হ'লে কখনই এ মাথা নীচ হ'ত না। আজ আমি হার্‌লাম। চল, ঠাকুরদাসের পায়ে ধরিগে।"

দরজার পার্শ্বে লুক্কায়িত হইয়া শ্যামা ও রজনী কথোপকথন শুনিতেছিল। শ্যামা দ্রুতপদে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিল "হ্যাঁ গা, তোমরা কার পায়ে ধ'রতে যাচ্চ? ঠাকুরদাস ঠাকুরের? ও মা কি হবে!" তাহার ভীতিবিস্ফারিত দৃষ্টি রুদ্রনাথ ও রাজমোহনের মুখে অর্পিত হইল। রুদ্রনাথ নীরব রহিলেন।

শ্যামার পরিধানে কালাপেড়ে সাটী, দুই হস্তে দুই গাছি সুবর্ণ বলয়, কটিদেশে চন্দ্রহার, কেশ মস্তকের মধ্যভাগে সুবিন্যস্ত ও বেণীবদ্ধ, মুখমণ্ডল যেন বিলাসের আবাস। সে সদর্পে বলিতে লাগিল "তোমরা কেন ঠাকুরদাসের কাছে মাথা নীচ করবে? তোমাদের কিসের অভাব? এমন কাজ কখন করো না! ও মা কি লজ্জা! লোকে বলবে কি! একঘরে হও সেও ভাল, তবু এ কেলেঙ্কারি করো না।" রুদ্রনাথ তখনও নীরব, অশান্ত-হৃদয়ে চিন্তামগ্ন। শ্যামা সুর চড়া করিয়া, হাত নাড়িয়া পুনরায় বলিল "ভাবচ কি? দলাদলি মিটিয়ে যদি ঠাকুরদাসের সঙ্গে সদ্ভাব কর ত কখন ভাল হবে না। একান্তই যদি এ দুর্বুদ্ধি হয়ে থাকে তবে আমাকে আগে এ বাদের ভিটে

ছাড়তে দাও, তার পর যা ইচ্ছা হয় করো। তোমরা পদানত হ'লে ঠাকুরদাস বাড়ুয্যে কি আর আমাকে জীবন্ত রাখবে!"

সক্রোধে রুদ্রনাথ বলিলেন "তুই দূর হ্ বাপ্রি। তোর জ্বালাতন [illegible] হয় না। আমাদের সর্ব্বনাশ তুই করিচিস্। এখনি আমার বাড়ী থেকে [illegible] অসমসাহসে [illegible] তাঁহার গৃহত্যাগের আজ্ঞা করিলেন।

অমনি রজনী তথায় উপস্থিত হইয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক ব[illegible] "কি বল্লে বাবা, ঠাকুরদাসের পদানত হবে? [illegible] হল না! আচ্ছা যাও, কিন্ত এ বাড়ীর বাস উঠিয়ে তবে ঠাকু[র] দাসের পক্ষে যেও।"

"পাজি, বদমায়েস, আমাকে ঐ কথা! তোর জন্য আমা[র] পক্ষের লোকে আমাকে ত্যাগ করেচে, তোরই জন্ম আজ আমার এ দশা! তুই আমার ত্যজ্য পুত্র, এখনই আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা" বলিয়া কম্পিতদেহে ক্রুদ্ধ রুদ্রনাথ দণ্ডায়মান হইলেন। রজনী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। একটা মা[র] পিট হওয়ার উপক্রম দেখিয়া রাজমোহন পিতা ও [illegible]

[illegible] দিল। সেই ধাক্কায় রুদ্রনাথ ভূপতিত এবং [illegible] আহত হইলেন।

অতঃপর একটা গোলযোগ উঠিল। [illegible] ও আস্ফালন করিতে লাগিল। গৃহিণী শশব্যস্তে আসিয়া ভূপতিত স্বামীকে উঠাইলেন এবং তাঁ[হা] রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। [illegible] স্থানান্তরিত করিল।

সংজ্ঞালাভ করিয়া রুদ্রনাথ করুণস্বরে কাঁদিলেন। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। রাজমোহনকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া বলিলেন "ভাই, আমার সকল সাধ মিটেচে, এক্ষণে আমাকে ঠাকুরদাদার কাছে নিয়ে চল। আমার যেমন কর্ম্ম আজ তার উপযুক্ত প্রতিফল পেলাম ভাই, আমি কি নির্ব্বোধ! যে নিজের ঘরে ক্ষমতাহীন সে কিনা একটা দলের কর্ত্তৃত্ব ক'রতে যায়! আমি আজই ঘর ছেড়ে হব।"

রুদ্রনাথ রাজমোহনের সঙ্গে ঠাকুরদাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরদাস সাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন; রাজমোহনের মুখে রজনীর অত্যাচারের কথা শুনিয়া ব্যথিত হইয়া বলিলেন "রুদ্রদাদা, তোমাকে বারম্বার বলিচি, রজনীকে অত প্রশ্রয় দিও না। লক্ষ্মীরূপিনী বউটীকে তাড়িয়ে, আমাকে ঘরে রেখে কি কেলেঙ্কারিই না করেচে! তার পর আজ তোমার সঙ্গে এই ব্যবহার! হয়ত কোন দিন কা'কে খুন করিয়ে সবে। যা হ'ক, এখন কিছুদিন এ বাড়ীতে থাক,— সদর্পে বলিচে পরের বাড়ী নয়। রজনী আর ঐ বজ্জাত মাগীকে নীচ করবে? নিষ্কণ্টক করি, তার পর ঘরে বাস করো।" করো না! ওমা বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

হও সেও ভাল, তবু বিচ্ছেদের সংবাদ তারের সংবাদের ন্যায় নিমেষ নীরব, অপাঙ্গ-ভঙ্গক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিঘোষিত হইল। পুনরায় বলিদুপলকে কতিপয় দুষ্টবুদ্ধি যুবক একটা শ্লেষাত্মক দাসের সঙ্গে মূর্দ্ধক কীর্ত্তনছলে ঘরে ঘরে গাহিয়া বেড়াইবার এ দুর্বুদ্ধিপ্রকাশ করিয়াছিল। ঠাকুরদাস তাহাদিগকে ডাকাইয়া

ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলি কি ই

পক্ষে ইহা মঙ্গলের বিষয়। এখন মিষ্টবাক্যে ও

ওঁদের মনোরঞ্জন করা আমাদের উচিত, যাতে সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয়। তোমরা ও সব সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

সুতরাং সঙ্কীর্ত্তন হয় নাই।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্ন পাঁচটা। দেবীপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে কালী-গঞ্জের হাটে একখানি [illegible] শকট থামিল। তন্মধ্য হইতে এক রমণী শিশুকন্যা ক্রোড়ে বাহির হইলেন। শকটচালক পুরুষ সসম্ভ্রমে রমণীকে একটা দোকান ঘরে লইয়া গেল এবং বসিবার জন্য এক প্রকোষ্ঠে মাদুর পাতিয়া দিল। রমণী উপবেশন করিলে পুরুষ বলিল "মা, তবে খুকীর জন্য দুধ আনি; আর আপনার একটু জলখাওয়ার উদ্যোগও করি, কারণ বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হয়ে যাবে।"

—"না হরিদাস, আমার জন্য কিছু উদ্যোগ কত্তে হবে না। বাড়ী পৌঁছে সব ভাল দেখে তারপর আমার খাওয়া দাওয়া। খুকীর দুধ আর তোমার খাবার কিনে আন।"

[illegible]ল—"মা আমি ত আপনার প্রসাদ ভিন্ন কিছু খাব না।"

"আচ্ছা, আমি একটু মিষ্টি মুখে দেব এখন" বলিয়া [illegible] টাকা দিলেন।

হরিদাস প্রস্থান করিলে ইন্দিরা হস্ত মুখ ধৌত করিয়া [illegible]। দোকানীদের স্ত্রী ও কন্যারা তাঁহাকে দেখিতে আসিল এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া [illegible] প্রীত হইল। ইন্দিরা দেবীপুরের ব্রাহ্মণের ঘরের

বধূ শুনিয়া তাঁহার অবাধিকতার উল্লেখপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল "তা হবে না কেন, কত বড় ঘরের বৌ হবে।" গ্রামে

অকস্মাৎ একটা কোলাহলধ্বনি শ্রুত হইল। ইন্দি ছিদ্র দিয়া দেখিলেন অনতিদূরে জলাশয়তীরে জনতা হই সংবাদ আসিল একটা স্ত্রীলোক সেই জলাশয়ে জলমগ্না হইতে ছিল, অর্দ্ধমৃতাবস্থায় তাহাকে তোলা হইয়াছে।

অবিলম্বে হরিদাস ফিরিল। তাহার মুখমণ্ডলে উদ্বেগভাব চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল। ইন্দিরার প্রশ্নে সে উত্তর দিল "বাবে একটা পাগলী, জলে ডুবে ম'রতে গেছিল। বোধ হয় এ রক্ষা পাবে।"

খুকীকে দুগ্ধ পান করাইয়া ইন্দিরা জলযোগ করিলেন। হরিদাস তাঁহার প্রসাদ খাইল। ইন্দিরা বলিলেন "হরিদাস, যাওয়ার সময় ও স্ত্রীলোকটাকে একবার দেখে যাব। আহা, যদি অসহায় বিদেশী কেউ হয়। যাতে অযত্নে মারা না পড়ে তার একটা উপায় করে যাওয়া উচিত।"

হরিদাস—"মা, আপনি সে জন্ত ভাববেন না। তার যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটী হবে না। এখানে আমাদের আর দেরী করার প্রয়োজন নাই।"

দোকানদার প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইন্দিরার ইচ্ছানুযায়ী হরিদাস তাহাকে জলমগ্না স্ত্রীলোকটার কথা জিজ্ঞাসা করিল। দোকানদার বলিল "তার চৈতন্ত হয়েছে। আপনারা ত দেবীপুরে যাবেন? শুনলাম ও স্ত্রীলোকটার বাড়ী দেবীপুরে।"

হরিদাস মুখ বিকৃত করিল। ইন্দিরা কৌতুহলপরবশ

...লেন "হরিদাস, গাড়ী ঐখানে নিয়ে চল। যদি ...র বাড়ী হয় তা হলে সম্ভবতঃ চিনতে পারব।"

...ঘটনাস্থলে নীত হইল। পশ্চাতের পর্দা উত্তোলিত ...হরিদাস বলিল "মা, ঐ দেখুন। চিনতে পারেন কি?"

...নরনারীপরিবেষ্টিতা সেই রমণী একটা বৃক্ষতলে শায়িতা পড়ে। ইন্দিরা দেখিলেন; দেখিবামাত্র সবিস্ময়ে বলিলেন ...হরিদাস, ও শ্যামা না?"

...হরিদাস নীরব।

...ইন্দিরা—"কি আশ্চর্য্য, শ্যামা এখানে, এই অবস্থায়! হরি-...দাস, সত্যই কি ও শ্যামা না আর কেউ?"

হরিদাস—"হ্যাঁ মা, ও শ্যামাই বটে। আপনাকে জানান ইচ্ছা ছিল না বলে গোপন করেছিলাম।"

ইন্দিরা—"কেন বাপু?"

হরিদাস—"হ্যাঁ মা, তাও কি আবার ব'লতে হবে! শ্যামা যে পিশাচী, সংসারে তোমার পরম শত্রু।"

ইন্দিরা—"সেটা বাপু ঠিক নয়। আর হয়ই যদি আমার শত্রু, তা বলে কি আমিও শত্রুতা করব। বিপন্ন দেখে কি ওকে এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারি। আর দেখ, শ্যামাকে এইবার আপন ক'রব। আমাকে ওর কাছে নিয়ে চল।"

হরিদাস মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ইন্দিরার প্রশান্ত মুখখানি কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিল, তৎপরে অনিচ্ছাসহকারে ধীরে ধীরে জনতা সরাইল এবং ইন্দিরাকে শ্যামার কাছে রাখিয়া কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান হইল।

শ্যামার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়াছিল। দেখিবামাত্র সে ইন্দিরাকে

চিনিল। লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়ে তাহার মুখ বিবর্ণ
ইন্দিরা তাহার হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন "ওমা, কি হবে! তুই এখানে এ অবস্থায় কেন?"

শ্যামা উত্তর দিল না।

ইন্দিরা—"আমরা দেবীপুরে যাচ্ছি, চল, আমাদের গাড়ীতে তোকে নিয়ে যাই।"

শ্যামা—"তোমাদের এ কি শত্রুতা! মরে হাড় জুড়াব তা'তেও বাদ সাধবে? ওগো তোমার পায়ে পড়ি, একেবারে মেরে ফেল, এমন করে দগ্ধে মের না।"

ইন্দিরা ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিলেন "বালাই, আমরা তোর শত্রু হতে গেলাম কেন! ওমা, তুই কি দুঃখে আত্মহত্যা ক'রতে গিইছিলি শ্যামা? তা যা হবার হয়েছে, এখন আমাদের সঙ্গে বাড়ী চল। একটু দুধ আনিয়ে দিই, খেলে শরীরে বল হবে এখন।"

শ্যামা—"দয়া করে একটু বিষ আনিয়ে দাও, খেয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে ক'রতে মরি।"

হঠাৎ চিত্রপুত্তলিবৎ দণ্ডায়মান, রুক্ষদৃষ্টি হরিদাসকে দেখিয়া শ্যামা চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল সে মূর্ত্তি পরিচিত, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে স্থির করিতে পারিল না। উদ্বিগ্নভাবে ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার সঙ্গের ও লোকটা কে গা? ও আমার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে আছে কেন?"

ইন্দিরা হরিদাসকে ডাকিলেন। হরিদাস ইতস্ততঃ করিয়া গম্ভীরবদনে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দিরা বলিলেন "হরিদাস, একটু দুধ নিয়ে এস।"

শ্যামা—"কেন দুঃখ আনবে, আমি থাব না। তোমরা যেখানে যাচ্ছ যাও। পথের কাঁটা গেছে, মনের সুখে মিটিয়ে ঘর করগে।"

হরিদাসের নয়নদ্বয় ক্রোধে বিস্ফারিত হইল, দেহ থর থর কাঁপিতে লাগিল। দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে শ্যামাকে মারিতে অগ্রসর হইল। শ্যামা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল "ইস, ভারি যে বীরত্ব! তা মেরে ফেল না, আমি ত তাই চাই। তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে করে ম'রব।"

ইন্দিরা ইঙ্গিতপূর্ব্বক হরিদাসকে নিবৃত্ত করিলেন। শ্যামাকে পুনরায় মিষ্টবচনে বলিলেন "এ বিদেশে তোকে দেখবে শুনবে কে? তোর ভালর জন্যই বলচি, আমাদের সঙ্গে বাড়ী চল।"

"ওগো না, না, কেন জ্বালাচ্চ, ঘরে যাও" বলিয়া শ্যামা ইন্দিরার প্রতি ভীষণ কটাক্ষপাত করিল।

ইন্দিরা—"তবে এই টাকাটা রাখ, খরচপত্র করিস্।"

শ্যামা টাকা দূরে নিক্ষেপ করিল। হরিদাস ক্রোধ ও ঘৃণায় অধীর হইয়া ইন্দিরাকে বলিল "মা, এখনও ঐ পিশাচীকে দয়া করবেন? আপনার পায়ে পড়ি, গাড়ীতে উঠুন।"

[illegible] দিরা শঙ্কা [illegible] ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

গাড়ী চলিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। খুব মায়ের ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িল। ইন্দিরা একমনে স্বামীর কথা ভাবিতেছিলেন। দেবীপুর ছাড়িয়া স্বামীর একটা অপরিচিত স্থানে আগমন, জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগের চেষ্টা, এই সকল ঘটনা আলোচনা করিয়া তাঁহার মনে হইল সে দেবীপুর হইতে তাড়িতা হইয়াছে। আর সম্ভবতঃ রজনী তাহার কুহকজাল ছিন্ন করিয়াছে, অন্যথা সে সঙ্গে থাকিত। ভাবিতে ভাবিতে ইন্দিরার মনে আশা হইল বুঝি এতদিনে স্বামীর পদতলে স্থান পাইবেন। সে চিন্তা কি মধুর, কি হৃদয়স্পর্শী।

হরিদাস ডাকিল "মা"!

ইন্দিরা—"কি হরিদাস?"

হরিদাস—"আজ আপনাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দেব।"

ইন্দিরা হাসিয়া বলিলেন "তোমার অন্য পরিচয় জানতে আমি আর ব্যগ্র নই। তুমি যেই হওনা কেন, হরিদাস ত বটে?"

হরিদাস—"হ্যাঁ মা, হরিদাস এবং আপনার ছেলে। কিন্তু মা, পূর্ব্বে আমার আর এক নাম ছিল। সে পরিচয় দিলে পাছে আপনার অপার্থিব স্নেহ হারাই এই ভয়ে এতদিন গোপন রেখেছিলাম। এখন বেশ বুঝতে পেরেছি আপনি সামান্যা মানবী ন'ন। আমার পূর্ব্ব ইতিহাস আপনাকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না।"

ইন্দিরা—"সে কি বাপু, এমন কি পরিচয় দেবে যাতে তোমার প্রতি আমার স্নেহের হ্রাস হতে পারে? আমার মনে কখন প্রত্যয় হবে না,—এমন কি তুমি বল্লেও না, যে তোমার জীবনে কিছু পাপ আছে। থাক্, আর বলে কাজ নাই।"

হরিদাস—"মা, তোমার এমন স্নেহই বটে। সৌভাগ্যের মধ্যে আমি নিজে পাপী নই;——————"

ইন্দিরা—"থাক বাবা।"

হরিদাস—"মা, আমার জীবনের রহস্য আজ ব'লব। যশোহর জেলায় আমার আদি বাস। বড় গরিবের ছেলে, বিবাহের পর শ্বশুর গৃহে আশ্রয় লই। সেই আমার সর্ব্বনাশের সূচনা। মা,—অপবিত্র কথা আপনার কাছে উচ্চারণ ক'রতে পারি না, আভাসে বলি, স্ত্রীর কুব্যবহারে আমি গৃহত্যাগী হয়ে দীর্ঘকাল দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্চি। জীবন মরুভূমির মত জ্বালাময়, হৃদয় পিশাচের হৃদয়ের মত কঠিন হয়ে উঠেছিল। দৈবক্রমে এক সাধু পুরুষের সঙ্গ লাভ করি; তাঁর সান্ত্বনাপূর্ণ উপদেশে হৃদয়ের জ্বালা অনেকটা উপশম হয়েছিল। কিন্তু মা, আপনার পরিচয় পেয়ে এবং আপনার স্নেহ ও দয়া উপভোগ করে অবধি আমার যেন নূতন জীবন সঞ্চার হয়েছে।"

ইন্দিরা—"আহা, বাছা আমার।"

হরিদাস—"মা, ছেলের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন, রাক্ষসী শ্যামা সধবা না বিধবা?"

ইন্দিরা—"ওর স্বামী অনেক দিন নিরুদ্দেশ। লোকে বলে সে মারা গেছে, আমাদেরও সেই বিশ্বাস। তার নাম ছিল রামচরণ।"

হরিদাস—"হায়, লোকের কথা সত্য হলে আজ একজন হতভাগ্যের আর বহন কর্ত্তে হ'ত না। কিন্তু তা হবে কেন, পূ[illegible] পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে বাকি। বেঁচে আছে।"

ইন্দিরা—"বল কি হরিদাস, শ্যামার স্বামী বেঁচে আছে! ঠিক বটে, একজন গণক বাকি ঐ কথা বলেছিল।"

হরিদাস—"আমিই সেই গণক, আর আমিই রামচরণ।"

"তুমি! তুমি রামচরণ! হরিদাস, তুমি রামচরণ" বিস্ময়-বিকৃত কণ্ঠে ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কণ্ঠস্বরে হরিদাস চমকিয়া উঠিল। মাতার দেহকম্পনে খুকীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ন্যায় নিমেষ মধ্যে ইন্দিরার মনোরাজ্যে এক মহাবিপ্লব ঘটিয়া গেল। হরিদাসের নিকট রজনী অপরাধী, সুতরাং তিনিও ত অপরাধিনী।

হরিদাস বলিতে লাগিল "মা, আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না। আমি আর রামচরণ নই, এখন আমি হরিদাস। শ্যামার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নাই। তবে আমি সামান্য মানব, সংসারকীট; যখন মনে হয় শ্যামা আমার ইহজীবনের সুখ ধ্বংস করেছে তখনি তা'র প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ জন্মে। কিন্তু আপনার যে অপূর্ব্ব ক্ষমাগুণ দেখিছি তা স্মরণ করে মনকে শান্ত করি।"

ইন্দিরা কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিদাস ব্যগ্রভাবে বলিল "ওকি মা, আপনি কাঁদলেন কেন?"

ইন্দিরা—"হরিদাস, তুমি কি আর আমাদের স্নেহের চক্ষে দেখবে?"

হরিদাস—"কেন মা, এখন নূতন কি হয়েচে? আমি ত স জেনে শুনেই আপনার চরণ আশ্রয় করিচি। যেমন শ্যামা অপরাধ আমাকে স্পর্শ করে না, তেমনি আপনার স্বামীর অ রাধ আপনাকে স্পর্শ করবে না। এ কথা আমি আর আপনাকে কি বুঝাব মা?"

ইন্দিরা—"হরিদাস, আমার এক অনুরোধ রাখতে হবে।"

হরিদাস—"আজ্ঞা করুন।"

ইন্দিরা—"আমার স্বামীকে ক্ষমা ক'রতে হবে।"

হরিদাস—"আপনার গুণে আপনার স্বামীকে কেন শ্যামাকে পর্য্যন্ত ক্ষমা করিচি।"

ইন্দিরা—"আমার স্বামী যতই দোষী হ'ন তিনি আমার গুরু। তু করে মহত্বের পরিচয় দিলে, এক্ষণে করে সুপুত্রের পরিচয় দাও।"

হরিদাস—"সেই জন্যই ত আপনার সঙ্গে দেবীপুরে যাচ্চি। আমি স্থির করেছিলাম, আপনার স্বামীর উদ্ধারের জন্য যদি র রহস্যপ্রকাশ প্রয়োজন হয় তাও ক'রব। বোধ হয় তার প্রয়োজন হবে না, কারণ শ্যামা দেবীপুর ছেড়েচে।"

া উত্তীর্ণ হইয়াছে। দুই চারিজন পথিক তখনও রাস্তায় গতায়াত করিতেছিল। হঠাৎ একব্যক্তি শকটপার্শ্বে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "গাড়ী কোথায় যাবে?" হরিদাস সে রজনী।

হরিদাস বলিল "দেবীপুরে।"

রজনী—"দেবীপুরে কা'দের বাড়ী যাবে? আসচ কোথা থেকে?"

রজনীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র ইন্দিরার দেহমধ্যে বিদ্যুৎ উল্লাসে ছুটিয়াছিল। তিনি ব্যগ্রভাবে গাড়ীর সম্মুখভাগে অগ্রসর হই-লেন। দ্বারবান মুখ ফিরাইয়া মৃদুস্বরে বলিল "মা, ঐ আমার আপনার স্বামী।" মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ী থামিল। ইন্দিরা কম্পিত সত্বর বাহিরে আসিয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন এবং হাসিয়া, বলিলেন "তোমার গলার স্বর শুনিবামাত্র চিনতে পেরে-ছিলাম। আমরা আজ বাড়ী যাচ্চি।"

"ইন্দিরা, একি! ছি, এরূপভাবে বাপের বাড়ী থেকে আসতে তোমার লজ্জা হল না! সঙ্গে লোক নাই, কোন খবর নাই!" রজনী ক্রোধ ও বিস্ময়ভরে জিজ্ঞাসা করিল।

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া ইন্দিরা উত্তর দিলেন "সে দোষ আমার। তোমাদের খবর অনেকদিন না পেয়ে মন বড় অস্থির হল। যতগুলি চিঠি লিখলাম তার একখানিরও উত্তর পেলাম না। এমন অবস্থায় কতদিন বাপের থাকা যায়! তাই গাড়ী করে চলে এসিচি।"

রজনী—"বেশ করেচ! এখন যাও, নির্ভাবনায় দেবীপুরে বাস করগে।"

ইন্দিরা—"সে কি! কেন, তুমি কোথা যাচ্চ?"

রজনী—"বাড়ী গেলে সব জানতে পাবে। বাবা ঠাকুরদাসের সঙ্গে মিশে আমাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়েচেন। আমি দেবীপুর ছেড়ে যাচ্চি।"

এই অতর্কিত দুর্ঘটনার সংবাদে ইন্দিরা মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। চক্ষু মুছিয়া কাতরকণ্ঠে বলি-লেন "তুমি আমাদের সঙ্গে বাড়ী চল।"

[illegible] কার কাছে

[illegible]

রায় [illegible] জানি না। এতদিন যেখানে ছিলে সেই-খানে [illegible] ফিরে।"

ইন্দিরা—"খুকীকে একবার কোলে নেবে না? বাড়ী যাবে, কোলে উঠবে বলে আহ্লাদ কত্তে কত্তে খানিক আগে ঘুমিয়ে পড়েচে।"

রজনী—"থাক্, ওর ঘুম ভাঙ্গিয়ে কাজ নাই। এইমাত্র [illegible] ছিল?"

[illegible]র, এখনও শ্যামা! হরিদাস ক্রোধ ও ঘৃণায় অধীর

[illegible]া—"শ্যামা জলে ডুবে মরতে গেছিল, রক্ষা পেয়েচে। [illegible]র হাটে তাকে দেখে এলাম।"

রজনী আর বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে চলিল। হরিদাস ও ত্বরিতগতিতে তাহার সম্মুখীন হইয়া পথ অবরোধ করিল।

"পাজি, তোর এতবড় স্পর্দ্ধা আমাকে বাধা দিস!" বলিয়া রজনী হরিদাসকে ঠেলিল, কিন্তু সে এক পা ও হটিল না। রজনী মুহূর্তমধ্যে বৃহৎ যষ্টি উত্তোলিত করিল। হরিদাস ক্ষিপ্র-হস্তে তাহা ধৃত করিয়া বলিল "মিনতি করি, পাপের পথ থেকে ফের। একবার আমার মায়ের মুখখানির দিকে চেয়ে দেখ দেখি! আমার বুক ফেটে যাচ্চে, ও মুখ দেখেও কি তোমার কিছুমাত্র দয়া হয় না! হা ভগবান!"

রজনী দুই তিনবার প্রবল চেষ্টা করিয়াও যষ্টি উঠা[illegible] অসমর্থ হইল। [illegible] একপাশ দিয়া পলায়নের উপক্রম করিল। হরিদাসও যষ্টি ফেলিয়া সবলে হস্ত গ্রহণ করিল। ইন্দিরা কন্যা [illegible] হইলেন। রজনী তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল "ছি শেষে একটা গুণ্ডা দিয়ে তুমি আমার অপমান করলে! ঘর বাড়ী ছেড়েও রক্ষা নাই, পথে ঘাটে অপমান!"

ইন্দিরা রজনীকে হরিদাসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পদতলে পতিত হইয়া বলিলেন "আমি নিরপরাধিনী, কেন আমাকে ত্যাগ করবে? তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। তোমার যদি দেবীপুরে থাকা না হয়, আজ থেকে আমারও দেবীপুরের বাস উঠল। হেঁটে যাবে কেন, গাড়ীতে ওঠ, আমরা একত্রে যাই। হরিদাস, গাড়ী ফিরাও।"

হরিদাস মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতেছিল।

সেই করুণ আবেদনে রজনীর পাষাণ হৃদয় কথঞ্চিৎ বিচলিত হইল, কিন্তু তাহার মোহজাল ছিন্ন হইল না। রজনী বলিল "ইন্দিরা, তুমি দেবীপুরে যাও। আমি এখন কোথায় থাকি, কি করি কিছুই স্থির নাই; এ অবস্থায় আমার সঙ্গে তোমাদের যাওয়া কখন হতে পারে না। কিছুদিন পরে যদি গোলযোগ মিটে যায় তখন দেবীপুরে ফিরব।"

রজনীকে গমনোন্মুখ দেখিয়া হরিদাস পুনরায় বাধা দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইন্দিরা তাহাকে নিবারণ করিলেন। [illegible] মুহূর্তমধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

ইন্দিরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "হরিদাস, এ কি হ'ল বাবা! আর যে সইতে পারি না।"

হরিদাস—"হায় মা, বিধাতার লীলা কে বুঝবে। কি মতলবে, কত আশা করে এলাম, শেষে এই ঘ'টল। তা হক্, আপনি কাতর হবেন না। আমার অবস্থা মনে করে, আমার মুখ চেয়ে আরও কিছু দিন সহ্য করুন। এমন দিন আসবে যে দিন এই সব পূর্ব্বদুঃখ পুষ্পমালা বলে মনে ক'রবেন।"

আশ্চর্য্য সে বাক্য দৈববাণীর ন্যায় ইন্দিরাকে আশ্বস্ত করিল। ইন্দিরার মনে হইল সে দিন নিশ্চয়ই আসিবে।

"দিব্যচক্ষে দেখছি আপনার দুঃখের পর সুখ হবে, কিন্তু মা আমার সুখ এ জন্মের মত ধ্বংস হয়েচে" বলিয়া হরিদাস বসনাগ্রে চক্ষু মুছিল।

ইন্দিরা কাতরকণ্ঠে বলিলেন "বাবা, আমার প্রাণে আর কষ্ট দিও না। আমার যদি সুখের দশা আসে ত তোমারও আসবে। তোমার সুখ না হলে আমার সুখ অপূর্ণ।"

হরিদাস—"মা, গাড়ীতে উঠুন।"

ইন্দিরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "হরিদাস, এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?"

হরিদাস—"অনুমতি করুন।"

ইন্দিরা—"স্বামীর গৃহেই যাই। আমি সেখানে থাকলে কে বোধ হয় এমন করে বাড়ী ছেড়ে যেতে হ'ত না।"

ইন্দিরা শকটারোহণ করিলেন। শকট দেবীপুরাভিমুখে চলিল।

অতঃপর উদ্বাহ কার্য্য আরম্ভ হইল। সুরেশ "ছাঁদনাতলায়" নীত [illegible]

বিরোধ ও [illegible] [illegible] সুরেশকে বিপন্ন দেখিয়া [illegible] বদ্ধপরিকর হইল, কিন্তু প্রকাশ্যে রক্ষা হওয়া দূরে থাক তন্মুহূর্ত্তে পীড়নের মাত্রা বাড়িয়া গেল। কেহ কেহ বলে রাম নাকি ভয় কাঁদিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঠাকুরদাস সভা হইতে বলিলেন "তৎকার্ শক্তি, দেখিস যেন বরের ওপর কোন রকম অত্যহই জানি হয়।" তখন সাতপাকের ব্যাপার। ঠাকুরদাসের কথারদস্বরে ব [illegible] অতুল ও পান্নালাল বলিল "আজ্ঞে তা আর বলতে।" [illegible] কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই পীঁড়ির আঘাতে সুরেশ দুইপদ হ [illegible] ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা হাস্যরোল উঠিল।

কিন্তু [illegible] ল মিত্রদ্রোহিতার সমুচিত প্রতিফল পাইয়াছিল। অনুপমা য [illegible] লে সুরেশের বরণ করিতেছিলেন সেই সময়ে ধরণীর স্ত্রী তাঁহা [illegible] পার্শ্বে ছিলেন। সুরেশের নিকটে অতুল দণ্ডায়মান। কোন রসিকা রমণী ধরণীর স্ত্রীকে বলিলেন "ওগো, বরণ ডালাটা নিয়ে তোমার জামাইকেও এই সঙ্গে বরণ করে ফেল না। [illegible] র দুটি বন্ধু, মেয়েরাও সই; কাজ এক সঙ্গে হয়ে গেলে [illegible] ভাল।" অপর একজন বলিল "আর, এক যাত্রায় [illegible]" বালিকাগণ উচ্চহাস্যে মহাকৌতুক প্রকাশ করিল; গৃহিণীরাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অতুল পলাইয়া নির্ব্বাচিতকে বাঁচিল, কিন্তু পলায়ন কালে সে একটা খুঁটিতে বাধিয়া আছাড় খাইয়াছিল।

বিবাহের পর ব্রাহ্মণভোজন। ধরণী পরিবেশনের ভার

পাইয়াছিলেন। পরিবেশন করিতে করিতে রুদ্রনাথ যে
পং— দিয়াছিলেন তথায়
মহাশয়ের পাতে
তাহাতে কতিপয় খলপ্রকৃতি
উপলব্ধি করিয়া পরস্পর কৌ

তৎপরে বাসর। বাসর ঘরে হিরণ্ময়ী সুরেশকে বিরক্ত জ্বালাতন
ল। সে সারারাত্রি অশোকের পার্শ্বে বসিয়া ফুস্ ফুস্
করিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, সুরেশের তন্দ্রাবেশ
দেখিবামাত্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলির প্রাণপণ শক্তিতে চিম্ ছিল
(কারণ সে জানিত বাসরঘরে বরের ঘুমান হবে, কিন্তু এবং
"একটা গাণ করনা" বলিয়া পুনঃ পুনঃ হুকুম দিয়া ছিল।
শেষে বিপন্ন হইয়া সুরেশ বলিল "তবে অতুলকে ; আমি
একা পেরে উঠব না।" প্রাচ

হিরণ্ময়ী সদর্পে উত্তর দিল "তা ডাক না, ত মোও দুজন
আছি। সই তোমার বন্ধুর মহড়া নেবে।"

হঠাৎ অশোকের মুখ ফুটিল। সে বলিল "দূর পোড়ার-
মুখী, তিনি যে আমার দাদা হন।"

বাসরে হাস্যরোল উত্থিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কথাটা
বাসরঘরের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক বহিঃস্থ রমণী শ্রুতিগোচর
হইয়া তাঁহাদের কৌতুক সঞ্জাত করিল। বরণঘা স্ত্রী হাসিতে
হাসিতে অনুপমাকে বলিলেন "ভাই, শুনেচ মেয়েদের কথা ?"

অনুপমা—"ওমা তাইত, তোমার হিরণ এতও কি রঙ্গ
জানে। এখন বে হয়ে সব বেঁচে থাক, সুখের ঘরকন্না করুক,
ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা ।"

বিনা বিঘ্নে, অতীব আনন্দোৎসবসহকারে অশোকের বিবাহ সম্পন্ন হইল। পরদিবস অশোক শ্বশুরগৃহে যাইবে। বিদায়ের সময় বাটীর সকলেই অশোকের ক্রন্দনে যৎপরোনাস্তি বিচলিত হইলেন। রোরুদ্যমানা হিরণ্ময়ীকে ঠাকুরদাস বুঝাইলেন—"আরে পাগলি কাঁদিস কেন, অশোক এলে তবে তোর বে হবে জানিস ত।"

বাদ্যরোল মধ্যে বাহকেরা পাল্কী উঠাইল। এক যুবক-হৃদয়ে তৎকালে যে তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারিল না। অতুল সুরেশের কর গ্রহণপূর্ব্বক গদগদস্বরে বলিল "ভাই, অশোককে যত্ন করো।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অতুলের বিবাহসংক্রান্ত ঘটনার সংক্ষেপ বিবৃতি আমরা প্রয়োজন মনে করি, কারণ প্রত্যেক লিখিত নরনারীর চরিত্র তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ প্রকটিত হইবে।

অশোক শ্বশুরগৃহ হইতে আসিয়াছে, সুরেশও আসিয়াছে। ঠাকুরদাসের গৃহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সম্মিলনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অভ্যাগতের অভ্যর্থনার ভার রাধিকাপ্রসাদ বিজয়ের উপর ন্যস্ত। নবজামাতা সুরেশ ও সানন্দে বন্ধুর বিবাহে উৎসাহী হইয়াছেন।

অনুপমা, মহালক্ষ্মী ও অশোক অতুলের গৃহে সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। চারুশীলা তাঁহাদের হস্তে সমগ্র ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত। দুঃখিনীর প্রাণে আজ অসীম আনন্দ। তিনি বলিয়াছিলেন 'অতুলের সব ভার যখন উঁরা নিয়েছেন তখন আর আমার ভাবনা কি।'

অশোক হাসিমুখে ছোটখাট কাজ করিতেছিল, এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যে সকল আমোদ কল্পনায় স্থির করিয়াছিল বিমলাকে তাহার আভাস দিতেছিল, অতুলদাদাকে বরবেশে কিরূপ দেখাইবে তাহার বর্ণনা রাত্রির চিরপ্রচলিত ঠাট্টা সম্বন্ধে অতুলকে সতর্ক করিয়া দিতেছিল।

ঠাকুরদাস রুদ্রনাথকে

যা'তে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় তা করো।" রুদ্রনাথ উত্তর দিলেন "অতুল কিছু আমার পর নয়, আমাদেরই ছেলে। ওর বে যেমে হলে দেখ্‌তে ত আমারই কর্ত্তব্য। তবে কি জান, একা মানুষ, প্রাচীন, আজে শরীর বড় অপটু হয়েচে। আর তোমরা যখন রয়েচ তখন বেশ যশের সঙ্গে কর্ম্ম সম্পন্ন হবে সন্দেহ নাই" ইত্যাদি। ঠাকুরদাস তাঁহার মনোভাব বুঝিয়াও বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন।

চারুশীলা রুদ্রনাথের স্ত্রী ও ইন্দিরাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিনীত-ভাবে বলিলেন যে তাঁহারা ভারগ্রহণ না ক[illegible] অসম্পূর্ণ হইবে, যেহেতু অতুল তাঁহাদের আশ্রিত, অতুলের পিতা তাঁহাদের অন্নে মানুষ। গৃহিণী উত্তর দিলেন [illegible] আমাদের আর নেমন্তন্ন কত্তে হবে না। [illegible] নাতির বে বড় আহ্লাদের কাজ। কিন্তু মা, সব জানত, [illegible] আমোদ আহ্লাদ আর কত্তে ইচ্ছা হয় না।"

ইন্দিরা বলিলেন "দিদি, এত মনোকষ্ট, এত যন্ত্রণার মধ্যে ও আমি একটা কথা ভুলিনি। অনেক পূর্ব্বে,—অতুল যখন বার বছরের ছেলে, একদিন তোমাকে বলেছিলাম যে অতুল বে করে এলে বৌকে আমি ঘরে তু'লব। আমার হাসি আনন্দের দিন গেছে সত্য, তবু সে সাধ পুরা'ব; অতুলের বেতে একটু আহ্লাদ ক'রব।" চারুশীলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ভাই, এ সততার পুরস্কার ভগবান অবশ্যই দেবেন।"

করিলেন "অতুলের বাড়ীতে কা'রও যাওয়া হবে না।"

[illegible] "ওমা, এইমাত্র যে অতুলের মা কত সাধ্যসাধন

করে নিমন্ত্রণ করে গেল। আমি বুড়ো মানুষ, না হয় নাই গেলাম; বৌমার আর যেতে দোষ কি?"

রুদ্রনাথ—"আরে না না, কেউ যেতে পাবে না। অতুল দলাদলির সময় আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেচে তা এ জীবনে ভুলতে পারব না। ওর মুখদর্শন কত্তে নাই। ব্যাটা খৃষ্টানের মেয়ে বে করে সাত পুরুষ উদ্ধার ক'রবেন!"

গৃহিনী প্রতিবাদ করিলেন; রুদ্রনাথ তাহাতে অধিকতর বিরক্ত হইলেন। পরিশেষে কর্ত্তার হুকুম বলবৎ রহিল।

অপরাহ্নে চারুশীলা ডাকিতে আসিলে ইন্দিরা বিষাদভরে বলিলেন "দিদি, কি করব, আমাদের যাওয়া নিষেধ হয়েচে। তুমি দুঃখ কর না। আমি ঘরে থেকে সব দেখব, আর ছেলে ও বৌকে আশীর্ব্বাদ করব।"

সন্ধ্যার সময় বিবাহের বাদ্য বাজিল। অতুল বরবেশে শিবিকায় উঠিলে রমণীগণ হুলুধ্বনি করিলেন। পাড়া আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল। কেবল রুদ্রনাথ শয়নপ্রকোষ্ঠে একাকী উপবিষ্ট হইয়া সেই উৎসবকোলাহলে বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গি করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্বিতলের এক কক্ষে করলগ্ন-কপোলে উপবিষ্টা ইন্দিরা স্বীয় অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিলেন।

অতুলকে রওনা করিয়া অনুপমা মহালক্ষ্মী প্রভৃতি কয়েক-জন গূঢ়মন্ত্রণায় বসিলেন যে এইবার কন্যাকর্ত্তার গৃহের ব্যাপার দেখিতে যাইবেন কি না। বিবাহটা দেখা একান্ত সাধ এবং ধরণীর স্ত্রীর নিমন্ত্রণ ও উপেক্ষনীয় নহে। পক্ষান্তে, অতুল ঘরের ছেলে বলিয়া 'কনের বাড়ী' যাওয়ায় চক্ষুলজ্জা ও আছে। অনেক বাগ্বিতণ্ডা, 'হাঁ' ও 'না', হাসি ও গাম্ভীর্য্যের পরে না যাওয়াই

করে নিমন্ত্রণ করে গেল। আমি বুড়ো মানুষ, না
গেলাম ; বৌমার আর যেতে দোষ কি ?”

রুদ্রনাথ—“আরে না না, কেউ যেতে পাবে না।
দলাদলির সময় আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেচে তা এ
ভুলতে পারব না। ওর মুখদর্শন কত্তে নাই। ব্যাটা খৃ পাঁচদিন
মেয়ে বে করে সাত পুরুষ উদ্ধার ক'রবেন !” স্বামী-

গৃহিণী প্রতিবাদ করিলেন ; রুদ্রনাথ তাহাতে অ য় সঙ্গে
বিরক্ত হইলেন। পরিশেষে কর্ত্তার হুকুম বলবৎ রহিল চক্ষুচাঞ্চল্য

অপরাহ্নে চারুশীলা ডাকিতে আসিলে ইন্দিরা
বলিলেন “দিদি, কি করব, আমাদের যাওয়া নিে কালে অতীব
তুমি দুঃখ কর না। আমি ঘরে থেকে সব দেখব ল-পরিবারকে
ও বৌকে আশীর্ব্বাদ করব।” তাহাদের কোন

সন্ধ্যার সময় বিবাহের বাদ্য বাজিল। অতুল তাহাতে কর্ণপাত
কায় উঠিলে রমণীগণ হুলুধ্বনি করিলেন। থর গৃহে দেখাইতে
কোলাহলে পূর্ণ হইল। কেবল রুদ্রনাথ থাক, তিনি নববধূকে
উপবিষ্ট হইয়া সেই উৎসবকোলাহলে না করিলেন, এবং রাম-
দিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্বিত প্রকাশ করিলেন। তৎ
পার্শ্বে উপবিষ্টা ইন্দিরা স্বীয় অদ ইন্দিরার হস্তে অর্পণ করিয়া
হুকা কে রওনা করিয়া লেন।

চারু বসিলেন ক বলিলেন “মা, ইনি তোমার খুড়ী
মা, প্রণাম ক কি ইন্দিরা প্রণতা হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে লইয়া
মুখচুম্বন ও প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইন্দিরাকে
দেখিবামাত্র হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। সেই
বিষাদমাখা সুন্দর মুখে, স্নেহপূরিত বিস্ফারিত নয়নযুগলের শান্ত

দৃষ্টি এবং অকপট ব্যবহারে হিরণ্ময়ীর মনে হইল ইনি সামান্যা রমণী নহেন। ইন্দিরা পরম যত্নে হিরণ্ময়ীকে খাওয়াইয়া ক্রোড়ে করিয়া অতুলের গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

ইন্দিরা অবসরকালে অতুলের গৃহে আসিতেন, হিরণ্ময়ীকে আদর যত্ন করিতেন, চুল বাঁধিয়া দিতেন এবং সঙ্গে করিয়া পুকুরে লইয়া যাইতেন। ইন্দিরার জীবন অপূর্ণ, অপরের পূর্ণ জীবন দেখিলে তিনি সুখী হন, তাই হিরণ্ময়ীকে স্বামী-সোহাগিনী করিতে তাঁহার একান্ত সাধ। হিরণ্ময়ী সে অকপট স্নেহে মুগ্ধ হইয়া প্রায়শঃ রুদ্রনাথের গৃহে যাইত, কখন অশোক তাহার সঙ্গে থাকিত। ইন্দিরা রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে বালিকাদ্বয় তাঁহার কাছে বসিয়া কথোপকথন করিত; অনেক সময়ে গৃহকার্য্যে তাঁহার সহায়তাও করিত। ফলতঃ রুদ্রনাথের কুটিলতার বিষময় ফল চারুশীলা ও ইন্দিরার ঔদার্য্যগুণে অঙ্কুরিত হইতে না হইতে বিনষ্ট হইল।

একদা প্রভাতে রাজমোহন রুদ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হইলেন। রুদ্রনাথ বিমর্ষবদনে কি ভাবিতেছিলেন; নয়নযুগল ভূমিনিহিতদৃষ্টি, ঈষৎ রক্তাভ এবং অশ্রুপূর্ণ; হুকা হস্তে রহিয়াছে মাত্র, তিনি ধূমপান করিতেছেন না। রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা, কি হয়েছে? এ ভাব কেন?"

রুদ্রনাথ তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন "ভাই, আমার জীবনে কিছুমাত্র সুখ নাই। দিবারাত্রি দুঃখের ভাবনায় অস্থির হয়েচি। ব্রাহ্মণী ও বৌমার চখের জল দেখে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। রজনী ত আমারই জন্য দেশত্যাগী।"

রাজমোহন—"সেকি দাদা! যে ছেলে বাপের গায়ে হাত

তোলে, বাপকে বাড়ী থেকে তাড়াতে চায়, তার জন্য আবার দুঃখ!"

রুদ্রানাথ "মোহন, ভেবে দেখ রজনীর দোষ ছিল না। আমরা দলাদলি করে শেষে আমরাই ভাঙ্গলাম, এতে তার রাগ হতেই পারে। তা যাই হ'ক, ছেলে ত বটে। গিন্নী দুবেলা কাঁদেন, বৌমা বিষণ্ণমুখে কেবল ভাবেন। বল দেখি ভাই, এ অবস্থায় কি বাড়ীতে বাস করা যায়।"

রাজমোহন—"তাইত দাদা, আপনার ত বড় মুস্কিল। কিন্তু ভেবে দেখুন, রজনী ফিরে এলে শ্যামাও আসবে, আবার সেই অশান্তি আরম্ভ হবে, আপনি কখন সুখে বাস করতে পারবেন না।"

রুদ্রনাথ—"এখনই কোন্ সুখে বাস কচ্চি! আমার ইচ্ছা রজনী এসে বাড়ীতে বাস করুগ, আমি ব্রাহ্মণীকে নিয়ে কাশী যাই।"

রাজমোহন—"রজনী কোথা আছে খবর পেয়েচেন?"

রুদ্রনাথ—"খবর পেলে বাড়ী আনবার চেষ্টা ক'রতাম। সে কি আর এ দেশে আছে। থাকলেও সমাজে কি আর সে স্থান পাবে।"

রাজমোহন—"সমাজদণ্ড আপনারই জন্য। আপনি যদি ক্ষমা করেন তা হলে সমাজ কেন ক্ষমা ক'রবে না?"

রুদ্রনাথ নীরব রহিলেন।

রাজমোহন—"অতুলের বিবাহে আপনি যান নি, বাড়ীর মেয়েদেরও যেতে দেন নি, তাতে একটা কথা হয়েছে।"

রুদ্রনাথ—"অতুলের সে দিনের ব্যবহারটা মনে কর দেখি।

দেখতে ওই টুকু ছেলে, কিন্তু কি আস্পর্দ্ধা! ছোঁড়ার ওপর বড়ই ঘৃণা জন্মেচে! লোকে যাই বলুক না, এ জীবনে ওর বাড়ীতে পা দেব না।"

রুদ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তা আর বলতে হবে কেন বাপু, অতুল ত আমাদের ঘরের ছেলে ;—অতি ধীর, শান্ত-স্বভাব, বুদ্ধিমান। ওর ভালই হবে। বিশেষ তোমার আশ্রয় যখন পেয়েচে, একটা উপায় করে দিতে পারবে। (ঠাকুর-দাসকে) ভায়া, তোমার রাধিকার জামাইটিও মন্দ হয়নি, ...র্বাংশেই উপযুক্ত।"

...ভাই, এ অবস্থার আর ...থা কি। কুলীনের ঘরে ওরূপ সম্ব-

রাজমোহন—"তা হ'তে দাদা।"

...ভেবে দেখুন, রজনী ফিরে এসে, আপনি নাকি গ্রামের কয়েক অশান্তি আরম্ভ হবে, আপাল সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন?"

পারবেন না।" ...স্থানে অনেকের সঙ্গে সৌহার্দ্য

রুদ্রনাথ—"এখনই কোন্ চার জনের চাকরী করে দিতে ইচ্ছা রজনী এসে বাড়ীতে বাস ...ও নিয়ে যেতে ইচ্ছা ছিল।"

কাশী যাই।" ...আঘাত লাগিল। তিনি তৎপর

রাজমোহন—"রজনী কোথা আছে চাকরী কত্তে বরাবরই

রুদ্রনাথ—"খবর পেলে বাড়ী আন...জন্য পরের দাসত্ব করব না, কি আর এ দেশে আছে। থাকলেও ... অন্নবস্ত্রের কষ্ট কখন স্থান পাবে।" ...ড়া মানুষ হল না,

রাজমোহন—"সমাজদণ্ড আপনারই জন্য।

ক্ষমা করেন তা হলে সমাজ কেন ক্ষমা ক'রবে না বিরক্তিসহকারে

রুদ্রনাথ নীরব রহিলেন। ...রজনীর কিসের

রাজমোহন—"অতুলের বিবাহে আপনি যানন্ত ও সে ধরণীর মেয়েদেরও যেতে দেন নি, তাতে একটা কথা হয়েছোলে তা হতে

রুদ্রনাথ—"অতুলের সে দিনের ব্যবহারটা মনে

রাজমোহন—"আপনার মনস্তুষ্টির জন্য বরণী আজকাল বড় ব্যগ্র দেখতে পাই।"

রুদ্রনাথ—"কোন প্রয়োজন নাই! আমি কে? সমাজের একজন নগণ্য লোক বইত নয়। যাকে হাতে রাখলে কাজ হবে বরণী তাকে সন্তুষ্ট রেখেচে। ভাই, আমি সব বুঝি। এই কর্ম্মে চুল পাকিয়েচি।"

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়া রাধিকাপ্রসাদ ও ধরণী-ধর নিশ্চিন্ত হইলেন। অতুলের বিবাহের অল্পদিন পরে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল, উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতুল প্রথম শ্রেণীর সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলের আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হইল। এতদুপলক্ষে স্ত্রী মহলে একটী কথা উঠিয়াছিল যে মেয়ে দুটী বড় ভাগ্যবতী। হিরণ্ময়ীর তাহা সহ্য হয় নাই। সে অশোককে বলিল "দেখলি সই অনাছিষ্টি। আমরা ভাগ্যবতী না ওরা ভাগ্যবান। আমাদের পয়ে পাশ হল, কিন্তু পোড়া লোকে তা বলবে না।" দৈবগতি কথাটা প্রচারিত হওয়ায় হিরণ্ময়ীকে রমণীসমাজে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল, কিন্তু মুখরা বালিকা অপ্রতিভ হয় নাই।

রাধিকাপ্রসাদ সপরিবার কলিকাতায় আসিলেন, কেবল অশোক দেবীপুরে মহালক্ষ্মীর নিকট রহিল। ধরণী পরিবার বাটী রাখিয়া একাকী কর্ম্মস্থানে গিয়াছেন। অশোক ও হিরণ্ময়ী পরম আনন্দে পরস্পরের বন্ধুত্ব উপভোগ করিতে লাগিল। হাসি খুসি, আত্মীয়তা ও মনের কথার বিনিময়ে সখীদ্বয়ের সময় সুখে কাটিতে লাগিল। কোন দিন অশোক ধরণীর গৃহে আসিয়া সেই খানেই দিবারাত্রি অতিবাহিত করিত। আবার কোন দিন হিরণ্ময়ী ঠাকুরদাসের গৃহে আসিয়া অশোকের হস্তে আটক হইত। মহালক্ষ্মী পরম

যত্নে অশোক ও হিরণ্ময়ীকে খাওয়াইতেন, তাহাদের চুল বাঁধিয়া দিতেন, কাছে লইয়া শুইতেন, এবং বিহঙ্গম বিহঙ্গমী, রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্প বলিয়া তাহাদের চিত্ত-বিনোদন করিতেন। সেই সুযোগে বালিকাদ্বয় ঠাকুরদাসের মস্তকের পাকাচুল তুলিয়া দুপয়সা উপরি লাভের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। পক্ককেশোৎপাটনকার্য্যে তাহাদের তৎপরতা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল দেখিয়া ঠাকুরদাস একদিন বলিয়াছিলেন "ও হিরণ, দেখিস যেন মাথায় একেবারে টাক পাড়াস্ না।" হিরণ্ময়ী উত্তর দিয়াছিল "তা দাদা মহাশয়, ঠগ্ বাছতে যদি গাঁ উজাড় হয় ত আমরা কি করব।"

অতুল রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছে। এক্ষণে সংসারের দায়িত্ব চিন্তায় সে সর্ব্বদা বিষণ্ণ। প্রাপ্তবয়স্কা ভগিনীর উদ্বাহচিন্তা তাহাকে প্রধানতঃ উদ্বিগ্ন করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা একরূপ শেষ হইয়াছে,—স্বাধীনচেতা যুবক ভাবিত অতঃপর সংসারের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ না করা তাহার পক্ষে বড়ই লজ্জার কারণ। আশু অর্থোপার্জ্জন একান্ত আবশ্যক। কি করিবে, কোন পথে যাইবে এই ভাবনায় অতুল অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। ধরণী রাধিকাপ্রসাদকে বলিয়া গিয়াছিলেন অতুল যেন নিশ্চিন্ত হইয়া আইন অধ্যয়ন করে, সংসারের ভাবনা তাহাকে ভাবিতে হইবে না। সে প্রস্তাবটা অতুলের মনে ধরিতেছে না। অতুলের ব্যাকুলতা দেখিয়া রাধিকাপ্রসাদ ও অনুপমা উদ্বিগ্ন হইলেন।

অনেক তোলাপাড়ার পর অতুল একদা একটা অল্পবেতনের শিক্ষকতা গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাধিকাপ্রসাদের সম্মতি

চাহিল। রাধিকাপ্রসাদ বলিলেন "না বাপু, আমি ওতে মত দিতে পারি না। তোমার শ্বশুরও কখন মত দেবেন না। শিক্ষকতা গ্রহণ কল্লে তোমার ভবিষ্যতের উন্নতির কোন আশা থা'কবে না।"

অনুপমা বলিলেন "আমিও তাই বলি। বিজয় ও সুরেশ আইন পড়চে, তুমিও আইন পড়। অত ব্যস্ত কেন হচ্চ বাবা? আমরা থাকতে, তোমার অমন শ্বশুর থাকতে কিসের ভাবনা। আমরা কি বিমলের বে দিতে পারব না?"

"খুড়ীমা, এপর্য্যন্ত আমি মা, ভাই, বোনের জন্য কিছুই কত্তে পারি নি। আমার মন আর প্রবোধ মানচে না। এখন ও দুবৎসর আইন পড়ে তারপর ওকালতিতে টাকা উপার্জ্জন কি আমার দ্বারা হবে। মার ত ঐ শরীর, ততদিন মা যদি না বাঁচেন তা হলে যে আমার দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না।" বলিতে বলিতে অতুলের কণ্ঠরোধ হইল।

সে মাতৃবৎসলতায় অনুপমার নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। স্নেহভরে অতুলের গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন "বাবা, ও কথা বলিস না, আমার বড় কষ্ট হয়। তোর ভাল হবে দেখিস, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কোন কাজ করিস না।"

রাধিকা—"দেখ অতুল, ইদানীং বৎসর বৎসর পরীক্ষা দ্বারা কয়েকজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। এ বৎসরের পরীক্ষা আর সাত মাস পরে হবে। আমি বলি তুমি সেই পরীক্ষা দাও। ভগবানের কৃপায় যদি উত্তীর্ণ হও ত আশু তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। যদি না হও তখন যা কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে।"

অনুপমা সে প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। অতুল পর-দিবস হইতে পরীক্ষার পাঠে নিবিষ্ট হইল।

আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অতুল পড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইল সেই পরীক্ষার উপর জীবনের সকল আশা নির্ভর করিতেছে। দিনের পর দিন যেন চক্ষুর পলকে কাটিতে লাগিল। রাধিকাপ্রসাদ ও অনুপমা তাহার অধ্যবসায়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। হিরণ্ময়ীর প্রথম প্রেমলিপি পড়িয়া রহিল; অতুল তাহার উত্তর দেওয়ার অবসর পাইল না।

প্রথম লিপির উত্তর না পাইয়া হিরণ্ময়ী ক্রোধ ও অভিমান-ভরে আশোককে বলিল "পোড়ারমুখি, তোর কথা শুনেই ত আমার এই অপমান।" অতুলকে আর কখন পত্র লিখিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া হিরণ্ময়ী অশোকের শিক্ষাভার গ্রহণ করিল। অশোককে উপলক্ষ মাত্র করিয়া সে সুরেশকে পত্র লিখিত, সুরেশের পত্রের উত্তর দিত, এবং পত্রে গান ও কবিতার ছড়া-ছড়ি করিয়া সাধ মিটাইত। অশোকের প্রত্যেক লিপির নিম্নে হিরণ্ময়ী নিজের জবানী কিছু কিছু লিখিত, এবং প্রতি পত্রে সুরেশকে দেবীপুরে আসিতে অনুরোধ করিত। সুরেশ আইন-অধ্যায়ী, সুতরাং তাহার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সে নিয়মিত পত্রের উত্তর দিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী একদা অশোককে বলিল "দেখ ভাই, সুরেশ ঠিক আমার মনের মত মানুষটী। তোর অতুলদাদা যেমন, তুইও তেমনি। মেরে ধরে না লেখালে তুই চিঠি লিখতে চাস না।"

অশোক—"অতুল দাদায় যদি তোর মন না ওঠে, না হয় ওকে নে।"

লিখিতে লজ্জা করে, হিরণ্ময়ী উত্তর দিল "তবে আয় বদল করি।"

অশোক সক্রোধে হিরণ্ময়ীর পৃষ্ঠে গুম্ গুম্ কিল মারিয়াছিল এবং একদিন ভাল করিয়া কথা কয় নাই।

অশোক একদা হিরণ্ময়ীকে বলিল "তোর হয়েচে চোরের ওপর রাগ করে মাটীতে ভাত খাওয়া। অতুলদাদাকে আর একখানা চিঠি লেখ।"

হিরণ্ময়ী অশোকের অঙ্গুলি মটকাইয়া বলিল "আমার কি ঘেন্না পিত্তি নাই! ফের ওকথা বলিস ত সুরেশের নাক কেটে দেব।"

অশোক—"দিস, কিন্তু আমার কথাটা রেখে। অতুলদাদা কি একজামিন দেবেন, তার পড়ায় ব্যস্ত আছেন। তুই আর এক-খানা চিঠি লেখ না, এবার নিশ্চয় উত্তর পাবি।"

হিরণ্ময়ী—"উঃ, কি আমার একজামিন দেনেওয়ালা রে! আর ত কেউ কখন একজামিন দেয় নি, বা একজামিন দিয়ে পাস হয় নি!"

অশোক নিষেধ না মানিয়া দোয়াত কলম কাগজ আনিয়া দিল। হিরণ্ময়ী তাহাতে সুরেশকে পত্র লিখিল। শুনা যায়, এ পত্রখানি আকার ও বিষয়ে পূর্ব্বের সকল পত্রের উপর টেক্কা দিয়াছিল।

সাত মাস পরে অতুল পরীক্ষা দিয়া বাটী আসিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহার দেহ কৃশ হইয়াছিল। অতুলের আকৃতি দেখিয়া মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রু ত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন "আহা বাছা, আমাদের জন্য তোর এই কষ্ট; এক দিনের তরেও মনের

সুখ পেলি না।” হিরণ্ময়ী হাস্যমুখী অশোককে স্পর্দ্ধাসহকারে বলিয়াছিল “ওলো দেখে নিস আমি ওর সঙ্গে কথা কইব না”, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই। প্রথম মিলনের রাত্রে অতুলের শীর্ণ দেহ দেখিয়া হিরণ্ময়ী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল “যাতে শরীর খারাপ হয় তেমন পরিশ্রম কি ক’রতে আছে! শরীর বড় না পয়সা বড়?” অশোক আড়ি পাতিয়া তাহা শুনিয়াছিল।

মাতার স্নেহ যত্নে অতুল অল্পে অল্পে সুস্থ হইতে লাগিল। পরীক্ষার ফল প্রকাশের অপেক্ষায় সে দুদিন দশ দিন করিয়া একমাস গৃহে অতিবাহিত করিল। অতঃপর দিনত্রয়ের সঙ্গে অতুলের নৈরাশ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। হিরণ্ময়ী স্বামীকে অন্যমনা করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইত। অশোকও অবসর কালে অতুলের কাছে বসিয়া কথোপকথনে তাহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিত। অশোকের চেষ্টা বুঝি অধিকতর ফলবতী হইত কারণ সে গল্প করিতে বসিলে অতুল সকল দুশ্চিন্তা ভুলিয়া যাইত। প্রথম যৌবনের সুখস্বপ্নের জীবন্তমূর্ত্তিকে দেখিলে অতুলের প্রাণে যে বিমল আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইত তাহা বর্ণনাতীত।

একদা গভীর নিশীথে হিরণ্ময়ী নিদ্রিতা, অতুল একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ী স্বপ্নাবেশে কাঁদিয়া জাগ্রত হইল। অতুল জিজ্ঞাসা করিল “কি হয়েচে হিরণ, কাঁদলে কেন? স্বপন দেখেচ?”

হিরণ্ময়ী—“হ্যাঁ”।

অতুল—“দুঃস্বপ্ন বুঝি?”

হিরণ্ময়ী—"না, এমন দুঃস্বপ্ন নয়। কিন্তু তোমাকে বল্ব না। শুনলে তুমি হাসবে।"

অতুল নাছড়। অগত্যা হিরণ্ময়ী বলিল "স্বপ্ন দেখলাম যেন বেহারারা পাল্কী নিয়ে বসে আছে। আমরা যেন বিদেশে যাব তাই পিসিমাদের বাড়ী বিদায় নিতে গেছি। অশোক আমার গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল, আমিও কাঁদলাম।"

অতুল হাসিয়া বলিল "ভাল বটে, তবে স্বপ্ন। এ স্বপ্ন কি সফল হবে।"

পরদিন প্রভাতে অশোক ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া চারুশীলাকে বলিল "জ্যাঠাইমা, কাল রাত্রে আমি এক সুস্বপ্ন দেখিচি। যেন অতুলদাদার বড় চাকরী হয়েচে, তোমরা কর্ম্মস্থানে যাবার উদ্যোগ কচ্চ, হিরণ যেন আমার গলা জড়িয়ে কাঁদচে। অতুল দাদা নিশ্চয় পাশ হবেন।"

চারুশীলা অশোকের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "আহা মা তাই নাকি আবার হবে, সে দিন নাকি আসবে!"

কিন্তু অতুল ও হিরণ্ময়ীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অশোককে একান্তে লইয়া গিয়া হিরণ্ময়ী তাহার স্বপ্নের কথা শুনাইল। অশোক সানন্দে বলিল "তবে আর কোন সন্দেহ নাই। দুজনে এক সময়ে একই স্বপ্ন দেখ্‌লে সে স্বপ্ন সফল হয়।"

তাহাই হইল। সেই দিবস রাধিকাপ্রসাদের টেলিগ্রাম আসিল অতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্দ্ধমানের ডেপুটী-মাজিষ্ট্রেটের পদে মনোনীত হইয়াছে। পুলক-কণ্টকিতদেহে অতুল মাতার পদধূলি শিরে লইয়া সেই শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিল। মহাসমুদ্রে ভেলায় ভাসমান ব্যক্তির স্থলপ্রাপ্তির

আশার ন্যায় সে সংবাদে মাতা কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, তৎপরে অতুলের মুখচুম্বন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া আনন্দভরে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। চারুশীলা হিরণ্ময়ীকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন "মা, তুমি সত্যই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী।" আনন্দে হিরণ্ময়ীর চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সংবাদ গ্রামে প্রচারিত হইল। আহ্লাদে অধীর হইয়া ঠাকুরদাস অতুলের গৃহাভিমুখে ছুটিলেন, পথে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই বলিলেন 'শুনেচ, আমাদের অতুল হাকিম হয়েচে!' মুখভরা হাসি লইয়া 'অতুলদাদা পাশ হয়েচেন' বলিতে বলিতে অশোক ছুটিল। মহালক্ষ্মীও আনন্দভরে দ্রুত চলিলেন। সকলে অতুলের গৃহে সমবেত হইয়া অতুল-পরিবারের আনন্দে যোগদান করিলেন। ঠাকুরদাসের পদধূলি অতুল ও হিরণ্ময়ীর মস্তকে দিয়া চারুশীলা বলিলেন "এই পায়ের ধূলার জোরে তোদের কখনও অমঙ্গল হবে না।" সে আনন্দ, সে উল্লাস বর্ণনাতীত।

একদল কুটিলপ্রকৃতি লোক ব্যতীত আর সকলেই অতুলের অবস্থোন্নতিতে অল্পাধিক আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বর রায় বলিয়াছিলেন "আরে, ঘুঁটে কুড়ানীর ছেলে রাজা হয়েচে এও কি সত্য!" রাজমোহন—"সত্যমিথ্যা জানি না, যে রকম গোল উঠেচে সত্য বলেই ত ভয় হয়।" রুদ্রনাথ—"এই বার বুঝি গ্রামে বাস করা দায় হল।"

ফলপ্রকাশের সপ্তাহ কাল পরে অতুল নিয়োগপত্র পাইয়া কলিকাতায় আসিল। রাধিকাপ্রসাদ ও অনুপমা তাহার

অবস্থোন্নতি উপলক্ষে অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনুপমা বলিলেন "কেমন বাবা, আমার কথা ঠিক হয়েছে ?"

অতুল—"আপনার আশীর্ব্বাদ কি বিফল হয় খুড়ী মা।"

অনুপমা—"এখন একটা মনের কথা বলি। বাসা করে বৌমাদের বর্দ্ধমানে নিয়ে চল। ছেলের বড় চাকরী হলে তার সংসারে কর্ত্রীত্ব করে মায়ের প্রাণে কত সুখ। আমার সাধ, তোর ঘরে দিনকতক মা হয়ে গিন্নীপনা করি, আর সাধ মিটিয়ে থাই।"

রাধিকাপ্রসাদ বিজয় ও পান্না মহাকৌতুকে হাসিতে লাগিলেন। বিজয় বলিল "তবে বুঝি এখানে পেটভরে খেতে পাও না ?"

অনুপমা সস্মিতবদনে উত্তর দিলেন "ইচ্ছামত খেতে ত পাই না।"

রাধিকাপ্রসাদ—"তোমরা দুটী মা এক সঙ্গে কর্ত্রীত্ব কল্লে অতুলের যা সুসার হবে বুঝ্‌তেই পাচ্চি।"

অনুপমা—"আমার দাওয়া প্রথম, কি বলিস অতুল ?"

অতুল হাসিল। সে হাসিতে যে কি প্রীতি, কি শান্তি, কি কৃতজ্ঞতা মাথান যে না দেখিয়াছে সে উপলব্ধি করিতে পারে না। অতুল বলিল "আপনার দাওয়া যাবজ্জীবন। আমার শিশুকাল হতে আপনি মায়ের স্থান অধিকার করে আমাকে পালন করেচেন।"

চাকরীর প্রথম কয়েক মাস শিক্ষানবিসি কাল। সেই কাল উত্তীর্ণ হইলে অতুল বর্দ্ধমানে পরিবার লইয়া যাইবে স্থির হইল।

অতুলের প্রথম বাসের উপযোগী অনেক দ্রব্যাদি রাধিকাপ্রসাদ কিনিয়া দিলেন।

অতুল চারিদিন কলিকাতায় ছিল। তৎপরে শুভদিনে রাধিকাপ্রসাদ ও অনুপমার চরণবন্দনা এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিল। সুরেশ ও পান্নালাল তাহার সঙ্গে গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা মহানগরীতে মফঃসলের এক জমীদার বাস করিতেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়সে প্রবীণ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষাপূর্ব্বক ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন এবং অধুনা কলিকাতায় ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিষ্টার এন্ চাটুর্য্যি নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। বলা বাহুল্য নরেন্দ্র তেজস্বী, স্বাধীনচেতা ও মার্জ্জিতবুদ্ধি। ভার্য্যা কুমুদিনী (ওরফে মিসেস্ চাটুর্য্যি) বড় ঘরের মেয়ে। তিনি ত্রিংশবর্ষদেশীয়া, বিদূষী, কুসংস্কারবিহীনা এবং সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী। দম্পতী ইউরোপীয় চালে পৃথগাবাসে বাস করিতেন।

পাঁচটী প্রাণী লইয়া জমীদার মহাশয়ের পরিবার। প্রবীণা গৃহিণী ; পুত্র বিনোদ, চব্বিশ বৎসর বয়স্ক ; বিনোদের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী, অষ্টাদশবর্ষীয়া ; এবং দুই কন্যা প্রমীলা ও বিনয়া। প্রমীলার বয়ঃক্রম বিংশতিবর্ষ। পল্লীগ্রামে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু স্বামীর অবস্থা ভাল নহে বলিয়া আদরিণী কন্যা প্রধানতঃ পিতৃগৃহে থাকিত। স্বামীগৃহে গৃহস্থ ঘরের বধূকে কিছু না কিছু সংসারকার্য্য করিতেই হয় ; কিন্তু প্রমীলা ননীর পুতলী, গৃহকর্ম্ম আদৌ শিক্ষা করে নাই,—এমন কি জলের গ্লাসটী মুখে তুলিয়া পান করিতেও অনভ্যস্তা। বিবাহের পর প্রমীলা শ্বশুর গৃহ হইতে আসিয়া বলিয়াছিল 'বাবা, সে দেশের

মেয়েরা ঘর ঝাঁটায়, উঠানে গোবর ছড়া দেয়, আগুণের তাতে বসে দুবেলা ভাত রাঁধে, আর দাসীর মত কাজ করে! আমি সেখানে থাক্‌তে পার্‌ব না।' পিতা মাতা কন্যার সে আবদার রাখিয়াছিলেন। বিনয়া পঞ্চদশবর্ষীয়া, বালবিধবা।

দেশী ও বিলাতির মিশ্রণ ছাঁদে জমীদারের গৃহ নির্ম্মিত। দেশী বিলাতি দ্বিজাতীয় আসবাবে সকল প্রকোষ্ঠ পূর্ণ। একদা অপরাহ্নে বৈটকখানা প্রকোষ্ঠে দুই ব্যক্তি উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। একজন বিলাতিপরিচ্ছদপরিহিত, অপর ব্যক্তির খাঁটি বাঙ্গালী বাবুর বেশ। প্রথম ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিনোদ।

বিনোদ—"দাদা, এ বিষয়ে আপনার ও আমার একই মত, এবং যতদূর জানি বাবার ও আপত্তি হবে না; কিন্তু সমাজ বড় কঠোর। আমরা সমাজশক্তির নিকট অতি তুচ্ছ।"

নরেন্দ্র—"Nonesense! যে সমাজে এ রকম বিধবাদের বিবাহ দেওয়া নিষিদ্ধ তাকে আবার মানতে হবে! তোমাদের সাহস না হয় সমাজের slave হয়ে থাক। আমি তোমাদের সমাজের বাধ্য নই; বিনয়াকে আমাদের সমাজে স্থান দেব। তুমি অবশ্য জান, সে সমাজ হিন্দুসমাজ অপেক্ষা কত উন্নত।"

বিনোদ—"তাহলে কোন সচ্চরিত্র যুবকের সন্ধান কর্‌বেন। বাবার মতের জন্য ভাবনা নাই। মা যদি আপত্তি করেন আমরা তা গ্রাহ্য কর্‌ব না।"

নরেন্দ্র—"একটা কথা হচ্চে। বিনয় এখনও ছেলে মানুষ এবং সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে শিক্ষিত। কিছুদিন আমাদের

কাছে থাক্‌লে বিলাতফেরতের উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ। যদি এইখানকার কোন শিক্ষিত যুবক পাওয়া যায় তাহলে আর বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। আমি বিনয়ের জন্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পাত্র পছন্দ করি। কিছু টাকা ব্যয় কল্লে এ রকম পাত্র সহজেই মিলতে পারে।"

এক যুবাপুরুষ বৈঠকখানা প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বিনোদ তাঁহার অভ্যর্থনাপূর্ব্বক অগ্রজের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন "ইনি আমার বন্ধু বাবু বিজয়লাল বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা একত্র Law পড়্‌চি।"

"Very glad to make your acquaintance" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ বিজয়ের করপীড়ন করিলেন।

বিজয় উপবেশন করিলে নরেন্দ্রনাথ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনায় বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে বিজয়ের সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গতা জন্মিল। কথায় কথায় নরেন্দ্র বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি অবশ্য বিবাহ করেছেন?"

বিজয়—"না। বিবাহের জন্য বাড়ীতে সকলেই জেদ করেন, কিন্তু আমি স্পষ্টবাক্যে বলেছি যে যখন স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জ্জন কত্তে সক্ষম হব তখন বিবাহের কথা বিবেচনা ক'রব। তা কি অবুঝ মেয়েদের বোঝাতে পারি। স্বধু মেয়েদেরই বা দোষ দি কেন, আমার পিতা এবং দাদাও এ সম্বন্ধে প্রচলিত রীতির পক্ষপাতী। একটা কাঁদুনে মেয়েকে আমার গলায় ঝুলাতে তাঁদেরও একান্ত আগ্রহ।"

নরেন্দ্র—"আপনার সংকল্প প্রশংসনীয়। I wish all our youths would follow your example."

বিজয়—"আমাদের নব্য যুবকেরা যে পঠদ্দশাতেই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন সেটা আমি বড় গর্হিত বিবেচনা করি। যেন পরিবারদের হস্তে তাঁরা ক্রীড়ার পুঁতুল! আমি দেখেচি কত মনীষাসম্পন্ন যুবক অল্প বয়সে সংসারের ভার স্কন্ধে নিয়ে এককালে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েচে। ভবিষ্যৎ একটুখানি চিন্তা করে দেখলে তারা কখন এরূপ বিবাহে সম্মত হ'ত না। আমি দেখে শুনে নিজের একটা Principle খাড়া করিচি।"

নরেন্দ্র—"Just so. বিনোদ, আজ বিজয়বাবুর সঙ্গে আলাপ করে বড়ই আহ্লাদিত হ'লাম। বিজয় বাবু, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের দেশের বিধবাদের অবস্থা আলোচনা করে থাকেন?"

বিজয়—"এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে হিন্দু বিধবার, বিশেষ বালবিধবার, অবস্থা মনে উদিত হইলে অত্যন্ত ব্যথিত হই। কখন ভাবি যে বিরাট আলোচনা দ্বারা বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সমাজের আধুনিক অবস্থার উপযোগী বিধি প্রণয়ণ করা আবশ্যক। আবার পরক্ষণেই মনে হয় যে সমাজ শত শত বৎসর রক্ষণশীল নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে, ঈশ্বরচন্দ্র-প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় ধর্ম্মবীরগণ যাহার বিরুদ্ধে সংস্কারের অস্ত্র চালনা করিয়া পরাজয় মানিয়াছেন, তাহার উদ্ধার চেষ্টা কখনও সফল হইবে না। এমন হিন্দুপরিবারই অল্পই আছে যেখানে অন্ততঃ একটী বালবিধবাও কঠোর বৈধব্যব্রত পালন না করি-তেছে। সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ভরা আকাঙ্ক্ষায়

সময়ক্ষেপের এক অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইল। তাঁহারা পরস্পরের স্বামীর প্রেমলিপি অপরকে পড়িতে দিলেন। বিনোদের একখানি পত্রিকা লইয়া রঙ্গিনীদের হাসি কৌতুক চলিল। পাঠকের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

কাটোয়া, ৫ই মাঘ।

'বিষয় চুলোয় যাক্, জমীদারী অধঃপাতে যাক্। তোমার নিকট বিদায় হয়ে এসে এখানে যে কি কষ্টে আছি তা' লিখে প্রকাশ করা অসম্ভব। আগে মনে ক'রতাম বিচ্ছেদটা কবিদের মনগড়া একটা কাল্পনিক বিভীষিকা। কিন্তু এখন দেখচি যে মনুষ্যের হৃদয়োদ্যানে প্রণয়-কোরক প্রস্ফুটিত ক'রবার জন্য ঈশ্বর বিচ্ছেদ-নীহারের সৃষ্টি করেছেন। আরও বু'ঝলাম, যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই তাদের জীবনের একটা প্রধান অভাব আছে। তারা প্রকৃত প্রেমরসাস্বাদ করে নাই। বিরহ অপ্রেমিককে প্রেমিক করে, হৃদয়ের অন্ধকার কুটীরে আলোদান করে। বিরহ দম্পতীর প্রেমের গভীরতা পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। আজ প্রবাসে এসে বুঝলাম তোমার প্রতি প্রাণের কতখানি টান। হে প্রিয়ে, হে চারুশীলে, আমি কি তোমাকে ছেড়ে একমুহূর্ত্তও জীবনধারণ কত্তে পারি? অতএব আমি শীঘ্রই তোমার কুঞ্জে হাজির হব।'

হো, হো, হাসিয়া প্রমীলা বলিল "ওমা, দুদিনেই এত অধৈর্য্য! কোন গুণ করিছিলি নাকি?"

হেমাঙ্গিনী—"তোমার ভাইকে গুণ করবো এমন কি গুণ আমার আছে ভাই? এ কেবল তাঁর গুণ।"

প্রমীলা—"ওলো জানিস্ তো শিখিয়ে দে না। আমার একটু উপকার হয়, অথচ তোর কোনই ক্ষতি নাই।"

হেমাঙ্গিনী—"আমার ক্ষতি নাই তা জানি, কারণ ভাইকে গুণ ক'রবে না বিশ্বাস আছে।"

প্রমীলা—"মরণ তোমার! পোড়ার মুখ!"

"ও প্রমীলা, ও বৌমা, তোমরা একবার নীচে এস। কে এসেচে দেখ।"

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রমীলা ও হেমাঙ্গিনী সত্বর নীচে আসিল। তথায় এক প্রবীণা ও এক যুবতীর সহিত গৃহিণী বাক্যালাপ করিতেছিলেন। যুবতী প্রতিবেশী বসুদের ঘরের কন্যা, প্রমীলার গোলাপফুল। প্রমীলা ও হেমাঙ্গিনী তাহাকে উপরে লইয়া গেল। এক পঞ্চদশবর্ষীয়া বিধবা গৃহকর্ম্ম করিতেছিল, প্রমীলা তাহাকে বলিয়া গেল "বিনয়, গোটা কতক পান সেজে ওপরে আনিস্ ত, লক্ষ্মী দিদি।"

গৃহিণী আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়ে এখন কিছু দিন এখানে থাকবেত?"

আগন্তুক—"হঁ্যা দিদি; একটু ভাল না হলে শ্বশুর বাড়ী পাঠাব না। অম্বলের ব্যামো আর হিষ্টিরিয়ায় বাছা আমার বড় ভুগচে।"

গৃহিণী—"আমার বৌমা ও প্রমীলার ও ঐ ব্যারাম গো। ওদের নিয়ে যে কি অসুখে আছি তা আর কি ব'লব।"

আগন্তুক—"তোমার বিনয় বড় কার্য্যে। সকল কাজই ত ও কচ্চে। আহা, বাছার মুখখানি দেখলে বুক ফেটে যায়। কচি

মেয়ে, ননীর পুঁতুল, ওর কিনা এ দশা! কবে যে বে হ'ল আর কবে সর্ব্বনাশ হ'ল মেয়ে কিছুই জানে না।"

গৃহিণী—"পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয় কোন মহাপাপ করেছিলাম তারই এ শাস্তি। কোথায় মেয়ে জামাই, বেটা বেটার বৌ নিয়ে সুখে সংসার ক'রব, না ভগবান ঐ কচি মেয়েটীকে বিধবা করে আজীবন সাজা দিচ্চেন।"

আগন্তুক—"কি করবে বোন। তা বিধবার কঠিন ব্রত ওকে এখন কত্তে দিওনা। বড় হ'ক, বুঝুগ, তখন যা হয় হবে।"

"আজ পর্য্যন্ত একাদশী ক'রতে কি থান প'রতে দিই নি। গহণার মধ্যে দুগাছি বালা আজও হাতে আছে। দুদিন বাদে যখন জ্ঞান হবে তখন আপনিই ও সব ফেলে দেবে, কিন্তু আমি যে কদিন বেঁচে আছি মেয়ের সে বেশ দেখতে পা'রব না" বলিয়া গৃহিণী অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

বিনয়া পার্শ্বের ঘরে পান সাজিতেছিল। কথোপকথনের কিয়দংশ সে শুনিতে পাইল ; শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অন্যমনে কি চিন্তা করিল। তৎপরে পান লইয়া উপরে গেল। যুবতীরা তথায় রঙ্গতামাসায় মস্‌গুল্। বিনয়া পান রাখিয়া এক পার্শ্বে বসিল।

হেমাঙ্গিনী—"তবে ভাই বিনয়কেও নিয়ে যাব।"

প্রমীলা—"মা ওকে কখন যেতে দেবেন না।"

গোলাপফুল—"কেন, তাতে আর দোষ কি? বিধবার বিয়েই যেন শাস্ত্রে বারণ আছে, থিয়েটার দেখা ত বারণ নাই। আজ কাল কি সধবা কি বিধবা সকলেই থিয়েটারে যায়। তাও বলি, একটু আমোদ আহ্লাদ না করলেই বা বাঁচে কেমন করে।"

বিনয়া আবদার করিল থিয়েটার দেখিতে যাইবে; রঙ্গিণীরা প্রতিশ্রুত হইলেন তাহাকে লইয়া যাইবেন।

কিয়ৎক্ষণ রহিয়া বিনয়া বুঝিল সে মজলিসে তাহার উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নহে, অগত্যা কক্ষ ত্যাগ করিল। বিনোদের শয়নপ্রকোষ্ঠে টেবিলের নিম্নে বিনয়া একখানি পত্র দেখিতে পাইল। কৌতূহলবশতঃ পত্রখানি সে পাঠ করিল। পাঠ শেষ হইলে অঞ্চলে হাসি চাপিয়া পত্র হেমাঙ্গিনীকে দিয়া আসিল।

প্রমীলা—"কি লজ্জা, বিনয় চিটি পড়েচে নাকি!"

হেমাঙ্গিনী—"লিখতে পড়তে জানে, না পড়ে কি ফিরিয়ে দিয়েচে। মুখে হাসি দেখলে না? তা এত লজ্জাই বা কিজন্য গা, তোমার বোন ত আর খুকিটি নয়।"

গোলাপফুল—"আজকাল ও বয়সে মেয়েরা দু ছেলের মা হচ্চে।"

হেমাঙ্গিনী—"বিনয় মুখ বুজে থাকে, কিন্তু লুকিয়ে জল খায়। এই মনে কর না কেন, নাটক নবেল এমন একখানি নাই যা আমি পড়িনি; আর আমি যা পড়িচি, গোপনে হোক প্রকাশ্যে হোক, বিনয় সে সবগুলি পড়েচে। তবে মা সর্ব্বদা চোকের ওপর রাখেন বলে বোধ হয় আজও বিদ্যাসুন্দর পর্য্যন্ত ওঠে নি।"

সংবাদ পৌছিল মিসেস চাটুর্য্যি আসিয়াছেন। অনতিবিলম্বে প্রকোষ্ঠ মধ্যে এক দিব্যমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। নাতিস্থূলা নাতিকৃশাঙ্গী, স্বাধীনতার জীবন্ত বেশ পরিহিতা, মিসেস কুমুদিনী চাটুর্য্যি গালভরা হাসি লইয়া যুবতীদের সাদর সম্ভাষণের প্রতিদান করিলেন।

কুমুদিনী—"সন্ধ্যার সময় ঘরে বসে তোমাদের কি হচ্চে গা?"

হেমাঙ্গিনী—"কর্ত্তাদের জুলুমে বাইরে গিয়ে আমোদ করবার ত যো নাই, তাই ঘরে বসে একটু নির্দ্দোষ আমোদ কচ্ছিলাম। তা দিদি, এইমাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল।"

কুমুদিনী—"আমার কথা কি হচ্ছিল বোন? যাহক, তোমরা যে সময়ে সময়ে মনে কর এ আমার পরম সৌভাগ্য। এই যে, আয় বিনয়। এদের মত তুইও কি আমার কথা ভাবছিলি নাকি?"

সহাস্যমুখে তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বিনয়া বলিল "সত্যি বৌ-দিদি, আমি এইমাত্র তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

প্রমীলা—"বড় বৌ, কাল থিয়েটার দেখতে যাবে?"

কুমুদিনী—"বাঙ্গলা থিয়েটার বড় কুরুচিপূর্ণ, বেশ্যা ও লম্পট-দের লীলাস্থল। আমি ত যাবই না, বিনয়াকেও যেতে দেব না।"

হেমাঙ্গিনী—"ইংরিজী থিয়েটার হলে যেতে?"

কুমুদিনী—"সম্ভব।"

হেমাঙ্গিনী—"রাগ করোনা দিদি, ইংরিজী থিয়েটারে কি সীতা সাবিত্রীরা অভিনয় করে?"

কুমুদিনী—"তোমার সঙ্গে বোন কথায় পারব না। তা আজ উঠি, কটী 'এন্‌গেজমেণ্ট' আছে। বিনোদ ও বিজয় বাবু নীচে আমার অপেক্ষা কচ্চেন।"

গোলাপফুল—"বিজয় বাবুটী কে?"

প্রমীলা—"ছোট দাদার বন্ধু। প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসেন।"

হেমাঙ্গিনী—"বাবুটীকে আমার বড় ভয় করে। আজীবন নাকি আইবুড়ো থাকবেন প্রতিজ্ঞা করেচেন। হয়ত কোন দিন বন্ধুটীকে বিগড়ে দিয়ে আমার মাথা খাবেন।"

সকলে যুগপৎ হাসিল। কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিয়া গেলেন ছোট বৌএর সে কথা বিনোদ ও বিজয়কে জানাইবেন।

গোলাপফুল—"হাঁ ভাই, উনি একটা ইংরিজী কথা বল্লেন ওটার মানে কি?"

হেমাঙ্গিনী—"বলনা ঠাকুরঝি।"

প্রমীলা—"আমি কি জানি, তুই বল না। দাদার কাছে ত ইংরিজী শিকিচিস।"

হেমাঙ্গিনী—"আচ্ছা, কিন্তু মানেটা তোমার জবানী বলব। উনি আমার দিদি, অতএব পূজনীয়া। কথাটা হল 'এন্‌গেজ-মেণ্ট', অর্থ বায়না,—তোমার ছোটদাদার মুখে শুনিচি। দিদির আজ কতকগুলি বায়না আছে।"

আবার উচ্চহাস্য ধ্বনিত হইল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বেলা দুইটার সময় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর অশ্বযান মিঃ চ্যাটার্য্যির আবাসের সম্মুখে থামিল। কুমুদিনী ও বিনয়া তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। কুমুদিনী মিহিস্বরে গাড়োয়ানকে গাড়ীর শ্লথগমন জন্য অনুযোগ করিয়া আট আনা ভাড়া দিলেন; সে লইতে অস্বীকৃত হওয়ায় সাধা গলায় তাহাকে পুলিসে দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অগত্যা সে অধুলি গ্রহণপূর্ব্বক গাড়ী হাঁকাইয়া প্রস্থান করিল।

নরেন্দ্র নীচের ড্রয়িংরুমে একখানি বিলাতী পত্রিকা পড়িতেছিলেন। সত্বর বাহিরে আসিয়া সস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক বিনয়াকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, "কুমুদ, বিনয়ের খাওয়ার কিছু বন্দোবস্ত কর। ওবাড়ী গেলে বিনয় আমাদের কত যত্ন করে, কিন্তু তার প্রতিদানের সুযোগ আমরা কখন পাই না।"

কুমুদিনী—"বিনয় আমাদের এখানে খাবে এমন ভাগ্যি আমরা কি করিচি। তবে বলতে পারি না, যদি আমাদের স্নেহে কুসংস্কারের বন্ধন এক দিনের জন্যও ছেদন করে।"

বিনয়া অপ্রতিভ হইল। সে হিন্দু-বিধবা; একাহার, শুদ্ধাচার তাহার ব্রত। ম্লেচ্ছাচারী ভ্রাতার গৃহে জলস্পর্শেও তাহার পাপ। নতমুখে সে বলিল "থাক দাদা, আমি কিছু খাব না। এই কতক্ষণ আমার খাওয়া হয়েচে।"

নরেন্দ্র বিষাদভরে কিয়ৎক্ষণ বিনয়ার নিখুঁৎ সুন্দর মুখখানি দেখিলেন; তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রে কি খাবি?"

বিনয়া হাসিয়া উত্তর দিল, "রাত্রে খিদে পায় না। যে দিন যেমন হয় একটু জল খাই।"

নরেন্দ্র—"হিন্দুর সমাজ মনুষ্যের সমাজ নয়, পিশাচের সমাজ। বিধবার একাহার ও একাদশীর মত নিষ্ঠুর বিধি বোধ হয় কোন অসভ্যজাতির মধ্যেও প্রচলিত নাই। আইনের দ্বারা এ নিষ্ঠুর বিধির উচ্ছেদ করা আবশ্যক।"

কুমুদিনী—"স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষা বা স্বাধীনতা হিন্দু-সমাজের চক্ষুশূল। অশিক্ষিত রাখলে তারা যেমন কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে এই সকল নিষ্ঠুর আদেশ মান্য করবে, সুশিক্ষিত হলে ত তা করবে না, এই জন্য হিন্দুসমাজ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। সুশিক্ষায় যাদের চোক ফুটচে তারা সুযোগ পেলেই হিন্দুসমাজ ত্যাগ কচ্চে।"

নরেন্দ্র—"তা সত্য, কিন্তু ক'জন সেরূপ সুশিক্ষা পায়? সমাজের চক্ষে স্ত্রীলোক গোমেষাদি পশুর মধ্যে গণ্য। তা যাগ, বিনয় বাঙ্গলা জানে, এখন থেকে তুমি ওকে একটু একটু ইংরিজী শিখিও। শিক্ষায় কোন দোষ নাই, কি বলিস বিনয়?"

বিনয়া হাসিয়া বলিল "দাদা, আমাকে সংসারের কাজকর্ম্ম কত্তে হয়, সময় পাই না।"

নরেন্দ্র—"চাকর দাসী রয়েচে কি জন্য! একবেলা আহার, একাদশী করেও রক্ষা নাই, আবার দাসীবৃত্তি!"

বিনয়া—"আমি ইচ্ছা করেই কাজ করি। সময় কাটাবার একটা উপায় চাইত।"

হায় দুঃখিনী, শূন্য জীবন লইয়া এরূপে কতদিন কাটাইবে! নরেন্দ্র বলিলেন "দেখ কুমুদ, বিজয়ের একটা কথা আমার মনে গাঢ় অঙ্কিত রয়েচে। একদিন বিধবাদের কথা প্রসঙ্গে বিজয় বলেছিল 'সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা বালিকার ক্ষুদ্রহৃদয় ভরা আকাঙ্ক্ষায় নিষ্ঠুর দেশাচার শ্মশানভরা ছাই ঢালিয়া দিতেছে।' এই এক ছত্রে হিন্দু বিধবার শোচনীয় অবস্থা কেমন হৃদয়ঙ্গম হয়! বিজয়ের মত হৃদয়বান যুবা অতি অল্পই দেখিচি।"

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর নরেন্দ্র কার্য্যব্যপদেশে বহির্গত হইলেন। স্ত্রীকে গোপনে বলিয়া গেলেন "বিজয় আজ আসবে; খুব কৌশলে দুজনের পরিচয় করে দিও। তোমার ওপর সব ভার রইল।"

স্বামীকে বিদায় দিয়া কুমুদিনী বিনয়ার মনোরঞ্জনার্থ পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও কিঞ্চিৎ করিলেন, এবং বিনয়াকে পিয়ানোবাদন শিখাইবেন বলিলেন। তাহার পর বাদন বন্ধ করিয়া বিনয়ার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিনয়া বলিল "বৌ দিদি, আজ একা আমাকে নিয়ে এলে, দিদি, ছোট বৌ হয়ত কি মনে কচ্চে।"

কুমুদিনী—"ক'রলই বা। তাদের হৃদয় নাই, তোমার সুখ দুঃখের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাদের মনে স্থান পায় না। তারা সর্ব্বদা আপন সুখচিন্তায় মত্ত।"

"কি জান, ছোট বৌ, দিদি, এরা যেমন তোমার সাথী হবে, তোমার সঙ্গে মিশতে পারবে, আমি ত তা পারব না" বলিয়া বিষণ্ণভাবে বিনয়া স্বীয় বৈধব্যবেশ লক্ষ্য করিল।

কুমুদিনী—"বোন, সত্য বলতে কি, আমরা তোকে যত ভালবাসি এত আর কাউকে বাসি না। আহা, তোর জন্য তোর দাদার কি কম কষ্ট। কেবল তোর অবস্থার কথা বলেন, আর হিন্দুসমাজকে ধিক্কার দেন।"

বিনয়ার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কুমুদিনী তাহা দেখিলেন এবং পুনরপি বলিতে লাগিলেন "দেখ বোন, এমন নিষ্ঠুর সমাজে তুমি কি সুখে থাকবে? যে সমাজ তোমার কথা ভাবে না, তোমার সুখ শান্তি আশা আকাঙ্ক্ষা চিরজীবনের মত নষ্ট করে যে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, তার দাসত্বে এমন সুন্দর জীবন কেন পাত করবে? বাপ মা তোমার জন্য নীরবে কাঁদেন এবং সমাজের এই বিধিকে রাক্ষসের বিধি মনে করেন এইমাত্র; কিন্তু তোমার দুঃখ দূর কত্তে পারেন কৈ? তোমার দাদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েচেন যে তোমার দুঃখ মোচন করবেন। বোন, আমাদের মনের কথা বলি, আজ থেকে তুমি আমাদের হলে।"

বিনয়া কথা গুলি ভাল বুঝিল না।

কুমুদিনী—"চুপ করে রইলে কেন বিনয়? আজ তোমার জীবনের একটা গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার দিন। তোমার দাদার অভিপ্রায় মত আমি জিজ্ঞাসা কচ্চি, তোমার বর্ত্তমান জীবন কি বড় কষ্টকর নয়?"

অবনত মস্তকে, লজ্জারক্ত বদনে, দশনে অঞ্চলাগ্র চাপিয়া, বিনয়া উত্তর দিল "তা আমি জানি না।"

কুমুদিনী—"জান বৈ কি বোন! লজ্জার সময় আর নাই। সত্য বল, তোমার জীবন কি অপূর্ণ বোধ হয় না?"

বিনয়া উত্তর দিল না।

কুমুদিনী তাহার বাম কর গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমার এ দশা করেচে?"

বিনয়া ধীরে ধীরে ললাটে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইল।

কুমুদিনী—"তা ঠিক। কিন্তু এখন? এখন তোমার এ দশা কি জন্য?"

বিনয়া মুখ ফুটিয়া বলিল "বৌ-দিদি, আমার অদৃষ্ট যদি মন্দ হয় ত মানুষের সাধ্য কি ভাল করে। আমি সমাজের দোষ দিই না।"

কুমুদিনী—"কিন্তু সে কি কাজের কথা! সমাজ যে তোমার অদৃষ্ট গড়চে। এ নিষ্ঠুর নিয়ম না থাকলে ত তোমার এ দুর্দ্দশা হত না।"

বিনয়া—"তা দিদি, এ নিয়ম একের জন্য নয়, সাধারণের জন্য। হয়ত এতে দশজনের জীবন কষ্টকর হচ্চে, কিন্তু সমাজের মঙ্গল হচ্চে।"

কুমুদিনী—"মঙ্গল হচ্চে! কি মঙ্গল হচ্চে একবার দেখাও ত।"

বিনয়া—"তা আমি কি বুঝি বল। এই টুকু শিখিচি যে বিধবার বে হতে নাই।"

কুমুদিনী—"স্ত্রীলোকের আশা ভরসা বল বুদ্ধি সকলই স্বামী। যে সমাজ তোমাকে এত অল্পবয়সে এমন আশ্রয়ে বঞ্চিত করেচে সে তোমার পরম শত্রু।"

দ্বারবান সংবাদ দিল বিজয়বাবু নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। কুমুদিনী তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বিনয়া—"বৌ-দিদি, কে এসেচেন ?"

কুমুদিনী—"তোমার ছোট দাদার বন্ধু বিজয় বাবু। আমাদের এখানে মধ্যে মধ্যে আসেন। যেমন সুন্দর পুরুষ তেমনি অমায়িক স্বভাব। ভিতরে বাইরে সুন্দর। আজ তোমার সঙ্গে পরিচয় করে দেব।"

লজ্জায় বিনয়ার সুগোল গণ্ডে যেন যুগ্ম গোলাপ পুষ্প ফুটিয়া উঠিল। সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রবণে বিনয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া কক্ষান্তরে যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু কুমুদিনী তাহার পথ আগুলিয়া বলিলেন, "ছি, ও আবার কি লজ্জা! অতটা গোঁড়ামি ভাল নয়! বিজয় বাবু তোমার দাদাদের এবং আমার পরম বন্ধু, তাঁর সঙ্গে আলাপে কোন দোষ নাই।"

বিনয়া প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে বিজয়লাল প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন ব্রীড়াবনতমুখী, বিধবাবেশপরিহিতা, সুন্দরী যুবতীর পলায়নপথ অবরোধপূর্ব্বক কুমুদিনী হাসিতেছেন। তিনি সসম্ভ্রমে প্রতিগমনোদ্যত হইলেন, কিন্তু কুমুদিনী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

বিনয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বৌ-দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, পথ ছাড়।"

কুমুদিনী—"এস বিজয় বাবু, আমাদের ছোট বোন বিনয়ার সঙ্গে তোমার পরিচয় করে দি। বিনয়, বোন, তুমি বিজয়ের কাছে কিছুমাত্র লজ্জা করো না। ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলে তুমি নিশ্চয় আমাদের মত আনন্দিত হবে।"

বিজয় মুহূর্ত্তকাল বিনয়ার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন ফিরাইলেন। সেই বালবিধবার ক্ষুদ্র জীবনের বিষাদপূর্ণ ইতিহাস

তাঁহার মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠিল, হৃদয়ে বিষাদ তরঙ্গের পর তরঙ্গিত হইতে লাগিল। তিনি পুনরায় বিনয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; সেই লজ্জাবনত মুখ, আরক্ত গণ্ড আবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এক অননুভূতপূর্ব্ব আবেগভরে যুবকের হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। বিজয় মনে মনে বলিলেন, 'ভগবন্, নিষ্ঠুর দেশাচারে, অধঃপতিত সমাজের নৃশংস আদেশে এমন কতশত বরাঙ্গী মরুপ্রায় জীবন বহন করিতেছে।'

দক্ষিণপার্শ্বে বিনয়াকে এবং বামপার্শ্বে বিজয়কে বসাইয়া কুমুদিনী বলিলেন, "বিজয়বাবু, স্বামীর অনুপস্থিতিকালে তোমার অভ্যর্থনার ভার আমার উপর। সৌভাগ্যবশতঃ বিনয়া আজ এখানে উপস্থিত আছেন। সুতরাং তুমি কোনরূপ সঙ্কুচিত হইও না।"

বিজয়—"আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূতুল্যা, বিনয়া কনিষ্ঠা ভগিনীতুল্যা। আপনাদের স্নেহযত্নে আমি মুগ্ধ, তাই এত ঘন ঘন আসিয়া বিরক্ত করিতে সাহস করি।"

কুমুদিনী "তাইত ভাই, তুমি আমাদের স্নেহে যত মুগ্ধ না হও, তোমার বিনয়ে আমরা ততোধিক মুগ্ধ হচ্চি। কি বলিস বিনয়া, এত বিনয় কখন দেখিচিস?"

ভ্রাতৃজায়ার সরস বচনে বিনয়ার গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ হইল। হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া বিনয়া বস্ত্রে বদন আবৃত করিল।"

বিজয়—"আজ আমার আসবার এক উদ্দেশ্য আছে। আমার মুখে আপনাদের কথা শুনে দাদার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা হয়েচ আপনাদের সঙ্গে আলাপ করেন; সেই কথা বলতে এসিচি।"

কুমুদিনী—"তা বেশ ত, যে দিন বলবে সেই দিন তোমাদের বাসায় যাব। তোমার দাদার স্ত্রী বোধ হয় গোঁড়া হিন্দু। তোমার বউ ঘরের গিন্নী হলে কি আর নেমন্তন্নর অপেক্ষা রাখব; কেড়ে খেয়ে আসব দেখ।"

বিজয়—"বিনয়ার ও আপনার নিমন্ত্রণ এইখানেই করি। এই রবিবারে আমাদের বাড়ী পদার্পণ কত্তে হবে।"

কুমুদিনী—"আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, কিন্তু ভাই বিনয়ার কথা আমি বলতে পারি না। ওর সম্মতি আলাদা লও।"

সলজ্জবদনে বিনয়া কুমুদিনীর কাণে কাণে বলিল "ছি, বউদিদি, তুমি কি! ওঁকে বল, তোমাদের সঙ্গে আমিও যাব।"

কুমুদিনী—"যার যে কথা নিজে বলাই ভাল। তোমার পদার্পণ হবে কি না তুমি বলনা কেন ভাই, লজ্জা কি।"

"তুমি মর" বলিয়া বিনয়া আবার হাসিল।

কুমুদিনী—"বিজয়, বিনয়ার নেমন্তন্ন ভাল করে করো। ও ভারি অভিমানী। হয়ত বাড়ী গিয়ে বলে বসবে 'আমার নেমন্তন্ন হয় নি, যাব কেন।'"

বিজয় বিনয়ার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন "ভগ্নি, আমার দাদার স্ত্রী তোমাদের নিমন্ত্রণ কচ্চেন, এই রবিবারে আমাদের বাড়ী যেতে হবে।"

বিনয়ার হৃদয় বিবিধ আবেগের মিশ্রণে দুরু দুরু কম্পিত হইতে লাগিল। বিজয়ের মধুর কণ্ঠধ্বনি, বিনীত বাক্য, সুগঠিত দেহে প্রথম যৌবনের লাবণ্য, বিস্ফারিত নয়নযুগলের স্থির স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ,হাসিমাখা বদন, তাহার প্রাণে কি এক অননুভূত-

পূর্ব্ব সুখমিশ্রিত আকাঙ্ক্ষা সঞ্জাত করিল। সে ক আনন্দ হ'ত। শ্রবণবিবরে স্বর্গের সঙ্গীতধ্বনিবৎ, সে সরল বাব কচ্চিস প্রাণে ধর্ম্মের সান্ত্বনাগাথাবৎ, সে সুঠাম দেহযষ্ঠির হ'ক। অন্ধকার মনঃকন্দরে বিদ্যুদ্দীপ্তিবৎ অনুভূত হইল। সেবা বিজয়ের গাত্র হইতে সুরভি হরণপূর্ব্বক বিনয়ার নাসা পরিমল ঢালিল। বিনয়া আত্মহারা হইয়া বিজয়ের বদনে দৃষ্টি পাত করিল। মুদিতা নলিনী সূর্য্যসমাগমে বিকাশমানা হইল।

আর বিজয়? মত্তমাতঙ্গ আজ শৃঙ্খলিত, তেজস্বী ভুজঙ্গ বংশীধ্বনি শ্রবণে নির্বীর্য্য হইল। বিজয়, উদ্বাহ-বিদ্বেষী বিজয়, মনে মনে বলিলেন 'এই রমণীরত্ন কি আমার হইবে না। ইঁহার সুখের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইলেও আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিব।'

কুমুদিনী বুঝিলেন ঔষধ ধরিয়াছে। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ছয় মাসের মধ্যে অতুল স্থায়ী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পদ পাইলেন। তৎপরে পারবারদিগকে বর্দ্ধমানে আনার অভিপ্রায়ে একটা বাসা স্থির করিয়া ঠাকুরদাসকে পত্র লিখিলেন।

ঠাকুরদাস পত্রহস্তে অতুলের গৃহে উপস্থিত হইয়া চারুশীলাকে বলিলেন "মা, অতুল তোমাদের বর্দ্ধমানে নিয়ে যাবার কথা লিখেচে। পরশু ভাল দিন; ওই দিনই তোমাদের যাওয়া স্থির ক'রলাম, কারণ অতুলের সেখানে থাকার কষ্ট হয়েচে। এর মধ্যে সব বিলি ব্যবস্থা কত্তে হবে। আর বাড়ীর সম্বন্ধে অতুলের ইচ্ছা আপাততঃ নীচে ওপরে চারটী নূতন ঘর করা। বিমলের বিয়ের পূর্ব্বে কোটা শেষ হওয়া আবশ্যক, সেই মত আয়োজন কত্তে লিখেচে।"

সেই আকাঙ্ক্ষিত সুখের দিন উপস্থিত! আনন্দে মাতার হৃদয় পূর্ণ হইল। হিরণ্ময়ী হাসিমুখে ঠাকুরদাসের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরদাসের প্রাণে বিষাদের ছায়া পড়িল, হৃদয়ের একাংশ শূন্য বোধ হইতে লাগিল। "হ্যাঁ হিরণ, আমাদের ছেড়ে যাবি, একটু মন কেমন ক'রবে না?" বলিয়া তিনি সস্নেহে দক্ষিণ করতলে হিরণ্ময়ীর চিবুক স্পর্শ করিলেন।

হিরণ্ময়ী ছল ছল চক্ষে উত্তর দিল "দাদা মশায়, মা যান, আমি আপনাদের বাড়ী থা'কব।

ঠাকুরদাস হাসিয়া বলিলেন "পাগলি, তা কি হয়। তোরা

দুটীতে আমার সেবা করতিস্, আমার কত আনন্দ হ'ত। অশোক শ্বশুর বাড়ী গিয়ে অবধি তুই একা সেবা কচ্চিস। এখন তুই চলে গেলে আমার কষ্ট হবে সত্য; তা হ'ক। তোদেরও ত গিন্নী হওয়া দরকার। সুধু বুড়ো দাদার সেবা করলে চলবে না।"

চারুশীলা—"প্রথমে সংবাদটা সুখের মনে হইছিল, কিন্তু এখন তা হচ্চে না। আপনাদের আশ্রয় ছেড়ে কি আমরা কোথাও থাকতে পারি। এত স্নেহ, এত যত্ন, এমন বিপদে আশ্রয় কোথায় পাব। দেবীপুরের ভিঁটেয় প্রদীপ জ্বেলে আমার কত সুখ।" বিধবা ক্রন্দন করিলেন।

ঠাকুরদাস—"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। অতুলের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হ'ক। হিরণ তুই কাঁদিস নে, আমি মাঝে মাঝে বর্দ্ধমানে গিয়ে তোদের দেখে আ'সব।"

অতুলপরিবার রাধিকাপ্রসাদের বাসা হইয়া বর্দ্ধমানে যাইবে স্থির হইয়াছিল। বিদায়ের দিন দেবীপুরে যেন যুগান্তর উপস্থিত হইল। কি ভদ্র, কি ইতর, সকল শ্রেণীর রমণী সে দৃশ্য দেখিতে আসিয়াছে। সে ঘটনা বড়ই অভাবনীয়, স্বপ্নাতীত, সহসা প্রত্যয় করিবার মত নহে। কে ভাবিয়াছিল দুঃখিনীর ভাগ্য ফিরিবে, কাঙ্গালিনী রাজমাতা হইবে!

ইন্দিরা হিরণ্ময়ীকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা করিয়া নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। মহালক্ষ্মী বিমলাকে ক্রোড়ে লইয়া নেত্রনীরে ভাসিলেন। সে সুখের দিনেও চারুশীলা হিরণ্ময়ী ও বিমলার মুখ বিষণ্ণ দৃষ্ট হইল। কেবল শরৎ হৃষ্টমনা। কতক্ষণে পাল্কীতে উঠিবে বালক তাহাই ভাবিতেছিল।

চারুশীলা ঠাকুরদাস ও তাঁহার স্ত্রীর পদধূলি মস্তকে লইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন "আপনাদের কৃপায় আমার ছেলে মেয়ের দুঃখ ঘুচল। আশীর্ব্বাদ করুন, অতুল বেঁচে থেকে তার অনন্ত ঋণের কথা মনে রাখে। অতুলের কি সাধ্য এ ঋণের কণামাত্রও পরিশোধ করে।"

বৃদ্ধ দম্পতী বিচলিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

চারুশীলা—"আমি আজন্ম দুঃখে কাটিয়েচি, এখন আর সুখ-ভোগের সাধ রাখি না। অতুলের সংসার পাতিয়ে আমি শীঘ্র দেবীপুরে ফিরে আসব, এসে বিমলের বে দেব।"

মহালক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার কালে চারুশীলার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। মহালক্ষ্মী তৎকালে যাদৃশ বিচলিত হইয়া-ছিলেন তেমন আর কেহই হয় নাই। তিনি প্রণতা হিরণ্ময়ীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "সুখের ঘর কন্না কর, স্বামীর সংসারে লক্ষ্মীর মত সংসার কর। শ্বাশুড়ীকে ভক্তি করো, দেবর ননদকে যত্ন করো। অতুলের উন্নতিতে যেমন সুখ হয়েচে তেমনি আজ তোমরা ছেড়ে যাচ্চ বলে প্রাণে বড় কষ্ট হচ্চে। তোমাদের নিয়ে অনেক দুঃখ ভুলে থা'কতাম।"

যৎকালে অতুলের গৃহে পূর্ব্বলিখিত ঘটনা হইতেছিল, সেই সময়ে রুদ্রনাথ স্বীয় গৃহে সহচরদ্বয়ের সঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত কথোপ-কথন করিতেছিলেন।

রাজমোহন—"অতুলের মা তবে একান্তই ছেলের বাসায় চল্লেন। এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কারণ কি বুঝতে পারি না।"

বিশ্বেশ্বর—"কি জানি! আজ কাল ঐ এক ধরণ হয়েচে!

চাকরিটী হ'ল, আর অমনি পৈতৃক ভিটে ছেড়ে পরিবার বাসায় নিয়ে চল্লেন! এই সকল পাপেই দেশ উৎসন্ন যেতে বসেচে।"

রুদ্রনাথ—"যা বলেচ। চাকরী হলেই ছেলেরা ধরাকে সরা দেখে। আমরা নীলকুটীর আমলে যে সব চাকরী করিচি, যে পয়সা উপার্জ্জন করিচি, তার তুলনায় একালের হাকিমি বা ওকালতি কি ছার। আমরা কি পরিবার নিয়ে বাস কত্তে পা'রতাম না?"

রাজমোহন—"তার আর সন্দেহ কি।"

রুদ্রনাথ—"তখন এমন দিন যায়নি, যেদিন আমার বাসায় অন্ততঃ দশটী লোক দুবেলা ভাত না পেয়েচে। এই যে সব হাকিমি কচ্চে, দশজন দেশের লোক প্রতিপালন করুগ দেখি! সাধ্য কি! বাবুদের নিজের ও পরিবারের পেট, আর পরিবারের থান দুই গহনা, এতেই যথাসর্ব্বস্ব খরচ। দুটো সৎকার্য্য, পূজা আর্চ্চা, পিতৃমাতৃক্রিয়া, এ সব কি আজ কাল কেউ করে, না কত্তে পারে।"

বিশ্বেশ্বর—"ঠিক কথা। তা কি জান, ভগবান যে কখন কার প্রতি মুখ তু'লে চান কিছুই বলা যায় না। এই দুঃখী, পরান্নে পালিত পরিবার, এককালে যাদের লজ্জা-নিবারণের বস্ত্রটুকুও জুটত না, এক মুটো ভাতের জন্য যারা পরের মুখ চেয়ে থাকত, আজ তাদের বল ভরসা একবার দেখ! কপাল, কপাল! কথায় বলে 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।'"

রুদ্রনাথ—"সময় বড় খারাপ পড়েচে। অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব চারিদিকে। এই দেখ না, ধরণী একটা খৃষ্টান বল্লেই হয়, তার কি শ্রীবৃদ্ধি! ধরণীর মেয়ে বিয়ে করে অতুলও কেমন

অবস্থা ফিরালে! আর আমাদের কি অবস্থা ছিল কি হয়েচে!"

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল অতুলের মাতা বিদায় লইতে আসিয়াছেন। রুদ্রনাথ বিরক্তিসহকারে বলিলেন "আচ্ছা, বলগে যা, আমি যাচ্চি।"

রাজমোহন—"তাই ত, মতলবটা কি? পূর্ব্বে নাকি ওঁর এবাড়ীতে বড় একটা পদার্পণ হ'ত না?"

বিশ্বেশ্বর—"আরে বুঝলে না, অবস্থা ফিরেচে, পাকে প্রকারে সেটা দেখান চাইত। বিদায় লওয়া অছিলে মাত্র, একে বলে 'কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে।'"

রুদ্রনাথ—"কথাই তাই। আমার ওসব বড়মানুষী দেখবার সময় এ নয়। কিন্তু কি করি, যাই একবার, নইলে কথা হবে।"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আমাদের আখ্যায়িকার দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। বর্দ্ধমানের এক নির্জ্জন অংশে অতুলের বাসা। বাসাটী একতল, সর্ব্বসুদ্ধ চারিটী প্রকোষ্ঠ। বাহিরের একটী প্রকোষ্ঠ বৈটকখানা। অন্দরে একটুকু ক্ষুদ্র উঠান, তাহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকপ্রাচীর।

অতুল-পরিবার প্রায় তিনমাস হইল বর্দ্ধমানে আসিয়াছে। রবিবার, অপরাহ্ন। বিমলা ও শরৎ বহির্ব্বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বিচরণ ও গল্প করিতেছিল। অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহাদের সুকুমার দেহযষ্টিতে শৈশবের লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতুল ও হিরণ্ময়ী শয়ন-প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট। দম্পতীর মধুর কথোপকথনের মধ্যে একটা ঘটিকা অবিরাম 'টিক্ টিক্' করিতেছে। ওদিকে রন্ধনশালায় ব্যঞ্জনাদি সন্তলনের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

হিরণ্ময়ী—"তুমি সইকে চিটি লেখ না, কিন্তু আমার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ যায়। এই শোন, সই আজ আবার কি লিখেচে।"

অতুল—"কৈ, অশোক কি লিখেচে দেখি।"

"বাঃ, চিঠি তোমাকে দেখাব কেন! পড়চি শোন" বলিয়া হিরণ্ময়ী অশোকের পত্র পাঠ করিল—'অতুল দাদা আমাকে চিঠি লেখেন না কেন? তিনি তাঁর বন্ধুকে চিঠি লেখেন, কিন্তু আমাকে ভুলে গেছেন বোধ হয়। তিনি লেখেন না বলে আমার

রাগ হয়, তাই আমিও লিখি না। তাঁকে এই কথা বলিস, আর বলিস যে তাঁর হাতের লেখা দেখলে আমি বড় সুখী হই। অতুলদাদার বোধ হয় দোষ নাই, তুই—'এই পর্য্যন্ত পড়িয়া হিরণ্ময়ী জিভ কাটিয়া হাসিতে লাগিল।

অতুল—"কি হল, কি হল! থামলে কেন? শেষই কর না।"

হিরণ্ময়ী—"শেষটুকু তোমাকে শোনাবার মত নয়।"

অতুল—"তা হচ্চে না, আমি অশোকের চিঠি দেখব।"

হিরণ্ময়ী সত্বর পত্রখানি ক্রোড়ে লুক্কায়িত করিল। অতুল কাড়িয়া লইবার জন্য বলপ্রকাশের উপক্রম করিলেন। একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, বিশেষতঃ বিচারকের পক্ষে তাদৃশ কার্য্য অতীব গর্হিত বলিয়া পাঠক নিশ্চয়ই অতুলের প্রতি বিরক্ত হইবেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন সকল বিচারকই বুঝি গার্হস্থ্যজীবনে অতুলের মত ন্যায়ের গৌরব রক্ষা করেন। যাহা হউক, অশোকের পত্র রক্ষা করা অসাধ্য বুঝিয়া হিরণ্ময়ী হাসিতে হাসিতে বলিল "আচ্ছা এই নাও। অনুমতি হয় ত আমি সইকে একথা লিখব। ধর্ম্মাবতার, ভগ্নীর গোপনীয় পত্র জোর করে পড়া কি ন্যায়সঙ্গত!"

পত্রখানি হিরণ্ময়ীকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক অতুল বলিলেন "ঠিক বলেচ হিরণ, আমি একটা অন্যায় কাজ ক'রতে উদ্যত হইছিলাম। তা যাগ্, তুমি অশোককে লিখ যে আমি তাকে শীঘ্র পত্র দেব। অশোকের মত ভগ্নী যার সে পরম ভাগ্যবান।"

হিরণ্ময়ী স্থিরদৃষ্টিতে কপটকোপ প্রকটিত করিয়া বলিল "এইবার বল, আমার মত স্ত্রী যার সে দুর্ভাগ্য। বলতেই বা হবে কেন, তোমার অবস্থাতেই তা প্রকাশ।"

অতুল দুই হস্তে হিরণ্ময়ীর গণ্ড ধারণপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিলেন।

রন্ধনশালা হইতে চারুশীলা ডাকিলেন "বৌমা, একবার এখানে এস ত গা।"

হিরণ্ময়ী ব্যস্তসমস্তভাবে স্বামীর প্রণয়বেষ্টন উন্মোচিত করিয়া বলিল "ঐ শোন, মা ডাকচেন। আমি যাই।"

অতুল—"যেও এখন, আর একটু বস। তোমার বিচার এখনও শেষ হয় নি।"

হিরণ্ময়ী—"বিচার পরে করো, আমি ত তোমাদের ঘরে আজীবন বন্দী আছি। এখন ছেড়ে দাও, নইলে মা কি ভা'ববেন।"

অতুল—"আচ্ছা, যদি এই কথাটী বল 'তোমার মত স্ত্রী যার সে ভাগ্যবান' তবে ছেড়ে দেব।"

হিরণ্ময়ী দক্ষিণ গণ্ডে দুই অঙ্গুলি স্থাপনপূর্ব্বক উত্তর দিল "ওমা, কি লজ্জা, আমি ত আর সত্যিই পাগল হইনি! ও নাহক কথাটা আমার মুখ থেকে বা'র করে কি পৌরুষ হবে!"

অতুল তাহার বামকরের একটা অঙ্গুলি টিপিয়া বলিলেন "তোমার দুষ্টুমির সাজা হচ্চে।"

হিরণ্ময়ী—"তোমার মত স্বামী যার সেই ভাগ্যবতী। উহু ব্যথা লেগেচে, ছেড়ে দাও।"

"এখনও দুষ্টুমি!" বলিয়া অতুল হিরণ্ময়ীকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

"বৌমা, একবার রান্নাঘরে এস ত, খাবার হয়েচে", চারুশীলা আবার ডাকিলেন।

হিরণ্ময়ী—"তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খাও, শীগ্‌গির ছাড়।"

অতুল—"আগে ঐ কথাটা বল তবে ছাড়ব।"

হিরণ্ময়ী—"আচ্ছা বলচি। 'তোমার মত স্ত্রী—'ছি, তা হলে যে মানে হয় না। এই বুঝি লেখাপড়া শিখেচ?"

অতুল—"হিরণ, আমি তোমাকে পা'রব না। 'তোমার' না বলে 'আমার' বল।"

হিরণ্ময়ী—"'আমার মত স্ত্রী যার সে—', আমি বলতে পারব না।"

হিরণ্ময়ীর প্রেমানন্দবিভাসিত সহাস বদনকমলে অতুল চুম্বন করিলেন। ছি, ছি, ধর্ম্মাবতার! বন্দিনী তোমার হৃদয় বিচারমন্দিরে প্রেমালিঙ্গনের কাঠগড়ায় আবদ্ধ, তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ন্যায়পথভ্রষ্ট হইতেছে। অতুল স্বীয় চিত্ত-দৌর্ব্বল্যে যেন লজ্জিত হইয়া পরক্ষণে কঠোর কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইলেন; হিরণ্ময়ীর গণ্ডে মৃদু চপেটাঘাতপূর্ব্বক বলিলেন, "বল সে ভাগ্যবান।"

হিরণ্ময়ী—"ওমা, আমার যে রুগীর অসুদ গেলা হাল হ'ল।"

অতুল—"যেমন কঠিন রোগ, তেমনি উৎকট অসুদ দিতে হচ্চে। হিংসা রোগের এই চিকিৎসা ডাক্তারদের মতে অব্যর্থ।"

হিরণ্ময়ী—"আচ্ছা তবে বলচি; 'আমার মত স্ত্রী যার সে দুর্ভাগ্য।"

অতুল—"ভূত এখনও ছাড়ে নি। বল 'সে ভাগ্যবান'। যতক্ষণ না বল্‌চ আমার হাত থেকে উদ্ধার নাই। মা এখনি ডাকবেন।"

হিরণ্ময়ী অতুলের বক্ষে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল "সে ভাগ্যবান।"

প্রকৃতির যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, তৎকালে অতুলের সেই ক্ষুদ্র শয়ন প্রকোষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিল। কি স্বর্গীয় সুখে, কি বিমল আনন্দে দম্পতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল অপ্রেমিক আমরা তাহা কিরূপে বুঝিব। অতুল হিরণ্ময়ীর অশ্রুষিক্ত গণ্ড চুম্বনপূর্ব্বক বলিলেন "বেকসুর খালাস হলে। মার কাছে যাও; চোখের জল মুছে যেও।"

হিরণ্ময়ী—"না, আমি মাকে দেখাব, আর বলব তাঁর ছেলের এই কাজ।"

উভয়ে হাসিলেন। অনন্তর হিরণ্ময়ী প্রকোষ্ঠের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া 'আমার মত স্ত্রী যার সে দুর্ভাগ্য, সইএর মত বোন যার সে ভাগ্যবান' বলিয়া হাসিতে হাসিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

মাতা শরৎ ও বিমলাকে লইয়া অতুলের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মেঝেয় তিনখানি আসন পাতিলেন। অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী হিরণ্ময়ী খাবার দিয়া অদূরে পান সাজিতে বসিল। চারুশীলা অতুলের সম্মুখে উপবেশন করিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

চারুশীলা—"হ্যাঁ বাবা, তোর দাদা মহাশয়ের চিটির কি উত্তর দিবি স্থির করলি? বাগানটা কেন্বাই ত মত?"

অতুল—"কিনতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা; কিন্তু বিমলের বে সামনে, তার ব্যবস্থা না করে বাগান সম্বন্ধে কিছু স্থির কত্তে পাচ্চি না।"

চারুশীলা—"অতুল, ঐ বাগানের ফল তোর চার পুরুষ ভোগ করেচেন। আমি যখন বৌমার মত ছিলাম—"

কৌতুকে বিমলা ও শরৎ হাসিয়া উঠিল। মাতা যে বৌ-দিদির মত বালিকাটী ছিলেন এ কথা তাহাদের মনে স্থান পাইল না। তাহাদের দৃঢ় ধারণা মাকে যেমনটী দেখিতেছে তিনি চিরকাল তেমনিটী আছেন।

চারুশীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন "আমি যখন বৌমার মত ছিলাম তখন দেখিচি তোর ঠাকুরদাদা ঐ বাগানের কি পর্য্যন্ত যত্ন কত্তেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বাগান দেখা, আপন হাতে গাছ পালার যত্ন করা, নূতন গাছ লাগান, এই তাঁর কাজ ছিল। তার পর যে দিন সামান্য টাকার জন্য রজনীর বাপ বাগান দখল কল্লেন তাও মনে আছে। একশ টাকা দেনা সুদে আসলে ৩৫০৲ টাকা করে বাগানটী নিয়ে তবে অব্যাহতি দিলেন। রজনীর বাপ কি কম শত্রুতা করেচেন! যে দিন পথের ভিখারী হ'লাম, আত্মীয় হয়েও সে দিন শত্রুর মত ব্যবহার করেচেন। তার পর, বাবা, তোর বের সময় পর্য্যন্ত সে শত্রুতা সমান চলেচে। তোর দাদা মহাশয় আশ্রয় না দিলে কি আর আমরা বাঁচতাম।"

অতুল কৃতজ্ঞহৃদয়ে উদ্দেশে ঠাকুরদাসের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন "দাদা মহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা বাগানটা আমি কিনি, কিন্তু মা টাকার বড় অনাটন। হাতে মাত্র পাঁচশ টাকা আছে, তা বিমলের বে উপলক্ষে রেখেচি। মাহিনার টাকা যা বাঁচে বিমলের গহনা গড়াতে খরচ হচ্চে।"

চারুশীলা—তিনশ টাকার যোগাড় হয় না কি? তোর বাপ পিতামহের বড় যত্নের বিষয়, উদ্ধার কত্তে পারবি না বাবা? রজনীর বাপ বড় অধর্ম্ম করে বাগানটা নিইছিলেন, এখন

দুরবস্থায় পড়ে বেচতে যাচ্চেন। এ সুযোগ ত আর হবে না।"

হিরণ্ময়ী উঠিয়া গিয়া নিজের বড় বাক্সটী খুলিল এবং তন্মধ্য হইতে একটা ক্ষুদ্র বাক্স লইয়া শ্বাশুড়ীর সমক্ষে রক্ষা করিল।

চারুশীলা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কি মা, তোমার গহনার বাক্স?"

হিরণ্ময়ী—"মা, টাকার জন্য ভাবচেন কেন? আমার দুখানা গহনা থেকে দু'শ টাকা বেশ সংগ্রহ হবে। আপনি দাদা মহাশয়কে আজই চিঠি লিখুন, আর দেরী করে কাজ নাই।"

চারুশীলা—"ষাট্, অমন কথা কি বলতে আছে! গহনা তুলে রাখ মা।"

হিরণ্ময়ী বুঝাইতে লাগিল যে অলঙ্কার বিক্রয়ে কোন দোষ নাই, যেহেতু সে টাকায় একটা বিষয় লাভ হইতেছে; সময়ে আবার গহনা হইতে পারিবে। কিন্তু চারুশীলা তাহা বুঝিলেন না। অবশেষে অতুল বলিলেন "গহনা বিক্রয়ের প্রয়োজন নাই। দু'শ টাকা ধার করেও বাগান খরিদ করিব।"

পরদিবস অতুল ঠাকুরদাসকে একখানি পত্রে সকল কথা খুলিয়া লিখিলেন। তদুত্তরে ঠাকুরদাস যাহা লিখিয়াছিলেন পাঠকের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রাণাধিকেষু—

তোমার পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। বাগান খরিদা সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও। যাহা কর্ত্তব্য আমি তাহা ইতি-পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি। তোমার পৈতৃক সম্পত্তি তোমার হস্তগত হয় ইহা আমার সর্ব্বপ্রধান সাধ। এ সুযোগ কখন

ছাড়া হইবে না। টাকার জন্য তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আমি তোমার নামে বাগান খরিদ করিব। * * * ইতি -

আশীর্ব্বাদক শ্রীঠাকুরদাস শর্ম্মা।

এই ক্ষুদ্র লিপিতে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি ছিল। শিক্ষিত পাঠক পাছে বৃদ্ধের শিক্ষা সম্বন্ধে নাসা কুঞ্চন করেন এই আশঙ্কায় আমরা সেগুলি শুদ্ধ করিয়া উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইয়াছি।

আমরা শুনিয়াছি, চারুশীলা অতুল ও হিরণ্ময়ী সেই রচনা-কৌশলবিহীন লিপি পাঠ করিয়া ঠাকুরদাসের সদাশয়তায় চমৎকৃত হইয়াছিলেন; আর, হিরণ্ময়ী পত্র খানিকে রেশমি বস্ত্রখণ্ডে মণ্ডিত করিয়া পরম যত্নে স্বীয় অলঙ্কারের বাক্সে রাখিয়া দিয়াছিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঁচটার সময় কাছারী ত্যাগ করিয়া অতুল দ্রুত বাসাভিমুখে চলিয়াছেন। আজ বিমলাকে দেখিতে আসিবে। বাক্স স্কন্ধে লইয়া চাপরাসী পশ্চাতে আসিতেছে।

সত্বর গৃহে পৌঁছিবার অভিপ্রায়ে অতুল একটা গলির পথ অবলম্বন করিলেন। পথের এক স্থানে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি খোলার ঘরের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া এক রমণী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল "ওগো আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে! ওগো, জুয়াচোরে আমার যথাসর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিয়েচে!" অনেকগুলি লোক তথায় জুটিয়াছিল; কেহ মজা দেখিতেছিল, কেহ মধ্যস্থতা করিতেছিল, কেহ বা রোদনপরায়ণা রমণীকে আদালতের আশ্রয় লওয়ার ব্যবস্থা দিতেছে। অতুল সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া অগ্রসর হইলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে কোলাহল গুরুতর দ্বন্দ্বে পরিণত হইল। রমণী সমবেত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল "আমার যেমন দুর্ব্বুদ্ধি, বিদেশী, অচেনা লোককে বিশ্বাস করে টাকা দিইছিলাম, তার উপযুক্ত ফল পেলাম। আচ্ছা, ধর্ম্ম থাকেন ত এ জুয়াচুরির টাকা ভোগ কত্তে হবে না।" অমনি খোলার ঘরের অভ্যন্তর হইতে এক পুরুষ ও সংহারমূর্ত্তি এক রমণী বহির্গত হইয়া তাহার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করিল। নবাগতা রমণীর অসম্বদ্ধ কেশ, ঘূর্ণিত নয়ন, ও ভুজান্দোলন দর্শনে সমবেত নরনারী চমকিত হইল।

রোরুদ্যমানা রমণী বলিল "ওগো, ঐ রাক্ষুসী কি গুণ জানে, আমার সঙ্গে ভাব করে ফুস্‌লে টাকা নিয়েচে! আমার মাথা খাবার জন্য ওরা দুজন কোথা থেকে এসেছিল গো!"

"মাগী! রাক্ষুসী!" ক্রোধবিকৃত কণ্ঠে এইমাত্র বলিয়া সেই ভীষণমূর্ত্তি রমণী তাহার অভিযোক্ত্রীর প্রতি ধাবিত হইল।

অতুলের চাপরাসী কৌতূহলপরবশ হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিবাদ দেখিয়াছিল। সে দ্রুতপদে রমণীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইল এবং সেই ব্যাঘ্রীকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল "আ মলো, মাগীর আক্কেল দেখ! হাকিমের সামনে মারামারি! এখনই যে জেলে যাবি!"

অতুল ফিরিয়া চাপরাসীকে ডাকিলেন "গঙ্গারাম।"

"হুজুর!" বলিয়া ব্যস্তসমস্ত ভাবে চাপরাসী তাঁহার সমীপ-বর্ত্তী হইল।

"ওখানে কি কচ্ছিলি রে?"

"আজ্ঞে, ভারি একটা মারামারি বাধবার উপক্রম হইছিল, থামিয়ে দিয়ে এলাম।"

"তাড়াতাড়ি আয়, ঝগড়া মিটাবার সময় এখন নাই।"

এদিকে অতুল ফিরিবামাত্র সেই ব্যাঘ্রী সবিস্ময়ে তাহার সঙ্গী পুরুষকে সম্বোধন করিল, "হ্যাঁ, ও কে, অতুল না?"

পুরুষ—"তাই ত, অতুলই ত বোধ হচ্চে। আমাদের চিনেচে নাকি!"

এই অতর্কিত আবিষ্কারে কঞ্চুলিকার মুখে ক্ষার সংযোগের ন্যায় সেই পুরুষ ও রমণী ম্রিয়মাণ হইয়া সত্বর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দ্বন্দ্ব আপাততঃ মিটিল, জনতা ভাঙ্গিয়া গেল।

রমণী—"অতুল হাকিম! হা অদৃষ্ট, কিছুতেই সুখ নাই! হয় ত পরিবার নিয়ে এখানে আছে।"

পুরুষ—"খুব সম্ভব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মনে কর্ দেখি শ্যামা, একদিন অন্নের জন্য যারা লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েচে, ওঠ বলতে উঠেচে, বস্ বলতে বসেচে, আজ তাদের কি অবস্থা!"

শ্যামা—"চেহারা অতুলের মত, কিন্তু অতুল নাও হতে পারে। যা হক, তোমাকে এখনই জানতে হবে ও অতুল কি না। ওমা কি ঘেন্না, শেষে কি অতুলের চাপরাসার হাতে অপমান হওয়া অদৃষ্টে ছিল!"

রজনী বেশ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক অতুলের তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হইল। শ্যামা একাকিনী কুটীর মধ্যে রহিল। অশান্তির তীব্র দহনে তাহার প্রাণ পুড়িতেছিল। অতুল হাকিম হইয়াছে, অতুলের কাঙ্গালিনী মাতা আজ রাজমাতা, ধরণীর কন্যা রাজলক্ষ্মী, এ কল্পনায় কি প্রাণে শান্তি থাকে। হিংসার তাড়নায় শ্যামা কিয়ৎক্ষণ অশান্ত প্রেতিনীর ন্যায় গৃহমধ্যে বিচরণ করিল; ঘন ঘন গবাক্ষ ও দ্বারপথে রাস্তার দিকে চাহিতে লাগিল, কতক্ষণে রজনী ফিরিয়া আসিয়া বলিবে সে যুবক অতুল নহে এই আশায় অধীর হইল। এইরূপে একঘণ্টা অতীত হইল, কিন্তু রজনী ফিরিল না।

সন্ধ্যা আগত, তখনও শ্যামার কেশ ও বেশ বিন্যাস হয় নাই। চিরুনী, গুছি ও সিন্দুরের কৌটা হস্তে এক রমণী কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক বলিল "দিদি, আজ কি চুল বাঁধতে হবে না?"

শ্যামা—"আয় মাতু। আমি তোকে ডাক্‌তে যাচ্ছিলাম। মনটা বড় খারাপ আছে, কিছু ভাল লাগচে না।"

মাতঙ্গিনী—"কর্ত্তা কোথায় গেছেন ?"

শ্যামা—"একটা কাজে বেরিয়েচেন, বোধ হয় আস্‌তে দেরি হবে। তুই বস্।"

মাতঙ্গিনী শ্যামার সমবয়স্কা, প্রতিবেশিনী ও সখী। শ্যামার বেণীবন্ধন করিতে করিতে সে অপরাহ্নের ঝগড়ার কথা তুলিল। শ্যামা বলিল "ধর্ম্ম থাকেন ত মাগীকে এর প্রতিফল পেতে হবে। বলে কিনা আমরা জোচ্চোর, ওর টাকা ঠকিয়ে নিইচি! ওমা, আমি যাব কোথা! পেটের জ্বালায় ঘর ছেড়ে আজ এক বৎসর বর্দ্ধমানে আছি। অবস্থাই না হয় মন্দ, ব্রাহ্মণ ত বটে, গেরস্থর মেয়ে ত বটে। দশ দিন এক জায়গায় থাকলে দশ জনের সঙ্গে আলাপ বন্ধুতা হয়; সেই বন্ধুতার ভরসায় লোকে সময়ে অসময়ে দেনা পাওনা ও করে। কিন্তু কুক্ষণে ও মাগীর কাছে দশটা টাকা ধার করেছিলাম।"

মাতঙ্গিনী—"তুমি কেঁদনা দিদি। আমরা চিরকাল দেখচি ওর ওই রকম স্বভাব। কিসে লোককে ঠকাবে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া করবে এই চেষ্টায় ফেরে। পরিচয় দেয় গেরস্থর মেয়ে বলে, কিন্তু শোন নি ও বছর—"শেষটুকু মাতঙ্গিনী শ্যামার কানে কানে বলিল। উভয়ে হাসিতে লাগিল।

শ্যামা—"ছোটলোকের আর ওতে লজ্জাই বা কি, কলঙ্কই বা কি। ওর সঙ্গে তোরা আর কথাবার্ত্তা ক'স্‌না ভাই, কখনও টাকাটা সিকিটা ধার নিসনা বা দিসনা। আজ যে রকম দশ জনের সামনে অপমান কল্লে, মিথ্যা অপবাদ দিলে,

লোকে মনে করবে বুঝি সত্যসত্যই ওর অনেক টাকা ধারি।”

মাতঙ্গিনী—“কেউ তা মনে ক’রবে না। তোমাকে কেগন্নী জানে ভাই? সকলেই তোমার প্রশংসা করে। আগ চলে কর্ত্তার মুখে তোমার সুখ্যাতি ধরে না; বলেন কি দিদির মত লোক দেখিনি।” হয়ে যায়

শ্যামা প্রফুল্ল হইয়া বলিল “তিনি যেমন ভ তেমনি সবাইকে ভাল চক্ষে দেখেন।” সে না হয় ও

‘তিনি’ অর্থাৎ ভোলানাথ দাস বর্দ্ধম কারণ নূতন কোটা করে। স্ত্রীবিয়োগের পরে পাঁচ বৎসর হ ছাড়িয়া কিছু মূলধন ও মাতঙ্গিনী সমভিব্যা, ওঁদের এখানে মন য়াছে। মুদীর ব্যবসায়ে সে বেশ দশবীপুর ছেড়ে মা কোথাও মাতঙ্গিনী লাভের অর্দ্ধাংশ রকম আত্ম চরিতার্থ করিত এবং সময়ে সময়ে ঢেটু বড় হ’ক, উত্তরবাঙ্গলা আত্মীয়ের সংসারযাত্রা বিষয়ে তওয়াস্। তোর মাকে আর ভোলানাথ লাম্পট্যে এবং বিবিধ

চুল বাঁধা হইলে সখিদ্বয় হিরণ্ময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রজনী তখনও ফিরিলনা দেখিলন। হিরণ্ময়ী মুখে অঞ্চল দিয়া খানি অলঙ্কার ধারণ করিল, হাসি লইয়া মাতঙ্গিনীর সঙ্গে একজন নিমন্ত্রিত বন্ধু ও পাত্রপক্ষী- দাস ও অতুল তাঁহাদের যথাযোগ্য শিষ্টাচারের পর কিয়ৎক্ষণ সদালাপ, হইল। পাত্রী মনোনীত হইলে াত্রের পিতা চাহিলেন নগদ দেড়

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হবে।ই দিবস অপরাহ্নে অতুলের বাসার বহিঃপ্রকোষ্ঠে এক

মাপুরুষ আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন।

বেণীবন্ধনকশ শুভ্র, গুম্ফ ও শ্মশ্রু মুণ্ডিত, পরিধানে থান,

শ্যামা বলিলগা। শরৎ কক্ষমধ্যে খেলা করিতেছিল, মাঝে

হবে। বলে কিনা উঠিয়া দু একটা প্রশ্ন করিতেছিল, সময়া-

ওমা, আমি যাব কৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্তর্ব্বাটীতে ধাবিত

বৎসর বর্দ্ধমানে আি

গেরস্থর মেয়ে ত বটোস। তিনি পূর্ব্ব দিবস বর্দ্ধমানে আসিয়া-

জনের সঙ্গে আলাপ বহইতে ফিরিবামাত্র ঠাকুরদাস প্রফুল্ল

সময়ে অসময়ে দেনা পাও আমাদের আয়োজনের আর বাকি

কাছে দশটা টাকা ধার করেয় অপেক্ষা।”

মাতঙ্গিনী—“তুমি কেঁদনাসর চরণবন্দনা করিলেন ; অন-

ওর ওই রকম স্বভাব। কিসেদি প্রক্ষালিত করিয়া তাঁহার

ঝগড়া করবে এই চেষ্টায় ফেরেলেন। চারুশীলা খাবার দিয়া

বলে, কিন্তু শোন নি ও বছর—”েশে দণ্ডায়মানা হইলেন,

কানে বলিল। উভয়ে হাসিতে লজনের কথোপকথন হইতে

শ্যামা—“ছোটলোকের আর

বা কি। ওর সঙ্গে তোরা আর ল বড় ভাল হ’ত। তিনি

টাকাটা সিকিটা ধার নিসন সেইটিই স্থির হবে।”

রকম দশ জনের সামনে অপমানতনি। সুধু বিমলের কেন,

তোদের সকলেরই মা তিনি। আমি আর তোদের কি কত্তে পেরেচি।”

ঠাকুরদাস—“লক্ষ্মীর আসতে একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু গিন্নী অক্ষম হয়ে পড়েচেন, মেয়ে একদণ্ড তাঁর কাছে না থাকলে চলে না। সেই জন্য তার আসা হল না।”

চারুশীলা—“ভগবানের কৃপায় যদি এ সম্বন্ধ স্থির হয়ে যায় ত এই মাসেই বিমলের বে দেব।”

ঠাকুরদাস—“তাড়াতাড়ি কি মা। এ মাসে না হয় ও মাসে হবে। বরং ও মাসে হওয়াই সুবিধা, কারণ নূতন কোটা ততদিনে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।”

অতুল—“দাদা মহাশয়, আসল কথা, ওঁদের এখানে মন টিকচে না। পিসিমাকে ছেড়ে আর দেবীপুর ছেড়ে মা কোথাও থাকতে পারেন না।”

ঠাকুরদাস—“হিরণ আর একটু বড় হ'ক, উত্তরবাঙ্গলা পূর্ব্ববাঙ্গলার জল ওকেই খাওয়াস্। তোর মাকে আর বিদেশে নিয়ে যাস্ না।”

দরজার পার্শ্বে দণ্ডায়মাণা হিরণ্ময়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঠাকুরদাস এই কথা বলিলেন। হিরণ্ময়ী মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল।

একে একে অতুলের কয়েকজন নিমন্ত্রিত বন্ধু ও পাত্রপক্ষীয়েরা সমাগত হইলেন। ঠাকুরদাস ও অতুল তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিহিত শিষ্টাচারের পর কিয়ৎক্ষণ সদালাপ, তৎপরে পাত্রীদর্শন সমাধা হইল। পাত্রী মনোনীত হইলে গণপণের কথা উঠিল। পাত্রের পিতা চাহিলেন নগদ দেড়

সহস্র মুদ্রা, কন্যার অলঙ্কার সহস্র মুদ্রার, একপ্রস্থ রূপার বাসন এবং উপযুক্ত বরাভরণ, অর্থাৎ সুবর্ণ ঘড়ি, চেন, অঙ্গুরী ইত্যাদি। অতুল ভাবিলেন এ বিবাহ হওয়ার কোন আশা নাই।

ঠাকুরদাস বিনীতভাবে বলিলেন "মহাশয় কুলীন; কুলীনের অবস্থা, কুলীনের দায় সকলই অবগত আছেন। অতুল এখনও বালক, অত অধিক চাপ দিলে সে কিরূপে সমর্থ হবে? যাতে অতুলের দায়োদ্ধার হয় অনুগ্রহ করে সেইরূপ আদেশ করুন।"

পাত্রের পিতা—"মহাশয়, সবই বুঝি, কিন্তু দেশ কাল দেখচেন ত। আমার ইচ্ছা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কাজ করি, কিন্তু আর দশজন তা' চায় না। তিনটী কন্যার বিবাহে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েচি; এখন ছেলের বিবাহে যদি কিয়দংশ পূরণ কর্‌ত্তে না পারি তা হলে প্রাণে শান্তি থাকে কি প্রকারে? সমাজ এ বিষয়ে অতীব উদাসীন। যার যা ইচ্ছা সে তাই কচ্চে। এক ব্যক্তি কুলীন; ভাগ্যক্রমে তিনি কয়েকটী পুত্ররত্ন লাভ কর্‌লেন, আর অমনি ছেলেদের বে দিয়ে জমীদারী কিনবেন মতলব আঁটলেন। যার দুটী মেয়ে সে হতভাগ্য হয়ত সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হল। এ সব কি ভয়নক ব্যাপার! সমাজ যদি এর প্রতীকার কর্ত্তে না পারে তবে সমাজবন্ধনের প্রয়োজনই দেখি না।"

সকলে সমস্বরে বক্তার কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্মণের বিবাহ নিঃস্বার্থ ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়া। কুলীনের কন্যা কুলীন পাত্রে প্রদত্তা হইবে ইহাই প্রশস্ত বিধি। কিন্তু সে নিঃস্বার্থ ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে বিবাহ এক্ষণে

জঘন্য ব্যবসায়ে পরিণত হয়েচে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পুত্র ও কন্যার বিবাহ দিয়ে একঘর ভাল কুটুম্ব লাভ কামনা ক'রতেন, এবং দশজনের কাছে কুটুম্বের পরিচয় দিয়ে গর্ব্বিত হতেন। কিন্তু এখন ধনই কুটুম্বের পরিচয়স্থল, কুলীনত্ব নয়। আর দশ বৎসর পরে লোকে বংশগৌরব দেখবে না। আমি সর্ব্বসাকল্যে প্রায় তিন হাজার টাকা হেঁকেচি, যে ব্যক্তি একান্ত অক্ষম সেই পশ্চাৎপদ হবে, কিন্তু অনেক কুলাভিমানী ব্যক্তি ঋণ করেও আমার প্রস্তাবে সম্মত হবে। এখন বিবেচনা করুন, যার অবস্থা হীন তাকে ঋণগ্রস্ত করে এত টাকা লই কোন প্রাণে। আর কিছু নয়, সমাজের লোকে আমাদিগকে রাক্ষসবৎ নৃশংস করেচে। দুজনে আমাকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রল, আমার প্রতীতি জন্মিল যে অপর একব্যক্তির প্রতি তাদৃশ ব্যবহারে আমার কোন পাপ নাই। এইরূপে আমরা পিশাচ হয়ে পড়ুচি।"

ঠাকুরদাস—"আপনি যা বল্লেন তা প্রতিবর্ণে সত্য, কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়। কুলীনের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কতকালে যে লোকের মতিগতি ফিরবে ভগবান জানেন। স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ, দশা-নির্ব্বিশেষে ধনী ও দরিদ্রকে রক্ষা করা, এবং প্রয়োজন হলে সেই মত বিধি প্রণয়ণ, এই ত সমাজের কাজ। কিন্তু আমাদের সমাজ এক্ষণে সর্ব্ব বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট।"

অতঃপর ঠাকুরদাস পাত্রের পিতাকে একান্তে লইয়া গিয়া সান্ত্বনয়ে বলিলেন "আপনি প্রসন্ন হয়ে অতুলের দায়োদ্ধার করুন। অতি হীনাবস্থা হ'তে বালক সম্প্রতি প্রতিভাবলে উন্নতির পথে পদার্পণ করেচে। একমাত্র ভগ্নীর বিবাহ ভাল

ঘরে দেওয়া অতুলের সাধ, হয়ত ঋণ করেও আপনার ঘরে ভগ্নীকে দিতে প্রস্তুত হবে, কিন্তু আমরা কখন অতুলকে সে পরামর্শ দেব না। সুশিক্ষিত সুবোধ যুবক সবেমাত্র সংসারে প্রবেশ করেচে, এমন সময় ঋণজালে জড়িত হয়ে শান্তিহীন না হয় ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা। আপনি হৃদয়বান ব্যক্তি; দায়োদ্ধারপূর্ব্বক অতুলকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করুন। সে যাবজ্জীবন আপনার কাছে ঋণী থাকবে এবং সময়ে যথাসাধ্য প্রত্যুপকারের চেষ্টা ক'রবে।"

ঠাকুরদাসের সাধ্যসাধনায় আশাতীত অল্প ব্যয়ে বিমলার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

অতুল মহানন্দে মাতাকে বলিলেন "মা, ভাগ্যি দাদা মহাশয় ছিলেন, নইলে বোধ হয় এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে যেত।"

ঠাকুরদাস—"তোরা যতই কেন হাকিমি কর না, এ সব বিষয়ে দু একটা বুড়ো মানুষ বড় কাজে লাগে। কন্যাদায়ে কত উঁচু মাথা হেঁট হতে দেখিচি। আমরা যেমন হাতে পায়ে ধরে সাধ্য সাধনা কত্তে পারি তোরা তা পারিস না।"

অতুল—"না দাদা মহাশয়, আমি পারতাম না।"

চারুশীলা—"মেয়ের বাপ হও তখন দেখব।"

ঠাকুরদাস—"এখন থেকে একটু একটু অভ্যাস করিস। তোর মেয়ের বের সময় ত আর আমাকে পাবি না।"

সকলে কৌতুকে হাসিতে লাগিলেন।

অতঃপর চারুশীলা হিরণ্ময়ীর হস্তে ঠাকুরদাসের পরিচর্য্যার ভার অর্পণ করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। হিরণ্ময়ী ঠাকুরদাসের সন্ধ্যার ঠাঁই করিল। সন্ধ্যা শেষ হইলে জলখাবার

দিয়া সম্মুখে বসিল এবং 'এটী খান' 'ওটী খান' বলিয়া ব্যবস্থা গুরুতর করিয়া তুলিল। ঠাকুরদাস হাসিয়া বলিলেন "পাগলি, বুড়ো হইচি, এখন কি আর খাবার শক্তি আছে। তা যেটুকু শক্তি আছে তোর বাড়ীতে পূর্ণ মাত্রায় দেখাব।"

হিরণ্ময়ী—"দাদা, আপনি বিমলের বের জন্য এত কচ্চেন, কিন্তু ওর চেষ্টা কিসে আপনাকে ঠকাবে।"

ঠাকুরদাস পার্শ্বোপবিষ্টা বিমলাকে বলিলেন "সত্যি? তা আমাকে ঠকালে নিজে ঠকবি যে দিদি। বর আমার হাতে মনে থাকে যেন।"

বিমলা অপ্রতিভ হইয়া পলায়ন করিল।

হিরণ্ময়ী—"হ্যাঁ দাদা, অল্পের মধ্যে বিমলের এ সম্বন্ধটা বেশ হয়েচে, নয়?"

ঠাকুরদাস—"কিন্তু দিদি, তোমার যেমনটী হইছিল, তেমন আর হয়নি, হবেও না।"

হিরণ্ময়ী সলজ্জভাবে বলিল "দাদার ঐ এক কথা।"

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর রজনী গৃহে ফিরিল। পরিশ্রান্ত দেহে, বিষণ্ণ মনে ঘরে আসিয়া দেখিল দ্বার রুদ্ধ, শ্যামা নাই। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ডাকিল "শ্যামা, ও শ্যামা! আঃ কি বিপদ, কোথায় ম'রতে গেল!"

শ্যামা ও মাতঙ্গিনী তখন ভোলানাথের সঙ্গে হাসি তামাসায় মত্ত। রজনীর কণ্ঠস্বরে শ্যামার চৈতন্য হইল। "পোড়ারমুখো এতক্ষণে ফি'রল! তা এখন যাই, নইলে রাগ ক'রবে" বলিয়া শ্যামা বিদায় লইল।

শ্যামা আসিলে রজনী ভৎ র্সনা করিল, "সন্ধ্যার সময় ঘর বন্ধ করে কোথায় গেছিলি?"

শ্যামা সদর্পে উত্তর দিল "কেন, তোমার জন্যে ঘর আগুলে একা বসে থাকতে হবে নাকি? তোমার আসতে দেরী হচ্চে দেখে সইএর বাড়ীতে গেছিলাম।"

রজনী—"কতবার বলিচি, আমি ওসব পছন্দ করি না, কিন্তু কিছুতেই তুই শুনবি না!"

শ্যামা—"তুমি পছন্দ কর আর নাই কর আমার কি বয়ে গেল? রাত্রি দুপুরের সময় ত ঘরে ফিরলে,—এতক্ষণ যে কোথা ছিলে, কি কচ্ছিলে, তা তুমিই জান আর ভগবান জানেন; তার পর এসে অকারণ যা নয় তাই বল্‌চ। ওমা, আমার কেন মরণ হয় না। আমি যে আর যন্ত্রণা সইতে পারি না।"

শ্যামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিল, রজনী হারিল; ক্ষমা চাহিয়া বলিল "নে শ্যামা, তুই আর রাগ করিস না। আজ একে মনটা খারাপ, তাতে পরিশ্রম হয়েচে. কাজেই মেজাজ ঠিক নাই। এখন আলো জ্বাল, রান্নার উদ্যোগ কর, বড় খিদে পেয়েচে ."

শ্যামা মনে মনে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাল কথা, যে জন্য গেলে তার কিছু জানতে পেরেচ?"

রজনী—হাঁ, হাকিম অতুলই বটে। পরিবার নিয়ে এখানে আছে।"

সহস্র বৃশ্চিকদংশনেও বুঝি শ্যামা এত যন্ত্রণা অনুভব করিত না। তাহার পীড়িত হৃদয়ের একটা নিশ্বাস বায়ু কুটীরের ঘনান্ধকারকেও যেন আলোড়িত করিল। নিঃশব্দে আলো জ্বালিয়া শ্যামা রজনীর পার্শ্বে উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ মৌনী রহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি রকম দেখে এলে বল ত।'

রজনী—"ছোঁড়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কচ্চে। মান মর্য্যাদা হয়েচে, বড় লোকদের সমাজে মিশচে। এখন আর সে অতুল নাই, সে অতুলের মা ও নাই।"

শ্যামা—"আর কি দেখলে?"

রজনী—"আজ অতুলের বাসায় খুব ধুম। বিমলের বের সম্বন্ধ হচ্চে, মেয়ে দেখতে এসেচে। একবার মনে হ'ল গিয়ে দেখা শুনা করি।"

শ্যামা—"খাবার লোভে নাকি? ওমা কি ঘেন্না! যে অতুলের সঙ্গে আজীবন শত্রুতা করেচ, আজ কোন আক্কেলে, কি পরিচয়ে তা'র বাড়ী যেতে?"

রজনী—"যাই হক, ছোঁড়া একে গ্রামের লোক, তাতে প্রতিবেশী ও আপনার জন।"

শ্যামা—"পোড়া কপাল আমার! অতুলকে আপনার জন বলতে তোমার লজ্জা হল না, কিন্তু শুনে আমার লজ্জা হচ্চে। সত্যি বলচি, তুমি যদি আজ গায়ে পড়ে অতুলকে পরিচয় দিতে তাহলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রতাম।"

রজনী হাসিল।

শ্যামা—"মেয়েরা কি রকম আছে?"

রজনী—"তা কি জানি, বাড়ীর ভেতর ত যাইনি। বোধ হল বেশ সুখে আছে।"

অতঃপর শ্যামা ভগ্নহৃদয়ে গৃহকার্য্যে নিবিষ্টা হইল, রজনী খট্টায় শুইয়া চিন্তামগ্ন হইল। রজনীর কলুষিত হৃদয়ে ক্ষীণ জ্ঞানালোক প্রতিভাত হইয়াছিল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনে অতুলের ও নিজের অবস্থার পার্থক্য-চিন্তা জাগরুক হইতে লাগিল। দরিদ্র অতুল শিক্ষা ও সচ্চরিত্রতা প্রভাবে আজ উন্নতাবস্থা, মানী ও সুখী। কিন্তু তাহার প্রাণে শান্তি নাই কি জন্য? গৃহ, স্ত্রীপরিবার ছাড়িয়া কি তাহার এই অশান্তি? গৃহে থাকিলে কি সে সুখী হইতে পারিত, স্ত্রী পরিবার লইয়া বাস করিলে কি তাহার প্রাণে শান্তি হইত? তাহার অশান্তি কি অধর্ম্মের শাস্তি, না পাপের অতৃপ্তি-জনিত অবসাদ? অধর্ম্ম কি? রজনী কিছুই মীমাংসা করিতে পারিল না। সুখেরই হউক বা দুঃখেরই হউক, যে চিন্তা প্রাণে স্বতঃ উদিত হয়, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন। রজনী অর্দ্ধ ঘণ্টা এবম্বিধ অসম্বদ্ধ চিন্তায় মগ্ন ছিল; অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত

হইল যে একমাত্র অর্থ সচ্ছলতায় অতুলের বর্ত্তমান সুখ। অর্থ থাকিলে সে ও পরম সুখী হইতে পারিত।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে রজনীর মনে আর একটা প্রশ্ন উদিত হইল। কেবল অর্থেই যদি সুখ তবে পাপ পুণ্যের বিশেষত্ব কি? ধনবান পাপী এবং পুণ্যাত্মা ধনীতে পার্থ্যক্য কোথায়? কল্পনাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে রজনী কুবেরের ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইল, দিল্লীশ্বরের প্রাসাদ ও হৈম সিংহাসন অধিকার করিয়া শ্যামাকে বামে বসাইল, কিন্তু বিমল সুখ-ভোগ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। হতভাগ্য শিহরিয়া দেখিল সুদূরে শীর্ণদেহা ইন্দিরা কন্যা ক্রোড়ে তাহার জন্য কাঁদিতেছেন, মাতা 'হা রজনী' বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। অমনি সভয়ে সে পার্শ্বপরিবর্ত্তন ও নয়ন মুদিত করিল। এবার অতুলের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠিল। রজনী দেখিল অতুলের সুখে অর্থসচ্ছলতা, পারিবারিক শান্তি ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম একাধারে বর্ত্তমান।

শ্যামা রজনীর উচাটনভাব লক্ষ্য করিতেছিল; তাহার চিন্তাস্রোত ফিরান একান্ত প্রয়োজন মনে করিল। ধূমায়মান উনানে ফুৎকার দেওয়া বন্ধ করিয়া সে রজনীর পার্শ্বে আসিল, একটা পূর্ণ বোতল হইতে এক গ্লাস মদ্য ঢালিয়া বলিল "আহা, তোমার আজ বড় পরিশ্রম হয়েচে, একটু খাও।"

রজনী অর্দ্ধেকটা পান করিল। শ্যামা অপরার্দ্ধ উদরসাৎ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিল।

রজনী—"দেখ শ্যামা, সুখের জন্য আগে টাকার দরকার। দেশে বিষয় আসয় থাকতেও আমাদের এখানে অভাব।"

শ্যামা—"আমিও ত তাই ভাবি। আমার যে সামান্য আয় আছে তা থেকে দুজন লোকের স্বচ্ছন্দে চলে, কিন্তু পোড়া শত্রুরদের সইবে কেন। এখন কি না আমাদের ভাতের জন্য দুঃখ!"

রজনী—বাড়ী গিয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে আনলে হয় না?"

শ্যামা—"ও মা, আমাকে এখানে একলা ফেলে যাবে নাকি!"

রজনী—"পাঁচ সাত দিন আর কাটাতে পারবি না?"

শ্যামা—"তার পর, তোমাকে যদি আটক করে রাখে তা হলে আমার উপায় কি হবে?"

রজনী—"তুই কি পাগল! আমার ত নির্ব্বাসন দণ্ড হয়েচে। কিছু না হয়, ইন্দুর দুখানি গহনা নিয়েও ফিরব।"

উভয়ের মস্তিষ্কে সুরার গুণ অল্পে অল্পে ধরিতেছিল। শ্যামা বলিল "তা যেও। সত্যই ত, আমার জন্য তুমি কেন কষ্ট পাও। তোমার উপায় আছে, ঘরে যাও, সুখে থাকগে। আমার উপায় নাই, গ্রামে স্থান নাই, কাজেই বিদেশে ভিক্ষা করে খেতে হবে। আমার হাড় কখানি বিদেশেই থাকবে।"

শ্যামার অসহায়াবস্থার প্রতীতির সঙ্গে রজনীর অনুরাগ তৎকালে যেন সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইল। ব্যথিত হইয়া সে বলিল "তোর যে দশা আমার ও সেই দশা। আমি বাড়ী যাব না।"

কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল। উভয়েরই দৃষ্টি যুগপৎ

সুরার বোতলে নিপতিত হইল। সদ্যোদুঃখ-বিনাশিনী মদিরা সময় বুঝিয়া কটাক্ষ করিল। রজনী আগ্রহভরে বোতলের মুখচুম্বনপূর্ব্বক সুধাপান করিল, শ্যামাকেও কিঞ্চিৎ পান করাইল।

শ্যামা বলিতে লাগিল "না, আমি আর বৃথা আশঙ্কা ক'রব না। বাড়ী থেকে কিছু টাকা আনতে পারলে এসময় বড় উপকার হয়। আরও দুদিন দেখে তার পর যেও। কিন্তু—"

রজনী—"বস্, কুচ্ পরোয়া নেই। তুই আমাকে আজও চিন্‌তে পারিস্‌নি শ্যা-মা—"

হুহু শব্দে উনান জ্বলিয়া উঠিল। রজনী চমকিয়া বলিল "ওকি, আগুন লাগল কোথা!" শ্যামা নিজের প্রকৃতিস্থতা সপ্রমান করিবার জন্যই বুঝি হাসিয়া উত্তর দিল "দেখচ না, উননে।"

"য়্যাঁ, উননে? সর্ব্বনাশ, এখন যাই কোথা!" বলিতে বলিতে রজনী ভয়বিহ্বল হইল, এবং সত্বর গৃহকোণ হইতে একটা জলপূর্ণ কলস লইয়া সমুদয় জল উনানে ঢালিয়া দিল।

শ্যামা—"কল্লে কি, উনান নিবিয়ে ফেল্লে! এখন খাবে কি!"

রজনী—"তুই কিছু ভাবিস না শ্যামা, প্রাণটা থাকলে সব হবে।"

সে রাত্রি আর উনান জ্বলিল না। অল্পে অল্পে বোতলের সুরা নিঃশেষ করিয়া উভয়ে মত্ততার চরম সীমায় উপনীত হইল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, দীপ নিভিয়া গেল, নগর নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর ঘরের একপ্রান্তে রজনীর অপর প্রান্তে শ্যামার অচেতন দেহ ধরাশয্যায় লুণ্ঠিত হইল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় হরকুমার ও গৃহিণী কথোপকথন করিতে-ছিলেন। প্রকোষ্ঠে আর কেহ ছিল না।

হরকুমার—"পাওনাদারেরা বন্ধকি বিষয় বিক্রী করে নিতে উদ্যত হয়েছে। আদালতে নালিশ করবে বলচে।"

গৃহিণী—"ওমা, তাহলে আমাদের উপায় কি হবে!"

হরকুমার—"বিষয় হস্তান্তরিত হয়ে ওকালতির উপার্জ্জনমাত্র অবলম্বন হবে। এখন পৈতৃক ভদ্রাসন বাড়ী থেকে তাড়িত না হই।"

গৃহিণী দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন।

হরকুমার—"আর কেঁদে কি ক'রবে। বিষয় যে উদ্ধার কত্তে পারব না তা একরকম স্থিরই ছিল। তবু যে কদিন সুস্থ-দেহ ছিলাম নৈরাশের মধ্যেও কত আশা ক'রতাম। শরীর ভেঙ্গে অবধি সকল আশা গেছে। ভাল অবস্থায় মদগর্ব্বে ভগবানকে ডাকিনি। এখন এ ঘোর দুর্দ্দিনে জগদীশ্বরকে স্মরণ ভিন্ন উপায় নাই। সকলই তাঁর ইচ্ছা।"

গৃহিণী—"মা দুর্গা, বিপদনাশিনী, রক্ষা কর মা।"

হরকুমার—"আমরা আর ক'দিন আছি। কিন্তু বড় পরি-তাপ যে সুরেশকে আজীবন দুঃখ করে খেতে হবে। কত আশা করেছিলাম, সুরেশ মানুষ হলে দুজনে প্রাণপণ করেও বিষয় রক্ষা করব, তার পর ছেলে নাতি প্রভৃতিকে সুখের অবস্থায় রেখে মনের শান্তিতে ম'রব। ঘ'টল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি চিররোগী হয়ে পড়লাম, আমার সেবা শুশ্রূষায় সুরেশের

পড়াশুনায় ব্যাঘাত পড়তে লাগল। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক।"

গৃহিণী—"তা যাক্, বিষয় আসয় দুদিনের। এ দুশ্চিন্তার ভার নেমে গেলে যদি ভিক্ষে করে খাই সেও ভাল। ভেবে ভেবে তোমার শরীর ভেঙ্গে গেছে, প্রাণে শান্তি নাই, কোন কাজে মন দিতে পার না। বিষয় যাক্, তুমি ভাল হও আমি ঠাকুরদের কাছে কেবল এই প্রার্থনা করি।"

হরকুমার—"আর আমি ভাল হইচি! আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার অসহায়, সম্ভবতঃ পথের ভিখারী হবে এ জেনেও কি কখন আমার ভাল হয়। এখন আমার মৃত্যুই ভাল।"

গৃহিণী—"ছি, ও কথা বলতে নাই। বিষয় সংসারে ক'জনের আছে? দুজনের থাকে ত লক্ষ জনের নাই। কিন্তু তাই বলে কি ঐ দুজনই সুখী আর লক্ষ জনই অসুখী। এটা বড় ভুল। আমার বিশ্বাস ঐ লক্ষজন বিষয়হীন লোকের মধ্যে এমন সুখী পরিবার আছে যাদের সঙ্গে রাজা রাজড়ায় ও তুলনা হয় না। বিষয়ের সঙ্গে চিন্তার ভার নেমে গেলে আমরাও বোধ হয় সুখে থাকব।"

হরকুমার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "ঠিক বলেচ।"

গৃহিণী—"তুমি কিছু ভেব না, কোন দুঃখ কর না। সুরেশ বেঁচে থাক। বাছার উপার্জ্জনের টাকায় শাক ভাত খেয়েও সুখ হবে। সুরেশের যাতে একটু ভাল চাকরী হয় সেই চেষ্টা কর। অতুলের কেমন হয়েচে দেখ দেখি। আহা, ওর দুঃখিনী মায়ের এখন কত সুখ, কত আনন্দ!"

একখানি অশ্বযান বাসার সম্মুখে থামিল। পরক্ষণে ভৃত্য শ্রীচরণের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। হরকুমার আনন্দে বলিলেন

"ঐ বুঝি বৌমা এলেন। মা আমার মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী। যাও, এগিয়ে নিয়ে এস।"

সিঁড়িতে অলঙ্কার-নিক্কন ধ্বনিত হইল। হাসিমুখে অশোক উপরে উঠিল। গৃহিণী অগ্রসর হইয়া বধূর মুখচুম্বনপূর্ব্বক স্বামীসকাশে লইয়া গেলেন। অশোক শ্বশুর ও শ্বশ্রূর চরণবন্দনা করিয়া শ্বশুরের পদপ্রান্তে উপবিষ্টা হইল। হরকুমার সস্নেহে তাহাকে পিতৃগৃহের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

পাঠক পাঠিকা অশোককে অনেকদিন দেখেন নাই। বিবাহের পর তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা এস্থলে বলিলে বোধ হয় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। এতদ্দেশে বিবাহের পরে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বালিকা একটী সরমশীলা বিশিষ্টা যুবতী এবং আর দুই তিন বৎসরের মধ্যে যুবতী জননীর পদে উন্নীতা হন। অশোকের বিবাহের পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাহার অবয়ব কিঞ্চিৎ পুষ্ট ও সুন্দর বর্ণ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং যৌবনসমাগমের পূর্ব্বাভাস স্বরূপ চালচলনে কিঞ্চিৎ গাম্ভীর্য্য আশ্রয় লইয়াছে। অশোকের দেহ এক্ষণে কৈশোর ও যৌবনের দ্বন্দ্বভূমি। কৈশোরের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া যৌবন স্বীয় সত্ত্ব সাব্যস্ত করিতে বহুসংখ্যক নালিশ রুজু করিয়াছে। তাহার কতকগুলিতে যৌবন ডিক্রী পাইয়াছে, অপরগুলি এখনও চলিতেছে। কিন্তু যৌবন তাহার ডিক্রীগুলি আজিও সম্পূর্ণরূপে জারি করিতে সমর্থ হয় নাই। অশোক হয়ত মাথার কাপড় খুলিয়া, অথবা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কয়, পিতৃগৃহে যেরূপ নিঃসঙ্কোচে চলা ফেরা ও কাজকর্ম্ম

করিত স্বামীগৃহেও সেইরূপ করে, এবং ক্ষুধা পাইলে খাবার চাহিয়া খায়। আবার সময়ে সময়ে তজ্জন্য লজ্জিত হইয়া সুরেশের কাছে লজ্জা নিবেদন করে। হরকুমার ও গৃহিণী তাহার বাল্যসুলভ সরলতা হেতু তাহাকে অধিকতর স্নেহ করেন।

শ্রীচরণ বলিল "আজ বৌদিদির আসা হচ্ছিল না। বাড়ীতে কাদের মেয়েরা এসেচেন; তাঁরা কিছুতেই আসতে দেবেন না। অনেক বলা কওয়ার পর মত হল।"

হরকুমার অশোককে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, তোমাদের বাড়ীতে কারা এসেচেন ?"

অশোক—"আমার কাকার এক বন্ধুর বাড়ীর মেয়েরা। তাঁদের মধ্যে একজন বাঙ্গালী মেমসাহেব আছেন।"

হরকুমার—"বটে! কাদের বাড়ীর মেয়েরা বলতে পার ?"

অশোক—"-বাগানের প্রকাশ চাটুয্যের।"

হরকুমার—"প্রকাশ চাটুয্যে!"

গৃহিণী—"সেই প্রকাশ চাটুয্যে!"

হরকুমার—"মা, প্রকাশ চাটুয্যেকে আমি বিশেষরূপে জানি। সে অতি পাষণ্ড, অধার্ম্মিক। প্রকাশের আদি নিবাস চন্দননগর। দেশে সে সমাজচ্যুত। এখানেও বিশেষ কিছু আচার বিচার নাই। বিলাত ফেরত ছেলে অবাধে বাড়ী এসে আহার ব্যবহার মেশামিশি করে, কিন্তু ক'লকাতার সমাজ বলে আজও চলে যাচ্চে। আমার সঙ্গে প্রকাশ যে শত্রুতা করেচে তা আমি ধরি না। কিন্তু মা, আমার মনে হয় ওর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের কোনও সংশ্রবে না আসাই ভাল।"

অশোক বিস্মিত হইল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। সহর প্রায় নিস্তব্ধ। ক্বচিৎ দুই একখানি অশ্বযানের ঘর্ঘর ধ্বনি বা দুই একজন পথবাহীর পদধ্বনি শব্দিত হইয়া পরমুহূর্ত্তে নিস্তব্ধতায় বিলীন হইতেছে।

কিন্তু পাপের নিকেতনে বীভৎসলীলা এখনও সমভাবে চলিয়াছে। লম্পটগণ মদিরাপ্রভাবে প্রকৃতির অবসাদ নিরোধপূর্ব্বক পৈশাচিক তাণ্ডবে রত; কেহ নাচিতেছে, কেহ গায়িতেছে, কেহ বীভৎসধ্বনি করিতেছে, কেহ বা স্খলিতপদে পঙ্কলুলিতদেহ শূকরের ন্যায় ন্যাক্কারলুণ্ঠিত হইতেছে। সে দৃশ্য বিভীষিকাময়, সে সজীবতা নারকী।

রঙ্গালয়গুলিও পূর্ণমাত্রায় সজীব। কোথাও প্রহসনের সরস অভিনয়ে গগনভেদী হাস্যরোল ধ্বনিত হইতেছে। কোথাও পৌরাণিক বা বিয়োগান্ত নাটকাভিনয়ে দর্শকবৃন্দ প্রেম বা করুণ রসার্দ্র হইয়া অশ্রুমোচন করিতেছেন। কোন অভিনেত্রীর হাবভাব, বেশভূষাপ্রকটিত যৌবনমদ এবং পাউডাররঞ্জিত মুখরুচি তরলমতি যুবকদের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইতেছে। মূঢ়েরা মনে করিতেছে সেই বরাঙ্গীই বিধাতার সার সৃষ্টি। কেহ কেহ তাহার পদে আত্মবিক্রয়ের কল্পনা করিতেছে; কেহ বা ঘরের সরমশীলা, হাবভাবপরিশূন্যা, অরসিকা ভার্য্যার কথা স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় গার্হস্থ্য জীবনকে ধিক্কার দিতেছে। যুবকদল অতিক্রম করিয়া সে মনোবিকার একশ্রেণীর প্রৌঢ়দের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে এ কথা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি।

আর ঐ দ্বিতল প্রকোষ্ঠে অন্যবিধ সজীবতা দৃষ্ট হইবে। সুরেশ ও অশোক তখনও কথোপকথন করিতেছে। প্রকোষ্ঠের জানালা দুইটী উন্মুক্ত। উভয়ে একটা জানালার সন্নিকটে চেয়ারে উপবিষ্ট। অশোকের চক্ষে ঘুম ধরিয়াছে, কিন্তু সুরেশ নাছড়। প্রিয়ার বাক্যসুধা পান করিয়া তাঁহার পিপাসা মিটিতেছে না। তিনি অশোককে কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং উৎকর্ণ হইয়া উত্তর শুনিতেছেন।

অশোক—"আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও।"

সুরেশ—"বল।"

অশোক—"প্রকাশ চাটুয্যে কে; তিনি তোমাদের সঙ্গে কি রকম শত্রুতা করেচেন।"

সুরেশ—"সে কথা তোমার না শুনাই ভাল।"

অশোক—"না আমি শু'নব। এমন কি কথা যে আমি শুনতে পাই না?"

সুরেশ—"তবে সংক্ষেপে বলি। বাবা প্রকাশ চাটুয্যের সঙ্গে কলেজে পড়তেন, সেই সূত্রে দুজনের বন্ধুতা হয়। তার পর বাবা যখন ব্যবসায়ের জন্য ঋণ করতে লাগলেন প্রকাশের কাছে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিইছিলেন। প্রকাশ তখন দেশে সমাজচ্যুত হয়ে কলকাতায় বাস ক'রত। ঋণের টাকা সুদসমেত ক্রমে বাড়তে লাগল। ছয় বৎসরে বাবা সুদে আসলে সাড়ে তিন হাজার টাকা শোধ করলেন, কিন্তু তখনও তিন হাজার টাকা দেনা রইল। সেই সময় অন্য পাওনাদারেরা পীড়াপীড়ি কত্তে লাগল, বাবা বড় বিব্রত হয়ে পড়লেন। প্রকাশ একদা মৌখিক বন্ধুতা দেখিয়ে বাবাকে বল্‌ল 'ভাই, আমার দেনার

জন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হয়ো না। বাকি টাকার সুদ চাই না। তোমার যখন সুবিধা হয় শোধ করো।' বাবা আশ্বস্ত হয়ে অপর দেনা শোধ কত্তে লাগলেন। কয়েক মাস পরে একদিন প্রকাশ বাবার কাছে প্রস্তাব ক'র্‌ল যে তার মেয়ে বিনয়ার সঙ্গে আমার বে দিলে পণপণ হিসাবে ঋণের তিন হাজার টাকা বাদ দিতে পারে।"

অশোক—"ওমা, সত্যি!"

সুরেশ—"বাবা প্রকাশের সামাজিক অবস্থা জানতেন, সুতরাং সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। প্রকাশ অমনি নিজমূর্ত্তি ধরে বল্‌ল যে তা হলে আর বন্ধুতার খাতির রাখবে না, পাওনা টাকার একপয়সাও ছাড়বে না। বাবাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করলেন, প্রাণ থাকতে ছেলে বেচে ঋণ শোধ ক'রবেন না। প্রকাশ নালিশ করে ডিক্রী পেলে, অনেক কষ্ট দিয়ে টাকা আদায় ক'র্‌ল। এই প্রকাশের ইতিহাস।"

অশোক—"বিনয়ার সঙ্গে তোমার বে হলে ভাল হ'ত।"

সুরেশ—"কিসে?"

অশোক—"এই মনে কর, কতক দেনা শোধ হত, বড়লোক কুটুম্ব পেতে, আর—"

সুরেশ—"আর কি?"

অশোক—"আর বিনয়া খুব সুন্দরী, স্বভাব চরিত্রও ভাল, তুমি বেশ সুখী হতে।"

"তা বটে; তবে এ পৃথিবীতে নয়, স্বর্গে। বিনয়া যে বিধবা" বলিয়া সুরেশ হাসিতে লাগিলেন।

অশোক অপ্রতিভ হইয়া সুরেশের প্রতি ভৎসনা-সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

সুরেশ—"যাগ, এখন তোমার কথা বল।"

অশোক—"বিনয়া ও ব্যারিষ্টার সাহেবের বৌ আমাদের বাড়ী এসেছিল। মার সঙ্গে ওদের পূর্ব্বে আলাপ হয়, আজ আমার সঙ্গে পরিচয় হল। বিনয়ার কথাবার্ত্তা বড় মিষ্টি। আমাকে কত মনের কথা ব'লল, সে সব শুনলে দুঃখ হয়। আর একটা বড় ভয়ানক কথা আমি জানতে পেরিচি।"

সুরেশ—"কি ?"

অশোক—"তোমাকে তা ব'লব না।"

সুরেশ পীড়াপীড়ি করিলেন। অশোক অবশেষে বলিল "কাকা বিনয়াকে ভালবাসেন ; বিনয়ারও সেই অবস্থা।"

সুরেশ—"বল কি ! কিকরে জানলে ?"

অশোক—"আমাদের বাড়ীতে দুজনের যেরকম ভাবভঙ্গি দেখলাম তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তা ছাড়া একটা প্রমাণ তোমাকে দেখাচ্চি।"

অশোক একখানি পত্র আনিয়া বলিল "এই চিটিখানি পড়, সব জানতে পাবে।"

সুরেশ পাঠ করিলেন

ভাই বিজয়,

তোমার ——মার্চ্চ তারিখের পত্রে জানলাম যে সম্প্রতি তোমার হৃদয়ে একটা বিষম বিপ্লব ঘটেচে। শুনে যত বিস্মিত না হই, পত্রে সংবাদটা লেখার জন্য তদপেক্ষা অধিক বিস্মিত হয়েচি। আমরা তোমাকে আমাদের ঘরের একজন মনে

করি। তোমাকে ও বিনোদকে ভিন্ন চক্ষে দেখি না। একবার দেখা দিয়ে বিপ্লবের কথাটা জানালে কি দোষ হ'ত ভাই? আমার ক্ষমতায় থাকলে যথাসাধ্য প্রতীকারের চেষ্টা করতাম। তুমি লিখেচ যে এ বিপ্লবের জন্য আমি কতক পরিমাণে দায়ী; কিন্তু তুমি এত সঙ্কুচিত হয়েচ যে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আমার কাছে সে কথা প্রকাশ করতে সাহসী নহ। বাস্তবিক ভাই, আমার কৌতূহলের সীমা নাই। আমার দিব্য, তুমি কাল স্বয়ং এসে আমার কৌতূহল পূর্ণ করো। আমার নিকট কেবল বিনয়া থাকবে। ভাল কথা, আমাদের বিনয়ার জীবনেও কি এক পরিবর্ত্তন ঘটেচে মনে হয়। সে এখন নির্জ্জনে থাকতে ভালবাসে, কি ভাবে আর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে এবং দিন দিন যেন শীর্ণ হয়ে যাচ্চে। কাল সে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমাদের দুজনেরই ধারণা যে তুমি হয়ত কোন কারণে আমাদের ওপর রাগ করেচ, তাই এক সপ্তাহ কাল তোমার দেখা নাই। দেখ ভাই, তুমি আমাদের যে রকম স্নেহের বন্ধনে বেঁধেচ, তোমাকে দেখতে আমরা যে রকম উৎসুক হই, হঠাৎ নির্দ্দয়ভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা শুনা বন্ধ করায় তোমার নামে দাওয়ানী মোকদ্দমা চলতে পারে।

আমার ও বিনয়ার অনুরোধ কাল তুমি আসবে। পত্রে নিমন্ত্রণ ক'রলাম। আর এক কথা, ইতিপূর্ব্বে বিনয়া তোমার সঙ্গে ভালকরে আলাপ করে নি বলে যদি তোমার রাগ হয়ে থাকে তবে, আমি বলচি, কাল সে তোমার যথেষ্ট সমাদর করবে। বিনয় ছেলে মানুষ, চিরকাল ঘরে আটক আছে, মা বাপ, ভাই বোন ছাড়া আর কিছু জানে না, তাই অত

লজ্জাশীলা। আহা, দুঃখিনী বিধবা! তার দুঃখ কি দূর
পারব না।

তোমার স্নেহের বৌ-দিদি

পত্র পাঠ করিয়া সুরেশ গম্ভীর হইলেন।

অশোক—"এর পরিণাম কি হতে পারে?"

সুরেশ—"আমার বোধ হয় ওদের মতলব বিনয়া
তোমার কাকার বে দেওয়া। বে হলে দুজনেই
সমাজচ্যুত, নইলে বিনয়ার সর্ব্বনাশ! আশ্চর্য্য, তোমা
এমন সৎস্বভাব ও তেজস্বী হয়ে এরূপ কাজে লিপ্ত হয়েছে

অশোক—"মেমটাই অনর্থের মূল। কাকার আর দো

সুরেশ—"এ চিটি একমাস পূর্ব্বের। না জানি ই
ব্যাপার কত গুরুতর হয়েচে। বাড়ীর কেউ এ ঘটনা জা

অশোক—"না। চিটিখানি আজ কুড়িয়ে পেয়েচি
কাকা যে রাগী, প্রকাশ হলে কি করে বসবেন বলে আর
দেখাই নি।"

সুরেশ—"আমার বোধ হয় চিটি তোমার মাকে দি
ভাল কত্তে।"

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

করি। :শোক সম্প্রতি শ্বশুরগৃহে যাওয়ায় অনুপমার বাসের কিছু
দেখা য়াছে। কলিকাতার বাসায় একটী কন্যা কাছে থাকি-
আমার াহার মন প্রফুল্ল থাকে। রাধিকাপ্রসাদ ভাবিতেছিলেন
তুমি ক াকে কিছুদিনের জন্য দেবীপুরে পাঠাইবেন। এমন
কিন্তু ত্ অতুলের এক পত্র পাইলেন। অতুল লিখিয়াছিলেন,
আমার কমলেষু।
ভাই, —ফাল্গুণ বিমলের বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। আর
কাল শ দিন মাত্র আছে। আমি একমাসের ছুটী পাইয়াছি।
কেবল দের লইয়া পরশু বাটী রওনা হইব। বাটী হইতে কলি-
কি এব গিয়া আপনাদের চরণ দর্শন করিব। কতকগুলি দ্রব্য
ভালবা ত আছে, তাহা খরিদ করিয়া, এবং খুড়ীমাতা, অশোক,
যেন শী বিজয়কাকা ও সুরেশকে সঙ্গে লইয়া বাটী আসিব। সুরেশ
আমাশোককে সংবাদ দিয়াছি।
দের ও সেবক শ্রীঅতুলচন্দ্র শর্ম্মা।
নাই ারুশীলাও অনুপমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়া-
ামা, দি—'ভাই, আমার অতুলের বে তোমরা দিয়েচ, বিমলের
বেও তোমরা দেখে শুনে দেবে এই আমার প্রধান সাধ।'

উৎফুল্লমনে অনুপমা দিন গণিতে লাগিলেন। দেশে যাই-
বেন, পল্লীর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া দিনকয়েক হাঁপ ছাড়িয়া
বাঁচিবেন, দশজন আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে একটা বিবাহোৎসবের

আনন্দ উপভোগ করিবেন, কলিকাতায় বন্দিনী রমণীর পক্ষে ইহা কম উল্লাসের কারণ নহে।

রাত্রি এগারটা বাজিয়াছে। পান্নালাল নিদ্রিত। রাধিকা-প্রসাদ ও অনুপমা কথোপকথন করিতেছিলেন। অনুপমা বলিলেন "অতুল মেয়ে ছেলেদের নিয়ে বাড়ী এসেচে। কাল কি পরশু এখানে আসবে। আমাদের যাবার জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হয়। বিমলকে যা দেবে কালই কিনে ফেল।"

রাধিকা—"লক্ষ্মী একখানি গহনা দিচ্চে; বাবা গহনা ও কাপড়ের জন্য টাকা পাঠিয়েচেন। তা ছাড়া আমরা এক প্রস্থ কাপড় জামা খেলনা প্রভৃতি দেব।"

অনুপমা—"অশোকের বাড়ী থেকে বৈকালে এক ঝি এসেছিল। অশোকের ইচ্ছা বিমলকে কিছু উপহার দেয়। আমি তাকে টাকা পাঠিয়ে দিইচি। জামাই আজও রোজগারে হন নি, মেয়ে টাকা পাবে কোথা। এ ছাড়া সুরেশ আলাদা যা দেন দেবেন।"

রাধিকা—"তা বেশ করেচ।"

অনুপমা—"দেখ, আমার বড় ইচ্ছা হচ্চে কতক্ষণে দেখব আমাদের সেই অতুল আর হাকিম অতুলে, অশোকের সই হিরণ আর হাকিমের বৌ হিরণে, সেই অতুলের মা আর হাকিম অতুলের মায়ে কি প্রভেদ হয়েচে।"

রাধিকা—"কোন প্রভেদ হয়নি। তারা যা ছিল তাই আছে। প্রভেদের মধ্যে দেখবে দারিদ্র্যের সে বিষণ্ণতা নাই, এখন সকলেরই হাসিমুখ।"

অনুপমা—"ঠাকুরপোর ভাবে বোধ হয় উনি বাড়ী যাবেন না।"

রাধিকা—"কেন ?"

অনুপমা—"কে জানে, উনি আজ কাল কেমন একরকম হয়েচেন। ভাল করে কথা ক'ন না, সর্ব্বদা যেন অন্যমনস্ক, পড়া শুনায়ও মন নাই। এত বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো থাকলে ওরকম না হওয়াই আশ্চর্য্য।"

রাধিকা—"আমাদের দোষ কি বল। চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি, কিন্তু কিছুতেই বে কত্তে রাজি হল না। তাড়না ভৎ'স-নার বয়স অতীত হয়েচে, এখন ওর যা ভাল বিবেচনা হয় করুক।"

অনুপমা—"ঠাকুরপো নিশ্চয় একটা কিছু অনর্থ ঘটাবে। ঐ যে বিলেত ফেরতের বৌ আর তাদের বাড়ীর মেয়েরা এসে-ছিল, আমার সন্দেহ হয় তারা ওঁর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েচে। ঠাকুরপো শতমুখী হয়ে ওদের প্রশংসা করেন আর বলেন কি ওদের সঙ্গে মিশলে আমাদের অনেক উন্নতি হয়।"

রাধিকা—"ঠিক বটে, বিজয় আর সে বিজয় নাই। এখন তার চাল চলন যেন লুকোচুরি রকম হয়েচে। পূর্ব্বে যে বিজয় সর্ব্বদা আমাদের কাছে বসে গল্প কত্তে ভাল বা'সত, আজ কাল তার দেখাই পাই না। তার গতিবিধি সবই যেন রহস্যময়। এর বিশেষ সন্ধান লওয়া আবশ্যক।"

"আমি একবার দেখে আসি ঠাকুরপো কি কচ্চেন" বলিয়া অনুপমা নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন এবং বিজয়ের শয়নকক্ষের দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কবাটের ছিদ্রপথে দেখিতে লাগিলেন।

টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে। বিজয় চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া মুদিতনয়নে, চিন্তামগ্ন। চিন্তাভারাবনত ললাট বাম

করতলে রক্ষিত। ক্ষণে ক্ষণে বিশাল বক্ষ আলোড়িত করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। অনুপমা নিমেষমধ্যে যুবকের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তাঁহার সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। বিজয় অস্ফুটস্বরে বলিতেছিলেন, 'না, আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। যথেষ্ট ভাবিয়াছি, আর ভাবিতে পারিনা। আমার কর্ত্তব্য অবিলম্বে স্থির করিতে হইবে, নতুবা পাপের প্রলোভনে পড়িতে পারি। দুইটী পথ রহিয়াছে,—এ জন্মের মত তাহার সঙ্গ ত্যাগ করা, অথবা তাহার সহিত ধর্ম্মবন্ধনে মিলিত হওয়া। কোন পথে যাই? তাহার সঙ্গত্যাগ অসম্ভব। কণ্টকশয্যায় কে জীবিত থাকিতে চায়? স্মৃতি আমার কণ্টকশয্যা হইবে। সাধ্য কি মন হইতে সে স্মৃতি উন্মূলিত করি। আহা, কি রূপ, কি গুণ, কি মিষ্ট কথা! বিধাতার একমাত্র নিখুঁৎ সৃষ্টি!'

'কিন্তু তাহাকে গ্রহণ করিলে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজন, সমাজ, এ সব ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা কি পারা যায়! মানুষ একের জন্য কি এতগুলি বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে! ওঃ, হিন্দুসমাজ, কি নৃশংস তোর বিধি! আর কতকাল তোর এ কঠোর বিধি বলবৎ থাকিবে!'

বলিতে বলিতে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় উঠিয়া বিজয় কিয়ৎক্ষণ কক্ষমধ্যে বিচরণ করিলেন, তৎপরে শয্যায় শয়নপূর্ব্বক মুদিতনয়নে চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল এই ভাবে অতিবাহিত করিয়া বিজয় শয্যা ত্যাগ করিলেন; বাক্স হইতে একখানি রুমালমণ্ডিত ছবি বাহির করিয়া আলোর সন্নিকটে বিস্ফারিতনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে

প্রেমাবেশে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত ও মুখমণ্ডল আনন্দে দীপ্ত হইল। পাঁচ, দশ, পনর মিনিট কাল দেখিয়াও যুবকের সাধ মিটিল না। অবশেষে সেই প্রতিকৃতি চুম্বনপূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিলেন 'বিনয়, আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়াছি। আর আমি ইতস্ততঃ করিব না, বৃথা চিন্তা করিব না, দুইটা জীবন জন্মের মত নষ্ট করিব না। দাদা বেঁচে থাকুন, পিতামাতার সুপুত্র তিনি, আমার অভাব তাঁহারা বিশেষ অনুভব করিবেন না। আমি মনঃস্থির করিলাম; বিনয় তোমার জন্য গৃহত্যাগ করিব।'

বায়ুসঞ্চারে জানালার পার্শ্বস্থ একটা বৃক্ষের পত্ররাজি সড় সড় শব্দ করিল। চমকিয়া বিজয় ইতস্ততঃ চাহিলেন। ব্যস্ত সমস্তভাবে ছবিখানি রুমালে আবৃত করিলেন। পরক্ষণে বহির্দ্দেশে এক শব্দ শ্রুত হইল। রোমাঞ্চিত দেহে, সভয়ে বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেও?"

অনুপমা বলিলেন"আমি ঠাকুরপো, দোর খোল।"

বিজয়ের শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল; ভয় বিস্ময় ও লজ্জায় মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনুপমা—"ভাই, আমার কাছে কোন লজ্জা নাই, দোর খোল।"

বিজয় কম্পিতহস্তে দ্বার খুলিলেন এবং অনুপমা প্রবেশ করিবামাত্র দুই হস্তে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিলেন।

অনুপমা বিজয়কে উঠাইয়া সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন "ঠাকুরপো, দৈবক্রমে আমি তোমার কথা শুন্‌তে পেয়েচি, কিন্তু তুমি কিছু-

মাত্র লজ্জিত হয়ো না। আমার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।"

বিজয় অনুপমার গম্ভীর বিষাদমাখা মুখখানি মুহূর্ত্তকাল দেখিয়া মস্তক নত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "বৌ, তোমাকে মায়ের মত দেখি, তুমিও আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ কর। আমার জীবনের ভয়ঙ্কর রহস্য তুমি জেনেচ। তুমি বুদ্ধিমতী, দাদার মত উন্নতমনা; দয়া করে বল আমি পাপী কি না। এই প্রশ্ন আমার হৃদয়কে গুরুভারে নিষ্পেষিত কচ্চে, কিন্তু আমি কাকেও জিজ্ঞাসা করতে সাহস করি নি। আমি উন্মত্ত, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য। আমি হিন্দুবিধবার প্রতি অনুরক্ত, তাকে বিবাহ ক'রব এই আমার ইচ্ছা। বল, এ আনুরক্তি কি অবৈধ? এ কাজে কি পাপ আছে?"

অনুপমা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

বিজয় করজোড়ে বলিলেন "বউ, বেশ চিন্তা করে আমার এ প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমার এক কথার উপর দুইটী জীবনের সুখদুঃখ স্থিতি বিনাশ নির্ভর কচ্চে।"

অনুপমা বিপন্ন হইলেন। তাঁহাকে ঠিক কথা বলিতেই হইবে। কিয়ংক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "দেখ বিজয়, এ সম্বন্ধে তোমার দাদার কাছে যা শুনিচি তাই তোমাকে বলি। কতকগুলি কাজ সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল জাতির মধ্যে পাপকাজ বলে গণ্য। তারা ধর্ম্ম ও নীতিবিগর্হিত এবং রাজাদেশে দণ্ডনীয়। আর কতকগুলি কাজ দেশ কাল ও অবস্থা ভেদে কখন সমাজে অনুমোদিত হয়, কখন বা হয় না। বিধবা-বিবাহ আধুনিক হিন্দুসমাজে প্রচলিত নাই, কিন্তু অপর

সকল সভ্য জাতির মধ্যে আছে। শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধি পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজে যে পূর্ব্বকালে বিধবা-বিবাহ চলিত ছিল না, বা পরে কখন চলিত হবে না, এ কথা কেহ ব'লতে পারে না। বিধবা-বিবাহে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই একথা শিক্ষিত লোকমাত্রেই স্বীকার করবে। তথাপি, সমাজ যার বিরুদ্ধে, তোমার পিতামাতা আত্মীয় স্বজন যে কাজের জন্য তোমার পর হবেন, এমন কাজে হঠাৎ প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। ভাই, তুমি কি বিনয়ার জন্য আমাদের সকলের স্নেহ মমতা ভুলবে? কি ছার বিনয়া, ওর অপেক্ষা লক্ষগুণে সুন্দরী, গুণবতী মেয়ে এনে দেব।"

হতভাগ্য যুবক যন্ত্রণাবিজড়িত দৃষ্টি অনুপমার মুখে নিহিত করিল।

অনুপমা বলিতে লাগিলেন "তুমি পুরুষমানুষ, শিক্ষায় তোমার মন উন্নত। বিপদে ধৈর্য্য এবং দুঃখে সান্ত্বনা গ্রহণে তোমরা যতদূর সক্ষম স্ত্রীলোক তত নয়। যে কাজ আপাতমধুর কিন্তু ভেবে দেখলে যার ভবিষ্যফল মন্দ বলে বুঝা যায় সেরূপ কাজ অল্পজ্ঞানী ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে মার্জ্জনীয়, তোমাদের পক্ষে নয়। মন দৃঢ় কর, বিনয়াকে ভুলে যাও। হৃদয়ের উত্তেজনায় মানুষ অনেক সময়ে এমন কাজ করে ফেলে যার জন্য পরে অনুতপ্ত হয়, কিন্তু তখন আর সংশোধনের উপায় থাকে না।"

সিজয় অনুপমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলেন, কিন্তু তাঁহার যুবহৃদয় সে সদুপদেশ গ্রহণের উপযোগী হইল না।

অনুপমা—"এখন তোমার কর্ত্তব্য স্থির কর। একটা কথা

মনে রেখ। বাবা ও মা প্রাচীন; তুমি তাঁদের ছোট ছেলে, সকলের অপেক্ষা অধিক স্নেহের পাত্র। তুমি যদি তোমার সঙ্কল্প মত কাজ কর তা হলে এ প্রাচীন বয়সে তাঁরা কত কষ্ট পাবেন; হয়ত মনোদুঃখে তাঁদের মৃত্যু হতে পারে।"

মুহূর্ত্তের জন্য মোহপ্রভাব বিদূরিত হইয়া বিজয়ের মুখমণ্ডলে ভীতির ছায়া বিম্বিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য যুবক মানসচক্ষে পিতামাতার শোচনীয় অবস্থা দেখিলেন; যেন তাঁহারা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, ধারাবিগলিত ক্ষীণ নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতেছেন, 'বিজয়' 'বিজয়' বলিয়া করুণস্বরে ডাকিতেছেন এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছেন। সভয়ে বিজয় নয়ন মুদিত করিলেন। পরমুহূর্ত্তে রঙ্গালয়ের পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় সে চিত্র অপসৃত হইল, অন্য এক চিত্র তাহার স্থান অধিকার করিল। বিজয় এবার দেখিলেন বিনয়ার সেই সুন্দর করুণামাখা মুখ-খানি; দীনতা-বিজড়িত আয়ত নয়নদ্বয় তাঁহার বদনে অর্পিত। বিচারফল শ্রবণার্থ বন্দী যাদৃশ উৎকণ্ঠিতভাবে বিচারকের মুখাবলোকন করে বিনয়ার নয়নদ্বয় তাদৃশী উৎকণ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছিল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন বিজয় বিনয়ার সেই মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। সমগ্র সংসার এক বিনয়ায় লীন হইল। বিজয়ের মোহ গাঢ়তর হইল।

অনুপমা জিজ্ঞাসা করিলেন "ভেবে কিছু স্থির করলে কি?"

বিজয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক উত্তর দিলেন "না, এখনও কিছু স্থির কত্তে পারি নি। যা হয় কাল তোমাকে বলব।"

অনুপমা—"আমিও তাই বলি, আজ রাত্তিরটা বেশ স্থিরমনে চিন্তা কর।"

অনুপমা উঠিলেন। বিজয় করজোড়ে তাঁহাকে বলিলেন "বউ, দাদাকে কিছু বলো না। তিনি শুনলে আমাকে ঘৃণা করবেন।"

অনুপমা—"সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক।"

বিজয়—"আমি যদি বিনয়াকে বিবাহ করাই সঙ্কল্প করি তা হলে কি তুমি আমাকে ঘৃণা করবে?"

অনুপমা—"তোমার সঙ্কল্প যে মহৎ তা উন্নতমনা লোক মাত্রেই স্বীকার করবে। বিনয়াকে বিবাহ করলেও তুমি যে বিজয় আমার চক্ষে সেই বিজয় থাকবে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে আমরা ইচ্ছামত তোমাদের আদর যত্ন ও তত্ত্বতল্লাস কত্তে পারব না। দেশাচার আমাদের পৃথক করবে, কিন্তু স্নেহ চিরকাল সমভাবে থাকবে। তাই বলছিলাম কি তুমি ও সঙ্কল্প ত্যাগ কর. গৃহধর্ম্ম ছেড় না।"

বিজয়—"তুমি দেবী, ভগবান তোমাকে সুখী করুন। আজ রাত্রি আমি ভেবে দেখি।"

* * * * *

পরদিবস প্রত্যূষে অনুপমা আসিয়া দেখিলেন বিজয়ের কক্ষ শূন্য। টেবিলের উপর একখানি পত্র পঁড়িয়া ছিল; কম্পিত-হস্তে অনুপমা পত্রখানি লইয়া পাঠ করিলেন—

বৌ দিদি,

বিনয়াকে বিবাহ করা ভিন্ন আমার জীবনে শান্তি নাই এই বুঝিয়া আমি গৃহত্যাগই শ্রেয়ঃ স্থির করিলাম। পূজনীয় দাদামহাশয়কে আমার ইতিহাস নিবেদন করিয়া ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিবেন। বাবা ও মাকে সান্ত্বনা দিবেন। আশা

করি আপনার মুখে আমার অবস্থা শুনিলে সকলেরই মনে করুণার উদয় হইবে। অদৃষ্টের লিখন এই, আমি কি করিব। আমি অকৃতজ্ঞ, আপনারা আমাকে ভুলিয়া যাউন। অতঃপর আমার উদ্দেশে যেন বৃথা অনুসন্ধান করা না হয়।

হতভাগ্য বিজয়।

অনুপমা স্বামীকে বিজয়ের পত্র দেখাইয়া সকল কথা বলিলেন। নিষেধ সত্ত্বেও বিজয়ের উদ্দেশে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেই দিবস অপরাহ্নে অতুল রাধিকাপ্রসাদের বাসায় উপস্থিত হইলেন। বিজয়ের অভাবনীয় নিরুদ্দেশ এবং তাহার আনুসঙ্গিক ইতিবৃত্ত শ্রবণে অতুল বিস্মিত ও মর্ম্মপীড়িত হইলেন। রাধিকা-প্রসাদ বলিলেন "কি করব বল। এইটে ঘটবে তাই বিজয় বিবাহ কর্‌ল না। এখনও সুমতি হয় ত ফিরে আসবে, নইলে জন্মের মত মজ্‌ল।"

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসারে অবিরাম পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এক ভাঙ্গিতেছে আর গড়িতেছে, একের উত্থান হইতেছে অপরের পতন হইতেছে। ঐ যে বৃহৎ ইষ্টকস্তূপ দেখিতেছেন একদা একটা অট্টালিকা ঐস্থানে গর্ব্বিত মস্তক উত্তোলিত করিয়া সদর্পে কুটীর শ্রেণীর প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ করিয়াছিল। পার্শ্বে যে সুধাধবলিত শোভন অট্টালিকা হাসিতেছে উহা একটা পর্ণকুটীরের পরিণতি। দেবীপুরে অতুলের পুরাতন জীর্ণ গৃহ এক্ষণে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকায় উন্নত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের উত্তরসীমা বসত বাটী; তাহার নিম্নে চারিটী, উপরে তিনটী কক্ষ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় দুইটী দীর্ঘ প্রকোষ্ঠ, প্রথমটী বৈঠকখানা, দ্বিতীয়টী রান্নাঘর। দক্ষিণ সীমায় উন্নত প্রাচীর।

দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কুটুম্বেরা বিমলার বিবাহ উপলক্ষে একে একে সমাগত হইয়া অতুলের পোষ্যবৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহাদের আনুগত্য ও আত্মীয়তা অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু, দুঃখের বিষয়, অতুল অনেকের অস্তিত্ব পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। এক রমণী অতুলের মাতার সম্পর্কে মাসী। অতুলের উন্নতি এবং বিমলার বিবাহের কথা শুনিয়া ভাগিনেয়ীকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হয়। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন; আর প্রকাশ, চারুশীলাকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে অতুলকে তাঁহার কন্যাদায় উদ্ধার করিতেই

হইবে। রমণী বিষম গলাবাজি করিতেছেন, হক্ না হক্ যাহাকে পাইতেছেন ধমকাইতেছেন, এবং গোপনে ভাণ্ডার হইতে মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া পুত্রকন্যার উদরপূর্ত্তি করিতেছেন। শুনা গিয়াছে, গুরুভোজনে পুত্রটী অতিসারাক্রান্ত হইয়া অতুলকে বিপন্ন করিয়াছিল।

আর ঐ দুইটী মূর্ত্তি দেখুন। এক ব্যক্তি তাম্রবর্ণ, শীর্ণদেহ, দীর্ঘাকার, কোটরপ্রবিষ্টচক্ষু। ইনি চারুশীলার পিতৃষসা-পুত্র, বয়ঃক্রম চল্লিশের অনধিক। অপর ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ-দেহ, হ্রস্বাকার, বিপুলগুম্ফ। ইনি অতুলের পিতার জ্যেষ্ঠতাত-কন্যার পুত্র, বয়ঃক্রম চল্লিশের উর্দ্ধ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি শয়নপূর্ব্বক আপাততঃ আরামে কালাতিপাত করিতেছেন, মুহুর্মুহুঃ 'তামাক দেরে' হাঁকিতেছেন, নিরূপিত সময়ে স্নানা-হার করিতেছেন, এবং পাকে পাকে অন্দরে প্রবেশ করিয়া দিদির সঙ্গে মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতেছেন। ইঁহার প্রতিপত্তি কিছু অধিক যেহেতু ইঁহার দিদি কর্ত্রী। অপর ব্যক্তি গামছা স্কন্ধে, হস্তে ক্ষুদ্র হুকা,—অবিরাম ধূমপান করিতেছেন এবং সময়ে সময়ে কর্ত্তার মত সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে-ছেন। উভয়েই অতুলের অনুগ্রহপ্রার্থী। প্রথম ব্যক্তি দিদির কাছে আবদার করিয়াছেন অতুলকে তাঁহার একটা চাকরী করিয়া দিতেই হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির গূঢ় অভিসন্ধি এতক্ষ প্রকাশ পায় নাই। দুই জনেই ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া পরস্পরের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। প্রত্যেকে মনে করিতেছিলেন অতুলের আত্মীয়তাটা তাঁহারই একচেটিয়া; অপরের সে দাবি অনধিকারচর্চ্চা অতএব নামঞ্জুর।

বাড়ীর মধ্যে পাড়ার বৌ ঝি কয়দিন খুব আমোদপ্রমোদ করিতেছিল। হিরণ্ময়ীর প্রকোষ্ঠে কিশোরীগণের সমাগম কিছু বেশী মাত্রায় হইতে লাগিল। তাহার সরল ব্যবহার ও নম্রতা সত্বেও পাড়ার মেয়েরা কেহ কেহ বলিয়াছিল 'একটু ঠ্যাকার হয়েচে; তা হতেই পারে, এখন হাকিমের বৌ যে।'

হিরণ্ময়ীর আনন্দ ধরিতেছে না, আজ অশোক ও সুরেশ আসিবে। প্রত্যুষে মহালক্ষ্মী আসিবামাত্র হিরণ্ময়ী প্রস্তাব করিল "পিসিমা, অশোক ও সুরেশকে এ ক'দিন আমাদের বাড়ী রাখব।"

মহালক্ষ্মী—"তা বেশত মা; জায়গার সঙ্কুলান হলে আর এখানে থাকতে বাধা কি।"

চারুশীলা—"বৌমা আমার মনের কথাই বলেচেন। অতুল আমার যেমন, সুরেশ ও তেমনি। আমার বড় ইচ্ছা দুটী ছেলেকে এ ক'দিন একত্র রাখি।"

"আমি অশোকের ঘর সাজাইগে" বলিয়া হিরণ্ময়ী দ্রুতগতি উপরে উঠিল।

উপরের ভাল প্রকোষ্ঠটী অশোকের জন্য মনোনীত করিয়া হিরণ্ময়ী সম্মার্জ্জনীহস্তে তাহার পরিষ্করণে প্রবৃত্ত হইল; যেখানে ধূলি ঝুল বা মাকড়সার জাল ছিল সমুদয় বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিল; বিমলার সাহায্যে নিজের শয়নপ্রকোষ্ঠ হইতে চেয়ার, টেবিল ও আয়না প্রভৃতি বিবিধ আসবাব আনিয়া প্রকোষ্ঠের যথাস্থানে রক্ষিত করিল; বিস্তৃত পর্য্যঙ্কে সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করিল; টেবিলের উপর তাস ও তিন চারি রকমের সুগন্ধি দ্রব্য রাখিল; তাহার পর আর কি করিবে ভাবিতে

ভাবিতে ঘর্ম্মাক্তদেহে নীচে আসিয়া দেখিল ইন্দিরা স্নানের বেশে অপেক্ষা করিতেছেন।

"চল খুড়ীমা, আমার হয়েচে" বলিয়া হিরণ্ময়ী তড়াতাড়ি তৈল মাখিল এবং হাসিতে হাসিতে বিমলাকে বলিয়া গেল "ওলো, সুরেশকে ঠকাবার আয়োজনটা তুই করিস।"

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ঠাকুরদাসের গৃহে রমণীদের সমাগম হইয়াছে। বাহকদের কণ্ঠধ্বনি শুনিবামাত্র হিরণ্ময়ী আগ্রহ-ভরে বাহিরে আসিয়া ঠাকুরদাসের পার্শ্বে দাঁড়াইল। অশোক পাল্কী হইতে নামিতে না নামিতে হিরণ্ময়ীর স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ হইল। অশোক হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল "ভাল আছিস হিরন্?"

হিরণ্ময়ী উত্তর দিতে পারিল না; দুই হস্তে অশোকের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া স্থিরনয়নে মুখখানি দেখিতে লাগিল। আনন্দে উভয়ের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

অনুপমা প্রণতা হিরণ্ময়ীর মুখচুম্বন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে মাতা ও কন্যা ঠাকুরদাসকে প্রণামপূর্ব্বক অপর রমণী-দের সঙ্গে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

অনতিবিলম্বে মহালক্ষ্মী ব্যাকুলভাবে বহির্ব্বাটী আসিয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন "বাবা, সর্ব্বনাশ হয়েচে, বিজয় পালিয়েচে!"

ঠাকুরদাস—"বিজয় পালিয়েচে! কবে? কেন?"

মহালক্ষ্মী—"যখন বে করবে না বলেচে আমি তখনই ভেবেছিলাম বিজয়ের মতলব ভাল নয়। শুনলাম ব্রহ্মজ্ঞানী না কাদের একটা মেয়েকে বে করবে বলে পালিয়েচে।"

পীড়িতহৃদয়ে ঠাকুরদাস ভাবিতে লাগিলেন বিজয় এমন গর্হিত কার্য্য কেন করিল।

গৃহিণী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "হাঁা গা, তুমি এখনও নিশ্চিন্ত রয়েচ কি বলে! এখনই লোক পাঠাও, আমার বিজয়কে ঘরে ফিরিয়ে আন। ছেলে আমার ডাইনিদের নজরে পড়েচে।"

ঠাকুরদাস—"সে ত সোজা ডাইনি নয়, শক্ত ওঝা ভিন্ন ছেলেকে ফেরাণ যাবে না। সব কথা আগে শুনি তারপর ব্যবস্থা করব। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ো না।"

অতুল, পান্নালাল ও সুরেশ আসিলে তাহাদের মুখে বিজয়ের ইতিহাস শুনিয়া ঠাকুরদাস ব্যথিত হইলেন কিন্তু অভিভূত হইলেন না। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বিজয় যে শেষে এমন কাজ করবে স্বপ্নেও কখন ভাবিনি। রাধিকা এলে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভাল হয় করব।"

বিজয়ের পলায়ন সংবাদে রুদ্রনাথ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। অপরাহ্নে রুদ্রনাথ ঠাকুরদাসের গৃহে আসিয়া মুখখানি ভারি করিয়া বলিলেন "তাইত, বিজয় বুদ্ধিমান হয়ে এমন কাজটা ক'রল! প্রাচীন বাপ মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে ঘর সংসার ছেড়ে যাওয়া,—এ সব কলির ধর্ম্ম। তার সাক্ষী আমার ঘরে জাজ্বল্যমান! তা তুমি ভেব না ভায়া। বিজয় নির্ব্বোধ নয়, খামখেয়ালে একটা কাজ করে ফেলেচে, আমার মনে হচ্চে সে ফিরবে। তখন একটা প্রায়শ্চিত্ত করে তুলে নিলেই চলবে।"

ঠাকুরদাস রুদ্রনাথের বাক্যে প্রবুদ্ধ না হইয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেন।

সে দিবস হিরণ্ময়ী বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ পাইল না, কারণ বিজয়ের সংবাদে সকলেই নিরানন্দ হইয়াছিলেন। পরদিন অপরাহ্নে অতুলের গৃহে সুরেশের তলব হইল। চারুশীলা সুরেশকে বলিলেন "বাবা, যে কদিন এখানে আছ, আমাদের এ ভাঙ্গা ঘর আলো করে থাক। আমি দুটী ছেলেকে একত্র দেখে চোক জুড়াই।"

অতুল সুরেশকে হিরণ্ময়ীর জিম্মায় রাখিয়া সতর্ক করিলেন "দেখো ভাই, যেন ঠকো না। ওরা তোমাকে ঠকাবার ভারি আয়োজন কচ্চে। অশোক ভালমানুষ, কিন্তু কুসলে তাকেও হাত করেচে।"

হিরণ্ময়ী ভ্রূকুটী করিল "তোমার আর বন্ধুকে সাবধান কত্তে হবে না, নিজে সামাল দিও দেখা যাবে। ওঁর অশোক ভালমানুষ, আর আমরা দুনিয়ার বদ! আচ্ছা, এবার অশোককে দিয়ে তোমায় ঠকাব।"

রাত্রে আহারান্তে অতুল ঠাকুরদাসের গৃহে গেলেন। সুরেশ শয়নপূর্ব্বক বন্ধুবর অতুলের অবস্থোন্নতি এবং অতুল ও হিরণ্ময়ীর অকৃত্রিম স্নেহের কথা ভাবিতেছিলেন এমন সময় হিরণ্ময়ী আশোককে লইয়া হাসিমুখে তথায় হাজির হইল। সুরেশ সসম্ভ্রমে শয্যায় উপবেশন করিলেন।

হিরণ্ময়ী সুরেশকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, লজ্জাশীলা অশোককে তাঁহার বামে বসাইল; উভয়কে পুষ্পমাল্যে ভূষিত এবং সুগন্ধিতে সৌরভান্বিত করিল; তৎপরে সরস বচনে সে যুগল মূর্ত্তির শোভার ব্যাখ্যান করিতে লাগিল। কখন 'রাম সীতা' কখন বা 'কৃষ্ণ রাধিকা'র সহিত তুলনা

করিল; একবার বলিল 'আজ সত্যই আমাদের ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের হাট হয়েচে'। সুরেশ ও অশোক কৌতুকে হাসিতে লাগিলেন। সুরেশ উত্তর দিলেন "দিদি, চাঁদের ত নিজের আলো নাই, সূর্য্যের আলোয় চাঁদের শোভা। তুমি স্নেহের আলো দিয়েচ বলেই না আমাদের এত হাসি খুসি।"

হিরণ্ময়ী—"ভাই, তুমি এমন কবি কিন্তু অশোককে ত মানুষ কত্তে পারনি।"

অশোক—"তা বুঝি জানিস না, উনি আজ তোর কাছে কবি, নইলে বাড়ীতে মুখ ফোটে না। তোর কি গুণ আছে, আজ আমার প্রাণেও কবিতা আসচে।"

"বটে! আচ্ছা একটু পরিচয় দে, আমার মাথা খাস্" বলিয়া হিরণ্ময়ী অশোককে ঘেঁসিয়া বসিল।

অশোক—"হাসবি না?"

হিরণ্ময়ী অশোকের গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক বলিল "তোর দিব্বি, না।"

অশোক—"তবে শোন,'পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল।'"

সুরেশ হাসিয়া উঠিলেন।

হিরণ্ময়ী—"ওমা, এমন করেও লোক হাসাতে হয়! ওই ছাই ভস্ম পদ্য আমাকে শুনাচ্ছ! একটা পাঁচ বছুরের ছেলের মুখে ও কবিতা শোভা পায়। ছি, অমন কবির সঙ্গে বাস করে তোর এ দশা!"

অশোক—"তুই অতুলদাদার কোন গুণটা পেইচিস বল্ ত?"

হিরণ্ময়ী—"তাঁর গুণ থাকলে ত অন্যে নেবে। জিজ্ঞাসা করিস আমার কতগুলি গুণ তিনি পেয়েচেন।"

সুরেশ পূর্ণমাত্রায় কৌতুক উপভোগ করিয়া লাগিলেন।

অশোক—"কবিতা শুনতে চেইছিলি, বলিচি। কা দেখাবার কথা ত ছিল না। বিশেষ (সুরেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া) বড় কবির কাছে কি ছোট কবির মুখ ফোটে।"

হিরণ্ময়ী—"আচ্ছা, তোর কথা মা'নলাম; কিন্তু কবিতার মত একটা কবিতা যদি বলতিস তা হলেও সুখ হ'ত। রাত্রি দুপরের সময় 'পাখী সব করে রব' কিরকম শুনায়? আমার মুখ দেখে যদি তোর ঐ কবিতা মনে হয়ে থাকে ত এইবার প্রয়াগে মুখ ধুয়ে আসব।"

সুরেশ—"ঠিক বলেচ দিদি। এর একটা কৈফিয়ৎ লওয়া দরকার।"

হিরণ্ময়ী—"শুনলি? তোর কি বলবার আছে বল্।"

অশোক—"দুজনে একজোটে লাগলে আমি পা'রব না। কৈফিয়ৎ নাও। আমাদের বের রাত্রে বাসর ঘরে তুই ওঁকে গানের জন্য বড় জিদ করেছিলি মনে আছে?"

হিরণ্ময়ী—"হ্যাঁ, খুব আছে। তার পর?"

অশোক—"তোর অত্যাচারে ওঁর মনে হচ্ছিল কতক্ষণে পাখী ডাকবে, কতক্ষণে রাত্ পোহাবে। তখন ঐ কবিতাটী ওঁর মনে হইছিল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় গান নি। গাইলে কি আর তুই আস্ত রাখতিস।"

হিরণ্ময়ী ও সুরেশ হাসিয়া অস্থির হইলেন।

হিরণ্ময়ী—"মরণ তোর, এতও জানিস!"

অশোক—"তার পর, আজ তোর ঠিক সেই ভাব, সেই হাসি

থ বের রাত্রের কথা, সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটা মনে জেগে করিল।”

হিরণ্ময়ী আনন্দে করতালি দিল; সুরেশের দক্ষিণ হস্তে অশোকের হস্ত স্থাপিত করিয়া উচ্ছ্বাসভরে বলিল “আমার ভ্রম দূর হল, অশোক বড় দরের কবি হয়েচে। তা ভাই আমি এখন উঠলাম। বের বাসরে রাত জাগিয়েছিলাম, তখন অধিকার ছিল; আজ আমার সে অধিকার নাই।”

অশোক ও সুরেশ হিরণ্ময়ীকে উঠিতে দিল না। মধুর বাক্যালাপে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্দরের বারান্দায় রুদ্রনাথ নাতিনীকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট। গৃহিণী পীড়িতা; কাঁথায় গাত্র আবৃত করিয়া বারান্দার এককোণে তক্তাপোষের উপর শুইয়া আছেন। ইন্দিরা গা ধুইয়া আসিয়া আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিলেন; দীপ জ্বালিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন; রুদ্রনাথের আহ্নিকের ঠাঁই করিলেন; তৎপরে শ্বাশুড়ীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। অতঃপর রন্ধনের ব্যাপার; তাহা ইন্দিরাকেই করিতে হইবে। কলের পুত্তলিকার ন্যায় ইন্দিরাকে প্রত্যহ নিয়মিত এই সকল কার্য্য করিতে হয়। শূন্যহৃদয় লইয়া সতী নীরবে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। তাঁহার স্বামী আজ দেড় বৎসর নিরুদ্দেশ।

রুদ্রনাথ সন্ধ্যা সমাপনপূর্ব্বক জলযোগে বসিলেন; আদর করিয়া নাতিনীর মুখে সন্দেশ ভাঙ্গিয়া দিলেন, সে মহানন্দে তাহা উদরস্থ করিয়া নাচিতে লাগিল। শিশু বুঝি মাতার দুঃখের দশা বুঝিতে পারে। খুকী ইন্দিরার কাছে আসিয়া হাস্যলহরী তুলিল; ইচ্ছা, মাতা তাহার আনন্দে হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ইন্দিরা হাসিলেন, সে হাসি মৌখিক। বালিকা তাহা বুঝিল; বুঝিয়া ক্ষুণ্নমনে পিতামহের ক্রোড়ে উঠিল।

শ্বশ্রূ অনুমতি দিলেন "যাও মা, রান্নার আয়োজন করগে।

তোমার ত ঐ শরীর, একা কতদিক দেখবে।" ইন্দিরা উঠিয়া রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইবেন এমন সময় অশোক ও হিরণ্ময়ী বারান্দায় প্রবেশ করিল। ঘর তাহাদের রূপে যেন আলোকিত, দীপশিখা নিষ্প্রভ প্রতীয়মান হইল। ইন্দিরা তাহাদের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সস্নেহ সম্ভাষণ করিলেন "এস মায়েরা; আজ আমাদের ঘরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর আবির্ভাব হয়েচে।"

অশোক ও হিরণ্ময়ী পাশাপাশি দণ্ডায়মানা। উভয়েরই বেশ একরূপ। পরিধানে সেমিজের উপর কালাপেড়ে সাটী। মস্তকের অর্দ্ধাংশ বস্ত্রাবৃত। উভয়েরই দুই হস্তে বলয় ও অনন্ত, কণ্ঠে হার, কর্ণে দুল, নাসিকাগ্রে নোলক। উভয়েরই উজ্জ্বল গৌরকান্তি, বিস্ফারিত নয়ন, টানা ভ্রুযুগল, পুরন্ত বিম্ববৎ রক্তাভ ওষ্ঠ। স্মিত-বিভিন্ন অধরোষ্ঠের অন্তরালে অর্দ্ধবিকশিত দশনপংক্তি অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিয়াছে। হিরণ্ময়ীর অবয়ব কিঞ্চিৎ অধিক পুষ্ট, তাই অশোককে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার দেখায়। অশোকের নাসিকা একটু অধিক সূক্ষ্ম, হিরণ্ময়ীর গণ্ড একটু অধিক পুরন্ত। অশোকের ললাট হিরণ্ময়ীর ললাট অপেক্ষা একটু অধিক প্রশস্ত। হিরণ্ময়ী যৌবনের পথে অশোক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

হিরণ্ময়ী একটা পাত্রে কয়েকটা ফল ও কিছু মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। তাহার কিয়দংশ রুদ্রনাথের পাতে দিয়া বলিল "দাদা মহাশয়, মা আপনার জন্য এই খাবার পাঠিয়েচেন।" অবশিষ্ট ফল ইন্দিরার হাতে দিয়া বলিল "খুড়ীমা, এইগুলি কেটে ঠাকুরঝাকে দাও।"

রসাল ফল চর্ব্বণ করিয়া রুদ্রনাথ চঞ্চলা ও হিরণ্ময়ীর যত্ন উল্লেখপূর্ব্বক ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন, আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আজ রাম বেঁচে থাকলে অতুলের শ্রীবৃদ্ধিতে কত সুখী হত!"

অতঃপর গৃহিণী স্বীয় শোচনীয় দশা উল্লেখ করিয়া হিরণ্ময়ীর কাছে কাঁদিতে লাগিলেন। রোগে, শোকে, বার্দ্ধক্যে শরীর জীর্ণ; একমাত্র পুত্র আজ দেড়বৎসর নিরুদ্দেশ,—কোথায় আছে, কি ভাবে আছে, কোন সংবাদ নাই, এ যন্ত্রণা জননী আর কত দিন সহ্য করিতে পারে, ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন। হিরণ্ময়ী ও অশোক তাঁহাকে মিষ্টবচনে প্রবোধ দিতে লাগিল। রুদ্রনাথ বলিলেন "রজনী ত মূর্খ ছেলে। বিজয় লেখাপড়া শিখেও ত ঠিক রজনীর মত ব্যবহার ক'রল, প্রাচীন বাপ মাকে ছেড়ে সচ্ছন্দে ব্রহ্মজ্ঞানীদের সঙ্গে মিশ্‌ল। কি জান, সময়ের দোষ। আজ কালকার ছেলেদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই, বাপ মায়ের প্রতি মায়া শ্রদ্ধা নাই।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অশোক ও হিরণ্ময়ী শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গৃহিণীর সহিত কথোপকথন করিতেছে। জলপূর্ণ গ্লাস হস্তে ইন্দিরা সম্মুখে দণ্ডায়মানা। গৃহিণী জলপানার্থ কর প্রসারিত করিবেন এমন সময় বারান্দার মধ্যস্থলে এক মনুষ্যমূর্ত্তি আবির্ভূত হইল।

রুদ্রনাথ চকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?" ইন্দিরা হিরণ্ময়ী ও অশোক অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিলেন। পরক্ষণে রুদ্রনাথ সবিস্ময়ে বলিলেন "কে, রজনী এলি?" শুনিবামাত্র যুগপৎ রমণীদের অবগুণ্ঠন অপসারিত হইল।

গৃহিণী কিয়ৎক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিয়া চিনিলেন রজনীই বটে; চিনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর ইন্দিরা কেমন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, জলপূর্ণ গ্লাস তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া মেঝেয় পড়িল।

রজনী পিতা ও মাতার চরণ বন্দনা করিল। অশোক ও হিরণ্ময়ী ইন্দিরাকে লইয়া বারান্দায় বাহিরে আসিল। তখনও ইন্দিরার মোহ দূর হয় নাই। ব্যজন ও মস্তকে জলসিঞ্চনে অল্পক্ষণের মধ্যে ইন্দিরা প্রকৃতিস্থ হইলেন। হিরণ্ময়ী বলিল "খুড়ীমা, কি আনন্দের দিন আজ! তুমি এত উতলা হচ্চ কেন?"

ইন্দিরা—"সত্যি কি তিনি ফিরে এলেন, না আমি স্বপ্ন দেখচি। আজ দেড় বৎসর পথ চেয়ে ছিলাম! আহা, কি রোগাই হয়েচেন, হঠাৎ চেনা যায় না।"

হিরণ্ময়ী—"ওই শোন, দাদামহাশয় ও ঠাকুমার সঙ্গে গল্প কচ্চেন।"

অশোক—"ওই দেখ, খুকী বাপের কোলে উঠেচে।"

দরজার পার্শ্ব হইতে ইন্দিরা সে দৃশ্য দেখিলেন। আনন্দাশ্রুতে তাঁহার নেত্রদ্বয় পূর্ণ হইল।

গৃহিণী বাহিরে আসিয়া ইন্দিরাকে বলিলেন "মা, রজনীর হাত মুখ ধোয়ার জল ও একখানা কাপড় দাও, আর খাবার আয়োজন কর।"

ইন্দিরাকে কিছুই করিতে হইল না। অশোক একটা পিঁড়ি পাতিয়া তাহার সম্মুখে একঘটি জল রাখিল। হিরণ্ময়ী ইন্দিরার শয়নপ্রকোষ্ঠ হইতে একখানি বস্ত্র আনিয়া স্বহস্তে কোঁচাইল,

গৃহে গিয়া রজনীর আগমন সংবাদ ঘোষণা করিল, এবং তাহার জলখাবারের জন্য কিছু ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিল। চারুশীলা আসিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক রজনীর সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন এবং তাহার নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। পাড়ায় সংবাদ প্রচারিত হইল। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা রজনীকে দেখিতে আসিল।

রজনী স্ত্রীলোকের জনতায় এবং জনকয় প্রবীণার অসংযত প্রশ্নে বিরক্ত ও লজ্জিত হইল। একজন প্রাচীনা জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁরে, শ্যামাকে কোথায় ফেলে এলি?" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ রজনী, রেঁধে বেড়ে দিত কে? শ্যামা নাকি?" অপর এক রমণী বলিল "তা দিলই বা শ্যামা, সে ত বিদেশে। বিষ্ণুরায় গাঁয়ে বাস করে রাত্রে কার রান্না খায় জান না?" ইত্যাদি। ইন্দিরা ব্যথিতা হইয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন। হিরণ্ময়ীর ইচ্ছা হইল সেই দুষ্টভাষিণীদিগকে তৎক্ষণাৎ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়। বাড়াবাড়ি দেখিয়া গৃহিণী অবশেষে মুখ ফুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। তাহারা ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল।

এদিকে রুদ্রনাথও স্কন্ধে চাদর ফেলিয়া বন্ধুবর রাজমোহনের গৃহে চলিলেন। রজনীর প্রত্যাগমনে যে তিনি অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা নহে। রজনী তাঁহার কুপুত্র। সে জীবিত আছে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় হইতে একটা ভার অপনীত হইল মাত্র; কিন্তু দুর্বিনীত পুত্রের সঙ্গে বাস করিতে হইবে মনে করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অশান্তির ছায়া পড়িল।

হিরণ্ময়ী ও অশোক ইন্দিরাকে লইয়া দ্বিতলে উঠিল, এবং

অল্পক্ষণমধ্যে ইন্দিরার শয়নপ্রকোষ্ঠ যথাসম্ভব পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিল, খট্টায় উৎকৃষ্ট শয্যা প্রস্তুত করিল, শয্যায় সুগন্ধি ছড়াইয়া দিল। ইন্দিরা তাহাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "পাগলী মেয়েরা।"

হিরণ্ময়ী—"খুড়িমা, বোধ হয় আজ তোমার চাইতেও আমাদের বেশী আনন্দ হয়েচে।"

ইন্দিরা—"মা, তোমরা দুটী দেবকন্যা। দুঃখীর সুখে তোমাদের সুখ হবেই ত।"

আহারান্তে ইন্দিরা স্বামীসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ, সংশয় ও নৈরাশ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহার প্রাণে যে বিমল আনন্দ জন্মিয়াছিল বদনের দীপ্তিতে তাহা বিকাশ পাইল। সতীর অবিচলিত স্বামীভক্তি, স্থৈর্য্য, নম্রতা এবং অধুনাতন মিলনহেতু আনন্দ রজনীর পাষাণহৃদয়েও ভাবান্তর জন্মাইল। রজনী বলিল "তোমরা মনে করেছিলে বুঝি আমি আর ফিরব না, কেমন ইন্দু?"

ইন্দিরা—"তা কেন, আমরা জানতাম নিশ্চয়ই তুমি আসবে। এবার আর কোথাও যেতে দিচ্চি না।"

রজনী—"কিন্তু মনে কর আমি সমাজ থেকে তাড়িত। আমার বাড়ী আসবার ত অধিকার নাই, কেবল তোমাদের মায়ায় আসতে সাহস করিচি। ঠাকুরদাস খবর পেলেই আমাকে তাড়াবে।"

ইন্দিরা—"কখন না। তুমি ফিরে এসেচ শুনে সকলেই আনন্দিত হবে।"

রজনী হিরণ্ময়ী ও অশোকের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ইন্দিরা

তাহাদের অজস্র প্রশংসাবাদ করিয়া বলিলেন "দুটী যেন দেবকন্যা। অতুলের বৌ আমার বড় অনুগত, আমাদের সবাইকে বড় ভক্তি যত্ন করে। অশোকও সেই রকম। তুমি এসেচ বলে দুজনের কত আনন্দ। ঘর দোর পরিষ্কার করা, সাজান, বিছানা করা, সমস্তই দুজনে করেচে। অতুলের বৌকে হাকিমের বৌ বলে কেউ জানতে পায় না, এমনি সরল অমায়িক স্বভাব।"

রজনী—"অতুলকে কি রকম দেখ্‌চ?"

ইন্দিরা—"যেমন ছিল তেমনটী। বরং আগের চাইতেও বেশী স্থির, ধীর ও নম্র। সর্ব্বদা দেখা শুনা করা, খোঁজ খবর লওয়া, আত্মীয়তা করা আছে।"

রজনীর সকল কথা ধারাবাহিক মনে হইল। সে দিব্যচক্ষে দেখিল জীবনসংগ্রামে অতুল সর্ব্ববিধায় জয়লাভ করিয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রভাতে রুদ্রনাথের গৃহে বিশ্বেশ্বর ও রাজমোহ-নের নিয়মিত সমাগম হইল। তাঁহারা রজনীকে কাছে বসা-ইয়া তাহার শীর্ণ দেহ উল্লেখপূর্ব্বক দুঃখ প্রকাশ করিলেন; সে এতদিন কোথায় কি অবস্থায় ছিল জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার অবর্ত্তমানে পিতামাতার কষ্ট, তত্ত্বাবধান অভাবে বিষয় সম্পত্তির বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি অনেক কথার উল্লেখ করিলেন। রাজমোহন উপদেশ দিলেন "বাপু, সংসারধর্ম্মে মতি দাও। তোমার বাপ আর ক'দিন বাঁচবেন? যে বিষয় আছে, বিনা ক্লেশে তোমাদের খাওয়া পরা চলে যায়। সব থাকতে কেন কষ্ট পাও।"

রজনী—"ঘর ছেড়ে কে ইচ্ছা করে বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। আপনারা আমাকে গ্রামে রাখলেই থাকতে পারি।"

রাজমোহন—"তা সে সব হাঙ্গাম মিটে গিয়েচে। গতস্য শোচনা নাস্তি। তুমি স্বচ্ছন্দে ঘরে বাস কর, বিষয় আসয় দেখ। এই সেদিন তোমাদের রামদাসের দরুণ বাগানটা বিক্রী হয়ে গেল। পাঁচশ টাকার বাগান দুশ টাকায় বিক্রী,—মাটীর দর! এ সব দেখলে কি কম কষ্ট হয়। বাগানটা ঠাকুরদাস কিন্‌লেন।"

রুদ্রনাথ—"নিজের জন্য নয়, অতুলকে দেবেন, এইরূপ প্রকাশ।"

বিশ্বেশ্বর—“আসল ব্যাপারটা কি জান নাকি ভায়া? আমার বিশ্বাস ঠাকুরদাস একটা পাকা চা'ল চেলেচে। মাটীর দরে কিনে অতুলের কাছে মোটা টাকায় বিক্রী করে মবলগ লাভ করবে। অতুলের এখন অবস্থা ভাল, পৈতৃক বিষয় সে নিশ্চয় কিনবে।”

রাজমোহন—“কি জানি দাদা, ভেতরের কথা ব'লতে পারি না। কেউ কেউ বলে ঠাকুরদাস অতুলকে বাগানটা অমনি দান করেচেন।”

বিশ্বেশ্বর—“হাঁ, হাঁ! দাতাকর্ণ! ধর্ম্মরাজ! শর্ম্মার সব জানা আছে। নিশ্চয় জেন ভায়া ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, নইলে এই বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত ছেলেটা এমন মনস্তাপ দিয়ে ছেড়ে যেত না। বে থা দিল না, ছোঁড়া জাতধর্ম্ম খুইয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীদের দলে মিশ্‌ল। এ কি কম পাপের সাজা। তবে ফিরে এলে জাতে তুলবে সে ভরসা করে বোধ হয়।”

সকলে হাসিলেন। রুদ্রনাথ অনেক চেষ্টা করিয়াও একটা কথা চাপিতে পারিলেন না। বলিলেন “দেখ, রাধিকার মেয়ে আর অতুলের বৌ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী আসে। বৌমার সঙ্গে ওদের বড় পীরিত। মেয়ে দুটীর স্বভাব চরিত্র বেশ, কিন্তু ব'লব কি, চালচলন কেমন একটু ম্লেচ্ছ রকমের যা দেখলে মনে দ্বিধাভাব আসে। কাল সন্ধ্যার সময় দুজনে আমাদের বাড়ী এসেছিল। অতুলের বৌ আমার জন্য একটু মিষ্টান্ন এনেছিল; খাওয়াবার জন্য সাধাসাধি, কি করি অনিচ্ছায় তা খেলাম। দুজনে গিন্নীর বিছানায় বস্‌ল, আমার সেটা ভাল লাগ্‌ল না।”

রাজমোহন—"তা হতেই পারে। কাল রামদাসের মেয়ের বিবাহ, আপনাকেই সব দেখতে শুনতে হবে।"

রুদ্রনাথ—"নামে মাত্র। ঠাকুরদাস আছেন।"

বিশ্বেশ্বর—"যাক্, কথা এই, রজনী ফিরে আসায় আমরা বড় আনন্দিত হ'লাম। আমাদের যথার্থই একটু বল হ'ল।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় অতুলের গৃহে বাদ্যরোল ও হুলুধ্বনি উত্থিত হইল। পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই বিমলার বিবাহ উৎসবে যোগদান করিয়াছে। ইন্দিরা সহাস্যবদনে বিবিধ কার্য্যের তত্বাবধান করিতেছেন। রুদ্রনাথ ও গৃহিণী অতুলের গৃহে উপস্থিত। কেবল রজনী গৃহে বিরলে বসিয়া চিন্তামগ্ন।

এই অল্পকালের মধ্যেই গৃহের প্রতি রজনীর মমতা জন্মিয়াছে। ইন্দিরার অকৃত্রিম প্রণয়, মাতার স্নেহ, খুকীর আধ আধ আহ্বান, গৃহের শান্তি তাহার প্রাণে এক অভিনব ইচ্ছা সঞ্জাত করিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতা, পাপের উত্তেজনা ও বিদেশে অর্থকৃচ্ছ্রের পরিবর্ত্তে আধুনিক জীবনের সুখ ও পূর্ণতা তাহার ভাল লাগিতেছে। অতুলের শান্তিময় সুখের সংসার দেখিয়া রজনীর গৃহে বাস ও সংসারধর্ম্ম করিতে সাধ হইয়াছে। কিন্তু শ্যামার কথা সে ভুলিতে পারিতেছে না। তাহাকে হঠাৎ ত্যাগ করা কি ন্যায়সঙ্গত? রজনী আনুপূর্ব্বিক সকল কথার আলোচনা করিয়া স্থির করিল শ্যামাকে দেবীপুরে ফিরাইয়া আনিবে। এখন হইতে তাহাকে ঘরে না রাখিলেই সকল গোল মিটিবে।

এই চিন্তার মধ্যে ইন্দিরা খুকীকে ক্রোড়ে লইয়া প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বেশের বিশেষ কিছু পারিপাট্য ছিলনা,

অলঙ্কারের বাড়াবাড়ি ছিল না। পরিধানে একখানি ধৌত সাটী, অলঙ্কারের মধ্যে দুই হস্তে দুই সুবর্ণ বলয় ও সতীনারীর অমূল্য ভূষণ লৌহকঙ্ক, গলায় একগাছি হার, আর সুন্দর ললাটের উপরিভাগে সীমন্তশোভা সিন্দূর। কিন্তু সেই বেশে যে পবিত্র শোভা ও সৌন্দর্য্য বিকসিত হইয়াছিল রজনী তাহাতে মুগ্ধ হইল। শ্যামার চিন্তা ভুলিয়া গিয়া সে অনিমেষে ইন্দিরার রূপ-মাধুরী দেখিতে লাগিল। ইন্দিরা বলিলেন "অতুলের মা আমাকে পাঠিয়ে দিল. তোমাকে একবার ওবাড়ী যেতে হবে।"

রজনী—"আমি আর ওখানে নাই গেলাম। ঘরে থেকে ত সব দেখতে শুনতে পাচ্চি ."

ইন্দিরা—"সাত পাকের পিঁড়ি ধ'রতে হবে।"

রজনী—"কেন, অতুল, পান্না, রাধিকা প্রভৃতি অনেকেইত আছে।"

ইন্দিরা—"তুমি আপনার লোক, বাড়ী রয়েচ, অতুলের মায়ের একান্ত ইচ্ছা তুমি পিঁড়ি ধর।"

রজনীর মনে আত্মগ্লানি জন্মিল, এসময় তাহার ঘরে বসিয়া থাকা ভাল হয় নাই।

একখানি লোহিতবর্ণ বস্ত্রে খুকীর কটি বেষ্টিত। অনভ্যাস হেতু সে বস্ত্রে হস্তপদ জড়িত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেই অবস্থায় মাতার ক্রোড় হইতে নামিয়া খুকী গুটি গুটি পিতার ক্রোড়ে উঠিল এবং বিবাহ বাড়ী লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল "চল বাবা। কত বাজনা হচ্চে, বল , এয়েচে।" ইন্দিরা হাসিতে লাগিলেন। রজনীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। খুকীর মুখ চুম্বনপূর্ব্বক রজনী ইন্দিরাকে বলিল "চল, আমি যাচ্চি।"

রজনী প্রফুল্লমনে উৎসবকার্য্যে যোগ দিল। সিঁড়ি ধরা শেষ হইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিবেশনাদি অনেক কার্য্য করিল। সমাগত সকলে তাহার উৎসাহ ও কর্ম্মপটুতা উল্লেখ করিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। রাধিকাপ্রসাদ রজনীর যশোবাদ-পূর্ব্বক রুদ্রনাথকে আনন্দিত করিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল রজনী আর সে রজনী নাই, তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরি-বর্ত্তন হইয়াছে।

পরদিবস রজনী গোপনে শ্যামাকে কয়েকটী টাকা পাঠাইয়া লিখিল যে তাহার বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে আর ইচ্ছা নাই; সে শীঘ্র বর্দ্ধমানে যাইবে, সেখানকার দেনা পরিশোধ করিয়া শ্যামাকে দেবীপুরে লইয়া আসিবে, এবং তাহার দেবীপুরে থাকার পক্ষে যাহাতে কোন বাধা না হয় তাহা করিবে।

তাহার পর রজনী শ্যামার কথা একরূপ বিস্মৃত হইল। দিন দিন তাহার গার্হস্থ্যধর্ম্মে আস্থা বাড়িতে লাগিল, বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে মন বসিল। ইন্দিরার যত্ন ও ভক্তি, খুকীর পিতৃ-পরায়ণতা এবং মাতার স্নেহে তাহার স্বভাবের কঠোরতা দূর হইয়া এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। এ সকল স্নেহ যত্ন ও মায়ার বন্ধন পূর্ব্বাপর বর্ত্তমান থাকিলেও রজনীর মুগ্ধ হৃদয় এতাবৎকাল কেবল পাপের মোহে তাহাদের অবহেলা করিয়া-ছিল। এক্ষণে তাহার বিবেকবুদ্ধি পাপজাল ছেদপূর্ব্বক অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

বিমলার বিবাহের পর এক পক্ষ কাল এইরূপে কাটিয়া গেল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

একদিবস সন্ধ্যার পর রজনী বাটী আসিতেছে। পথ জনশূন্য। শ্যামার গৃহের পার্শ্বস্থ পথে উপস্থিত হইলে গৃহটী স্বতঃ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রজনীর বোধ হইল অর্দ্ধোদ্‌ঘাটিত জানালার পার্শ্ব হইতে একটা মনুষ্যমূর্ত্তি গৃহমধ্যে লুকাইল। তাহাকে প্রেত মনে করিয়া রজনীর গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। পরক্ষণে জানালা খুলিয়া একটা স্ত্রীমূর্ত্তি রজনীকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। রজনী সবিস্ময়ে চিনিল সে শ্যামা।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অগ্রসর হইয়া রজনী খিড়কির দরজার সমীপে দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দ্বার খুলিল। একবার-মাত্র সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্যামা সবলে রজনীর হস্ত গ্রহণ করিল এবং নিমেষমধ্যে তাহাকে প্রাঙ্গণে টানিয়া লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্যামা রজনীকে তাহার শয়নঘরে লইয়া গেল। পিঁড়েয় একটা মাদুর পাতিয়া উভয়ে তদুপরি উপবেশন করিল। শ্যামা হাসিয়া বলিল "তুমি যে একেবারে অবাক্ হলে। আমাকে দেখে ভয় পেয়েচ? ভূত প্রেত ঠাওরেছ বুঝি?"

রজনী—"সত্যই আমি অবাক্ হইচি। তুই কখন এলি শ্যামা? এই জনশূন্য বাড়ীতে একা রইচিস!"

শ্যামা—"তুমি যে দিন প্রথম দেবীপুরে আসার কথা বল

তখনই আমার সন্দেহ হইছিল তোমার মতলব ভাল নয়। সেই জন্য আমি বাধা দিইছিলাম। ওমা, তারপর তোমার চিঠি পেয়ে দেখি যা ভয় করেছিলাম তাই ঘটেচে! বর্দ্ধমানে গিয়ে, দেনা পাওনা মিটিয়ে আমাকে এখানে আনবে লিখেছিলে, সে আজ প্রায় পনর দিন হল। আমি অনাহারে অনিদ্রায় পথ চেয়ে চেয়ে দিন কাটিয়েচি। তুমি এমন কপটী, এমন বিশ্বাস-ঘাতক! আমাকে বিদেশে একা ফেলে বাড়ীতে আনন্দে রয়েচ! এই যদি তোমার মনে ছিল তবে কেন আমার সর্ব্বনাশ কল্লে?" শ্যামা কাঁদিতে লাগিল।

রজনী নতশিরে শুনিতেছিল; শ্যামার কথা শেষ হইলে বলিল "শ্যামা, শপথ কচ্চি, আমি কোন মন্দ মতলব করে বাড়ী আসিনি। কিন্তু বাড়ী এসে অবধি ঘর সংসার ছেড়ে থাকতে আমার আর ইচ্ছা নাই। আমি এর মধ্যে তোকে আনতে যেতাম। যা হক, তুই আপন হতে এসেছিস সে ভালই হয়েচে। এখন খবর দিয়ে তোর মাকে নিয়ে আয়, ঘরে বাস কর।"

শ্যামা—"ঘরে থা'কব কোন সাহসে, কর্ত্তাদের রাজি করেচ?"

রজনী নিরুত্তর রহিল।

শ্যামা—"কথা কওনা যে, কর্ত্তারা বুঝি রাজি নন?"

রজনী—"তা নয়, সুযোগ অভাবে আমি ও কথাটা তু'লতে পারিনি।"

শ্যামা—"আমার প্রতি যদি তোমার মন থাকবে তা হলে সকলের আগে ও কথা তুলতে। তা যাগ্, সব বুঝতে পেরেচি।

তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমি দেবীপুরে বাস কত্তে আসি নি। একটা কথা মনে রেখ, তোমার জন্ত আমরা গুষ্টিসুদ্ধ ভিটে ছাড়া।"

রজনী নীরব।

শ্যামা—"তা আর কেঁদে কি ক'রব। অদৃষ্টে যা লেখা ছিল তাই হয়েচে। নিরাশ্রয়াকে পায়ে ঠেলে তোমার ধর্ম্ম তুমি রেখেচ, এখন তাকে নিগ্রহ করাও কি পৌরুষ ?"

রজনী—"সে কি শ্যামা ?"

শ্যামা—"বর্দ্ধমানে যে দেনাপত্র করে এসেচ তার দায়ি কি আমি হব ? গহনা বাঁধা রেখে তবে এখানে আসতে পেরেচি। আর কিছু নয়, আমার গহনা খালাস করে দাও, তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।"

রজনী—"সে জন্ত ভাবিস না, আমি শীগ্‌গির বর্দ্ধমানে গিয়ে দেনা শোধ ক'রব। আপাততঃ তোর থাকার একটা ব্যবস্থা করি।"

শ্যামা দৃঢ়স্বরে বলিল "যথেষ্ট হয়েচে! আমি এ গ্রামে রাত্তির বাস ক'রব না, এ গ্রামের এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খাব না। দেবীপুরে শত্তুরদের ভিটেয় যদি কখন দ' পড়ে ত সেই দ'র জল খেয়ে যাব। ওমা, আমার অদৃষ্টে এত দুঃখও ছিল! তুমি টাকা নিয়ে এস, আমি এখনি বর্দ্ধমানে যাব।"

রজনী অনেক করিয়া বুঝাইল, শ্যামা শুনিল না। অগত্যা রজনী টাকা আনিতে বাড়ী গেল। ইন্দিরা খাবার প্রস্তুত করিতেছিলেন, স্বামীকে পুনঃ বহির্গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন "খাবার হয়েচে, খেয়ে যাও, নইলে জুড়িয়ে যাবে।" খুকী হাত

ধরিয়া পিতাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। "আমি এখনই ফি'রব" বলিয়া রজনী বহির্গত হইল।

শ্যামা সাতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত রজনীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। রজনী টাকা লইয়া ফিরিবামাত্র তাঁহার মুখমণ্ডল উল্লাসে দীপ্ত হইল। ব্যগ্রভাবে রজনীর কর গ্রহণপূর্ব্বক শ্যামা বলিল "তবে চল।"

রজনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়?" শ্যামার তীক্ষ্ণ নয়নজ্যোতিতে সে বিচলিত হইল।

শ্যামা—"কেন, বর্দ্ধমানে। আমি মেয়ে মানুষ; দেনা পাওনা তোমারই মেটান উচিত, নইলে পরে একটা গোল হতে পারে।"

বলিতে বলিতে শ্যামা মৃদু হাসিল। সে হাসির কি মোহিনী-শক্তি, তাহা রজনীর হৃদয়ের শান্তিরাজ্যে বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। নিদ্রিত রিপু-প্রেতচয় তাহার প্রভাবে জাগরিত হইয়া মনঃক্ষেত্রে উদ্দামভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। এই কয়দিনে রজনী যে সততার মন্দিরটুকু গড়িয়াছিল তাহা টলিল।

রজনী—"আমি না গেলে কি চ'লবে না?"

শ্যামা—"না, তা হলে আর তোমাকে অকারণ কষ্ট দিতাম না।"

রজনী—"কিন্তু আজ আমি যাই কেমন করে?"

শ্যামা—"কেন, সেটা কি একেবারে অসম্ভব? ইন্দিরার প্রেমের বাঁধন কি এত কঠিন? একান্তই যদি ছা'ড়বে ত এত নিষ্ঠুরভাবে কেন? অন্ততঃ আর দুটো দিন আপনার থাক, বর্দ্ধমানের সেই ভাঙ্গা ঘরে না হয় আর দুটো দিন বাস কর,

তার পর আর জ্বালাতন ক'র্‌ব না।" শ্যামা কাঁদিল না, কিন্তু কাঁদিলেও বুঝি এত করুণার অবতারণা করিতে পারিত না।

রজনী বিভ্রান্তের ন্যায় হইল, হিতাহিত জ্ঞান হারাইল, স্থিরনয়নে শ্যামার বিষাদমাখা মুখখানি দেখিতে লাগিল। শ্যামা সময় বুঝিয়া বলিল "এস, গাড়ীর আর বেশী সময় নাই।"

রজনী দুইপদ অগ্রসর হইয়া থামিয়া বলিল "শ্যামা, বাড়ীতে কাউকে ত বলা হল না। ইন্দিরা যে খাবার প্রস্তুত করে বসে আছে।"

"তার জন্য ব্যস্ত কেন, শীগ্‌গিরই ত ফিরে আসচ।" আবার শ্যামার নয়ন হইতে তড়িৎ ছুটিল। রজনী বন্দীর ন্যায় তাহার পশ্চাতে চলিল।

শ্যামা মনে মনে বলিল 'বু'ঝব ইন্দিরা তুই কত ক্ষমতা ধরিস। মনে করেছিলি এইবার সুখে ঘর করবি! এ জীবনে সুখের আশা করিস না। আমি যতদিন বেঁচে আছি তোর চখে জল গড়াবে। পলে পলে তুই মনের যন্ত্রণায় পুড়বি বলে এতদিন তোকে বিষ খাইয়ে মারিনি। আর রজনি, আমার সঙ্গে তোমার এই ব্যবহার! আমি তোমার জন্য কলঙ্কিনী, এখন তুমি আমাকে পায়ে ঠেলবে ভেবেছ! সাবধান, আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না! এখন আমার একমাত্র কাজ তোমাকে ঘর সংসার থেকে পৃথক রাখা। যদি একান্তই ইন্দিরাকে তোমার মন চায় তবে তোমায় চখে চখে রেখে তোমার যন্ত্রণা দেখে আমি সুখী হব। যখন বুঝব তোমাকে রাখতে পারব না, অমনি হাসতে হাসতে টিপে মারব। শ্যামার মনে কষ্ট দিয়ে সুখে থাক্‌বে এ চিন্তা কখন মনে স্থান দিও না।'

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যনাথ। সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। হৈমন্ত পবন মৃদুমন্দ বহিতেছে। একটী দ্বিতল গৃহের সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে অগণিত গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সমীরণ মৃদুসঞ্চারে তাহাদিগকে আন্দোলিত ও স্নিগ্ধ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। প্রকৃতি শান্তি ও প্রফুল্লতাময়, প্রেমের আবেশে বিভোর। পুষ্পকুঞ্জে লুক্কায়িত একটা দোয়েল প্রেমানন্দে কূজন করিতেছে। একটা কোকিল আম্রশাখায় বসিয়া পঞ্চমে তান ছাড়িতেছে।

উদ্যানে এক যুবক ও দুইটী রমণী চেয়ারে উপবিষ্ট। রমণীদ্বয়ের একজন ত্রিংশতেরও অধিক বয়স্কা; অপরটী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী। তাঁহাদের পরিধানে আধুনিক শিক্ষিতা ব্রাহ্ম-রমণীদের পরিচ্ছদ।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যুবক মাঝে মাঝে যুবতীর সুন্দর মুখখানির প্রতি দৃষ্টি নিহিত করিতেছিলেন। সে অনুরাগদৃষ্টিতে যুবতীর বদন লজ্জায় আরক্তিম ও ঈষন্নত হইতেছিল। যুবতী সুন্দরী কিন্তু কৃশাঙ্গী; আকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় কোন কঠিন রোগ হইতে সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আয়ত নেত্রদ্বয়ের চতুষ্পার্শ্বে ঈষৎ কালিমা রেখা; মুখমণ্ডলে পূর্ণ স্বাস্থ্যের আভা আজিও বিকসিত হয় নাই।

অপর রমণী যুবক যুবতীর এবম্বিধ ভাব দেখিয়াও যেন দেখিতেছিলেন না। তিনি যুবককে সম্বোধন করিলেন "বিজয়, তুমি বিনয়ের হাতখানি ধরে এইখানে একটু বেড়াও। বেড়ালে ওর শরীর ও মন ভাল থাকবে।"

বিজয় উঠিয়া ধীরে ধীরে বিনয়ার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন। বিনয়া সলজ্জভাবে বলিল "না, থাক, তুমি বস। বউদিদি, আমি ত সুস্থ হইচি, আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। বাবা মা হয়ত কত ভাবচেন।"

কুমুদিনী—"বোন, যে কষ্ট করে তোকে বাঁচিয়েচি তা আর কি বলব। আহা, বিজয় আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অহোরাত্র তোর শুশ্রূষা করেচেন। তুই না বাঁচলে বুঝি ওঁকে বাঁচান দায় হত। আর একটু সবল হও, তার পর বাড়ী নিয়ে যাব।"

সান্ধ্য ছায়া গাঢ়তর হইল। সমীরণের শৈত্য অধিকতর আরামপ্রদ অনুভূত হইতে লাগিল। পুষ্পের স্নিগ্ধ সুবাস ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইল। বিনয়া একটা যন্ত্রণা-বিজড়িত মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক বলিল "বৌদিদি, এত যত্ন করে আমাকে বাঁচান কেন?"

"বিজয়কে জিজ্ঞাসা কর। উত্তরটা উনিই দিন" বলিয়া কুমুদিনী ঈষৎ হাসিলেন।

বিনয়া বিজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত করিল।

বিজয়—"বিনয়, আমার লজ্জার দিন গত হয়েচে। আজ তোমাকে সত্য বলতে হবে, বেঁচে সংসারে থাকতে কি তোমার সাধ হয় না?"

বিনয়া নীরব রহিল।

কুমুদিনী—"উত্তর দে না। মুখ বুঁজে আর ক দিন থাকবি। আর কিছু নয়, তোর মুখে আমরা একটীবার শুনতে চাই।"

বিনয়া—"আমি জানি না।"

"আচ্ছা, নিরিবিলি বিজয়কে বল; আমি আসচি" বলিয়া কুমুদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিজয়—"বিনয়, এখনও লজ্জা! আর কত দিন লজ্জা করবে?"

বিনয়া—"আগে তুমি বল, আমাকে বাঁচাতে তোমার এত যত্ন কেন।"

বিজয় বিনয়ার পদতলে বসিয়া গদগদস্বরে বলিলেন "তোমাকে ভালবাসি বলে আমি ঘর সংসার ত্যাগ করিচি, বাপ মা ভাই প্রভৃতির অমূল্য স্নেহ তুচ্ছ জ্ঞান করিচি। এখনও কি বলতে হবে যে তোমার একটী কথার উপর আমার সুখ শান্তি, আমার জীবন নির্ভর করে!"

বিনয়া—"কি কথা শুনতে পাই না?"

বিজয়—"তুমি আমাকে বিবাহ করবে কি না।"

বিনয়া বিজয়কে উঠাইয়া পার্শ্বে বসাইল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "এমন কাজ কেন করলে! তোমার এই ত্যাগের জন্য আমার কষ্ট এবং সেই দুর্ভাবনায় আমার অসুখ হইছিল।"

বিজয়—"তবে কি তুমি আমাকে ভালবাস না?"

বিনয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত হইলে ধীরে ধীরে বলিল "তোমাকে ভালবাসি বলেই ত আমার কষ্ট। তোমাকে ভালবাসি বলেই ত আমার কান্না আসে যে

এমন কাজ তুমি কেন কল্লে। তোমার ভবিষ্যৎ ত তুমি ভাবচ না।"

"আ জগদীশ, আজ আমার জীবনের কি সুখের দিন! বিনয়, তোমার ঐ কথাটি শুনবার জন্য আমি উন্মত্তপ্রায় হইছিলাম। আজ আমার মত সুখী কে" বলিতে বলিতে উন্মত্ত যুবক প্রগাঢ় অনুরাগভরে বিনয়ার দক্ষিণ করতল চুম্বন করিল।

বিনয়া—"আমি কেবল ভাবি অশুভক্ষণে আমাদের সাক্ষ্যাৎ হয়েছিল। এখনও তুমি ফিরে যাও, বে করে সুখের ঘরকন্না কর, বাপ মা ভাই প্রভৃতির স্নেহ আদরে থাক, সকল রক্ষা হ'ক। আমাকে ভুলতে পার ভালই, নয়ত দেশের লক্ষ লক্ষ অভাগিনীর একজন বলে মনে রেখ।"

বিজয়ের মুখে দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন লক্ষিত হইল। তিনি বলিলেন "বিনয়, আমার হৃদয় তোমার স্মৃতিতে পূর্ণ। তোমার চিন্তা ভিন্ন আমার অন্য সুখ নাই। আমাকে তোমা হতে বিচ্ছিন্ন করলে এ জীবন নষ্ট হবে।"

বিনয়া—"সেই অন্তর্যামী জানেন এ কয়মাস কি ভয়ানক যন্ত্রণা হৃদয়ে চেপে রেখেচি। আজ মন খুলে তোমাকে সব বলব। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখলাম, তোমার মধুর কথা শুনলাম, সেই দিন থেকে তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত রয়েচে; সেই দিন অবধি তুমিই আমার ধ্যান, জ্ঞান, জপমালা। সময়ে সময়ে হৃদয় কম্পিত হয়েচে, বুঝি কি মহাপাপ কচ্চি। আমি হিন্দুবিধবা, আমার যে ভালবাসতে নাই। কত চেষ্টা করিচি, সকলই বিফল হয়েচে; সে তুষানল নিভাতে পারি নি।"

বিজয় স্থির ধীরভাবে শুনিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন প্রদোষে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কোন দেববালা নিরাশ প্রেমের সঙ্গীত-লহরী তুলিয়াছে। শুনিতে শুনিতে যুবক মুগ্ধ-প্রায় হইয়া বিনয়ার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। আবার বংশী মৃদুমধুর ধ্বনিত হইল—"তোমাকে ভালবেসে তোমার শ্রীবৃদ্ধি দেখলেই সুখী হতাম, ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না। যে দিন জানলাম তুমি আমাকে বিবাহ করবার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হয়েচ সেই দিন আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গল। আমাকে বিবাহ করলে তুমি হিন্দু সমাজচ্যুত হবে, তোমার পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের দুঃখের কারণ হবে, পৈতৃক বিষয়সম্পত্তিতে বঞ্চিত হবে, এই চিন্তায় আমি একদিনও শান্তি পাই নি। স্থিরমনে বুঝে দেখ, তোমার অমূল্য প্রণয় বিসর্জ্জন কত্তে আমি এত ব্যগ্র কেন। তোমার উন্নতি, তোমার শান্তি, তোমার পিতামাতার সুখ এ সমুদয় একদিকে রাখলে তোমার সহিত মিলন-সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

বিজয়—"আমার উন্নতি, আমার শান্তি তুমি।"

বিনয়া—"কিন্তু তোমার পিতামাতা? তাঁদের চখের জল পড়লে কি আমাদের মিলন কখন সুখের হবে? তাঁরা যখন বিবাহের কথা শুনবেন আমাকে মায়াবিনী বলে অভিসম্পাত করবেন; আমাকে কখনও পুত্রবধূর চক্ষে দেখবেন না। তাঁদের আশীর্ব্বাদ কখন পাব না।"

বিজয়—"কিন্তু তোমার অবস্থা ভেবে দেখ বিনয়। তুমি বাড়ী ছেড়ে এসেচ, লোকে হয়ত কত অপবাদ রটনা কচ্চে। হয়ত তোমার বাড়ীতে বাস করা ভার হবে।"

বিনয়া—"তুমি সে জন্য ভেব না। যদি কলঙ্ক কি নিন্দা হয় আমি তা হাসিমুখে সহ্য ক'রব। তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করে আমি লোকাপবাদ আশীর্ব্বাদ বলে মনে ক'রব। বল আমাকে ভুলবে।"

বিজয়—"অসম্ভব। প্রাণ থাক্‌তে পারব না।"

বিনয়া—"পুরুষ মানুষ বড় অবুঝ। আর আমি কি বুঝাব তোমাকে বিজয়? এতক্ষণ যা বলিচি তার এক একটা কথা হৃদয়ের এক এক বিন্দু রক্তের রূপান্তর।"

আনন্দে বিজয়ের মুখ দীপ্ত ও দেহ কণ্টকিত হইল। তিনি প্রগাঢ় আবেগভরে বলিলেন "বিনয়, তবে তুমি আমার হবে?"

বিনয়া—"এ অকিঞ্চিৎকর হৃদয় পেলে যদি সুখী হও তবে——"

বিজয়—"বল হৃদয়েশ্বরি, তুমি আমার?"

বিনয়া—"এখনও যদি এ অভাগিনীকে যোগ্য বিবেচনা কর তবে আমি তোমার। জগদীশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন।"

বিজয়ের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। তিনি অবসন্নদেহে বিনয়ার পদতলে পতিত হইলেন।

বিনয়ার সভয় চীৎকারধ্বনি শ্রবণে কুমুদিনী সত্বর আসিয়া বিজয়কে উঠাইলেন। বিজয় সচেতন হইয়া বলিলেন "বৌদদি, এতদিনে আমার যত্ন সফল হল। বিনয়ার সম্মতি পেয়েচি।"

কুমুদিনী—"ওমা, তাইতে মূর্চ্ছা হইছিল। তা এ সুখের সংবাদে আমারই মাথা ঘুরে যাচ্চে, তোমার ত যাবেই। তবে শুভস্য শীঘ্রং, এখনি ঘটক ডাকব নাকি?"

বিনয়া দুই হস্তে কুমুদিনীর গ্রীবা বেষ্টনপূর্ব্বক কাঁদিয়া

ফেলিল এবং মৃদুস্বরে বলিল "বৌদিদি, ওঁকে কত করে বুঝা'লাম, কিছুতেই শুনলেন না। আমি কি ক'রব, আমার মরণ কেন হল না!"

"তোর দোষ কি বোন, তুই কাঁদিস না। বের রাত্রে বিজয়কে বিধিমতে শাস্তি দেব। পুরুষে যা ধরে তা কখন ছাড়ে না" বলিতে বলিতে কুমুদিনীর নয়ন আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইল। তিনি পুনরপি হাসিয়া বলিলেন "আবার তাও বলি ভাই, বিজয় তোর যে শুশ্রূষা করেচেন তার তুলনায় এ পুরস্কার কিছু বেশী নয়।"

অতঃপর কুমুদিনী প্রণয়িযুগলকে পাশাপাশি বসাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং প্রচুর পুষ্প স্বহস্তে চয়নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপহার দিলেন।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বৰ্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে নগরাভিমুখে একখানি অশ্বযান দ্রুত-বেগে ছুটিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়াছে। লোকজন দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া স্ব স্ব আবাসে বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে আপণশ্রেণীতে আলোকমালা জ্বলিতেছে। যান নগরের একটা কুটীরপূর্ণ অংশে নীত হইল। শকটচালকের পার্শ্বে এক ব্যক্তি বসিয়াছিল, সে নামিয়া অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে একটা কুটীরের সমীপবর্ত্তী হইল এবং বহির্দ্দেশ হইতে "বাড়ীতে কে আছ" বলিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিল। এক রমণী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কাকে খুঁজচেন গা?"

আগন্তুক—"এখানে বিদেশী এক ব্যক্তির বসন্ত হয়েচে না?"

রমণী—"হাঁ বাছা, তিনি ঐ ঘরে আছেন। তুমি কি তাঁর দেশের লোক? আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে, দেখে শোনে যত্ন করে এমন একটা প্রাণী নাই। এখন রোগে যত না হক অযত্নে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ওঁর মুখে বাপের নাম ধাম জেনে আমরাই বাড়ীতে খবর দিইছিলাম।"

আগন্তুক—"সেবা শুশ্রূষা করার কেউ নাই!"

রমণী—"কি আর বলব বাছা, এক মাগী ওঁর পরিবার পরিচয় দিয়ে বাস কত্ত, বসন্ত দেখে সে পালিয়েচে। সুধু যে ওঁকেই অসহায় ফেলে গেছে তা নয়, রাক্ষসী আমরাও সর্ব্বনাশ করেচে।"

আগন্তুক—"জিজ্ঞাসা কত্তে পারি কি, সে স্ত্রীলোকটা তোমার কি সর্ব্বনাশ করেচে ?"

রমণী ইতস্ততঃ করিয়া, অবগুণ্ঠন এক ইঞ্চি পরিমাণ বাড়াইয়া, মাটীর দিকে চাহিয়া বলিল "সে ঘেন্নার কথা বলতে লজ্জা করে। আমার স্বামী একটু দোকান কত্তেন; তোমাদের দশজনের আশীর্ব্বাদে দোকান বেশ ফলাও করেছিলেন। এমন সোণার দোকান ফেলে অনেকগুলি টাকা নিয়ে তিনি সে মাগীর সঙ্গে পালিয়েচেন।"

আগন্তুক—"বটে! আ পিশাচী!"

রমণী—"এ পাড়ায় অত্যন্ত বসন্ত হচ্চে। অনেকে পালিয়েচে। আমরা ভয়ে ভয়ে আছি। কি করি, দোকানটা যেমন করে হ'ক চালাতে ত হবে। কত খদ্দের! জাঁক পসার হয়েচে, একবার নষ্ট হলে আর ফিরবে না। এই সেদিন রাজবাড়ীর গমস্থা মশাই এসে কত জিনিষের বায়না কল্লেন। মিন্‌সের রীত মন্দ না হলে আজ ওঁর কৃপায় বড় মানুষ হয়ে যেত। তা তুমি বাছা রুগীর কে হও?"

আগন্তুক—"তাঁর স্ত্রী এসেচেন। মা ঐ গাড়ীতে আছেন।"

রমণী—"ও হরি, তবে সে সর্ব্বনাশী ওঁর স্ত্রী নয়! ভাবগতি দেখে আমারও সন্দেহ হইছিল। স্ত্রী হলে কি সোয়ামীকে এমন অবস্থায় ফেলে যায়।"

আগন্তুক—"মা যে রকম অধীর হয়ে এসেচেন, স্বামীর অবস্থা মন্দ দেখলে মোহ হতে পারে। ওঁকে এখানে আনার পূর্ব্বে আমি একবার রোগীকে দেখব।"

আগন্তুক পার্শ্বস্থ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল খট্টার

উপর মলিন শয্যায় রোগী শায়িত। সে রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে কিন্তু ক্ষুদ্র খট্টায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছে না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত ও আকৃতি অতি ভীষণ। গৃহ দুর্গন্ধে পূর্ণ। রোগী মাঝে মাঝে প্রলাপ বকিতেছে, মুহুর্মুহুঃ 'জল জল' বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কখন ভীষণ যন্ত্রণায় বলিতেছে 'মা, আর সহ্য হয় না! ইন্দু, কোথায় তুমি!' রোগী রজনী।

আগন্তুক বাহিরে আসিয়া কুটীরসম্মুখে অশ্বযান আনাইল। দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবামাত্র ইন্দিরা পাগলিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া যান হইতে অবতরণ করিলেন এবং ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরিদাস, তাঁর দেখা পেয়েচ?"

হরিদাস—"হ্যাঁ মা, তিনি এই বাড়ীতে আছেন। কোন ভয় নাই; আপনি ভিতরে চলুন।"

ইন্দিরা ছুটিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরিদাসের সঙ্গে যে রমণীর কথোপকথন হইয়াছিল পাঠক চিনিয়াছেন বোধ হয় সে শ্যামার পূর্ব্বসহচরী মাতঙ্গিনী। মাতঙ্গিনী কুটীরের বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া সে অপূর্ব্ব মিলনদৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ক্ষীণ দীপালোকে স্বামীর অবস্থা নয়নগোচর হইবামাত্র ইন্দিরার দেহ অবসন্নপ্রায় হইল। হরিদাস সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ধরিয়া বলিল "সে কি মা! আমি জান্‌তাম সামান্যা রমণীর মত আপনি অধীর হবেন না। সময়ে সাক্ষ্যাৎ হল, ভগবানকে ধন্যবাদ দিন; হৃদয় দৃঢ় করে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা আপনার স্বামীর প্রাণ রক্ষা করুন।"

ইন্দিরাকে দেখিবামাত্র মাতঙ্গিনীর হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব

ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। ক্ষণকাল মধ্যে সে স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব এবং ইন্দিরার মহত্ত্ব যেন দিব্যচক্ষে দেখিল। অসহায়া, সাধ্বী রমণীর প্রতি আনুগত্য দেখাইতে স্বতই তাহার ইচ্ছা জন্মিল। ইন্দিরাকে সান্ত্বনাচ্ছলে মাতঙ্গিনী বলিল "কিছু ভেবো না মা। ব্যারাম কঠিন নয়, তোমার স্বামী নিশ্চয় সেরে উঠবেন। আমরা থাকতে তোমার কিছুর অভাব হবে না।"

ইন্দিরার মোহ দূর হইল। ভক্তিভরে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া রজনীর পার্শ্বে বসিলেন এবং তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। মাতঙ্গিনীর সাহায্যে তৎক্ষণাৎ দাসী নিয়োজিত এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইল। অবিলম্বে রজনীর অচৈতন্য দেহ তক্তপোষের উপর কোমল শয্যায় শায়িত হইল। চিকিৎসক আসিয়া দেখিলেন এবং ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

হরিদাস বলিল "মা, অতুলবাবু আপনাদের আত্মীয় এবং এখানকার একজন মান্যগণ্য লোক। তাঁর দ্বারা অনেক রকমে সাহায্য পাওয়া যাবে। যদি বলেন ত আমি দেখা করে খবর দিয়ে আসি।"

ইন্দিরা—"তা সত্য, কিন্তু খবর পেলে হয় ত তারা সকলে এসে পড়বে। সংক্রামক রোগ, শেষে তাদেরও একটা বিপদ ঘটতে পারে। সেই জন্য এখন তাদের জানান আমার ইচ্ছা নয়। একটা ভাল বাসা স্থির কর, তারপর ভগবান যদি কূল দেন ত দুদিন পরে খবর দিলেও চলবে।"

সে রাত্রি ইন্দিরা ও হরিদাসের চক্ষুর পলক পড়ে নাই।

পরদিবস প্রত্যূষে মাতঙ্গিনী আসিয়া কুটীরদ্বারে দাঁড়াইল, দেখিল সেই দেবীমূর্ত্তি একমনে স্বামীর সেবা করিতেছেন

অনাহার ও শ্রমে বদন শুষ্ক। অনিদ্রায় চক্ষুর কোলে কালিমা পড়িয়াছে। পলকশূন্য নয়ন পতির মুখে অর্পিত, সে স্থিরদৃষ্টি যেন বলিতেছিল 'স্বামিন্, দাসীর সুখ শান্তি, আশা ভরসা সকলই তোমার জীবনের উপর নির্ভর করে। সংসারে এমন কি বস্তু আছে যাহা তোমার জীবনের জন্য তুচ্ছ জ্ঞান করি না; এমন কি কঠোর ব্রত আছে যাহা তোমার আরোগ্যহেতু দাসী হাসিমুখে পালন করিবে না।'

মাতঙ্গিনী গত রাত্রি ভোলানাথের চিন্তা প্রসঙ্গে ভাবিয়াছিল 'মিন্‌সে ত পালিয়েচে, শীগ্‌গির যে ফিরবে এমন বোধ হয় না। দূর হক, তার ভাবনায় আর এখানে বসে থাকি কেন। দোকান বেচে দেশে যাবার ফিকির দেখি।' এক্ষণে ইন্দিরার সমক্ষে সে আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিল। যেন কোন দিব্যশক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সে ইন্দিরার পার্শ্ববর্তিনী হইল, এবং তাঁহাকে 'মা' সম্বোধনপূর্ব্বক সান্ত্বনাদান ও রজনীর সেবায় অকপট সহায়তা করিতে লাগিল।

তৃতীয় দিবসে রজনী একটা দ্বিতল বাটীতে নীত হইল। পঞ্চম দিবসে চিকিৎসক দেখিয়া বলিলেন জীবনের আশঙ্কা নাই।

এ কয়দিবস ইন্দিরা স্বামীর সেবা এবং দুর্ভাবনায় এতই নিবিষ্টা ছিলেন যে আহার করিতে চাহিতেন না। প্রায়ই সামান্য একটু জলযোগ করিয়া কাটাইতেন। যে দিন রজনীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত মন্দ বোধ হইত সেদিন ইন্দিরা জলস্পর্শও করিতেন না। ইন্দিরা আহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে হরিদাস বালকের মত আবদার করিয়া তাঁহাকে খাইতে বলিত, কখন কখন

ভর্ৎসনাও করিত। ইন্দিরা তখন খাইতেন। হরিদাস একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দিরাকে বলিল "মা, তোমার স্বামী সেরে উঠলেন কিন্তু তোমাকে যে প্রাণে প্রাণে বাড়ী নিয়ে যেতে পারব সে আশা হয় না।"

ইন্দিরা—"বাবা, প্রর্থনা কর যেন আমার প্রাণ দিয়েও ওঁর প্রাণ রক্ষা কত্তে পারি।"

হরিদাস—"তোমার প্রাণ না দিয়েও যখন ওঁর প্রাণ রক্ষা হচ্চে তখন আত্মহত্যা কেন কর মা। তুমি দুদিন থাকলে সংসারের কত উপকার হবে।"

সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে রজনীর জীবনরক্ষা হইল। সপ্তম দিবসে চৈতন্য ফিরিল। ইন্দিরা আহ্লাদসাগরে ভাসমানা হইয়া তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ইন্দিরাকে দেখিয়া যেন বিস্মিত হইল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না।

দশম দিবসে বাক্শক্তির বিকাশ হইল। রজনী জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায় আছি?"

ইন্দিরা উত্তর দিলেন "বর্দ্ধমানে। তোমার অসুখের খবর পেয়ে আমি এসেছি।"

রজনী স্বীয় অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিল। স্ফীত, ক্ষতপূর্ণ দেহ দেখিয়া একটা মৃদু নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কবে এলে ইন্দু?"

"আজ দশ দিন। তখন তোমার অসুখ খুব বেশী। তুমি একা একটা কুঁড়ে ঘরে ছিলে" বলিতে বলিতে ইন্দিরার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "বিদেশে কি একা থাকতে আছে।"

রজনী—"একা! না, আমি একা ছিলাম না, শ্যামা ও ছিল। সে কোথায় গেছে?"

ইন্দিরা—"আমরা এসে শ্যামাকে দেখিনি।"

হরিদাস—"শ্যামা ছিল বটে, আপনার বসন্ত দেখে পালিয়েচে। আরোগ্য হওয়া সংবাদ পেলে বোধ হয় ফিরে আসবে।"

হরিদাস হাসিল। রজনী অধোবদন হইল। ইন্দিরা কটাক্ষে হরিদাসকে বিরত করিলেন।

রজনী—"বাবা কি মা এলেন না কেন?"

ইন্দিরা—"তাঁদের দুজনেরই শরীর অসুস্থ; একরকম শয্যাশায়ী বললেই হয়।"

রজনী—"আমার উপদ্রব সহ্য করে তাঁরা যে বেঁচে আছেন এই আশ্চর্য্য। খুকী কোথায়?"

ইন্দিরা—"তাকে আনতে সাহস হল না, বাড়ীতেই রেখে এসিচি।"

রজনী—"তুমি কেন এলে? আমাকে বাঁচাবার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

ইন্দিরা কাঁদিলেন।

রজনী—"কার সঙ্গে এসেচ?"

হরিদাসকে দেখাইয়া ইন্দিরা বলিলেন "আমার এই ছেলের সঙ্গে। হরিদাস সে সময় না থাকলে কে আর আমাকে নিয়ে আসত, কেই বা তোমার সন্ধান কত্ত। তোমার মনে পড়ে হরিদাসের সঙ্গে আমি নন্দীগ্রাম থেকে দেবীপুরে এসেছিলাম?"

রজনী কৃতজ্ঞভাবে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিল "বাপু, তুমি কে?"

হরিদাস—"আমি দীন হীন অশান্ত মানব। ঐ দেবীকে মা বলে এ সংসারে আমার একমাত্র সুখ।"

রজনী—"তুমি আমার পাপজীবনের অনেক বৃত্তান্ত জান বোধ হয়।"

হরিদাস—"সব জানতে না পারি, প্রধানটা জানি।"

রজনী—"তবে কেন এ পাপাত্মার প্রাণরক্ষার জন্য তোমার এত আগ্রহ?"

হরিদাস—"ঐ মায়ের মুখ চেয়ে। এক সময় আমি আপনাকে আমার প্রধান শত্রু গণ্য করতাম, কিন্তু মায়ের গুণে সে মনোভাব দূর হয়েচে। এক্ষণে আপনার প্রাণরক্ষায় আমার একমাত্র সুখ।"

রজনীর নয়নকোণে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, অন্তর্জগতের ঝটিকার নিদর্শন স্বরূপ ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল "হরিদাস, আমি যত মহাপাপ করিচি এত বোধ হয় এসংসারে আর কেউ করে নি।"

হরিদাস—"সম্ভব। কিন্তু আপনার মত ভাগ্যবান বোধ হয় সংসারে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।"

রজনী—"ঠিক বলেচ। এতবড় দুরাচার আমি যে সমাজ আমাকে ত্যাগ করেচে, পিতামাতা হতাশ হয়ে আমার আশা ত্যাগ করেচেন। যে পাপিনীর কুহকে পড়ে আমার এই দশা সে আসন্নমৃত্যু দেখে আমাকে ফেলে গেছে। কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে ত্যাগ করেন নি। ইন্দিরা সেই ইন্দিরা, সেই প্রেমময়ী দেবীই আছেন। ঠিক কথা, এ নরককীটের প্রতি জগদীশ্বরের অসীম কৃপা।"

ইন্দিরা আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছিলেন। হরিদাস হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর, শ্যামা যার স্ত্রী তার অবস্থা আপনি কি মনে করেন?"

রজনী—"অতি শোচনীয়। সে ব্যক্তি মহাপাপী। তবে সুখের বিষয়, শ্যামার স্বামী বেঁচে নাই।"

ইন্দিরা কাতরভাবে বলিলেন "থাক হরিদাস।"

রজনী—"দেখ হরিদাস আমি মহাপাপী বটে কিন্তু আমা অপেক্ষা লক্ষগুণে পাপীয়সী শ্যামা। সেই রাক্ষসীই আমার এই অবস্থা করেচে। আমি সম্প্রতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে গৃহস্থধর্ম্ম করছিলাম, দুষ্টা হঠাৎ একদিন দেবীপুরে গিয়ে কুহকে আমাকে অভিভূত করে; আমি অমনি ভূতগ্রস্তের মত তার আজ্ঞায় গৃহত্যাগ করলাম।"

"জগদীশ্বরের লীলা। এরূপ না হলে শ্যামার প্রভাব হতে আপনি সহজে মুক্ত হতে পারতেন না। যা হক, সকলই আমার ঐ মায়ের গুণে" বলিয়া হরিদাস গর্ব্বভরে ইন্দিরার দিকে চাহিল।

রজনীর হৃদয়ে অনুতাপবহ্নি ধূমায়মান হইতেছিল। এতক্ষণে তাহা প্রবল তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সে কম্পান্বিতদেহে ইন্দিরার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল "ক্ষমা কর ইন্দিরা, মহাপাপীকে ক্ষমা কর।"

ইন্দিরা আহ্লাদে বিস্ময়ে লজ্জায় কেমনতর বিবর্ণ হইয়া গেলেন। মনের যে উত্তেজনা বলে ইন্দিরা দুর্ব্বলদেহে ও দশ দিন কাল শারীরিক ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন আজ অকস্মাৎ তাহা অন্তরিত হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার

দেখিলেন। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া হরিদাস রজনীকে উঠাইল। পরক্ষণে ইন্দিরা স্বামীর চরণতলে পতিতা হইয়া গদগদভাবে বলিলেন "ছি স্বামিন্, অকল্যাণ কেন করিলে!"

রজনী বালকের মত দুই হস্তে ইন্দিরার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া 'ইন্দিরা' 'ইন্দিরা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইন্দিরাও পূর্ণা-নন্দে কাঁদিলেন।

আহ্লাদে অধীর হইয়া হরিদাস বলিল "মা, এতদিনে আমার প্রাণের খেদ মিট্‌ল। শ্যামা, পাপীয়সি, একবার সতীর জয় দেখে যা! আজ আমি প্রাণভরে তোকে ক্ষমা কর্‌লাম। আজ যে পবিত্র দৃশ্য দেখলাম তোকে সে জন্য ধন্যবাদ দি!"

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইল। ইন্দিরা নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্ব হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সুপ্রভাত। জীবনে বুঝি এমন মধুর প্রভাত আর কখন দেখেন নাই। পাখীর এত শ্রুতি-সুখকর প্রভাতি কলরব জীবনে আর কখন শুনেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টিতে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে প্রসাদ গুণে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল; মুদিতনয়নে উপবেশন-পূর্ব্বক প্রেমপুলকিতমনে বলিলেন "জগদীশ, এত দিনে কি হতভাগিনীর প্রতি কৃপা করিলে? তোমার মহিমা, তোমার রহস্যময় বিধান ক্ষুদ্র মানব কি বুঝিবে। পিতঃ, বড় কঠিন পরীক্ষা করিয়াছিলে, সে পরীক্ষায় তনয়া উত্তীর্ণ হইল কি? না এখনও কিছু অবশেষ আছে? যদি থাকে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি। কন্যা এই মাত্র জানে তুমি মঙ্গলময়। আশীর্ব্বাদ কর যেন সম্পদে বা বিপদে, সুখে বা দুঃখে কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট না হই।"

চক্ষু মেলিয়া দেখেন নবোদিত সূর্য্যের কতকগুলি রশ্মি তাঁহার ললাট ও কেশরাজির উপর পতিত হইয়াছে; যেন মরীচিমালী ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া সহস্রকরে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। পুলকিত হৃদয়ে প্রভাতভানুকে প্রণাম করিয়া ইন্দিরা পুনরায় স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। রজনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল।

রজনী বলিল "ইন্দু, আমি সুস্থ হইচি, এখন বাড়ী গেলে ত হয়।"

ইন্দিরা—"ডাক্তার বলেচেন ক্ষত ভালরকম সেরে সবল হতে অন্ততঃ আরও এক সপ্তাহ লাগ্‌বে।"

রজনী—"অনেক খরচ! টাকা কোথায় পাবে?"

ইন্দিরা—"সে জন্য ভেব না। একান্ত দরকার হয়, অতুল আছে।"

রজনীর মুখ বিবর্ণ হইল। অতুল যে বর্দ্ধমানে আছে সে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল। রজনী জিজ্ঞাসা করিল "অতুল কি শুনেচে?"

ইন্দিরা—"না, তুমি একটু সুস্থ হলে তাদের খবর দেব মনে করেছিলাম। আজ হরিদাসকে অতুলের বাসায় পাঠাব ভাবচি।"

রজনী—"তাদের আর খবর দিয়ে কাজ নাই।"

ইন্দিরা—"আমার গহনা যতক্ষণ আছে টাকার জন্য কারও দোরে যাব না।"

রজনী সবিস্ময়ে ইন্দিরার মুখে দৃষ্টিপাত করিল।

চিকিৎসক যথাসময়ে দেখিতে আসিলেন। দর্শনী দিয়া তাঁহাকে বিদায় পূর্ব্বক ইন্দিরা বাক্স হইতে একখানি অলঙ্কার লইয়া হরিদাসকে বলিলেন "বাবা, এই খানি বিক্রয় করে যে টাকা পাও নিয়ে এস। যে ক'টি টাকা এনেছিলাম প্রায় ফুরিয়েচে।"

হরিদাস—"হ্যাঁ মা, আমি কোন প্রাণে আপনার অলঙ্কার বিক্রয় ক'রব।"

ইন্দিরা—"পাগল ছেলে, গহনা আমাদের বিপদের সম্বল,—কেবল শরীরের শোভার জন্ত নয়। বাছা, স্বামীই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার। স্বামী বাঁচলে বেশ-ভূষা, সাধ আহ্লাদ; নইলে কিসের জীবন ?"

হরিদাস আর কিছু না বলিয়া অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ বহির্গত হইল।

এক স্বর্ণকারের দোকানে হরিদাস অলঙ্কার বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। তাহাকে অপরিচিত ও বিদেশী এবং প্রস্তাবিত মূল্য গ্রহণে অস্বীকৃত দেখিয়া স্বর্ণকার এক পুলিস প্রহরীকে সন্দেহ জানাইল। অবিলম্বে হরিদাস চোর বলিয়া ধৃত হইল। ভোজপুরী তাহার কথায় প্রত্যয় না করিয়া ঘুসি প্রয়োগপূর্ব্বক বলিল 'হাম কুছ বাত নেহি শুনেঙ্গে। তোম শালা আলবৎ চোট্টা হায়। থানামে চলো।'

চোর ধৃত হইয়াছে শুনিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে তথায় একটা জনতা হইল। কনষ্টেবলের ব্যবহারে উৎসাহিত হইয়া দুষ্ট লোকে হরিদাসের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে লাগিল। চোর, দস্যু, জালিয়াৎ, খুনী প্রভৃতি যাহার মনে যাহা আসিল সে তাই বলিয়া হরিদাসকে গালি দিল। কেহ ঘুসি দেখাইল, কেহ মুখ-ভঙ্গি করিল, কেহ চপেটাঘাত করিল। পুলিসের মহাপ্রভু বস্ত্র দ্বারা তাহার করদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক আকর্ষণের উপক্রম করিল। হরিদাস তখন অধোবদনে ভাবিতে লাগিল 'ভগবান, এ কি করিলে।'

কিন্তু পরক্ষণে কনষ্টেবল সসম্ভ্রমে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পথগামী এক যুবাপুরুষকে অভিবাদন করিল। যুবক তাঁহা

অঙ্গুলিসঞ্চালনে প্রত্যভিবাদন করিয়া চলিতে লাগিলেন। হরিদাস চিনিল যুবক অতুল; চিনিয়া আহ্লাদভরে সম্বোধন করিল "হুজুর, নির্দ্দোষীকে রক্ষা করুন।"

অতুল ফিরিয়া হরিদাসকে দেখিলেন। সে মুখ পরিচিত হইলেও অতুল চিনিতে পারিলেন না। হরিদাস বলিল "আমাকে চিনিতে পারিলেন না? এক বৎসর পূর্ব্বে দেবীপুরের নদীকূলে একদিন আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়। আমার নাম হরিদাস।"

অতুল—"তুমি! তুমি এখানে, এ অবস্থায় কেন হরিদাস?"

কনষ্টেবল হরিদাসকে ছাড়িয়া ত্রস্তভাবে দূরে দণ্ডায়মান হইল। অতুল তাহাকে একান্তে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি ব্যাপার?"

আদ্যোপান্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া অতুলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি হরিদাসকে বলিলেন "খুড়ীমা প্রথমেই আমাদের একটু খবর দিলে ভাল কত্তেন। সেবা শুশ্রূষায় না হক অন্য প্রকারেও সাহায্য কত্তে পা'রতাম। তা যা হক, আর গহনা বিক্রয়ের প্রয়োজন হবে না। আমার সঙ্গে এস।"

হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া অতুল কাছারী পৌঁছিলেন। মাতাকে একখানি পত্রে ইন্দিরার আগমন বৃত্তান্ত লিখিয়া পত্রসহ হরিদাসকে বাসায় পাঠাইলেন।

সেদিন কাছারীর কাজে অতুলের ভাল মনোনিবেশ হইল না। শ্যামা, ইন্দিরা ও রজনীর চরিত্র ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইতে লাগিল। একদিকে শ্যামা, অন্যদিকে ইন্দিরা,—একদিকে পাপ, অপরদিকে পুণ্য, রজনী মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া তাহাদের প্রভাবে ইতস্ততঃ চালিত হইতেছে। যেন মানবাত্মাকে

নরকে লইবার জন্য সয়তানী ঘোর পরাক্রমে আকর্ষণ করিতেছে, ঈশ্বরের দূতী তাহার রক্ষার্থ স্বর্গের পথ দেখাইতেছেন। কি মহান্ দৃশ্য! পরিশেষে পাপ হটিল, সয়তানী পলাইল, দেবী পাপীকে রক্ষা করিলেন। অতুলের দেহ কণ্টকিত হইল। তিনি উদ্দেশে ভক্তিভরে ইন্দিরার চরণযুগলে প্রণাম করিলেন।

কাছারীর কাজ শেষ করিয়া অতুল হরিদাসের সঙ্গে রজনীর বাসায় উপস্থিত হইলেন। চারুশীলা ও হিরণ্ময়ী পূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছিলেন।

ইন্দিরা অতুলকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিলেন "এস, বাবা।" অতুল তাঁহার পদধূলি লইয়া দেখেন নেত্রদ্বয় অশ্রুনীরে ভাসিতেছে। অতুলের নয়ন শুষ্ক রহিল না।

অতুলকে দেখিবামাত্র লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে রজনী মৃত্যু-যন্ত্রণা অনুভব করিল। তাহার দুই নয়নের ধারাপ্রবাহে উপাধান সিক্ত হইল। অতুল রজনীর আরোগ্যলাভ জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাকা, এখন বেশ সুস্থ বোধ কচ্চেন ত?"

রজনী দুই হস্তে নয়ন অবৃত করিয়া বলিল, "অতুল, আমি তোমাদের স্নেহযত্নের অযোগ্য। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার স্ত্রীকে সুখী করি নাই; আজীবন তোমাদের সঙ্গে রাক্ষসের মত শত্রুতা করিচি। তবু কেন তোমাদের এত দয়া?"

অতুলের নিষেধ সত্ত্বেও রজনী বলিতে লাগিল, "আমি সংসারের শত্রু, ধর্ম্মদ্বেষী, মূর্ত্তিমান পাপ। আমার অসংখ্য অপরাধ তোরা ক্ষমা করিচিস, সহস্র অত্যাচার সহ্য করে আমার উদ্ধার করিচিস। আমি আর কি ব'লব। আমার অনুতাপ তাহার

ব্যক্ত হয় না। আমি পিশাচ। পিশাচের চরিত্র এই, যে ব্যক্তি তা'র হিতসাধন করে তাকে ধ্বংশ করেই পিশাচ সমধিক আনন্দ পায়। তোরা এ পিশাচের মুখ দেখিস্ না।"

সকলেরই নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। অতুল ও চারুশীলা সান্ত্বনা দানে রজনীর হৃদয়াবেগ কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিলেন।

অতুল ইন্দিরাকে বলিলেন "খুড়িমা, এখানে এসে আমাকে সংবাদ না দেওয়া বড় অন্যায় কাজ হয়েচে।"

ইন্দিরা—"বাবা, আমি মনে করেছিলাম, ইনি সুস্থ হলে সংবাদ দেব। সংক্রামক রোগ, তাই তোমাদের সংবাদ দিতে সাহস করিনি।"

চারুশীলা—"আর কিছু না হক, আমাদের বাসার নিকটে একটা বাসা করে সর্ব্বদা দেখা শুনা ব্যবস্থা পরামর্শ এগুলো ত হ'ত। আমি ত তোর সাহায্য কত্তে পারতাম। ধন্যি মেয়ে তুই, আর বলিহারি তোর ভরসা! প্রশংসাও করি, আবার গালাগালিও আসে।"

ইন্দিরা হাসিলেন।

অতুল—"সে যা হক, আজ হরিদাসকে গহনা বিক্রী কত্তে না পাঠিয়ে আমার কাছে পাঠালে আমাদের কোন ক্ষোভ থাকৃত না।"

ইন্দিরা লজ্জিতা হইলেন।

অতুলপরিবারের যত্ন ও শুশ্রূষায় সপ্তাহ কালের মধ্যে রজনী সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইল। তাহাদের আত্মীয়তা ও অকৃত্রিম স্নেহ রজনীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই এক সপ্তাহের যাবতীয় ব্যয় অতুল বহন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন। নরেন্দ্রের আবাসে প্রথম সাক্ষ্যাৎ, মুহূর্তের পরিচয়, দুই চারিটা কথার বিনিময়; বিনয়ার লজ্জাবনত মুখ, আরক্ত গণ্ড, সলজ্জ দৃষ্টি; সে দিন বিজয় ও বিনয়ার জীবনে কি বিরাট বিপ্লবের দিন। সেই দিন হইতে দুইটী ভিন্নপথবাহী জীবনস্রোতঃ মিলনকল্পে অধীর হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মিলনে কত বাধা! হিন্দুসমাজ উত্তুঙ্গ গিরির ন্যায় প্রণয়িযুগলের মিলনপথে দণ্ডায়মান। স্রোতোদ্বয় তাহার সানুদেশে বাধা প্রাপ্ত হইয়া আদৌ বিক্ষুব্ধ ও বিমুথিত, পরে অধিকতর বেগে পুনঃ প্রবাহিত হইল। স্রোতঃ ও প্রণয়ের ইহাই ধর্ম্ম; তাহাদের পথে যত বাধা ততই তাহাদের বেগ প্রখর হয়।

বিনয়ার প্রেম অন্তঃস্রোতঃ ক্ষুদ্র তটিনীর ন্যায় প্রচণ্ডবেগ কিন্তু অভিব্যক্তিবিহীন। বিজয়ের প্রেম তরঙ্গসংক্ষুব্ধ সাগর-বারির ন্যায় উদ্দাম, আবেগশালী। বিনয়ার হৃদয়ে প্রেম তুষানল, বিজয়ের হৃদয়ে দাবানলপ্রায় জ্বলিতেছিল। উভয়েরই প্রদাহ তুল্য। নরেন্দ্রের আবাসে কুমুদিনীর তত্ত্বাধীনে তাহাদের প্রতিনিয়ত মিলন হইত। লজ্জাশীলা বিনয়া নীরবে প্রণয়ীর সঙ্গসুখ উপভোগ করিত; বিজয়ের বাক্যসুধাপানে, বিজয়ের সঙ্গে এক বায়ু সেবনে, বস্তুতঃ বিজয়ের অস্তিত্ব উপভোগে বিনয়ার আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা জন্মিত। কিন্তু এইরূপে দিনত্রয়ের সঙ্গে প্রণয়িনীর সহিত মিলনেচ্ছা বিজয়ের হৃদয়ে

উত্তরোত্তর বলবতী হইতে লাগিল। মন্ত্রণা সিদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া কুমুদিনী, নরেন্দ্র ও বিনোদ সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

বিজয় আকার ইঙ্গিত ভাবভঙ্গিতে কালক্রমে বুঝিলেন যে বিনয়ার সঙ্গে তাঁহার ব্রাহ্ম মতে বিবাহ দেওয়া কুমুদিনী বিনোদ ও নরেন্দ্রের অভিপ্রায়। একমাত্র বাধা বিজয়ের আত্মীয়গণ ও হিন্দুসমাজ। এক দিকে বিনয়া অন্যদিকে আত্মীয়গণ, এই দুইএর একতর বিজয়কে ত্যাগ করিতেই হইবে। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া বিজয় একদা কুমুদিনীকে বলিলেন বিনয়ার জন্য তিনি ঘর সংসার ও হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প। কুমুদিনী স্বামীকে সে সুসংবাদ জানাইলেন। নরেন্দ্র পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতু কুমুদিনীর বৈদ্যনাথ বাসের ব্যবস্থা হইল। কুমুদিনীর সঙ্গে অসুস্থদেহা বিনয়াকেও পাঠান যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল, কিন্তু মাতা বিধবা কন্যাকে আচারভ্রষ্টা পুত্রবধূর সঙ্গে পাঠাইতে স্বীকৃতা হইলেন না; তিনি বলিলেন হেমাঙ্গিনী বা প্রমীলা যাউক তাঁহার কোন আপত্তি নাই। দ্বিতীয়বার মন্ত্রণায় স্থির হইল কুমুদিনী একাকিনী অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে যাইবেন।

নির্দ্ধারিত দিনে বিনয়া ভ্রাতৃজায়াকে বিদায় দিতে আসিল। বিজয়ও আসিয়াছিলেন। কুমুদিনী তাহাদের সমভিব্যাহারে একখানি অশ্বযানে রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। কোন অভাবনীয় ঘটনায় নরেন্দ্রের যাওয়া আপাততঃ রহিত হইল, অগত্যা কুমুদিনী বিজয়কে তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করি-

লেন। বিজয় সম্মত হইলেন। একজন সঙ্গিনী ব্যতিরেকে কুমুদিনী বিজয়ের সঙ্গে যাইবেন কিরূপে, অতএব বিনয়াকে লওয়া একান্ত আবশ্যক। ফলতঃ বিজয়, বিনয়া ও কুমুদিনী যানারোহণ করিলেন। নরেন্দ্র রুমালসঞ্চালনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। মুগ্ধা বিনয়াকে লইয়া বাষ্পীয়যান কলিকাতা ত্যাগ করিল।

বিনয়ার গৃহত্যাগ ও তাহার গূঢ় উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইবামাত্র মাতা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, প্রমীলার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, কেবল হেমাঙ্গিনী মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিল। শোকাবেগ কথঞ্চিৎ শমিত হইলে হেমাঙ্গিনী ও প্রমীলার নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল।

হেমাঙ্গিনী—"এরকম যে হবে তা আমি আগেই জানতাম। বিনয়ার ওপর দিদির বেশী বেশী টান দেখে আমার মনে বরাবরই সন্দেহ হত একটা কিছু কুমতলব আছে। মা মেয়েকে বড় সাবধানে রেখেছিলেন, পাছে খারাপ হয় বলে আমাদের সঙ্গে থিয়েটারে পর্য্যন্ত যেতে দিতেন না; এখন, না বললেও বাঁচি না, ঘরের ঢেঁকী কুমীর হল।"

প্রমীলা শুনিয়াছিল যে বিনয়ার একটা বিবাহ দেওয়া এ গোপনযাত্রার উদ্দেশ্য। কিন্তু বিনয়ার বিবাহের কি প্রয়োজন, বড়বৌ ও দাদার এ দুর্ম্মতি কেন হইল, বিনয়াই বা কোন প্রাণে মায়ের মনে ব্যথা দিয়া গেল, প্রমীলা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে ছোটবৌকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ ভাই, বিনয়া কি দুঃখে আমাদের ছেড়ে গেল? তার খাওয়া পরার ত কোনই কষ্ট ছিল না!"

হেমাঙ্গিনী—"অনাছিষ্টি দেখ! তোমরা সোয়ামীর সোহাগে বাস কর দেখে তার হিংসা হয় না? শোননি, তোমার বিধবা বোন্ বিজয়বাবুর কোলজোড়া হয়ে থাকবেন! ফাঁকা ঘরে আর তাঁর মন ওঠে না।"

প্রমীলা—"তা যা হয়েচে তা ত ফিরবে না। এখন যে হয়ে ছুঁড়ী সুখে স্বামীর ঘর করে তবেই।"

হেমাঙ্গিনী—"কিছু ভেবো না। তোমার আমার চাইতে থাকবে ভাল। স্বাধীন হবে, যা ইচ্ছা তাই কর্‌বে, যখন খুসী থিয়েটারে যাবে, স্বামীকে ভেড়ুয়া বানাবে, আর কি চাও। ফাক তালে বিনি কাজ গুছিয়ে নিয়েচে।"

বিনয়ার মাতার মনের অবস্থা এস্থলে সবিশেষ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। তিনি মনোদুঃখে রোদন করিলে স্বামী কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইতেন। বিনোদ ও নরেন্দ্র অবসরকালে তাঁহার সেকেলে মনঃক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকসম্ভূত উন্নত ideaর বীজ বপনে যত্নবান হইতেন। তিনি একদিন খেদ করিয়াছিলেন 'রাজলক্ষ্মীর শোকে দিদি মরেচেন; এইবার আমার প্রায়শ্চিত্ত উপস্থিত।'

বৈদ্যনাথে পৌঁছিয়া কুমুদিনী নরেন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তাহাতে বিনয়ার পীড়ার সংবাদ ছিল। তাহার পর দ্বিতীয় পত্রে কুমুদিনী নরেন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন যে বিনয়া সুস্থ হইয়াছে, এবং বিজয়ের অকৃত্রিম প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে, অতএব অবিলম্বে প্রণয়িযুগলকে বিবাহশৃঙ্খলে বদ্ধ করা আবশ্যক। এই শুভ সংবাদে অহ্লাদিত হইয়া নরেন্দ্র বিনয়ার বিবাহ দিতে বৈদ্যনাথে আসিলেন।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যনাথে একদা অপরাহ্নে পশ্চিমাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সুদূরপ্রসারি শৈলশ্রেণীর চূড়ায় নবীন নীরদের ছায়া গাঢ় নীলাভ দৃশ্যমান হইল। শীতল পবন বহিতে লাগিল। বৃষ্টি পতনোন্মুখ দেখিয়া দুইটী পুরুষ দুই সঙ্গিনী সমভিব্যাহারে পর্ব্বত পাদদেশস্থ এক আশ্রয়বাটিকায় প্রবেশ করিলেন। ইঁহারা নরেন্দ্র, বিজয়, কুমুদিনী ও বিনয়া। হাস্যকৌতুক ও কথোপকথনে ভুলিয়া তাঁহারা গৃহ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন।

কুমুদিনী—"তাইত বিজয়, যে রকম মেঘের আড়ম্বর, বুঝি বা এইখানেই আজ রাতটা কাটাতে হয়।"

বিজয়—"শুনিচি এই পাহাড়ের উপর এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। না হয় তাঁর অতিথি হওয়া যাবে।"

নরেন্দ্র—"Bravo, capital idea! আমি তাতে রাজি আছি। কিন্তু সেটা অজ্ঞাতকুলশীল প্রাণী, ভয় করে পাছে নিদ্রিতাবস্থায় তার নখরাঘাতে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তোমাদের শুভ বিবাহে আমাদের ভরপুর আনন্দ এবং হিন্দুসমাজের শিক্ষা হ'ক, তারপর যদি শ্বাপদসঙ্কুল পর্ব্বতগহ্বরে রাত্রি বাস কত্তে বল তাতে আপত্তি ক'রব না।"

কৌতুকে কুমুদিনী ও বিজয় উচ্চহাস্য করিলেন।

কুমুদিনী—"ভাল কথা, সন্ন্যাসী মহাপ্রভু দ্বারা শুভ কাজটা সমাধা হয় না কি?"

নরেন্দ্র—"Oh yes, dear, অতি সহজে হয়। টাকার লোভে ভণ্ড যোগীরা সব কত্তে পারে।"

কৃষ্ণমেঘ গগন আচ্ছন্ন করিল। অন্ধকার গাঢ়তর হইল। অবিলম্বে সোঁ সোঁ শব্দে বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইল। অগত্যা তাঁহারা দুইখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কথোপকথনে সময়-ক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নরেন্দ্র—"আমাদের আনন্দের দিন আগত। এ শুভকাজ ক'লকাতায় যত উৎসবের সঙ্গে সম্পন্ন হত এখানে তা হবে না। হিন্দুসমাজের বিস্ময়বিস্ফারিত চোখের উপর সমগ্র সভ্য মানব-মণ্ডলী একত্রিত করে যদি বিজয় ও বিনয়ার বিবাহ দিতে পার'-তাম তা হলে বড় জয়জয়কার হ'ত। এ সুযোগ শতাব্দীর মধ্যে দুটীও ঘটে না।"

কুমুদিনী—"এই ঘায়ের জ্বালায় গোঁড়ার দল অস্থির হবে। ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মুখ থেকে আমরা শিকার কেড়ে এনেচি, তার তর্জ্জন গর্জ্জন শীঘ্রই শুনা যাবে। এরূপ সময়ে বাঙ্গলা কাগজ-গুলোর হাহাকার, গালি ও কুৎসাবর্ষণ বড় কৌতুকজনক, নয়?"

নরেন্দ্র—"কতকগুলি কাগজ বড়ই জঘন্য, সভ্য সমাজের চক্ষে তারা দেশের কলঙ্ক-স্বরূপ। আমরা অবশ্য তাদের গালি-গালাজে কিছুমাত্র বিচলিত হব না।"

কুমুদিনী বিনয়ার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া আকাশের অবস্থা দেখিতে গেলেন। নিবিড় ঘনঘটা দেখিয়া অত্যন্ত নিরানন্দ হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবচিস বোন? তোর মুখখানি অমন বিষণ্ণ কেন?"

চমকিয়া বিনয়া উত্তর দিল "কৈ, না।"

বিজয় ও নরেন্দ্র কিয়দ্দূরে পাদচারণা করিতেছিলেন, সে কথোপকথন শুনিতে পাইলেন না।

কুমুদিনী—"আজ সকাল থেকে তোকে কেমনতর অন্যমনস্ক দেখচি। ছি, আনন্দের দিনে ও ভাল নয়।"

বিনয়া—"বৌদিদি, সত্যই আজ সকাল থেকে আমার প্রাণে সুখ নাই। প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা হচ্চে যেন কি বিপদ ঘটবে। জানিনা কেন এখন মনটা বড় অস্থির হয়েচে।"

তন্মুহূর্ত্তে অদূরে "জয় শিব শম্ভো" গম্ভীর রব ধ্বনিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন জটাজূটবিভূষিত সন্ন্যাসী এক সঙ্গী সমভিব্যাহারে শৈল অবতরণ করিয়া বাটিকার দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

নরেন্দ্র—"বিজয়, ইনিই বুঝি তোমার কথিত সন্ন্যাসী? বাবাজী বোধ হয় অতিরিক্ত ক্ষুধায় কাতর হয়ে এই দুর্য্যোগে গুহা ত্যাগ করেছেন। কারণ 'beasts which love night love not such nights as these."

হো হো শব্দে কুমুদিনী ও বিজয় হাসিলেন।

বিজয়—"সম্ভবতঃ উনি আমাদের বিপদের সংবাদ পেয়ে আসচেন।"

নরেন্দ্র—"বল কি! তোমার কথায় সত্যই যে ভয় হচ্চে। ঠাকুরের আহারের ব্যবস্থাটা কি আমাদের ওপরে হবে নাকি। সঙ্গে আবার একটী চেলাও রয়েচে।"

আবার খল খল হাস্যধ্বনি উঠিল।

সন্ন্যাসী বাটিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অকস্মাৎ বিনয়া

অবসন্নদেহে কুমুদিনীর বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। কুমুদিনী সভয়ে চীৎকার করিলেন "ওগো তোমরা শীগগির এস, বিনয় কেমন কচ্চে।"

নরেন্দ্র ও বিজয় ত্রস্তভাবে আসিয়া দেখিলেন বিনয়া মূর্চ্ছিতা।

ব্যজন করিতে করিতে বিনয়ার চৈতন্য ফিরিল। সে ভয়-বিহ্বলের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। অদূরে সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে সঙ্গীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন; বিনয়ার দৃষ্টি সেই মূর্ত্তিমান তেজঃপুঞ্জের উপর পতিত হইবামাত্র নিস্পন্দ হইল।

সন্ন্যাসী বিজয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। বিনয়ার স্থির দৃষ্টি অধিকতর বিস্ফারিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র সক্রোধে বলিলেন "বিজয়, send the man away, he has frightened the girl."

কিন্তু বিজয়কেও মুগ্ধের ন্যায় দেখিয়া নরেন্দ্র উত্তেজনার সহিত সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিলেন "আপনি শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান করুন। এই বালিকা আপনাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে।"

"বালিকা আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে! ভাল, আমি উহার দৃষ্টিপথের বাহিরে যাইতেছি" বলিয়া সন্ন্যাসী পশ্চাদ্বর্ত্তন করিলেন।

অতঃপর সন্ন্যাসী সঙ্গীকে বলিলেন "হরিদাস, তোমার সন্ধান ঠিক। ঐ যুবক ঠাকুরদাসের পুত্র বিজয়লাল, আর ঐ বালিকা সেই বিধবা যাহার প্রেমে যুবক ঘর সংসার ত্যাগ করিতে বসি-

য়াছে। পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদে কি বিজয় গৃহে ফিরিবে? ও এখন উন্মত্ত, জ্ঞানহীন।"

হরিদাস—"বিজয়কে দেখবার জন্য তাঁর যেরূপ আগ্রহ, হয়ত এখনও দেখা হলে জীবন রক্ষা হতে পারে।"

সন্ন্যাসী—"মহালক্ষ্মীর এ মর্ম্মভেদী পত্রখানি দেখলেও কি বিজয়ের চৈতন্য হবে না?"

হরিদাস—"বিজয়ের যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে ত চৈতন্য হবে।"

ইত্যবসরে, বিনয়ার আকারে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। অকস্মাৎ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইয়া বিনয়া বলিল "দাদা, সন্ন্যাসীকে শীঘ্র এখানে আন।"

নরেন্দ্র—"ভয় নাই, সে চলে গেছে। বিজয়, তুমি সত্বর দুখানি পালকীর বন্দোবস্ত কর, বৃষ্টি থেমেচে।"

বিজয়কে গমনোদ্যত দেখিয়া বিনয়া ব্যাকুলভাবে বলিল "সন্ন্যাসীকে আমার নাম করে সসম্মানে ডেকে আন। তিনি তোমার জন্ম কি খবর এনেচেন।"

নরেন্দ্র—"এ বড় আশ্চর্য্য! আচ্ছা আমি সন্ন্যাসীকে ডাকচি।"

নরেন্দ্র সন্ন্যাসীকে বিনয়ার অনুরোধ জনাইলেন। অধীনের প্রতি প্রভুর আদেশের ন্যায় নরেন্দ্রের বাক্য সন্ন্যাসীর কর্ণে ধ্বনিত হইল। কিন্তু তিনি বিরক্তির পরিবর্ত্তে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বিনয়ার সমীপে উপস্থিত হইলেন। বিনয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিল এবং বিনীতভাবে বলিল "ঠাকুর, আপনি এঁর (বিজয়ের) জন্য কি সংবাদ এনেচেন বলুন।"

সন্ন্যাসী—"তুমি কিরূপে জানলে আমি এঁর জন্য সংবাদ এনেছি ?"

বিনয়া—"আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমি জানি আমাদের বিবাহ জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নয়। যাতে ভবিষ্যতে লোকনিন্দা হয় বা বিজয়ের মনে অনুতাপ হয় এমন ঘটনা সাধ্যমত হতে দেব না। ঠাকুর, আমি হিন্দুবিধবা।"

নরেন্দ্র দশনে ওষ্ঠ দংশন করিলেন। সন্ন্যাসীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

বিনয়া বলিতে লাগিল "আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আপনি বিজয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং আপনি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন। আর আমার লজ্জার সময় নাই। আমাদের জীবনের ভয়ানক ইতিহাস আপনার কাছে নিবেদন করি, দোষ লইবেন না। বিজয় ও আমি পরস্পরকে ভালবাসি। বিজয় আমাকে বিবাহ করিলে সুখী হন, বিজয়ের ভাল দেখিলে আমার সুখ। আমি বুঝি, আমাকে বিবাহ করিলে বিজয়ের ভাল হইবে না। গৃহ, ধর্ম্ম, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ত্যাগ বিজয়ের পক্ষে মঙ্গলের নহে। আমি বিজয়কে কতবার নিষেধ করিয়াছি, ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছি, বিজয় তাহা শুনেন নাই। আমি কত কাঁদিয়াছি, ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছি 'হে ঠাকুর, বিজয়ের সুমতি হউক,' কিন্তু বিজয়ের সুমতি কৈ হইল। আপনি জ্ঞানী, বহুদর্শী, আপনি একবার বিজয়কে বুঝান।"

অশ্রুস্রোতঃ সন্ন্যাসীর বক্ষে প্রবাহিত হইয়া গৈরিক সিক্ত করিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "মা, তুমি দেবী।"

বিজয় হতবুদ্ধি হইয়া একবার সন্ন্যাসী আরবার বিনয়ার মুখে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। কুমুদিনী তাঁহার কানে কানে বলিলেন "কি আশ্চর্য্য, বিনয়ের মুখ ফুটে একসঙ্গে এত কথা কখন শুনেচ!"

নরেন্দ্রের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন "বিনয়, একজন অপরিচিতের নিকট ও কি প্রলাপ বল্‌চ।"

বিনয়া—"দাদা, অমন কথা বলো না। মুখখানি দেখ দেখি, এ কি অপরিচিতের মুখ!"

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

"হরিদাস, আজ এই বালিকাকে দেখে আমার বহু পূর্ব্বের একটা স্মৃতি মনে জাগরুক হয়েচে, প্রাণের ভিতর কেমন কচ্চে। আমার রাজলক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনচি।" দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক এই বলিয়া সন্ন্যাসী বিনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা তুমি কে, কার কন্যা ?"

নরেন্দ্র বাধা দেওয়ার পূর্ব্বে বিনয়া উত্তর দিল "আমার পিতার নাম প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। চন্দননগরে আমাদের আদি বাস।"

সন্ন্যাসীর মস্তক ঘূর্ণিত হইল। "প্রকাশ! প্রকাশের কন্যা!" বলিতে বলিতে কম্পিতদেহে তিনি পতনোন্মুখ হইলেন। হরিদাস তাঁহাকে ধরিয়া ভূতলে বসাইল এবং ব্যগ্রভাবে বিনয়াকে বলিল "আশ্চর্য্য ব্যাপার! মা, ইনি তোমার জ্যেঠা মহাশয়।"

অপরিসীম বিস্ময়ে বিজয় নরেন্দ্র ও কুমুদিনী পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন। বিনয়া কুমুদিনীর বক্ষে ঢলিয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া কিয়ৎক্ষণ মুদিতনয়নে করজোড়ে প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিলেন "প্রকাশের পুত্র কন্যা, প্রকাশের পুত্রবধূ, তোমাদের হতভাগ্য জ্যেষ্ঠতাতের ইতিহাস জান কি ? জানা সম্ভব, কারণ আমার সম্পত্তি প্রকাশ আজও উপভোগ করিতেছে। নিকটে এস, তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করি। তোমাদের পিতার অপরাধের জন্য তোমরা আমার পর নহ।"

বিনয়া সন্ন্যাসীর পদতলে পতিতা হইয়া, অশ্রুজলে তাঁহার চরণযুগল সিক্ত করিয়া বলিল "জ্যেঠামহাশয়, হতভাগিনী কন্যাকে চরণে আশ্রয় দিন।"

"উঠ বৎসে" বলিয়া সন্ন্যাসী সস্নেহে বিনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। উত্তরীয়াগ্রে বিনয়ার চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন "মা, যে ব্যক্তি তোমার মত কন্যার পিতা সে পরম শত্রু হইলেও ক্ষমা ও শ্রদ্ধার পাত্র। প্রকাশের দুর্ব্যবহার পূর্ব্বেই ভুলিয়াছিলাম, আজ তাহাকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। দেখা হইলে তাহাকে বলিতাম 'ভাই, তুমি বড় ভাগ্যবান, আমার রাজলক্ষ্মী তোমার বিনয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'"

নরেন্দ্র, কুমুদিনী ও বিজয় সন্ন্যাসীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী একে একে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঠাকুরদাস ও মহালক্ষ্মীর সহিত তাঁহার পরিচয় উল্লেখপূর্ব্বক বিজয়কে বলিলেন "বিজয়, দেশে প্রকাশ, এক মায়াবিনী তোমাকে মুগ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তুমি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর পুত্র, আজ সন্ধান পাইয়া—তোমার উদ্ধার সঙ্কল্পে আসিয়াছিলাম। তুমি জান না, তোমার এই অপুত্রোচিত ব্যবহারে তোমাদের সুখের গৃহ কি অশান্তির আগার হইয়াছে।"

"ঐ শুন!" বলিয়া বিনয়া সভয়ে বিজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত করিল।

সন্ন্যাসী—"তখন জানিতাম না, রমণী মায়াবিনী নহে, দেবী, এবং দেবী আর কেহ নহে আমার ভ্রাতৃষ্পুত্রী। এক্ষণে বিনয়ার উদ্ধারেচ্ছা আমার হৃদয়ে অধিকতর বলবতী হইয়াছে। পুরুষের

পদস্খলন হইলে রক্ষার উপায় আছে, অবলার কোন উপায় নাই। তাই বলিতেছি,বৎস নরেন্দ্র,বিনয়ার বিবাহ সম্বন্ধে তোমরা একটা গুরু দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াছ। বিনয়া হিন্দুবিধবা, বিজয় তরলমতি যুবক। আগে দেখা উচিত, বিজয় ও বিনয়া বিবাহ করিতে উপযুক্ত কি না,উহাদের বিবাহে কোন প্রত্যবায় আছে কি না।"

নরেন্দ্র—"সে সম্বন্ধে আর কিছুই দেখিবার নাই। পরশু দিন ব্রাহ্মমতে শুভবিবাহ হইবে।"

সন্ন্যাসী—"ব্রাহ্মমতে কেন, যদি কন্যা ও পাত্র উপযুক্ত হয়, আমি হিন্দুশাস্ত্রমতে আমার বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিব এবং স্বয়ং সে বিবাহের পৌরোহিত্য করিব, আর যে বিষয় সম্পত্তি আইনানুসারে আমার প্রাপ্য সমুদয় বিনয়াকে অর্পণ করিব। কিন্তু আমি দেখিতেছি এখনও উহারা উপযুক্ত হয় নাই।"

নরেন্দ্র—"আপনি কিরূপে বুঝিলেন?"

সন্ন্যাসী—"বিনয়া তাহা জানে। মা আমার সাক্ষ্যাৎ দেবী। এখন বলি শুন। বিজয় পিতামাতার অনুমতি লইয়াছে?"

নরেন্দ্র—"তাহার প্রয়োজন দেখি না।"

সন্ন্যাসী—"ঠিক বলিতে পার, জনকজননীর অনভিমতে এ কার্য্য করিয়া বিজয় সুখী হইবে? পিতামাতা যদি বিজয়ের ব্যবহারে মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করেন তাহা হইলে কি বিজয় জীবনে কখন শান্তিলাভ করিবে?"

বিনয়া—"আমিও ঐকথা বলি।"

নরেন্দ্র—"পিতামাতা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এ বিবাহে সম্মতি দিবেন না একরূপ নিশ্চিত। তা বলিয়া কি বিজয় এ সৎকার্য্যে পশ্চাৎপদ হইবেন?"

সন্ন্যাসী—"আদৌ তাঁহাদের অনুমতি প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। তৎপরে ব্যবস্থা করিলেই চলিত। পিতামাতা প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিলে এ বিবাহ কত সুখের হয় বল দেখি।"

নরেন্দ্র—"সত্য। কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। বিবাহের পর বিজয়ের পিতামাতাকে সংবাদ দিব।"

"তবে বোধ হয় বিজয়ের একটু পরীক্ষা লইতে বাধা নাই" বলিয়া সন্ন্যাসী হরিদাসকে ইঙ্গিত করিলেন। হরিদাস বিজয়ের হস্তে একখানি পত্র দিল।

মহালক্ষ্মীর হস্তলিপি দেখিয়া বিজয় চমকিত হইলেন; পাঠ শেষ হইতে না হইতে 'মা' 'মা' বলিয়া শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র—"বিজয়, ওকি, তুমি কাঁদচ কেন!"

সন্ন্যাসী—"বড় শোচনীয় সংবাদ। ওঁর মাএর মৃত্যু হয়েচে। পিতা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, সম্ভবতঃ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সকলই ওঁর জন্য।"

কাঁদিতে কাঁদিতে ললাটে করাঘাত করিয়া বিনয়া বলিল "আমি জান্‌তাম আমাদের মিলনে মঙ্গল নাই।"

নরেন্দ্র—"মিথ্যা সংবাদ! বিজয়কে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য কৌশল মাত্র! Bijoy, don't you be fooled by their deceipt!"

সন্ন্যাসীর নয়নে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল রুক্ষ দৃষ্টি ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে অর্পিত করিয়া বিজয়কে বলিলেন "তোমার পিতা সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত, সম্প্রতি ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে

আনীত হইয়াছেন। এ সংবাদ তোমার ভগিনীর পত্রে জানিলে। এখন তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কর।"

বিজয়ের নয়নে দর দর ধারা বিগলিত হইতেছিল। হতাশ হৃদয়ে ধরায় উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখিতেছিলেন। বিজয়ের মনে হইল শান্তি ও সুখের আলয় কি তাঁহার অপরাধে রত্নহীন হইতেছে?

সন্ন্যাসী—"বিজয়, তোমার পিতার শেষকালে একবার দেখা দেওয়া কি তোমার মত উপযুক্ত পুত্রের কর্ত্তব্য নহে? পিতার অন্তিম মুহূর্ত্তে তোমার আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কি মনুষ্যোচিত ধর্ম্ম নহে?"

বিজয় হতবুদ্ধি ;—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বিনয়ার মুখাবলোকন করিলেন।

সন্ন্যাসী—"যে ব্যক্তি পুত্রত্বে আপনাকে জগতের সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিল তাহার পতিত্বে কোন বুদ্ধিমতী রমণী সুখের আশা করিবে। মনেও করিও না বিজয়, তোমার ঐ পঙ্কিল হৃদয় লইয়া এই নিষ্কলঙ্ক হিন্দুবিধবার পানিগ্রহণ করিতে পাইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি বিনয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তোমার পিতা মৃত্যুশয্যায়, এ তোমার বিবাহের সময় নহে।"

বিনয়া দণ্ডায়মানা হইয়া মিষ্টভর্ৎসনাপূর্ব্বক বিজয়কে বলিল "আমার জন্য তুমি মা হারাইয়াছ, বাপ হারাইতে বসিয়াছ, এখনও মোহ ঘুচিল না! ছি, বিজয়! আমার মৃত্যু না হইলে তোমার এ মোহ যাইবে না। ভাল, প্রয়োজন হয় ত আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। যদি আমাকে জীবিত দেখিতে-

ইচ্ছা থাকে তবে অবিলম্বে যাও, তোমার পিতার চরণে ধরিয়া তোমার ও আমার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর।”

সন্ন্যাসী—“বিজয়, তোমার কর্ত্তব্য স্থির কর। আমরা আগামী কল্য তোমার পিতাকে দেখিতে ত্রিবেণী যাইব।”

বিজয় ধীরে ধীরে বলিলেন “আমিও যাইব। কিন্তু বিনয়া?”

সন্ন্যাসী নরেন্দ্র ও কুমুদিনীকে বলিলেন যে অতঃপর বিনয়ার জন্য তাঁহাদিগকে ভাবিতে হইবে না। তিনি স্বয়ং বিনয়ার ভার লইবেন। যদি প্রয়োজন হয় বিনয়ার বিবাহ দিবেন, অন্যথা ব্রহ্মচর্য্য শিখাইবেন।

নরেন্দ্রের মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি রুমাল দ্বারা ললাটের স্বেদ মোক্ষণ করিতে করিতে গম্ভীর-স্বরে বলিলেন “এত করিয়া আমরা এক্ষণে বিনয়াকে ছাড়িব কিরূপে; লোকে হাসিবে, বর্ব্বর হিন্দুসমাজ টিটকারি দিবে, সভ্য সমাজের মস্তক হেঁট হইবে। বিনয়াকে আমরা কখন ছাড়িতে পারি না। আশা করি বিজয় মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবেন, আমাদিগকে অপদস্থ করিবেন না।”

বিনয়া করজোড়ে বলিল “দাদা, বৌদিদি, তোমরা ঘরে যাও। আমাকে এ জন্মের মত বিস্মৃত হও। সরল মনে বিজয়কে বাপের কাছে যেতে বল। আমি জ্যেঠা মহাশয়ের পদসেবা করে জীবন কাটাব।”

নরেন্দ্র—“বিনয়, এখনও বেশ বিবেচনা করে বল। তোমার দুঃখের জীবন সুখের জীবনে পরিণত করতে আমরা সামান্য অর্থব্যয় ও ক্লেশস্বীকার করি নাই। আমাদের যত্ন ও অর্থব্যয়ের কি এই প্রতিদান!”

বিনয়া—"দাদা, তোমরা যাকে সুখের জীবন বল্‌চ, ভেবে দেখলে বাস্তবিক তা আমার সুখের নয়। যাতে লুকোচুরি আছে, পিতামাতার চক্ষের জল এবং দীর্ঘনিশ্বাসে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান, তা কখন সুখের হয় না। মিনতি করি, আমাকে ভুলে যাও।"

"Ungrateful creature! Miserable fool!" বলিয়া নরেন্দ্র স্ত্রীর হস্তগ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে বাটিকা ত্যাগ করিলেন।

সন্ন্যাসী ফিরিয়া দেখেন বিনয়া মূর্চ্ছিতা; শোণিতে ওষ্ঠপুট রঞ্জিত। সন্ন্যাসী ও বিজয় শিহরিয়া উঠিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে বিনয়া দেখিল এক সুকোমল শয্যায় সে শায়িতা, পার্শ্বে বসিয়া বিজয় ব্যজন করিতেছেন। প্রকোষ্ঠে আর কেহ নাই। টেবিলের উপর বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে। উন্মুক্ত বাতায়নপথে বহির্দ্দেশের ঘনীভূত অন্ধকাররাশি অনুভূত হইতেছে। বিজয় আহ্লাদভরে ডাকিলেন "বিনয়।"

বিনয়া একটা রুদ্ধশ্বাস ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া সুস্থ হইল; ইতস্ততঃ চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "আমরা কোথায়?"

বিজয়—"পাহাড়ের উপর, সন্ন্যাসীর আশ্রমে।"

বিস্মিত হইয়া বিনয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "এখানে কেন?'

"তুমি বড় দুর্ব্বল হয়েচ, কিছু খাও, তার পর সব বলব" বলিয়া বিজয় ডাকিলেন "হরিদাস।"

দ্বার ঠেলিয়া হরিদাস কক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয় তাহাকে গরম দুগ্ধ আনিতে বলিলেন। হরিদাস প্রস্থান করিল।

বিনয়া—"ও লোকটী কে?"

বিজয়—"আজকার ঘটনা তোমার কিছু মনে হয় না?'

বিনয়া মনে করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

বিজয়—"আমরা বৈদ্যনাথে আছি তা জান?"

বিনয়া—"হাঁ।"

বিজয়—"আজ বৈকালে তুমি, আমি, তোমার দা বৌদিদি পাহাড়ের কাছে বেড়াতে এসেছিলাম, মনে পড়ে?"

বিনয়া—"হাঁ, মনে পড়েচে। খুব মেঘ করে ঝড় ও বৃষ্টি এল, নয় ? দাদা, বৌদিদি কোথায় গেলেন ?"

বিজয় অপরাহ্ণের ঘটনা বলিতে লাগিলেন। বিনয়া স্থির ভাবে শুনিল ; একে একে সকল কথা স্বপ্নের ন্যায় তাহার মনে পড়িল। বিজয়ের কথা শেষ হইলে বিনয়া বলিল "কি লজ্জা! আমার তখন জ্ঞান ছিল না।"

বিজয়—"তুমি কিরূপে জানলে যে সন্ন্যাসী আমার জন্য সংবাদ এনেচেন ?"

বিনয়া—"আমার তা মনে হয় না। সে যা হক তোমার আজই ত্রিবেণী রওনা হওয়া উচিত ছিল।"

বিজয়—"সত্য, কিন্তু তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে কেমন করে যাই।"

বিনয়া তদুত্তরে কি বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু দুর্ব্বলতা হেতু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

হরিদাস দুগ্ধ আনিল, পান করিয়া বিনয়ার দেহে কিঞ্চিৎ বলাধান হইল। হরিদাসকে সন্ন্যাসীর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল তিনি ধ্যানে বসিয়াছেন, ধ্যান শেষ হইলে বিনয়াকে দেখিতে আসিবেন।

হরিদাস বিজয়ের আহারার্থ দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ও ফলমূল প্রকোষ্ঠে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

বিনয়া বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল "রাত্রি কত ?'

বিজয়—"দশটা।"

বিনয়া—"তোমার খাবার সময় হয়েচে। খাও।"

বিজয়—"তুমি একটু সুস্থ ও সবল হও তারপর আমি খাব।"

বিনয়া—"জ্যেঠামহাশয় কাল ত্রিবেণী যাবেন, তুমি তাঁর সঙ্গে যেও।"

বিজয়—"তোমাকে নিরাপদ দেখে আমি যাব।"

বিনয়া—"আমি ত সুস্থ হইচি, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে যেতে পার।"

বিজয়—"বৃথা আশ্বাস কেন দাও প্রাণেশ্বরি! আমি কি তোমার শারীরিক অবস্থা বুঝি না। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তোমার ওই শুষ্ক ওষ্ঠযুগল হৃদয়ের শোণিতে আরক্ত দেখিচি!"

বলিতে বলিতে বিজয় দারুণ যন্ত্রণায় দুইহস্তে মুখ লুকাইলেন।

বিনয়া—"তোমার পিতার জীবন অপেক্ষা কি আমার জীবন বড়? হয়ত কাল গেলে দেখা হ'ত, আর একদিন পরে গেলে দেখা হবে না। এখন প্রতিমুহূর্ত্ত বহুমূল্য।"

বিজয়—"বিনয়, তুমি জান না তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রাণের সে দৃঢ়তা আমার নাই। আমি পাপী, তাই জগদীশ্বর আমাকে এই কঠিন সমষ্যায় ফেলেচেন।"

বিজয়ের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল।

বিনয়া—"তুমি জ্ঞানবান, কর্ত্তব্যপথে থেকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও; চিরকাল যশস্বী হবে।"

বিজয়—"এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য।"

বিনয়া হাসিয়া বলিল "আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এখনও ভুলি নাই, কিন্তু ভয় হয় পাছে তোমার বিমল প্রেম আমাকে স্বার্থান্ধ করে। মানুষের মন বড় দুর্ব্বল। বিজয়,

কতক্ষণ আমি এ দুর্ব্বার আকর্ষণ প্রতিরোধ করব? একবার একমুহূর্ত্তের জন্য আমার মন বিচলিত হলে আমরা উভয়েই ধর্ম্ম-পথভ্রষ্ট হ'ব। আমার মৃত্যুতে সকল দিক রক্ষা হয়।"

বিজয়—"ও কি কথা বলচ বিনয়?"

বিনয়া—"বলচি কি, আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েচে, এখন এ হতভাগিনীর দ্বারা তোমার ধর্ম্মহানি না হয় জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি।"

বিজয়—"আমি কাল বাবাকে দেখতে যাব। তাঁর কাছে সব কথা ব'লব। তাঁর পায়ে ধরে অনুরোধ ক'রব যেন তোমাকে বিবাহ কত্তে অনুমতি দেন। বাবা অতি সদাশয়, তিনি নিশ্চয় এ ভিক্ষা দেবেন।"

বিনয়া—"ভগবান তাঁকে রক্ষা করুন। দেখা হ'লে আমার জন্য ক্ষমা চাহিও। আমি তাঁর এবং অপর অনেকের অশেষ মনোকষ্টের কারণ।"

বিজয়—"তোমার গুণের কথা, তোমার ধর্ম্মভীরুতা, পবিত্র প্রণয়, অমানুষিক স্বার্থত্যাগ, শতমুখে বর্ণন করে সকল লোককে মুগ্ধ করব। আমি প্রাণ খুলে বলব একমাত্র তুমিই আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী। সকলে বিস্মিত হয়ে তোমাকে ভালবাসবে, কেহই আমাদের বিবাহে বাধা দিবে না।"

"বিজয়, হৃদয়েশ্বর, আমার সকল সাধ মিটেছে" বলিয়া বিনয়া মূর্চ্ছিত হইল।

বিজয় ব্যাকুলভাবে বিনয়ার মস্তক ক্রোড়ে লইলেন। ব্যজন ও মস্তকে জলসিঞ্চনে অল্পক্ষণের মধ্যে চৈতন্য ফিরিল। বিনয়া বলিল "বিজয়, আজ আমার সুখের ইয়ত্তা নাই। যে রমণী

তোমার অসীম প্রেমের অধিকারিণী পৃথিবীর অধীশ্বরী তাহার নিকট তুচ্ছ। স্বামিন্, আমি বিধবা বটে, কিন্তু যখন বিধবা হই তখন স্বামী কি ধন জানিতাম না। তুমিই আমার হৃদয়ে প্রথম প্রেমের বীজ বপন করিলে; তুমিই আমাকে শিখাইলে স্বামী কি; শিখিয়া নিষ্পাপ হৃদয় তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। স্বামীর প্রেম ভিন্ন সংসারে স্ত্রীলোকের আর কি সুখ; কিন্তু জানি না, এ সংসারে কয়জন ভাগ্যবতী স্বামীর এত ভালবাসা পেয়েচে।"

বিজয়—"এক সময়ে মনের এত উচ্চাভিলাষ ছিল বুঝি পৃথিবীর ঈশ্বর হলেও সে আকাঙ্ক্ষা মিট্‌ত না। এখন তোমার সঙ্গে কুটীরে বাস করলেও আমি পৃথিবীর সাম্রাজ্য তুচ্ছ জ্ঞান করব। বাবার সম্মতি পেলে আমাদের বিবাহে তোমার আর কোন আপত্তি হবে না?"

বিনয়া হাসিল। সে হাসি মধুর অথচ ভীতিপ্রদ, একাধারে আশা ও নৈরাশ্যের জনয়িতা। অন্ধকার গগণে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় সে হাসি বিজয়কে চমকিত করিল।

বিনয়া—"ধর্ম্ম সাক্ষী তুমি আমার স্বামী। এ জীবনে তোমার চরণ সেবা কত্তে পেলাম না; পরজীবনে আমাদের মিলন হবে, তখন এ ক্ষোভ মিটাব।"

বিজয়—"আবার ও ভয়ানক কথা কেন বিনয়া!"

বিনয়া বিজয়ের হস্ত অবলম্বনপূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিল। বিজয়ের নিষেধ না মানিয়া ফলমূলগুলি কাটিয়া একটা পাত্রে সাজাইল। তৎপরে ফল, মূল, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ বিজয়ের সম্মুখে রাখিয়া বলিল "তুমি খাও, আমি দেখি।"

বিজয় প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনার্থ খাইতে লাগিলেন। বিনয়া পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল "তা হলে তুমি কাল যাবে ?"

বিজয়—"তুমি ভাল থাক ত কালই রওনা হব।"

বিনয়া—"আমি বাঁচি বা মরি, ভাল থাকি বা অসুস্থ হই, কাল তুমি যেও ; আর ইতস্ততঃ করো না।"

বিজয়ের আহার শেষ হইলে বিনয়া বলিল "তুমি বড় শ্রান্ত, মুখখানি শুকিয়ে গেছে। শোও, আমি একটু সেবা করি।"

বিজয় নিষেধ করিলেন, বিনয়া শুনিল না। অগত্যা বিজয় শয়ন করিলেন। তাঁহার সেবা করিতে করিতে বিনয়া বলিল "দাদা ও বৌদিদির সঙ্গে দেখা করে আমাকে ক্ষমা করতে বলো, আর বলো যে তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। বলো, তাঁদের সুখ কামনা——"

কথা শেষ হইল না, বিনয়ার মস্তক বিজয়ের বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। বিনয়ার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল, দুর্ব্বলতা তাহার শরীরগ্রন্থিসকলকে অল্পে অল্পে আচ্ছন্ন করিতেছিল, বিজয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বিনয়ার গণ্ড বিজয়ের হৃদয়ে এবং ললাট বিজয়ের ওষ্ঠে সংলগ্ন হইল। কতকগুলি কেশগুচ্ছ বিজয়ের ললাট স্পর্শ করিল। মুক্তাফলের ন্যায় স্বেদবিন্দু বিনয়ার ললাটে ফুটিয়া উঠিল। আশঙ্কায় বিকৃতকণ্ঠে বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন "বিনয়, অমন কল্লে কেন ?"

বিনয়া—"আমার বড় অসুখ কচ্চে ; চারিদিক অন্ধকার দেখচি।"

বিজয় উঠিয়া বসিলেন। বিনয়ার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া

ব্যজন করিতে লাগিলেন। বিনয়া মুদিতনয়নে বলিল "দাদা ও বৌদিদিকে বলো বড় সুখে আমার মৃত্যু হয়েচে।"

বিজয়—"মৃত্যু! বিনয়, সত্যই কি তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্চ।"

বিনয়া কষ্টে চক্ষু মেলিয়া উত্তর দিল "তুমি অধীর হয়ো না। আমি বড় দুর্ব্বল। বুঝি এই শেষ।"

বিজয় বিনয়ার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "ও ভয়ঙ্কর কথাটা আর বলো না বিনয়। তুমি জাননা, শুনলে আমার কি কষ্ট হয়। একটু ঘুমাও; ঘুমালে শরীর সুস্থ হবে।"

বিনয়া—"আমার প্রাণ বড় অস্থির হয়েচে। তুমি ঈশ্বরের নাম গান কর। শুনলে বোধ হয় ঘুম আসবে।"

প্রণয়িনীকে ঘুম পাড়াইবার আশায় বিজয় গাহিলেন। মধুর সঙ্গীতমন্ত্রে ক্লান্তিহারিণী নিদ্রার আবাহন করিলেন—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

কি বলে ডাকিবে তোমায় পাপ মন নাহি জানে,
অনাথ-শরণ তুমি আতুরে রাখ চরণে।
বন্দী ভব-কারাগারে,
দীন, হীন, মোহভারে,
পাপ তাপ বিভীষিকা জ্বালাময় এ জীবনে,
দেহ শান্তি, নাশ ভ্রান্তি, আলোক আঁধার প্রাণে।

হারাইয়ে তব জ্ঞান অজ্ঞানে করেছি সার,
ক্ষণে ক্ষণে যাই ভুলে আমি কার কে আমার।
দেখেছি স্বপনাবেশে,
ছিনু তব পুণ্য দেশে,

শোক তাপ নাহি যথা জীব সবে নির্ব্বিকার,
তব পদাশ্রয় ছেড়ে দুঃখ পেতেছি অপার।

কাঁদিয়ে এসেছি ভবে কাঁদিয়ে জীবন যায়,
শান্তি তরে, মুদি আঁখি, হেরি স্বপন অশান্তিময়।
তব প্রেমহাসি ছায়া
দাও প্রাণে, নাশ মায়া,
আমি ভুলে যাই এ সংসার, নিদারুণ স্মৃতিচয়;
ঘুমাই শান্তির ক্রোড়ে, জাগিয়ে হেরি তোমায়।

করজোড়ে, নিমীলিতনয়নে, নিস্তব্ধভাবে বিনয়া শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে তাহার মুখমণ্ডল দীপ্ত হইল। একবার সঙ্গীত শেষ হইলে বিনয়া বলিল "আর একটী বার শুনাও।"

বিজয় পুনরায় গাহিলেন। দ্বিগুণ ভাবে, দ্বিগুণ উচ্চতানে পর্ব্বতশৃঙ্গে সে সঙ্গীত ধ্বনিত হইল। জড়জগৎ নীরব, নিস্পন্দ-ভাবে শুনিল।

গীত থামিল। "প্রাণেশ্বর, বিজয়, আমি এ জন্মের মত চলিলাম, ক্ষমা করিও। তোমার কর্ত্তব্য ভুলিও না" বলিয়া বিনয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

এবার বিজয়ের সকল চেষ্টা বিফল হইল, বিনয়ার চৈতন্য ফিরিল না। 'অভাগিনি, কেন এ রাক্ষসের নয়নপথে পড়েছিলে! পিতামাতার স্নেহের আশ্রয় থেকে কেড়ে এনে আমি নিষ্ঠুর ব্যাধের মত তোমার প্রাণসংহার ক'রলাম' বলিয়া বিজয় হাহাকার করিলেন। পরক্ষণে হতাশের উদ্যমের ন্যায় বিজয় আর একবার বিনয়ার মূর্চ্ছাপনোদনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। অমনি বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক যুবক

হৃদয়ভেদী চীৎকার করিল 'বিনয়, বিনয়, আর নাই! এ জন্মের মত ছেড়ে গেছ! ওঃ, এমন সুন্দর ফুলটী আমি ছিঁড়ে নষ্ট করলাম।' শৈলশিরে সে বিলাপ প্রতিধ্বনিত হইল।

বহির্দ্দেশে কে ডাকিল "বিজয়।"

বিজয়—"কে আপনি, শীঘ্র আসুন। আমার সর্ব্বস্ব দিব বিনয়াকে বাঁচান।"

দরজা ঠেলিয়া সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিনয়ার অবস্থা তৎকালে অতীব আশঙ্কাজনক। হস্ত ও পদের পেশী সকল কঠিন; চক্ষু উন্মীলিত, নিস্পন্দ ও উর্দ্ধদৃষ্টি; দন্তে দন্ত সংলগ্ন। সন্ন্যাসী পার্শ্বে বসিয়া ডাকিলেন "মা," কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বিজয়ের শেষ আশাটুকু লুপ্ত হইল, তিনি বালকের ন্যায় মেঝেয় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী বিনয়ার নিস্পন্দ দেহের উপর হস্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বিনয়ার ওষ্ঠ স্পন্দিত হইল, পেশী সকল শিথিল হইল এবং ধীরে ধীরে চৈতন্য ফিরিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিনয়া অস্ফুটস্বরে বলিল "পরমেশ্বর, ক্ষমা কর।" কর্ণে সে শব্দ পৌঁছিবামাত্র বিজয় তড়িদ্বেগে উঠিয়া আসিয়া শয্যার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা বিনয়, আমাকে চিন্তে পাচ্চ?"

কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বিনয়া বলিল "হাঁ, আপনি জ্যেঠা মহাশয়।"

সন্ন্যাসী (বিজয়কে লক্ষ্য করিয়া)—"এঁকে চিন্তে পাচ্চ?" বিজয় অপেক্ষাকৃত দূরে বসিয়াছিলেন।

বিনয়া শিরোবস্ত্র টানিতে চেষ্টা করিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন "থাক্, লজ্জা কি মা। এখন কেমন বোধ কচ্ছ ?"

বিনয়া—"জ্যেঠা মহাশয়, আমি অধিকক্ষণ বাঁচব না। আমার মৃত্যুতে ওঁর (বিজয়ের) কর্ত্তব্যপথ পরিষ্কার হল এই আমার শেষ সুখ। আপনি কালই ওঁকে বাপের কাছে নিয়ে যাবেন। তাঁকে সকল কথা বলে আমাদের দুজনের জন্য ক্ষমা চাইবেন।"

"দেবী তুমি, তোমার পাদস্পর্শে এ গিরিআশ্রম পবিত্র হয়েছে" বলিয়া সন্ন্যাসী মুখ ফিরাইলেন।

বিনয়া—"জ্যেঠা মহাশয়, পদধূলি মাথায় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করুন।"

সন্ন্যাসী বিনয়ার মস্তকে করস্পর্শপূর্ব্বক অশ্রুজলে ভাসিয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিনয়ার গণ্ডে প্রবাহিত অশ্রুধারা উত্তরীয়াগ্রে মুছাইয়া বলিলেন "মা, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। জগদীশ্বর এ নিঃস্বার্থ প্রণয়ের পুরস্কার দিবেন।"

বিনয়া এবার বিজয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। সন্ন্যাসী বলিলেন "বিজয়, অধীর হইও না। বিনয়ার চরিত্র দেখিয়া মহৎ শিক্ষা গ্রহণ কর।"

ক্ষণকালের জন্য বিজয়ের মোহ ঘুচিল, হৃদয়ের তুমুল ঝটিকা শান্ত হইল। বিনয়ার মুখখানি দেখিতে দেখিতে বিজয় সংসার ভুলিলেন, আপনাকে ভুলিলেন, শেষে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মনে হইল বিনয়া সমগ্র জগতের আরাধ্য দেবতা; ধর্ম্মের উদ্দেশে স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত মানবজাতিকে দেখাইয়া

স্বর্গধামে প্রয়াণ করিতেছেন। তাঁহার অবতারের উদ্দেশ্য পূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ হইয়াছে।

বিনয়া বিজয়কে বলিল "আমার দেহের মধ্যে বড় যন্ত্রণা। আর একবার ভগবানের নামগান শুন্‌ব।"

সন্ন্যাসী বিজয়কে গাহিতে ইঙ্গিত করিলেন। দেবীর আদেশ মনে করিয়া বিজয় গাহিলেন। সন্ন্যাসী বিনয়ার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া মুদিতনয়নে শুনিতে লাগিলেন।

শুনিতে শুনিতে বিনয়ার দেহ স্থির হইয়া আসিল, নয়ন নিমীলিত হইল। সঙ্গীত শেষ হইল, বিনয়ার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিলেন "বিজয়, দেবী স্বর্গধামে গেলেন! এই দেখ, প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে।"

বিজয়ের চৈতন্য হইল, অমনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

সন্ন্যাসী—"আইস, পবিত্র দেহের সৎকার করি। দেখিও, মায়ের উপদেশ ভুলিও না, কর্ত্তব্য অবহেলা করিও না। তাহা হইলে তাঁহার আত্মার শান্তি হইবে না।"

* * * *

প্রভাতে বিজয়কে মধ্যে লইয়া সন্ন্যাসী ও হরিদাস গিরি অবরোহণ করিলেন। রুক্ষকেশ, আরক্ত নয়ন, শুষ্ক মুখ দেখিলে কেহ বিজয়কে চিনিতে পারিত না।

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

ত্রিবেণী নগরে নিশা অবসানপ্রায়। অন্ধকার তরল ধূমের ন্যায় জাহ্নবীবক্ষ হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া তীরস্থ উদ্যান-শ্রেণীমধ্যে মিশিয়া যাইতেছে। কতকগুলি বৃহৎ নৌকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পালভরে যেন বৃহৎ জলচর পক্ষীর ন্যায় চলিয়াছে। কয়েকজন প্রবীণা রমণী গঙ্গাস্নান করিতেছেন।

ঠাকুরদাস সারা রজনী পীড়া ও অনিদ্রার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এইমাত্র নিদ্রিত হইয়াছেন। মহালক্ষ্মী পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চক্ষুর পলক পড়ে নাই। গভীর রজনীতে ঠাকুরদাস যখনই ডাকিয়াছেন "মা, লক্ষ্মী" অমনি মহালক্ষ্মী উত্তর দিয়াছেন "বাবা, এই যে আমি বসে আছি।" ঠাকুরদাস যখন জল চাহিয়াছেন মহালক্ষ্মী মুখে গঙ্গা-জল দিয়াছেন। ঠাকুরদাস কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "মা, তুই একটু ঘুমুলি না"; মহালক্ষ্মী উত্তর দিয়াছিলেন "বাবা, তুমি ঘুমুলে আমি ঘুমাব এখন।" কন্যাবৎসল পিতা তাই বুঝি ঘুমা-ইয়া পড়িয়াছেন।

রাধিকাপ্রসাদ নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; মহালক্ষ্মীর হস্ত হইতে ব্যজন লইয়া বলিলেন "যাও দিদি, তুমি স্নান করগে।" মহালক্ষ্মী দাসী সম-ভিব্যাহারে গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন।

বাসাটী দ্বিতল। উপরে তিনটী প্রকোষ্ঠ, নিম্নে চারিটী।

উপরের একটী প্রকোষ্ঠে ঠাকুরদাস আছেন, অপর দুইটী রমণীদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট। নিম্নের প্রকোষ্ঠে রাধিকাপ্রসাদ, পান্নালাল ও তাঁহাদের সঙ্গে আগত দেবীপুরের লোকেরা বাস করেন।

প্রভাত হইল। মহালক্ষ্মী স্নান করিয়া সবে ফিরিয়াছেন এমন সময় দুইখানি শিবিকা বাসার সম্মুখে থামিল। তন্মধ্য হইতে চারুশীলা ও হিরণ্ময়ী নামিলেন। মহালক্ষ্মীকে সম্মুখে দেখিবামাত্র চারুশীলা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর ঝি, খুড়ামহাশয় কেমন আছেন?" হিরণ্ময়ী জিজ্ঞাসা করিল "পিসি মা, দাদামহাশয় কেমন আছেন?" উভয়ের কণ্ঠস্বর আশঙ্কা ও উদ্বেগজড়িত।

মহালক্ষ্মী সানন্দে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার শোকসাগর উদ্বেলিত হইল। এতদিন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারেন নাই, আজ উচ্ছ্বলিত শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পীড়িত হৃদয় এরূপে শোক পুষিয়া রাখিলে অচিরে ভাঙ্গিয়া যাইত। আজ মহালক্ষ্মী কাঁদিয়া সুস্থ হইলেন। ব্যথার ব্যথী যাহারা তাহাদের কাছে কাঁদিয়া কত আরাম। হিরণ্ময়ী তাঁহার ক্রন্দনে হতাশের ন্যায় ভূমিতে বসিয়া পড়িল। চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন "বল ঠাকুর ঝি, আমাদের অন্নদাতা কেমন আছেন।"

উভয়কে আশ্বস্ত করিয়া মহালক্ষ্মী বলিলেন "বাবা রোজ তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করেন; আজ তোমাদের দেখে না জানি কত আনন্দিত হবেন। বাবাকে দেখ্‌বে চল।"

বেলা আটটার সময় ঠাকুরদাসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয্যা-

পার্শ্বে মহালক্ষ্মী, অনুপমা, চারুশীলা ও হিরণ্ময়ী বসিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস প্রথমে হিরণ্ময়ী ও চারুশীলাকে চিনিতে পারিলেন না। মহালক্ষ্মী বলিলেন "বাবা, হিরণ আর অতুলের মাকে চিন্তে পাচ্চ না? এইমাত্র বর্দ্ধমান থেকে এসেচে।"

"হিরণ! বৌমা! এসেচ বেশ হয়েচে" এই মাত্র বলিয়া ঠাকুরদাস অপরিসীম আহ্লাদভরে তাঁহাদের মুখে ক্ষীণ দৃষ্টি অর্পিত করিলেন। তাহার পর ক্ষীণস্বরে হিরণ্ময়ীকে বলিলেন "হিরণ, আর আমি বাঁচব না। কাছে আয়, মুখখানি ভাল করে দেখি।" হিরণ্ময়ী অধীরভাবে রোদন করিতে লাগিল।

চারুশীলা—"আমরা আপনাকে আরাম করে বাড়ী নিয়ে যাব।"

ঠাকুরদাস—"মা, আমি জানি আমার রক্ষা নাই। অনেক দিন সংসার ধর্ম্ম করলাম, সংসার ছাড়বার সময় হয়েচে।"

চারুশীলা চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "তা হলে আমাদের কে দেখবে? অনাথ দরিদ্রকে কে রক্ষা করবে?"

ঠাকুরদাস—"জগদীশ্বর। তিনিই দেখেন, তিনিই রক্ষা করেন। মানুষে কি করতে পারে। মা, আমার মৃত্যু ত সুখের। তোমাদের সবগুলিকে সুখের অবস্থায় দেখে তোমাদের স্নেহের মধ্যে প্রাণত্যাগ কি কম পুণ্যের ফল। একমাত্র অসুখ বিজয় ঘরে ফিরল না।"

চারুশীলা—"বিজয় নিশ্চয় ফিরবে।"

ঠাকুরদাস—"অতুলের শরীর ভাল আছে?"

চারুশীলা—"আপনার আশীর্ব্বাদে অতুল ভাল আছে। খুড়ীমার হঠাৎ মৃত্যু, তারপর আপনার অসুখের সংবাদে সে

বড় অধীর হয়েচে। ছুটির দরখাস্ত করেচে, মঞ্জুর হলেই এখানে আসবে। বলেচে যে ছুটি মঞ্জুর হতে যদি দেরী হয় ত আগেই চলে আসবে।”

রাধিকাপ্রসাদকে ডাকাইয়া ঠাকুরদাস বলিলেন, “বৌমাদের পৌছান সংবাদ অতুলকে লিখে দাও। সেই সঙ্গে লিখ, আমাকে দেখার জন্য বেশী ব্যস্ত না হয়, ছুটি মঞ্জুর হলে যেন আসে।”

রাধিকাপ্রসাদ—“আজ্ঞে, আমি এখনই লিখে দিচ্চি।”

ঠাকুরদাস—“লক্ষ্মী, হিরণ ও বৌমার সকাল সকাল স্নানাহারের ব্যবস্থা কর। দূর পথ, আসতে কত কষ্ট হয়েচে।”

জ্বরবিচ্ছেদকালে ঠাকুরদাস সুস্থের ন্যায় কথোপকথন করিতেন। প্রত্যহ শেষ রজনী হইতে পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মগ্নাবস্থা, তাহার পর জ্বর ফুটিত। সেই সঙ্গে অতিসার ছিল। এ পর্য্যন্ত চিকিৎসায় কিছুমাত্র ফল হয় নাই।

অদ্য দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইল. একটা, দুইটা বাজিল, কিন্তু জ্বর আসিল না। তাহা দেখিয়া সকলেই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। রাধিকাপ্রসাদ আহ্লাদভরে বলিলেন “বাবা, আজ আপনি ভালই আছেন। অন্য দিন এতক্ষণ জ্বর আসে।”

ঠাকুরদাস—“হ্যাঁ বাবা, আজ একটু ভাল বোধ হচ্চে। বিশেষ, হিরণদের দেখে অবধি মনটা বড় ভাল আছে।”

হিরণ্ময়ী—“কাকা, অশোক কবে আসবে?”

রাধিকা—“অশোককে আনতে লোক গেছে, কিন্তু তার আসা হবে কি না বলা যায় না। তার শ্বশুরের বড় ব্যারাম।”

ঠাকুরদাস—“বাবা, তোমার বৈয়াইএর সংসারে লোকাভাব।

অশোক তাঁর সেবা কচ্চে, এ সময় তাকে আনা ঠিক বলে বোধ হয় না।"

হিরণ্ময়ী পার্শ্বে বসিয়া ঠাকুরদাসের মস্তকে ও বক্ষে হাত বুলাইতেছিল, চারুশীলা পদসেবা করিতেছিলেন, মহালক্ষ্মী ব্যজন করিতেছিলেন। চারুশীলা মহালক্ষ্মীকে উদ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন "আহা, রাত জেগে ঠাকুরঝির কালীর বর্ণ হয়েচে।"

ঠাকুরদাস কন্যার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "একটি রাত্রিও মায়ের চখের পলক পড়ে নি!"

চারুশীলা—"এখন আমরা দুজন হলাম, আর কষ্ট হবে না।"

হিরণ্ময়ী—"দুজন কেন, আমাকে নিয়ে তিনজন।"

সকলে হাসিলেন।

মহালক্ষ্মী—"বাবা, শুনেচ, হিরণের ছেলে হবে?"

ঠাকুরদাস—"সত্যি!"

লজ্জায় হিরণ্ময়ীর মস্তক অবনত হইল।

ঠাকুরদাস—"হিরণের ছেলে দেখে যাওয়া আর আমার ভাগ্যে নাই।"

চারুশীলা—"ষাট্! আপনি অতুলের ছেলের মুখে ভাত দেবেন, নামকরণ করবেন, আমাদের কত সাধ।"

ঠাকুরদাস—"মা, সে সাধ আমারও এক সময়ে ছিল। কিন্তু ততদিন কি বাঁচব।"

সন্ধ্যা হইল। তখনও ঠাকুরদাস বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল। সকলে শান্তমনে আহারাদি করিলেন। সর্ব্বশেষে মহালক্ষ্মী ও চারুশীলা কিঞ্চিৎ গুড় মুখে দিয়া জল খাইলেন। রাধিকাপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিলেন "হ্যা লক্ষ্মি, তোমরা কি উপ-

বাস করে এত বড় রাত্তিরটা কাটাবে! একটু দুধ, না হয় একটু ছানা, অন্ততঃ কিছু ফল মূল খেলে ত হ'ত।"

মহালক্ষ্মী ও চারুশীলা হাসিলেন।

চারুশীলা—"ঠাকুরপো, আমাদের রাত্রের ব্যবস্থা চিরকালই এই। তোমরা লক্ষপতি হলেও আমাদের এ ব্যবস্থা কখন বদলাবে না।"

রাধিকাপ্রসাদ মনে মনে বলিলেন "ধন্য হিন্দুবিধবা, জগতে তোমার তুলনা নাই।"

সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পান্নালাল ও হিরণ্ময়ী ঠাকুরদাসের সেবা করিল। রাধিকাপ্রসাদ ও অনুপমা দশটা হইতে দ্বিপ্রহর এবং চারুশীলা ও মহালক্ষ্মী দ্বিপ্রহর হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত,—এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ঠাকুরদাসের সেবা চলিতে লাগিল। ঠাকুরদাস গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। রাত্রি দুইটার সময় মহালক্ষ্মী সঙ্গিনীকে বলিলেন "ভাই, বাবা আজ যে রকম আছেন, ভগবানের কৃপায় আর দুটো দিন যদি এই রকম যায় তা হলে ভরসা হয়।"

শেষ রজনীতে ঠাকুরদাস এক স্বপ্ন দেখিলেন। পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশের মনোহারিণী শোভা হইয়াছে। ঠাকুরদাস ছাদে উপবিষ্ট হইয়া সেই শোভা দেখিতেছেন। পূর্ণচন্দ্র যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তাঁহাকে বলিলেন 'ঠাকুরদাস, তোমার মহত্ত্ব দেখিয়া আমার হিংসা হয়। দেখ, মাসান্তে আমি চকোরকে একবিন্দু সুধা দান করি, কিন্তু প্রতিদিন তুমি অনাথদের অন্নদান করিয়া জীবনরক্ষা কর। আমার পূর্ণবিকাশকালে রাহুগ্রাস; তোমারও শনির দশা ঐ আসিতেছে।'

দেখিতে দেখিতে নীলাকাশ কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন হইল। চন্দ্র মেঘের ক্রোড়ে লুকাইল। মেঘে বিদ্যুৎ ঝলসিল। কড় কড় বজ্র-নাদ হইল। ঠাকুরদাস সভয়ে সেই দুর্য্যোগ দেখিতে লাগিলেন।

অনতিবিলম্বে নভোমণ্ডল পরিষ্কৃত হইল। পূর্ণচন্দ্র পুন-র্বিকাশ পাইয়া বলিলেন 'ঠাকুরদাস, ঐ যে একখণ্ড মেঘ এখনও নভস্তলে ভাসিতেছে, উহার দিকে দৃষ্টিপাত কর। আমি কিরণ ঢালিয়া উহাকে উজ্জ্বল করিতেছি।'

ঠাকুরদাস দেখিলেন মেঘের উপর দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি। একটী পুরুষের আকৃতি, অপরটী স্ত্রীলোকের। কিন্তু অস্পষ্টালোকে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না।

'এইবার দেখ' বলিয়া চন্দ্র উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ করিলেন। মেঘের শিরোদেশ রজতমণ্ডিত হইল। ঠাকুরদাস সবিস্ময়ে চিনিলেন পুরুষ বিজয়। রমণী এক অপরূপ রূপবতী যুবতী। বিজয় রমণীর বদনে কাতরদৃষ্টি নিহিত করিয়া কি বলিতেছিল, যেন কত সাধ্যসাধনা করিতেছিল। রমণী ঠাকুরদাসের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

ঠাকুরদাস চন্দ্রকে বলিলেন 'ঠাকুর, এইবার চিনিয়াছি, ওই আমার পুত্র বিজয়। বিজয় আমাদের দুঃখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

চন্দ্র—'আচ্ছা দেখিয়া যাও।'

বিজয় কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরদাসের দিকে চাহিয়া পুনরায় রমণীর অসামান্য সুন্দর মুখে কাতরদৃষ্টি অর্পণ করিল। রমণী বিজয়ের হস্তদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক কত কথা বলিল ঠাকুরদাস কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে মেঘ দুইখণ্ড হইয়া গেল। এক খণ্ড বিজয়কে লইয়া নামিতে লাগিল, এক খণ্ড

রমণীকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। স্বর্গে দেবগণ রমণীর মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

কিন্তু কিয়দ্দূর নামিয়া বিজয় হুতাশে ক্রন্দন করিল। অমনি মেঘ তাহাকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। রমণীও মেঘে চড়িয়া নামিল। উভয় মেঘ মধ্যপথে মিশ্রিত হইল। রমণী বিজয়ের হস্তগ্রহণ করিয়া কি বলিল, দ্বিতীয়বার অঙ্গুলিসঙ্কেতে ঠাকুরদাসকে দেখাইল পুনশ্চ মেঘ দুই খণ্ড হইয়া গেল। রমণী ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, বিজয় মর্ত্ত্যাভিমুখে নামিতে লাগিল। অর্দ্ধপথে আসিয়া বিজয় আবার কাঁদিয়া উঠিল এবং দুই হস্ত ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া রমণীকে নামিতে ইঙ্গিত করিল। রমণী এবার কটাক্ষে বিজয়কে ভর্ৎসনা করিয়া মেঘসহ বিদ্যুৎগতিতে চন্দ্রলোকে মিশিয়া গেল। এদিকে বিজয়ের মেঘও আকাশে অদৃশ্য হইল। মেঘচ্যুত বিজয় আকাশে আবর্ত্তিত হইতে হইতে কক্ষচ্যুত উল্কার ন্যায় ভীমবেগে ধরাভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইল।

আতঙ্কে ঠাকুরদাস চীৎকার করিলেন "ধর, ধর! বিজয়, বিজয়!" তাঁহার হৃৎপিণ্ড ভীষণ স্পন্দিত হইতে লাগিল। মহালক্ষ্মী পিতার পদতলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, চারুশীলা ব্যজনহস্তে ঢুলিতেছিলেন। উভয়ে চমকিয়া জাগ্রত হইলেন। মহালক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েচে বাবা? অমন কল্লে কেন?"

ঠাকুরদাস—"মা, বিজয়কে দেখলাম।"

"বিজয়ই সর্ব্বনাশ কর্‌ল" বলিয়া মহালক্ষ্মী ঠাকুরদাসের গাত্রে হাত দিয়া দেখেন ঈষৎ উত্তপ্ত হইয়াছে। তিনি ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন "ও বৌ, এ কি হল! আবার যে গা গরম হয়েচে!"

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সেই নিশাশেষে ঠাকুরদাসের যে জ্বর কুটিল তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া পরদিবস অপরাহ্নে রোগীর চৈতন্যলোপ করিল। রমণীরা হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাধিকাপ্রসাদের আশঙ্কা হইল বুঝি এই জ্বরবিরামের সঙ্গে প্রাণত্যাগ হয়। অতুল আসিয়াছেন এবং ঠাকুরদাসের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় রাধিকাপ্রসাদ ও অতুল ম্লানমুখে বহির্ব্বাটীতে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিলেন এমন সময় হরিদাস আসিয়া সংবাদ দিল সন্ন্যাসী ঠাকুর বিজয়কে লইয়া অদূরে অবস্থিতি করিতেছেন, রোগীর অবস্থা জানিয়া বিজয়কে লইয়া আসিবেন। বিজয় আসিয়াছে শুনিয়া কাহারও বিস্ময় বা আনন্দ হইল না। নিষ্ঠুর বিজয় পিতার মৃত্যুর কারণ। হয়ত সে সময়ে আসিলে পিতার জীবনরক্ষা হইত। আর একদিন পূর্ব্বে বিজয় ঘরে ফিরিলেও রাধিকাপ্রসাদ তাহাকে সাগ্রহে পিতার কাছে লইয়া যাইতেন। তিনি হরিদাসকে বলিলেন "ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া আইস। বিজয়ের আসায় আর কোন ফল নাই; তবে যদি সে বাবাকে দেখিতে ইচ্ছা করে এবং মুখ দেখাইতে পারে তবে যেন আইসে।"

হরিদাস প্রস্থান করিলে রাধিকাপ্রসাদ বলিলেন "অতুল, অকৃতজ্ঞ বিজয়ের মুখ দেখিতে আমার ইচ্ছা নাই। বিজয়ের জন্য মাকে হারাইলাম, বাবাকে হারাইতে বসিয়াছি, সম্ভবতঃ

লক্ষ্মীকেও হারাইব। সংসারটা এককালে ছারখারে গেল।” বলিতে বলিতে মুক্তাফলের ন্যায় অশ্রুবিন্দু তাঁহার গণ্ডে প্রবাহিত হইল।

হরিদাস সন্ন্যাসী ও বিজয়কে লইয়া প্রত্যাগমন করিল। অতুল ও রাধিকাপ্রসাদ সন্ন্যাসীকে সাদর সম্ভাষণ ও প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদের পরিচয় লইয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন “তোমরা পিতামাতার সুপুত্র, সংসারের রত্নস্বরূপ। তোমাদের দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল।”

রাধিকা—“আপনার আগমনে আমরা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম।”

সন্ন্যাসী—“বৎস রাধিকা, তোমার পিতা আদর্শ মানব। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় অল্পক্ষণের, কিন্তু সে পরিচয়ে তিনি আমাকে মুগ্ধ করিয়াছেন। আমি ঠাকুরদাসকে বড় ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি তাই তাঁহার পীড়ার সংবাদে ব্যথিত হইয়া দেখিতে আসিয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে বিজয়ের সন্ধান পাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।”

বিজয়! রাধিকাপ্রসাদ ও অতুল যুগপৎ বিজয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই লাবণ্যময় সুকুমার দেহ, সুন্দর আনন, সেই হাসিমুখ, সুগঠিত বিজয়, আর এই! রাধিকাপ্রসাদ মুখ ফিরাইলেন, অতুল শিহরিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন “বিজয়, তোমার দাদাকে প্রণাম কর। লজ্জা কি বৎস। তুমি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না। যাহারা তোমার ইতিহাস না জানে তাহারা তোমার চরিত্র ভুল বুঝিয়াছে। আমি আজ সে ভ্রম দূর করিব।”

বিজয় অধোবদনে অগ্রজকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী রাধিকাপ্রসাদকে বলিলেন "বৎস, যদি বিজয়ের প্রতি তোমার বিরাগ থাকে তাহা দূর কর। বিজয়ের চরিত্র মহৎ, কিন্তু দৈবক্রমে উঁহাকে যে ভয়ঙ্কর পরীক্ষা দিতে হইয়াছে শুনিলে শত্রুকেও কাঁদিতে হইবে। সে মর্ম্মভেদী ঘটনা সংক্ষেপে বলিতেছি।"

সন্ন্যাসী বিজয় ও বিনয়ার প্রণয়সংক্রান্ত ইতিহাস যাহা জানিতেন বর্ণন করিলেন। সেই বিস্ময়কর ইতিহাস,—বিনয়ার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, তাহার সহিত সন্ন্যাসীর সম্বন্ধ, রাধিকাপ্রসাদ ও অতুল রোমাঞ্চিতদেহে শ্রবণ করিলেন। সন্ন্যাসীর ক্রন্দনে সমবেদনায় উভয়ে অশ্রুমোচন করিলেন। বিজয়ও উদ্‌গ্রীব হইয়া আপনা ভুলিয়া বিনয়ার মাহাত্ম্য শুনিলেন। তদপেক্ষা মহত্তর জীবনী, মধুরতর গীত, উচ্চতর আদর্শ বিজয়ের নিকট আর কি হইতে পারে ?

কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন "বৎস, দৈবদুর্ব্বিপাকে বিজয়ের এই দশা। ভগ্ন হৃদয় লইয়া বিজয় গৃহে আসিয়াছেন ; মাতার মৃত্যু ও পিতার কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় পুড়িতেছেন। স্নেহবচনে সান্ত্বনা দিয়া ভ্রাতাকে পিতৃ-সমীপে লইয়া যাওয়া তোমার কর্ত্তব্য।"

রাধিকাপ্রসাদ বিজয়কে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ভাই, ভ্রমবশে আমি তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলাম। আমার ভ্রম দূর হইল।"

বিজয়ের আগমনবার্ত্তা শুনিবামাত্র মহালক্ষ্মী একরাশি অশ্রু মুছিয়া, বিস্ময় আহ্লাদ ও আশায় ত্বরান্বিতা হইয়া নীচে আসি-

লেন। "বিজয়, এখনও একবার বাবার কাছে আয়, যদি জ্ঞান হয়ে তোকে দেখেও বাঁচেন" বলিতে বলিতে পাগলিনীর ন্যায় রোরুদ্যমান বিজয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে চম-কিয়া বলিলেন "ওমা, এ কি বিজয়!"

সন্ন্যাসী—"মা, ইনিই বিজয়।"

"বিজয়ের এই আকৃতি! এ যে চেনা যায় না! বাবা, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহালক্ষ্মী অঞ্চলে বদন আবৃত করিলেন।

সন্ন্যাসী সস্নেহে বলিলেন "মা, অধীর হয়ো না। তুমি বুদ্ধিমতী; জান ত সকলই বিধাতার লীলা। তাঁর ইচ্ছা যা তাই হবে। এখন বিজয়কে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাই চল।"

"আয় ভাই, বাবার কাছে আয়; ঠাকুর, বাবাকে দেখবেন আসুন" বলিয়া মহালক্ষ্মী বিজয় ও সন্ন্যাসীকে উপরে লইয়া গেলেন।

ঠাকুরদাস অচৈতন্য। নয়ন নিমীলিত। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। গাত্রের উত্তাপ প্রখর। দ্বারদেশ হইতে পিতার অবস্থা দেখিবামাত্র বিজয় মুহ্যমান হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে ঠাকুরদাসের পদতলে বসাইয়া স্বয়ং শিয়রে উপবেশন করিলেন এবং রোগীর বক্ষে ও ললাটে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহালক্ষ্মী ডাকিলেন "বাবা, বাবা।"

জড়িতস্বরে রোগীর মুখ হইতে নির্গত হইল "মা।" সঙ্গে সঙ্গে যেন রোগের অর্দ্ধেক যন্ত্রণা দূর হইল।

মহালক্ষ্মী অধিকতর মধুর ও করুণস্বরে বলিলেন "বাবা, চেয়ে দেখ, তোমার বিজয় এসেচে আর ঠাকুর এসেছেন।"

ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় চক্ষু উন্মীলিত হইল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন "ভাই।" চক্ষু ধীরে ধীরে নিমীলিত হইল। ঠাকুরদাস প্রলাপ বলিলেন 'আহা, বেশ মেয়েটী, বেঁচে থাক।"

অবসন্নপ্রায় বিজয়কে পিতার পদতল হইতে উঠাইয়া রাধিকাপ্রসাদ অনুপমার কাছে রাখিয়া আসিলেন। রাধিকাপ্রসাদের মুখে অনুপমা এবং অনুপমার মুখে অপর রমণীরা বিজয়ের ইতিহাস শুনিয়াছিলেন। বিনয়া তাঁহাদের চক্ষে মায়াবিনীর পরিবর্ত্তে দেবীরূপে প্রতীয়মানা হইল। বিজয়ের অপরাধ তাঁহারা এককালে ভুলিয়া গেলেন। অনুপমা সস্নেহে বিজয়ের হস্ত গ্রহণ করিবামাত্র "বৌ, তোমার ভবিষ্যবাণী ফলেচে, আমি সব হারালাম" বলিয়া বিজয় মূর্চ্ছিত হইলেন।

* * * *

পরদিবস প্রাতে ঠাকুরদাস সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলেন। সন্ন্যাসী বিজয়কে লইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আহ্লাদভরে তাঁহার নয়ন দীপ্ত হইল। তিনি সন্ন্যাসীকে নমস্কার ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বিজয়ের মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "ভাই, বিজয়কে আশীর্ব্বাদ কর।"

ঠাকুরদাস—"দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক।"

বিজয় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা, ও আশীর্ব্বাদ করবেন না। আমি সংসারকে রত্নহীন কত্তে বসিচি? আশীর্ব্বাদ করুন যেন শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়।"

ঠাকুরদাস—"রাধিকা, বিজয়কে যত্ন করো। সে মেয়েটী কোথা?"

রাধিকা—"কোন মেয়েটী বাবা?"

ঠাকুরদাস—"না, আমার ভুল হয়েচে। একদিন স্বপ্নে একটী মেয়েকে দেখেছিলাম। বিজয়কে আমার কাছে পাঠিয়ে মেয়েটী মেঘে চড়ে স্বর্গে গেল।"

বিস্ময়কর ব্যাপার! সন্ন্যাসী বলিলেন "ঠাকুরদাস, সে মেয়েটীকে তুমি দেখেচ?"

ঠাকুরদাস—"হাঁ, স্বপ্নে। বেশ মেয়েটী, যেন দেবকন্যা।"

"সেই দেবীর ইতিবৃত্ত, তাঁর শেষ কালের কথাগুলি, তোমাকে বলি" বলিয়া সন্ন্যাসী বিনয়ার ইতিহাস আদ্যোপান্ত ঠাকুরদাসকে শুনাইলেন। শুনিতে শুনিতে ঠাকুরদাসের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। ইতিবৃত্ত শেষ হইলে তিনি বলিলেন "দেবী তবে সত্যই স্বর্গে গিয়েচেন?"

সন্ন্যাসী—"বিনয়ের অনুরোধ, তাকে ও বিজয়কে তুমি ক্ষমা কর।"

ঠাকুরদাস—"ক্ষমা! তাঁকে ক্ষমা! তিনি যে নিষ্পাপ, দেবী! বিজয়, তুমি এমন কিছু গুরু অপরাধ কর নি যে তোমাকে ক্ষমা কত্তে হবে। যদি মনে সে ভ্রম থাকে তবে আজ তা দূর কর।"

বিজয় পিতার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। সন্ন্যাসী চক্ষু মুছিলেন।

ঠাকুরদাস আত্মীয়গণকে দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে এলি ভাই? ভাল আছিস? ছুটি মঞ্জুর হয়েচে?"

প্রশ্নের উত্তর দিয়া অতুল কাঁদিতে লাগিলেন।

"হিরণ কৈ?" হিরণ্ময়ী মহালক্ষ্মীর পশ্চাৎ হইতে উঠিয়া আসিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিল।

"ভাল আছিস দিদি ?" বলিয়া ঠাকুরদাস ক্ষীণ হস্তখানি তাহার ক্রোড়ে রক্ষা করিলেন। টপ্ টপ্ তপ্তাশ্রু তদুপরি পড়িল। "ছি, কাঁদিস না" বলিয়া ঠাকুরদাস আপনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"অশোক এল না ?"

রাধিকাপ্রসাদ—"বেয়াইএর ব্যারাম বৃদ্ধি হয়েচে বলে তার আসা হল না।"

ঠাকুরদাস বিষণ্ণ হইলেন।

তৎপরে একে একে পান্নালাল, অনুপমা, চারুশীলা প্রভৃতিকে নিকটে ডাকাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"লক্ষ্মী।"

"বাবা।"

মহালক্ষ্মীর শুষ্ক মুখখানি দেখিয়া গভীর আবেগভরে ঠাকুরদাসের হৃদয়-পঞ্জর স্ফীত ও ওষ্ঠ স্পন্দিত হইতে লাগিল। আবেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে বলিলেন "মা, তোমার যত্নে তোমার ভাইদের রেখে গেলাম। বৌমা বড় ক্ষীণ, ছেলেদের তুমি না পালন করলে আর কে করবে। আর বিজয়কে শাস্ত করে বে দিও।"

মহালক্ষ্মী উত্তর দিতে পারিলেন না।

ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীকে বলিলেন "ঠাকুর,এই আমার পরিবার। আমার আবার মৃত্যুতে কষ্ট কি। জন্মই যখন মৃত্যুর জন্য তখন এ অপেক্ষা প্রার্থনীয় মৃত্যু আর কি হইতে পারে ?"

সন্ন্যাসী—"সাধু পুরুষ, আজ সত্যই আমি পবিত্র হইলাম। সারা জীবন যাহার সন্ধান করিতেছিলাম আজ ভগবানের কৃপায় তা মিলিয়াছে। এই স্বর্গ।"

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমার চন্দ্র হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল। জাহ্নবীর হিল্লোলিত বক্ষে পাতালস্পর্শী রজতধারা প্রতিবিম্বিত হইল। শ্রান্ত ধরণীতে শান্তির প্রবাহ ছুটিল। 'আয় চাঁদ আয় চাঁদ চিক্ দিয়ে যা' বলিয়া মাতা শিশুর চন্দ্রাননে হাসির তরঙ্গ তুলিলেন। এক যুবক প্রণয়ী প্রিয়াকে গুরুকার্য্যব্যপদেশে নিকটে ডাকিয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক বলিল "প্রিয়ে, ঐ চাঁদটা শোভার জন্য এই জীবন্ত চাঁদের কাছে ঋণী।" এই কথাটী শুনাইবার জন্য যুবকের যে কি মস্তকবেদনা সঞ্জাত হইয়াছিল আমরা অবগত নহি; অথবা যে কবি কল্পনার রাজ্যে প্রেমিক ও বাতুলকে সমশ্রেণীস্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন তিনি এ রহস্যের মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম। যাহা হউক, বৃক্ষপত্রে সড় সড় শব্দে সমীরণ সে চাটুবাক্যের সমর্থন করিল। চন্দ্রাননা সলাজে, কপটকোপভরে স্বামীকে ভংসনা করিল "বেশ, যা'হক!" অমনি সমীরণ কোমল স্নিগ্ধকরে সুন্দরীর অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া তাহার অপরিজ্ঞাত ভাষায় দম্পতিকে কিছু বলিল। আমাদের বোধ হয় সে বলিয়াছিল 'সত্যইত,' অথবা এমনই ভাব প্রকাশক আর কোন কথা যাহা মানবজগতে একমাত্র প্রেমিকেরাই বুঝিতে সক্ষম; কারণ যুবক আনন্দে হাসিল, যুবতী হাসিতে হাসিতে মস্তক অবনত করিল। শান্ত, স্নিগ্ধ, রমণীয় সেই পূর্ণিমার সন্ধ্যা। ধরণী শান্তিময়ী; প্রকৃতি প্রেমপুলকিতাননা, স্থিরা, প্রসাদময়ী।

কিন্তু অকস্মাৎ ও কিসের কোলাহল প্রকৃতির শান্তি বিধ্বস্ত করিল ? কি হৃদয়বিদারক হাহাকার ধ্বনি ! ঐ শিশুসোহাগ-পরায়ণা মাতা, ঐ প্রণয়বিভোর দম্পতি, যাঁহারা অধুনা দুঃখ, জরা ও মৃত্যুর কথা এককালে বিস্মৃত হইয়াছে, সংসারের নশ্বরতার কথা ভুলিয়াছে, জীবন সুখময় দেখিতেছে, এ হাহাকার ধ্বনি শুনিলে না জানি উঁহাদের কোমল অন্তর কি ঘোর বিভীষিকায় কম্পিত হইত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি, এ রোমাঞ্চকর ধ্বনি উঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল না। হায়, অজ্ঞতার উষর ক্ষেত্রে পার্থিব সুখের মূল সম্বদ্ধ। কঠোর ভবিতব্য ও মানবের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে অজ্ঞতার যবনিকা যত অধিকক্ষণ পতিত থাকে মানবসমাজের পক্ষে মঙ্গল। অনিত্যতার জ্ঞান অহরহঃ মনে জাগরুক রহিলে সংসার মরুভূমি হইয়া যাইত।

আসুন পাঠক, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করি। এ ধ্বনি কি আপনার নিকট নূতন ? মৃতের জন্য আত্মীয়বর্গের ক্রন্দনরোল আপনি অবশ্যই শুনিয়াছেন। মানবমাত্রেই তাহা শুনিয়াছে। ক্ষুদ্রজ্ঞান বালকও সে ধ্বনি শুনিয়া সংসারের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়াছে এবং মাতার মুখপানে চাহিয়া কাঁদিয়াছে। তবে আমরা কেন বিচলিত হইব। ঐ শুনুন, রমণীকণ্ঠে বিলাপ ধ্বনিত হইতেছে 'বাবা, এ জন্মের মত ছেড়ে গেলে ! আর লক্ষ্মী বলে ডাকবে না ?' 'কাকা, আজ কার আশ্রয়ে আমাদের রেখে গেলেন ? আপনার অকুল যে ধূলায় পড়ে কাঁদচে। দাদামশায় বই সে আর কিছু জানে নি।'

আর শুনিবার প্রয়োজন নাই। পুণ্যাত্মা ঠাকুরদাস ইহ-

ধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ঐ পূর্ণচন্দ্র যুগপৎ সংসারের দুইটী বৈষম্যময় চিত্র অবলোকন করিতেছে।

মধ্যরজনীতে পূর্ণচন্দ্র মধ্যগগনে পূর্ণবিকসিত হইল। ত্রিবেণীর শ্মশানঘাটে একটী চিতা সজ্জিত; তাহার চতুঃপার্শ্বে কয়টী নীরব মানবমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সকলেরই শুষ্ক মুখ, শুষ্ক নয়ন, উদাস প্রাণ। জগতের গূঢ় রহস্য আজ তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে। রাধিকাপ্রসাদ অতুলকে বুঝাইতেছিলেন "অতুল, সব মিথ্যা। মা'র সংকারকালে প্রাণ ভরিয়া কথাটী বুঝিয়াছিলাম, দুইমাস পরে আজ আবার বুঝিলাম। কিন্তু এই দুই মাসের মধ্যে বিশ্বগ্রাসী মায়ার প্রভাবে সার কথা ভুলিয়াছিলাম। যখন বাবার সংকার করিয়া ঘরে ফিরিব, স্ত্রী পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া পুনরায় এ কথা ভুলিব। দুই দিন, দুই সপ্তাহ, বড় বেশী দুই মাস বাবার কথা মনে করিয়া কাঁদিব; তাহার পর সংসারের দাস, কর্ম্মের দাস হইয়া, আত্মপর ভেদজ্ঞান লইয়া ক্ষুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইব। আবার একদিন আত্মীয়গণ হাহাকার করিয়া আমার জন্য চিতা জ্বালিবে, পরদিন জগতে আমার নাম লুপ্ত হইবে। সংসার আবহমান কাল এইরূপে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের জীবন কেবল দুদিনের আসা যাওয়া মাত্র।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "দেখ বৎস, মরিবে সকলে, কিন্তু সংসার যাহার অভাব অনুভব করিবে তাহারই জীবন সার্থক। ঠাকুরদাস সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, আমরাও করিব। ঠাকুরদাসের নাম সকলে ভক্তিভরে উচ্চারণ করিবে; আমাদের মধ্যে কয়জনের তাদৃশ শুভাদৃষ্ট হইবে জানি না, তবে জীবনত্যাগের

সঙ্গে যে অনেকেরই সংসারের সহিত সম্বন্ধ ফুরাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল দেখি বৎস, লোকের মুখে তোমার পিতার অবিমিশ্র যশোবাদ শ্রবণে আনন্দে কি তোমার দেহ রোমাঞ্চিত হইবে না? এমন পিতার পুত্র বলিয়া কি তুমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিবে না? পিতার শুভ্র যশঃ নিষ্কলঙ্ক রাখিতে কি তুমি তাঁহার পথানুসরণ করিবে না? অবশ্য করিবে। ঠাকুরদাস নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় আত্মা তোমাদের কর্ত্তব্যপথ পরিস্ফুট দেখাইবে, বিপদে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে, শোকে সান্ত্বনা দিবে, সম্পদে সতর্ক করিবে। আইস, একবার মৃতের পবিত্র দেহ শেষ দেখিয়া লই।”

সকলে চিতা বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক-যোগে গভীর হরিবোল ধ্বনি করিলেন। গঙ্গার পরপারে তাহার প্রতিধ্বনি হইল। পূতগঙ্গানীরে স্নাত, শুভ্রবস্ত্রমণ্ডিত, শব-দেহ চিতায় শায়িত রহিয়াছে। নিমীলিত নেত্র ও প্রশান্ত বদন দেখিলে মনে হয় যেন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। অনিমেষনয়নে সকলে সে মূর্ত্তি দেখিলেন। রাধিকাপ্রসাদ, বিজয়, অতুল, পান্নালাল প্রভৃতি একে একে মৃতের পদে মস্তক স্পৃষ্ট করিলেন। “এই শেষ! বাবা এ জন্মের মত এই শেষ দেখ্‌লাম” বলিয়া রাধিকাপ্রসাদ কাঁদিয়া উঠিলেন।

“দাদা, আর দেখতে পাব না! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আমার মত অনেক অনাথ যে আপনার মুখ চেয়ে রয়েচে।” অতুল অধীরভাবে বিলাপ করিলেন।

রাধিকাপ্রসাদ অমনি অতুলকে বক্ষে লইয়া সান্ত্বনা দিলেন

"কাঁদিস্‌নে অতুল, তোর কান্না শুন্‌লে বাবার আত্মার অশান্তি হবে। বাবা বুঝি আমাদের চাইতে তোকে অধিক ভাল বাস্‌তেন।"

সন্ন্যাসী অতি কষ্টে হৃদয়াবেগ নিরোধ করিলেন। অতুল, বিজয় ও পান্নালালকে প্রবোধ দিয়া কিয়দ্দূরে রাখিয়া আসিলেন। তৎপরে রাধিকাপ্রসাদকে বলিলেন "বৎস, আর কালহরণ বিধেয় নহে। পুত্রের কর্ত্তব্য কর।"

রাধিকাপ্রসাদ পিতার মুখাগ্নি করিলেন। অনতিবিলম্বে চিতায় অগ্নি জ্বলিল। ধীরে ধীরে হুতাশন জীহ্বা প্রসর্পিত করিয়া দেহ বেষ্টন করিল। হুহু শব্দে চিতা জ্বলিতে লাগিল। চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় সকলে সে দৃশ্য দেখিলেন। কিয়ৎক্ষণ কাহারও চক্ষুর পলক পড়িল না, মুখে একটী শব্দও উচ্চারিত হইল না, বা নয়নে বিন্দুমাত্র অশ্রু উদ্গত হইল না। ভীষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে চিতাগ্নি হুঙ্কারপূর্ব্বক জ্বলিতে লাগিল। অগ্নির বিরাট মূর্ত্তি নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইল। নদীবাহী একখানি নৌকার আরোহীগণ হাস্যকোলাহল ও গীতবাদ্য ক্ষণেকের জন্য বন্ধ করিয়া মানবজীবনের পরিণামদৃশ্য দেখিল। কিন্তু তাহাদের সে চিত্তচাঞ্চল্য ক্ষণিক, অন্ধকারময় ধরণীতে একবারমাত্র বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায়।

অতি শীঘ্র ঠাকুরদাসের দেহ ভস্মীভূত হইল। গঙ্গাজলে চিতা ধৌত করিয়া সকলে নীরবে স্নানপূর্ব্বক বাসায় ফিরিলেন। রমণীরা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। "দাদা, বাবাকে কোথায় রেখে এলে" বলিয়া মহালক্ষ্মী মূর্চ্ছিতা হইলেন।

ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রনাথ মাসাধিক শয্যাশায়ী। জরায় শরীর একেকালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মেজাজ অধিকতর রুক্ষ হইয়াছে, মানব মাত্রকেই বিষনয়নে দেখিতেছেন। রজনী ও ইন্দিরা অহর্নিশ সেবা করিতেছেন তথাপি তাঁহার বিশ্বাস কেহ তাঁহার যত্ন করে না। রুদ্রনাথ খেদ করিতেন যে সংসারটা বড় স্বার্থপর, তিনি লোকের জন্য এত করিলেন কিন্তু লোকে তাঁহার জন্য কিছুই করিল না। শ্যামা নাই, রজনীর চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে, গৃহে শান্তি ফিরিয়াছে, তথাপি রুদ্রনাথ সুখী হইতে পারিলেন না. মুখ সর্ব্বদা অসন্তোষ ও বিরক্তিব্যঞ্জক; ক্রুদ্ধ হইলে সম্মুখে যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই গালি দিতেন। রজনী সকল সহিয়া সুপুত্রের কার্য্য করিত,—পিতামাতার সেবায় ইন্দিরার যথাসাধ্য সাহায্য করিত।

ঠাকুরদাসের মৃত্যুসংবাদে দেবীপুরে হাহাকার পড়িয়া গেল। আপদ গিয়াছে মনে করিয়া রুদ্রনাথ আনন্দিত হইলেন। এইবার সুস্থ হইলে নির্ব্বিরোধে দেবীপুরের সমাজে কর্ত্তৃত্ব করিবেন আশা হইল। বিশ্বেশ্বর ও রাজমোহনকে তাহার আভাস দিলেন।

একদা প্রভাতে রজনী কন্যাক্রোড়ে অন্দরবাটীতে বসিয়া আছে, ইন্দিরা খুকীর মুখে খাবার দিতেছেন, এমন সময়ে একটী স্ত্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। উভয়ে সবিস্ময়ে চিনিলেন রমণী

শ্যামা। রজনী যেন বিষধরী সর্পী দেখিয়া ভয়ে চমকিয়া উঠিল, ইন্দিরার হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। শ্যামা উভয়ের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিল; নির্ভয়ে তাঁহাদের সমীপে আসিয়া খুকীকে ক্রোড়ে লইল এবং ইন্দিরা ও রজনীকে কুশল জিজ্ঞাসা করিল। রজনী নিরুত্তর; ইন্দিরা সন্ত্রস্তভাবে স্বামীর মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। শ্যামা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল "বাবা ও মা ভাল আছেন?"

"পরমেশ্বর, শীগ্‌গির মরণটা হলে বাঁচি, কেউ আর চেয়েও দেখে না!" কক্ষান্তরে রুদ্রনাথের কাতরোক্তি শ্রুত হইল। ইন্দিরা উঠিবার পূর্ব্বে শ্যামা দ্রুতপদে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া গললগ্নবাসে রুদ্রনাথের চরণ বন্দনা করিল। বিস্মিত হইয়া রুদ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও?"

শ্যামা—"বাবা, আমি শ্যামা। আপনার বিরাগদৃষ্টিতে পড়ে অবধি অশেষ কষ্ট পেয়েচি। দয়া করে পদাশ্রয় দিন্। দাসীকে আপনার পদসেবা কত্তে দিন।"

"শ্যামা! আয় বাছা, আয়। এতদিন কোথায় ছিলি?"

শ্যামা—"বাবা, আমি কাশী গেছিলাম। সেইখানেই জীবন শেষ কর্‌ব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পাপের দেহ, সে ভাগ্যি আমার নাই। আবার তোমাদের মায়ায় দেশে ফির্‌লাম।"

রুদ্রনাথের মন নরম হইল। শ্যামাকে ভাল চক্ষে দেখিলেন। তাহার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া বলিলেন "আমি রোজ ভাব্‌তাম, শ্যামা থাক্‌লে আমার এমন অবস্থা হ'ত না। এই দেখ আমি বাঁচিনে, এক রকম শয্যাশায়ী বল্লেই হয়, কিন্তু কেউ দেখে শোনে না, যত্ন টত্ন করে না।"

শ্যামা—"ওমা সেকি! বউ আপনার যত্ন করে না!"

রুদ্রনাথ—"করেন, আবার সময়ে সময়ে করেনও না। তাঁর দোষ দিই না; হয়ত সময় পান না বা আমার অদৃষ্ট মন্দ। তা আর যে দুটোদিন আছি তুই আমার যত্ন করিস্।"

শ্যামা পদসেবা করিতে বসিয়া গেল। ইন্দিরা কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, কি জন্য ডাক্‌ছিলেন?"

রুদ্রনাথ—"না, বিশেষ এমন কিছু না।"

ইন্দিরা "খুকীকে খাবার দিচ্ছিলাম বলে আসতে দেরী হয়েচে।"

রুদ্রনাথ—"এখন শ্যামা এসেচে, আর তোমাদের কষ্ট হবে না।"

রজনী উৎকর্ণ হইয়া কথোপকথন শুনিল। শুনিয়া অতীব উদ্বিগ্ন হইল।

শ্যামা প্রস্থান করিলে রজনী রুদ্রনাথকে বলিল "বাবা, আবার ঐ রাক্ষসীকে বাড়ীতে স্থান দেবেন?"

রুদ্রনাথ—"হাঁ। আমি মরে যাই তারপর যা হয় করিস্। তোরা ত দেখ্‌বি শুন্‌বি না।"

রজনী—"এখন থেকে দিবারাত্রি আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকব। পাপীয়সীকে ঘরে আস্‌তে দেবেন না।"

রুদ্রনাথ—"আমার সেবা করা তোর কর্ম্ম নয়। আমি ওসব কথা শুন্‌তে চাই না।"

গৃহিণী আসিয়া প্রতিবাদ করিলেন। রুদ্রনাথ ক্রোধে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইলেন; একটা ঝগড়া বাধার উপক্রম হইল। অবশেষে ইন্দিরা মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া উভয়পক্ষকে শান্ত করিলেন।"

"শ্যামা যদি আসে তা হলে আমাকে গৃহত্যাগ করতে হবে। ইন্দু, শ্যামাই সর্ব্বনাশ করল। আমাদের কপালে শান্তি নাই।" একান্তে ইন্দিরাকে এই কথা বলিয়া রজনী কাঁদিল।

শান্তির রাজ্যে ঘোর অশান্তির ছায়া পড়িল।

যাহা হউক, শ্যামা রুদ্রনাথের সেবায় নিয়োজিতা হইল। প্রাণপণে সেবা করিয়া দুই দিনেই সে রুদ্রনাথকে তাহার একান্ত পক্ষপাতী করিল। গৃহিণীও শ্যামার পরিচর্য্যা পাইতেন, কিন্তু তাঁহার শান্তি নষ্ট হইল। রজনী সাধ্যমত শ্যামার সম্মুখীন হইত না। গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল রজনী শ্যামাকে গৃহে আনিয়াছে। রজনী ঘৃণা ও লজ্জায় মর্ম্মাহত হইয়া ইন্দিরাকে বলিল এ তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের শাস্তি।

কিন্তু শ্যামার হৃদয়ে যে হিংসাবৃত্তি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে বর্দ্ধমানে রজনীকে মৃত্যুর কবলে ফেলিয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সহিত মিলনকল্পে আসিয়াছে কি সাহসে আমরা বুঝি না। শ্যামা মনে করিয়াছিল রজনী সেই ক্ষীণমনা তদ্গত প্রাণ রজনীই আছে; দুটা নরম কথার ছলনা, বড় জোর দুফোঁটা চোখের জলে আবার তাহার করতলগত হইবে। কিন্তু আসিয়া দেখিল সম্পূর্ণ বিপরীত, ইন্দিরা জিতিয়াছেন। রজনী তাহাকে ভয় ও ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে; তাহার সহিত বাক্যালাপেও পরাঙ্মুখ। শ্যামার প্রাণ পুড়িতে লাগিল। এ ব্যবহার তাহার পক্ষে অসহ্য। তৃতীয় দিবস শ্যামা রজনীকে একান্তে পাইয়া বলিল "হ্যাঁগা, তিনদিন তোমাদের পূজা কচ্চি, তবু প্রসন্ন হলে না! এত রাগ যে একবার মুখ তুলে চেয়েও দেখ না!"

রজনী উত্তর না দিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল। শ্যামা পথ আগুলিয়া পুনরায় বলিল "তা হচ্চে না। দুটো কথা বল্‌ব, দুটো কথা শুন্‌ব, তার পর পায়ে ঠেল, চলে যাব। তোমাকে বর্দ্ধমানে একা ফেলে গিইছিলাম বলে রাগ করেচ ?"

রজনীর চক্ষে বিদ্যুৎ ঝলসিল। সে উত্তর দিল "শ্যামা, পূর্ব্বের কথা ভুলে যাও। মিনতি করি আমাদের ছাড়। তার জন্য কি চাও বল, সাধ্যমত তা কর্‌বো।"

শ্যামা—"ছাড়্‌ব! তোমাকে ছাড়্‌ব! এ জীবনে নয়। তবে মেরে ফেল ত আপদ যায়।"

রজনী—"যদি নিঃস্বার্থভাবে বাবার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়ে থাক ত তুমি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্রী। তা হলে তুমি থাক। আর যদি এটা অছিলামাত্র হয়, তা হলে—"

শ্যামা—"তা হলে আর আসব না ?"

রজনী দৃঢ়স্বরে বলিল "না।"

শ্যামা—"আমি না এলে বুঝি ইন্দিরাকে নিয়ে সুখে ঘর করবে ?"

রজনী উত্তর দিল না। শ্যামা গর্জ্জিয়া উঠিল। রজনীকে তাহার সর্ব্বনাশকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিল। তাহার পর চোখে অঞ্চল দিয়া কাঁদিল। পুনরায় ক্রোধভরে রজনীকে ভর্ৎসনা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে রুদ্রনাথের সমীপে চলিল।

গোলমাল শুনিবামাত্র ইন্দিরা দৌড়িয়া আসিলেন এবং রজনীর মুখে ব্যাপার শুনিয়া ভীতা হইলেন। শ্যামার শত্রুতা মনে হইলে তাঁহার এখনও হৃৎকম্প হয়। না জানি অতঃপর শ্যামা কি ভয়ঙ্কর অনর্থ ঘটাইবে!

এদিকে রুদ্রনাথ শ্যামার মুখে শুনিলেন রজনী তাহাকে অপমানিত ও বাটী আসিতে নিষেধ করিয়াছে। শুনিয়া তিনি রজনীকে প্রচুর তিরস্কার করিলেন। কিন্তু রজনী এবার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। শ্যামা প্রস্থান করিবার সময় রজনী বলিয়া দিল সে যেন তাহার বাটী আর না আইসে।

নিষেধ সত্ত্বেও সপ্তাহকাল পরে একদা প্রভাতে শ্যামা রজনীর গৃহে আসিল। রন্ধনশালার দ্বারদেশ হইতে একবার অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় দ্রব্য দেখিয়া গৃহকার্য্যনিবিষ্টা ইন্দিরাকে সম্বোধন করিল "বউ, আজ তোমাদের সঙ্গে একবার শেষ দেখা কত্তে এলাম। মনে কিছু করো না ভাই।"

ইন্দিরা চমকিয়া দেখিলেন শ্যামা। দেখিয়া বসিতে বলিলেন, কারণ শত্রু হইলেও সে অভ্যাগতা। শ্যামা বসিল।

ইন্দিরা—"শেষ দেখা কি শ্যামা? তুমি কি দেবীপুরে থাকবে না?"

"আর কোন আশায় দেবীপুরে থাকব। মা আজ আছে কাল নাই। আমার এই দশা। এই সময়ে নিজের যা কিছু আছে নিয়ে কাশী যাই।" বলিয়া শ্যামা কাঁদিতে লাগিল।

ইন্দিরার মন বিচলিত হইল। ইত্যবসরে রজনী ইন্দিরাকে ডাকিল। "বস শ্যামা, আমি এখনই আসচি" বলিয়া ইন্দিরা প্রস্থান করিলেন।

শ্যামা চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া অঞ্চলাগ্র হইতে একটা মোড়ক বাহির করিল। উনানের পার্শ্বে কটাহে ক্ষীর প্রস্তুত ছিল; মোড়ক হইতে কিঞ্চিৎ শ্বেত চূর্ণ পদার্থ লইয়া শ্যামা নিমেষমধ্যে সেই ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল।

ইন্দিরা খুকীকে লইয়া সত্বর ফিরিলেন। শ্যামা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ঝর ঝর অশ্রুত্যাগ করিল, তৎপরে ইন্দিরার নিকট বিদায় লইয়া রুদ্রনাথের কক্ষে উপস্থিত হইল। রুদ্রনাথ তাহার দেশত্যাগ সঙ্কল্প শুনিয়া ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন "যে কদিন তুই সেবা করেছিলি বেশ ছিলাম; তার পর সকলেই তাচ্ছিল্য করেচে।"

শ্যামা—"অপমান লাঞ্ছনা আর সইতে পারি না। বিদায় দিন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন কাশীতে আমার মৃত্যু হয়।"

রুদ্রনাথ রজনীকে ডাকাইলেন। তাহার সমক্ষে শ্যামাকে বলিলেন "কার সাধ্য তোকে তাড়ায়! তুই থাক। রজনী যদি আর কখন তোকে কিছু বলে ত সে আমার ত্যজ্যপুত্র।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ক্রোধ ও উত্তেজনায় মুহুর্মুহুঃ কাশিতে লাগিলেন। রজনী অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

এদিকে শ্যামা প্রস্থান করিলে ইন্দিরা গৃহকার্য্যে নিবিষ্টা হইলেন। শ্যামার গতায়াত, রজনীর লাঞ্ছনা ও রুদ্রনাথের তিরস্কারে তিনি এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে রুদ্রনাথের কক্ষের কথোপকথন তাঁহার কিছুমাত্র কৌতূহল উৎপাদন করিল না। খুকীকে খাওয়াইবার জন্য কটাহ হইতে কিঞ্চিৎ ক্ষীর লইবেন মনস্থ করিয়াছেন এমন সময়ে প্রাঙ্গণে কে ডাকিল "মা, ওমা।" কণ্ঠস্বরে ইন্দিরা চিনিলেন; আহ্লাদভরে বাহিরে আসিয়া হরিদাসকে সম্ভাষণ করিলেন "এস বাবা। ভাল আছ?"

হরিদাস প্রণামপূর্ব্বক বলিল "আজ্ঞা হাঁ। একমাস পরে আবার চরণদর্শন কত্তে এলাম। আপনি ভাল আছেন?"

অকস্মাৎ রুদ্রনাথের বিকট কণ্ঠরব শ্রুত হইল 'রজনী যদি

আর কখন তোকে কিছু বলে ত সে আমার ত্যজ্যপুত্র। দাস সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "ও কি মা!" ইন্দিরা শ্যামার আগমন বৃত্তান্ত বলিলেন।

হরিদাস—"রাক্ষসী আবার এসেচে! তাকে বাড়ীতে কত্তে দিয়েচেন কোন সাহসে, সবাইকে যে মেরে ফেলবে!

ইন্দিরা—"শ্যামা আজ কাশী যাবে বলে বিদায় এসেচে।"

হরিদাস—"সর্ব্বনাশ! মা আজ খুব সাবধান!"

ইন্দিরা—"সে কি বাবা! কেন?"

"এস মা, আজ তোমাদের সুখের পথের কণ্টক দূর ক' বলিতে বলিতে হরিদাস দ্রুতপদে রুদ্রনাথের কক্ষে প্রবে' করিল। ইন্দিরা তাহার পশ্চাতে আসিয়া বারান্দায় দণ্ডায়মানা হইলেন।

"কে তুই?" বলিয়া রুদ্রনাথ হরিদাসের প্রতি ভীষণ কটাক্ষ করিলেন।

হরিদাস—"আমার স্ত্রীর সন্ধানে এসেচি। শুনলাম সে আপনার গৃহে আছে।"

রজনী—"হরিদাস!"

রুদ্রনাথ—"কোথায় তোর স্ত্রী? রজনী, এ পাগলটাকে দূর করে দে।"

"ঐ! ঐ আমার স্ত্রী! ঐ সেই পিশাচী!" বলিতে বলিতে হরিদাস গর্জ্জনপূর্ব্বক শ্যামার দিকে অগ্রসর হইল। শ্যামা চীৎকার ধ্বনি করিল। রজনী ও রুদ্রনাথ সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন।

ইন্দিরা উচ্চহাস্য-সহকারে বলিল "শ্যামা, আমাকে চিন্তে ক্রোড়ে ; সত্তর বৎসর পূর্ব্বে একদিন লাথি মেরে তাড়িয়েছিলি, নিকট বিমনে পড়ে ? তার চিহ্ন আজও এই হৃদয়ে আঁকা তাহার!"

তুই সোমা পুনরায় চীৎকার ধ্বনি করিয়া রুদ্রনাথের পশ্চাতে করেনে লইল।

রুদ্রনাথ—"হরিদাস, তুমি—"

দিন রিদাস—"হাঁ আমিই রামচরণ দাস ;—ঐ পাপীয়সীর পূর্ব্ব-। । রামচরণ মরে নাই।"

ব রজনী বজ্রাহতের ন্যায় ভূতলে বসিয়া পড়িল।

ম হরিদাস—"আজ তিন বৎসর আমি প্রচ্ছন্নভাবে রাক্ষসীর লীলা দেখিতেছি। এই তিন বৎসরের মধ্যে আমি অনেকবার উহাকে দেখা দিয়াছি। গণকবেশে উহারই গৃহে প্রথম সাক্ষ্যাৎ হয়। এই বাটীতে ভিখারীর বেশে দ্বিতীয়বার সাক্ষ্যাৎ, সে দিন পাপীয়সীর হস্তে অপমানিত হই। তৃতীয়বারে উত্তর মাঠের কালী-মন্দিরে আমার অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ নিদর্শন উহাকে দিয়াছিলাম। যখন মাকে নন্দীগ্রাম হইতে দেবীপুরে লইয়া আসি সেই সময় পথিমধ্যে উহার সহিত চতুর্থবার সাক্ষ্যাৎ হয়। আঃ পাপ, জানি না ইতিপূর্ব্বে কেন তোর প্রাণসংহার করি নাই !"

হরিদাস শ্যামাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। শ্যামার দেহকম্পনে রুদ্রনাথের খট্টা কাঁপিতে লাগিল। "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিয়া শ্যামা রুদ্রনাথের চরণ ধারণ করিল।

হরিদাস—"সয়তানি, আজ তোরই মুখে তোর পাপের ইতি-

হাস শুনব। বল, এখন নরহত্যা ছাড়া আর কোন পাপ কাজ তোর বাকি আছে।"

শ্যামা এবার যে করুণ চীৎকারধ্বনি করিল ইন্দিরা তৎশ্রবণে অতীব বিচলিত হইয়া দ্রুতপদে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

ইন্দিরা—"হরিদাস, তুমি ত শ্যামাকে ক্ষমা করেচ, তবে আর কেন?"

হরিদাস—"ওমা, ও যে কালসাপ! ঘরে কালসাপ থাকতে নিশ্চিন্ত! ওর বিষে যে প্রাণ হারাবেন!"

শ্যামা সেই অবসরে বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল।

হরিদাস রজনীকে ধরাসন হইতে উঠাইল এবং বাহিরে লইয়া গিয়া বলিল "আমার জীবনের রহস্য আজ প্রকাশ করিয়াছি। আপনি কিছুমাত্র লজ্জিত হইবেন না। মা আমার ইতিহাস জানিতেন।"

রজনী—"শ্যামা অপেক্ষা আমি কম পাপীয়ান নহি, আর হরিদাস, তোমার মত মহৎ চরিত্র আমি দেখি নাই।"

হরিদাস—"সে কেবল মায়ের চরণের কণামাত্র অনুগ্রহে। মা আমাদের উভয়কে রক্ষা করিয়াছেন মায়ের দয়ায় উভয়ে মনুষ্যত্বের অধিকারী হইয়াছি।"

ইন্দিরা রন্ধনশালায় গিয়া দেখিলেন একটা বিড়াল ক্ষীরটুকু ভক্ষণ করিয়া কটাহের পার্শ্বে টলিতেছে। দেখিতে দেখিতে মার্জ্জার ধরাশায়ী হইল এবং তাহার আকৃতিতে মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ প্রকটিত হইল। ইন্দিরা সবিস্ময়ে রজনী ও হরিদাসকে সেই ঘটনা দেখাইলেন। হরিদাস জিজ্ঞাসা করিল "মা, শ্যামা রান্নাঘরে এসেছিল?"

ইন্দিরা—"হাঁ। আমি তাকে একা রেখে ওঘরে গেছিলাম।"

হরিদাস—"সর্ব্বনাশ, শ্যামা খাবারে বিষ দিয়েচে! রাক্ষসী আজ আপনাদের জীবননাশ কত্তে এসেছিল, ভগবানের কৃপায় রক্ষা পেয়েচেন।"

ইন্দিরা ভয়ে হতবুদ্ধি হইলেন। হরিদাস রন্ধনশালার যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য ফেলিয়া দিল।

* * * * *

অনতিবিলম্বে দেবীপুরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল শ্যামা বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শুনিয়া রুদ্রনাথ মৌনী হইলেন। তিনি অতঃপর আর কাহারও সহিত বেশী বাক্যালাপ করিতেন না।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরদাসের মৃত্যুর পর চারিমাস অতীত হইয়াছে। রাধিকা-প্রসাদ সপরিবার কলিকাতায় আসিয়াছেন, মহালক্ষ্মী ও বিজয়কে লইয়া আসিয়াছেন। পরস্পরের মুখ দেখিয়া সকলেই সে দুঃসহ শোক অল্পে অল্পে ভুলিতেছেন; বিষাদঘনাবৃত বদনে অল্পে অল্পে হাসির ক্ষীণালোকছটা ফুটিয়া উঠিতেছে; যে সংসার বাসের অযোগ্য মনে হইয়াছিল তাহাতে সকলেরই অল্পাধিক মন বসিতেছে। একমাত্র বিজয় শান্তিহীন।

রাধিকাপ্রসাদের ইচ্ছা কালাশৌচান্তে বিজয়ের বিবাহ দিবেন; ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে মহালক্ষ্মীর তত্ত্বাবধানে দেবীপুরের বাটীতে রাখিবেন, বিজয় বিষয়সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। কিন্তু বিজয়ের আকার ইঙ্গিতে বোধ হইল সে আশা দূরপরা-হত। এই কাল মধ্যে একদিনও কেহ বিজয়কে হাসিতে দেখে নাই।

সামাজিক বিজয় লোকসমাজ পরিহার করিয়াছেন। বাক্-পটু বিজয় বাক্যালাপে পরাঙ্মুখ আমোদপ্রিয় বিজয় আর গান তামাসার স্থানে দৃক্‌পাতও করেন না। যুবক হৃদয়ভরা কি এক দুঃখের ভারে নিপীড়িত। এ সংসারে বুঝি তাঁহার সুখের সামগ্রী আর কিছু নাই। নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া, কাঁদিয়া বিজয়ের আরাম। বিনয়ার মূর্ত্তি তাঁহার অস্থি মজ্জায় অঙ্কিত; বিনয়ার স্মৃতি তাঁহার চিন্তায় জড়িত, বিনয়ার গুণাবলী তাঁহার

চৈতন্তের সারভূত হইয়া আছে। বিজয়ের শয়ন ভ্রমণ সকলই বিনয়ার চিন্তা উদ্দেশে। স্বপ্নে, জাগরণে, অহনিশ বিজয় দেখিতেন বিনয়ার মূর্ত্তি।

সেই সুবর্ণ-প্রতিমা! কুসুম হইতেও সুকোমল, বসন্ত সমীরণ হইতেও সুখস্পর্শ,কোকিলা হইতেও মধুরকণ্ঠা, সুধা হইতেও সুধাময়ী সেই রমণীরত্ন! হায়, এ জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে আর সে ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত হইবে না। না হউক, তাহাতে ক্ষতি কি, তাহার স্মৃতি যে বিজয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত। সে স্মৃতি কি বিনয়ার প্রেমোপভোগের পূর্ণ সহকারী নহে ?

নির্জ্জনে বিনয়ার ধ্যানকল্পে বিজয় সময়ে সময়ে মহানগরী ত্যাগ করিতেন; পল্লীর নিভৃত স্থানে, বৃক্ষতলে বা নদীতীরে বসিয়া চিন্তামগ্ন হইতেন। অপরাহ্নে পল্লীরমণীরা নদীতে জল আনিতে গিয়া দেখিতে পাইত ধারাবিগলিতগণ্ড যুবক মুদিত-নয়নে স্থাণুর ন্যায় উপবিষ্ট। তাহারা দুদণ্ড দাঁড়াইয়া সে সমাধিস্থ মূর্ত্তি দেখিত, দুঃখে তাহাদের প্রাণ ভরিয়া যাইত। সময়ে সময়ে সূর্য্যও প্রেমিকের তন্ময়তায় মুগ্ধ হইয়া যেন অস্তগমনে বিলম্ব করিতেন। শাখায় বিহঙ্গ কূজন করিত, বিজয়ের মনে হইত তাহারা বিনয়ার গুণ গাহিতেছে। সমীরণ বন্য-কুসুমের সুরভি বিজয়ের নাসারন্ধ্রে ঢালিত, বিজয়ের মনে হইত বিনয়া স্বর্গ হইতে তাঁহাকে প্রীতিউপহার প্রেরণ করিতেছে। প্রকৃতি তৎকালে পঞ্চেন্দ্রিয়ে বিনয়ার জ্ঞানোৎপাদন করিত।

নিশীথে আকাশে মেঘসঞ্চার হইলে বিজয়ের প্রাণ বড় অস্থির হইত। তখন কত পূর্ব্বকথা তাঁহার মনে উদিত হইত,

কত 'হা হুতাশে' হৃদয় আলোড়িত হইত। বিনয়াকে একাকিনী শ্মশানে রাখিয়া আসিয়াছেন; এই অন্ধকার, মেঘ, ঝড় ও বৃষ্টি আসিতেছে; কিন্তু শ্মশানে একাকিনী তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব! ওঃ! বিজয় যন্ত্রণায় উন্মত্তের ন্যায় কক্ষমধ্যে ছুটাছুটি করিতেন। গৃহচূড়ায় প্রতিহত বায়ুপ্রবাহের ধ্বনিতে বিজয় যেন সুস্পষ্ট শুনিতে পাইতেন বিনয়ার সেই ভয়ঙ্কর শেষ বিদায় 'প্রাণেশ্বর, বিজয়, আমি এ জন্মের মত চলিলাম।' জানালা অকস্মাৎ উন্মুক্ত করিয়া সমীরণ যেন বিনয়ার কোমল কণ্ঠধ্বনি শুনাইত 'বিজয়।' কখন কখন বিজয় স্বপ্নাবেশে বিনয়ার অবাস্তব সঙ্গ উপভোগ করিয়া দরিদ্রের রত্নলাভের ন্যায় সুখোন্মত্ত হইতেন, কিন্তু হায় সেই ভয়ঙ্কর বিদায় ধ্বনিতে প্রতি স্বপ্নের অবসান হইত—'বিজয়, প্রাণেশ্বর, আমি চলিলাম।'

রাধিকাপ্রসাদ এ সকল লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। বিজয়কে প্রফুল্ল রাখিতে তিনি বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেন কিন্তু সকলই বিফল হইল। আমোদ আহ্লাদ উৎসবের স্থানে বিজয়কে লইয়া যাইতেন কিন্তু বিজয় তথায় স্বীয় অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী বিষাদচিন্তায় তন্মনা হইতেন। প্রহসনের সরস অভিনয়ে যৎকালে দর্শকমণ্ডলী হাস্যরোল তুলিত রাধিকাপ্রসাদ দেখিতেন বিজয়ের মন তথায় নাই, যেন কোন দূরদেশে কাহার সন্ধানে ফিরিতেছে। রাধিকাপ্রসাদ যখন বিজয়কে অভিনয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন বিজয় লজ্জিত হইয়া একটা অসংলগ্ন উত্তর দিতেন।

একদা এক রঙ্গালয়ে বিজয় নরেন্দ্র, বিনোদ ও কুমুদিনীকে দেখিলেন। বিনয়ার শেষ কথাগুলি তাঁহাদিগকে বলিতে বিজ-

য়ের ইচ্ছা হইল। বিজয় তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন "দাদাবাবু, বৌদিদি, আমাকে চিন্তে পারেন ? বিনোদ আমাকে চিন্তে পার ?"

নরেন্দ্র—"This must be eh—?"

বিনোদ—"বিজয় !"

কুমুদিনী—"বিজয় বাবু !"

নরেন্দ্র—"Ah, Bejoy Babu, you remind us of days long gone by. Yes, the memory is rather painful."

বিজয়—"বিনয়ার পরলোকগমনের সংবাদ আমি দিতে আসি নাই, তাহা আপনারা অবশ্যই জানেন। তাঁহার শেষ-কালের কয়েকটী কথা বলিতে আসিয়াছি।"

নরেন্দ্র—"কি কথা ?"

বিজয়—"বিনয়া বলে গেছেন 'দাদা ও বৌদিদির সঙ্গে দেখা করে আমাকে ক্ষমা কত্তে বলো, আর বলো যে তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না'।"

নরেন্দ্র—"কৃতজ্ঞতা ! After having deserted us in that fashion ! সে আমাদের বড় আশায় নিরাশ করেচে। আমাদের শত্রুহাসান হয়েচে মাত্র।"

বিজয়—"বিনয়া আমার ধর্ম্মপত্নী। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমরা ধর্ম্মসাক্ষী করে পরস্পরকে স্বামী ও স্ত্রীত্বে বরণ করেছিলাম।"

নরেন্দ্র—"মৃত্যুকালে বিবাহ !"

বিজয়—"হাঁ, আর সুযোগ ঘটিল কৈ।"

নরেন্দ্র—"অহাকে বিবাহ বলা যায় না। It was a

mockery of marriage. Her desertion was looked upon by the world as an elopement."

কুমুদিনী—"ছুঁড়ীর জন্য মা শয্যাশায়ী, বোধ হয় রক্ষা পান না; বাবাও অত্যন্ত কাতর। তা বিজয় বাবু আপনি বোধ হয় বিবাহ করেচেন ?"

বিজয়ের মুখ রক্তবর্ণ হইল। নিষ্ঠুর, এই তোমাদের ধর্ম্ম, এই উন্নত মন। কোথায় বিনয়ার নাম শুনিয়া তোমাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইবে, তাহার জন্য অশ্রুপাত করিবে, না এই! বিনয়ার সহিত তোমাদের স্বার্থ-সম্বন্ধ, তাহার বিবাহ দিতে পার নাই বলিয়া তোমাদের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে! ধিক্। বিজয় আর বাক্যালাপ না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

হরকুমারের মৃত্যু হইল। পুত্রের ক্রোড়ে ভগ্নহৃদয় হরকুমারের ইহলীলা ফুরাইল। তিনি সুরেশকে রাধিকাপ্রসাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া রোরুদ্যমানা সহধর্ম্মিনীকে সুরেশ ও অশোকের মুখ দেখিয়া শান্ত হইতে বলিয়া গেলেন। বিপুল ঋণভার সুরেশের স্কন্ধে পড়িল। তৎসম্বন্ধে হরকুমার সুরেশকে রাধিকাপ্রসাদ ও অতুলের যুক্তিমত কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

শ্রাদ্ধান্তে দেখা গেল যে বাসগৃহ ও বাগানবাগিচাসমেৎ সমুদয় বিষয় বিক্রয় করিলে ঋণ পরিশোধিত হইতে পারে। বাড়ীখানি বাঁধা রাখিয়া অপর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলা যুক্তিযুক্ত স্থির হইল। তৎপরে সংসারের একটা ব্যবস্থা;—সে সম্বন্ধে রাধিকাপ্রসাদ সুরেশকে বলিলেন, 'বাবা, আমি যতদিন আছি তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার পিতা সকল ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন। তুমি নির্ভাবনায় আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হও। আমাদের আশা, তুমি উপায়ক্ষম হইয়া অসময়ে আমাদের ভার লইবে।' বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অতুলের সহিত একমতে স্থির হইয়াছিল। তাহার সমর্থনপূর্ব্বক অতুল সুরেশকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে সুরেশকে একবার বর্দ্ধমানে আসিতে অতুল বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রাধিকাপ্রসাদ অশোক ও সুরেশকে লইয়া কলিকাতায়

আসিলেন। সপ্তাহকাল শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করিয়া শান্তিহীন সুরেশ একদা গোপনে কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

অপরাহ্ণে অতুল বহির্ব্বাটীতে বসিয়া আছেন, শরৎ শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতেছে, এমন সময় সুরেশ তথায় উপস্থিত হইলেন। অতুল বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ করিয়া দেখিলেন সুরেশ কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইয়া অতুল বলিলেন "কেঁদ না ভাই। সংসারে সকলেরই এক দশা।"

সুরেশ অশ্রু মুছিয়া বলিলেন "না অতুল, আমি বাবার সঙ্গে সব হারিয়েচি। ঘরবাড়ী, বাগানবাগিচা, জমিজমা,—আমার বলতে আর কিছু নাই। এমন হতভাগ্য আর কা'কেও দেখেচ? আমি সংসার ত্যাগ করব স্থির করে তোমাদের সঙ্গে শেষ দেখা কত্তে এসেচি।"

অতুল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি সুরেশ!"

সুরেশ—"হাঁ, সত্যই বলিচি। পৃথিবীতে আমার ন্যায় হতভাগ্যের স্থান নাই।"

অন্দরসংলগ্ন দ্বার ঈষৎ আন্দোলিত হইল। অতুল শরতের শিক্ষককে বিদায় দিলেন। দ্বার খুলিয়া মন্থরগতিতে হিরণ্ময়ী সুরেশের সম্মুখীন হইয়া বলিল "তুমি কি বললে সুরেশ?"

সুরেশ পুনরায় কাঁদিলেন। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া বলিলেন "দিদি, আমি সংসারে থাকলে পাগল হয়ে যাব, তাই সংসার ত্যাগ করা স্থির করিচি।"

সুরেশের দক্ষিণহস্ত গ্রহণ করিয়া হিরণ্ময়ী বলিল "ওমা সে কি! অশোকের দশা কি হবে! তোমার মা ভাইএর উপায় কি হবে! ষাট্, অমন কথা মুখে আন্‌তে নাই। কি দুঃখে তুমি

এমন ভয়ানক সঙ্কল্প করেচ ভাই? ও বিপদ সংসারে কার না ঘটে।"

সুরেশ—"হায়, বাবা অকূল পাথারে ফেলে গেছেন। আমাদের আর কিছু নাই। মা, ভাই, স্ত্রীকে খেতে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই।"

অতুল—"সুরেশ, তুমি কি জান না, আমার পিতা কি অবস্থায় আমাদের ফেলে গেছিলেন। আমি তখন বালক, দুটী শিশু ভাই বোন, আর মা; অবস্থা—কপর্দ্দকশূন্য। আমরা কিসে রক্ষা পেলাম? বন্ধুহীন কখন হইনি। স্বর্গীয় দাদামহাশয় ও কাকার অনুগ্রহে আমরা রক্ষা পেয়েচি এবং তাঁদের কৃপায় আজ আমাদের এই অবস্থা। ঈশ্বর আছেন, সকলের ব্যবস্থা তিনিই কচ্চেন।"

সুরেশ—"ভাই, সংসারের ভারগ্রহণের বয়স আমার অনেকদিন হয়েচে। অশোকের জন্য ভাবি না, সে বাপের আশ্রয়ে কিছুকাল থাকতে পারে; কিন্তু আমার মা ও ভাইএর অন্নের জন্য অন্যের মুখচেয়ে থাকতে হবে, এ চিন্তা বিষতুল্য। আশু অর্থোপার্জ্জন ও সংসারত্যাগ এই দুয়ের একটী আমার পথ।"

অতুল—"ভাই, ঐ চিন্তায় একসময় আমার জীবন যন্ত্রণাময় হয়েছিল। সে বিবাহের পর। কাকার সুপরামর্শ ও সাহায্যে সেযাত্রা এক মহাভ্রম হতে রক্ষা পাই। তোমারও আজ সেই অবস্থা দেখচি। ধৈর্য্য অবলম্বন কর; সংসারটা স্থিরচিত্তে বুঝে দেখ। অশোক, মা, ভাই, সকলের মুখচেয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। এই ত উদ্যমের সময়। আমাদের দ্বারা কি তোমার এতটুকুও সাহায্য হবে না!"

অতুলের সান্ত্বনা-বাক্য বিশেষ ফলবান হইল। সুরেশের হৃদয়ে লুপ্তপ্রায় আশা জাগিয়া উঠিল।

সংবাদ পাইয়া চারুশীলা সত্বর বহির্ব্বাটী আসিলেন; সুরেশের বিরস মুখখানি দেখিয়া দুঃখভরে কিয়ৎক্ষণ কাঁদিলেন, তৎপরে মধুর বাক্যে সুরেশকে বুঝাইতে লাগিলেন। মাতার বেদনা তাঁহার মুখে পরিস্ফুট ব্যক্ত হইল। সুরেশ নৈরাশের অন্ধতমঃ হইতে সান্ত্বনার আলোকে উপনীত হইলেন। অতুল-পরিবার জীবন্ত দৃষ্টান্তের ন্যায় তাঁহার কর্ত্তব্যপথ পরিষ্কৃত করিয়া দিল। সুরেশ আহ্লাদভরে অতুলের হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন "ভাই, আমি মহাভ্রমে পতিত হয়েছিলাম।"

তারযোগে রাধিকাপ্রসাদের নিকট সুরেশের সংবাদ প্রেরিত হইল।

অতুল কাছারী যাইবার পূর্ব্বে সুরেশকে হিরণ্ময়ীর জিম্মায় রাখিয়া শক্ত পাহারা দিতে বলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী (তখন আসন্নপ্রসবা) সুরেশের পথ আগুলিয়া সাহাস্যে বলিলেন "বেশ যা হ'ক, আমার কি আর দৌড়বার ক্ষমতা আছে। তা ভাই, আমি বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচব না। তোমাকে ও অশোককে একত্র দেখি, তার পর যদি মরে যাই তখন যা ইচ্ছা করো। আমি বেঁচে থাকতে আর কোথাও যেতে পাচ্চ না।"

সুরেশ—"না দিদি, আমি আর কোথাও যাব না।"

হিরণ্ময়ী—"আচ্ছা, তুমি সইকে ফেলে কোন প্রাণে বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিলে? আমি জানতাম তুমি একটা মানুষের মত মানুষ, কিন্তু এখন দেখছি তোমাদের জাতটাই ওই রকম।"

সুরেশ লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

শঙ্খ ও হুলুধ্বনি মধ্যে হিরণ্ময়ী এক কন্যা প্রসব করিল। আহুত হইয়া ইতিপূর্ব্বে অশোক ও মহালক্ষ্মী বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখ দেখিয়া হিরণ্ময়ী প্রসবের ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিল।

এক সপ্তাহকাল অহোরাত্র যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা মহালক্ষ্মী হিরণ্ময়ীকে সুস্থ করিলেন। ষষ্ঠীপূজার পর হিরণ্ময়ী কন্যাক্রোড়ে গৃহে প্রবেশ করিলে মহালক্ষ্মী খুকীর নাম রাখিলেন 'রাণী'। অশোকও তন্মুহূর্ত্তে দখলিসত্ত্ব সাব্যস্তপূর্ব্বক খুকীকে ক্রোড়ে লইল। সে সর্ব্বদা রাণীকে লইয়া থাকিত, তাহার মুখচুম্বন করিয়া সোহাগ আদর করিত এবং লজ্জাশীল অতুলের ক্রোড়ে অতর্কিতভাবে খুকীকে রাখিয়া আনন্দে করতালি দিয়া হাসিত। বস্তুতঃ মহালক্ষ্মী ও অশোককে পাইয়া অতুলপরিবার বড়ই সুখী। সুরেশ এ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানেই রহিয়াছেন।

কিন্তু মহালক্ষ্মী আর অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। অনুপমা অসুস্থ, বিজয় সংসারবিরাগী, রাধিকাপ্রসাদ তাহাদিগকে লইয়া বিব্রত। সুতরাং সকলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহালক্ষ্মী বিদায় লইলেন। অশোক ও সুরেশকে অতুলপরিবার কিছুতেই আসিতে দিবে না। মহালক্ষ্মী সুরেশকে মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া গেলেন 'বাবা, উতলা হয়ো না; অতুলের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করো।'

"অতুল ও হিরণ্ময়ী অশোকের মুখে স্বভাবসুলভ আনন্দ কৌতুকের মধ্যেও বিষাদছায়া লক্ষ্য করিতেন। অশোক যেন দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হিরণ্ময়ী বারম্বার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া একদিন উত্তর পাইল "ভাই, তুই কি আর বুঝতে পাচ্চিস না। আমাদের ভাবনায় উনি অসুখী, তা জেনেও কি প্রাণ স্থির থাকে। এ সময় যদি মরণটা হ'ত" বলিতে বলিতে অশোক কাঁদিল।

হিরণ্ময়ী—"আজও সুরেশের মন স্থির হয়নি?"

অশোক—"না ভাই। কি করবেন, কি হবে সর্ব্বদা এই চিন্তা কিছুই স্থির কত্তে পাচ্চেন না। কাল বলছিলেন যে বাড়ী যাবেন।"

অশোকের হাত ধরিয়া হিরণ্ময়ী অতুল ও সুরেশের সকাশে উপস্থিত হইল; অশোকের প্রমুখাৎ যাহা শুনিয়াছিল বিবৃত করিয়া সুরেশকে বলিল "তুমি আমাদের মতলব আজও বুঝতে পারনি? তবে শোন,—যত দিন আইন পরীক্ষায় পাশ না হচ্চ আমাদের এখানে ততদিন তুমি বন্দী।"

সুরেশ—"দিদি, আমার মন যে প্রবোধ মানচে না। টাকা উপার্জ্জন একান্ত দরকার হয়েচে।"

হিরণ্ময়ী—"ঘর ছেড়ে বেরুলেই ত আর টাকা উপার্জ্জন হয় না। টাকা কিছু রাস্তা ঘাটে পড়ে নাই। আগে পথ স্থির কর তার পর বেরিও।"

অতুল—"সুরেশ, আর ইতস্ততঃ করো না। যেমন করেই হ'ক তোমাকে আইন পরীক্ষা পাশ কত্তে হবে। ঋণ শোধ, বিষয় ও বাড়ীর উদ্ধার, যা কিছু বল, ওকালতিতে পসার হলে অল্প সময়ের মধ্যে সব করতে পারবে।"

সুরেশ—"যে কাল পড়েচে, আমার মত অসহায় নির্ধন লোকের কি আর পসার হবে?"

অতুল—"তোমার পসারের জন্য আমি দায়ী।"

সুরেশ—"ভাই, প্রধান চিন্তা মা ভাইয়ের ভরণপোষণের কি উপায় করি।"

অতুল—"কাকা ত সে ভার নিয়েচেন। তাতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

সুরেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অশোক অতুলকে বলিল "দাদা. আমার ত গহনা কথানি রয়েচে। কিছু কম দুহাজার টাকা দাম হবে। তার জন্য ভাবনা কি?"

সুরেশ—"অশোক, আবার ঐ কথা!"

অতুল—"সে ভার আমাকে দাও। তুমি উপায়ক্ষম হলে সুদে আসলে সব টাকা ধরে নেব। আমার কাছে ঋণী থাকতে তোমার আপত্তি নাই?"

সুরেশ দুই হস্তে অতুলের গ্রীবা বেষ্টনপূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন "অতুল, এতদিনে আমার কর্ত্তব্য পথ সুপরিষ্কৃত হল। আর আমি ইতস্ততঃ ক'রব না।"

হিরণ্ময়ী—"তা হচ্চে না। শপথ কর, আইন পাশ করা পর্য্যন্ত আমাদের এখানে বন্দী থাকবে।"

সুরেশ—"এমন স্নেহের কারাগারে বন্দী থাকা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে।"

অশোক ইদানীং সুরেশের সমক্ষেই অতুলের সঙ্গে কথা

কহিত। সে আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিল এবং অতুলের হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিল "অতুলদাদা, এ যাত্রা বুঝি বাঁচালে। তোমাদের এ চেষ্টা ভিন্ন ওঁকে ফেরাবার আর কোন উপায় ছিল না। উনি এমনি অধীর হয়ে পড়েছিলেন।"

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রনাথের গৃহ, রজনী ও ইন্দিরার গৃহস্থালী আমরা অনেক দিন দেখি নাই। মজ্জাপ্রবিষ্ট কীট বিনষ্ট হইলে বিশুষ্ক তরু পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পত্রপুষ্পে শোভমান হয়, শ্যামার মৃত্যুর পর রুদ্রনাথের গৃহে সেইরূপ পুনর্জীবনের আবির্ভাব হইয়াছে। জীর্ণসংস্কার দ্বারা পুরাতন গৃহের বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। ইন্দিরা সে গৃহের গৃহিণী। স্থবির, রুগ্ন শ্বশুর শাশুড়ীর যথাসম্ভব পরিচর্য্যা, গার্হস্থ্যের সকল কার্য্য তাঁহাকে একাকী করিতে হইতেছে। ইন্দিরা একাধারে গৃহিণী ও দাসী। সে জীবন কি সুখের। প্রত্যূষ হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত গৃহকার্য্য ; তৎপরে কিয়ৎক্ষণ শ্বশুর ও শাশুড়ীর পদসেবা করিয়া ইন্দিরা শয়ন করিতেন। প্রায়শঃ রুদ্রনাথের অযথা তিরস্কার ও কর্কশ বাক্য প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিতেন ; রজনী তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইলে ইন্দিরা হাসিমুখে তাহাকে বুঝাইতেন। স্বামীর আদর ও কন্যার স্নেহে ইন্দিরার জীবন অধুনা পূর্ণ।

রজনীর শ্রমশীলতায় গ্রামবাসীগণ চমৎকৃত। কৃষিকার্য্যের বিরাট ব্যবস্থা করিয়া রজনী তাহার তত্ত্বাবধান করে। প্রত্যূষ হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, তৎপরে অপরাহ্নে কিয়ৎক্ষণ, কৃষিপরিদর্শন। অবসরকালে রজনী বৈষয়িক খাজনা নিজে সংগ্রহ করিত। শ্রান্তদেহ রজনী ঘরে ফিরিলে ইন্দিরা সকল কাজ ফেলিয়া স্বামীকে ব্যজন করিতেন ; শ্রান্তি দূর হইলে

খুকীকে ক্রোড়ে দিয়া খাবার দিতেন, তাহার সুখের সীমা থাকিত না। রজনীর স্নানাহার হইলে ইন্দিরা তাহার পাতে খাইয়া চরিতার্থ হইতেন।

একদিন দ্বিপ্রহরের সময় রজনী ঘর্ম্মাক্তদেহে গৃহে ফিরিল; ললাট হইতে স্বেদরাশি মুছিয়া খুকীর নাম ধরিয়া ডাকিল। ইন্দিরা ব্যস্তসমস্তভাবে রন্ধনশালার বাহিরে আসিয়া হাস্যমুখী খুকীকে রজনীর ক্রোড়ে দিলেন। রজনী কন্যার মুখচুম্বনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ইন্দু, রান্না বাড়া হয়ে গেছে? বাবা ও মার খাওয়া হয়েচে?"

ইন্দিরা—"হ্যাঁ। বাবার খাওয়া হয়েচে। তোমার খাওয়া না হলে ত মা খাবেন না।"

রজনী—"সে কি! রোগা মানুষ, এতবেলা পর্য্যন্ত না খেয়ে রয়েচেন?"

ইন্দিরা—"আমি কত বুঝালাম, তা শুন্‌লেন না। তোমার কথা তুলে বললেন 'সে তেতে পুড়ে অনাহারে রয়েচে, আমি কোন প্রাণে খাব!' তুমি একটু জিড়িয়ে স্নানাহার করে নাও, তবে মা খাবেন।"

রজনী খুকীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিল। ইন্দিরা ব্যজন করিতে লাগিলেন। "রজনী এলি" বলিয়া মাতা ধীরপদবিক্ষেপে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রজনীর শিরে ও পৃষ্ঠে সস্নেহে হস্তাবমর্ষণ-পূর্ব্বক বলিলেন "বাছা আমার, এতবেলা পর্য্যন্ত এককোঁটা জল তোর পেটে পড়ে নি।"

মুহূর্ত্তমধ্যে রজনীর শ্রম দূর হইল। স্নানাহার করিয়া রজনী পিতৃসকাশে উপস্থিত হইল।

শ্বশ্রূর আহার শেষ হইলে ইন্দিরা স্বামীর পাতে আহার করিতে বসিবেন এমন সময় বহির্দ্দেশে কে ডাকি[illegible] ধুমা।” ইন্দিরা সত্বর বাহিরে আসিলেন, এবং হ[illegible]িতবদনে [illegible]তলে লুণ্ঠিত হরিদাসকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন “এস বাবা, এত দিন পরে আমাদের মনে পড়েচে ?”

খুকী মাতার ক্রোড় হইতে নামিয়া হরিদাসের ক্রোড়ে উঠিল। যেন চিরপরিচিতের ন্যায় দুই হস্তে তাহার গ্রীবা বেষ্টন-পূর্ব্বক ‘দাদা এয়েচে’ বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। হরি[illegible]স মুগ্ধ হইয়া তাহার গণ্ডে চুম্বন করিল।

হরিদাস—“মা, তুমি আমার জীবন পূর্ণ করে আছ। তুমিই আমাকে আবার সংসারী করলে। যেখানে যে অবস্থায় থাকি প্রাণ সর্ব্বদা তোমার কাছে আসতে ব্যগ্র হয়। তা কি করব, তোমার চরণ সেবা করে জীবনটা কাটাই, সেই আমার তীর্থ, সেই আমার সুখ।”

আনন্দে ইন্দিরার দেহ কণ্টকিত হইল। তিনি বলিলেন “দেখ বাবা, আমাদের প্রাণের সাধ তোমাকে সংসারী করে আমাদের কাছে রাখব, কিন্তু তোমার কাছে সে প্রস্তাব করতে আমাদের ভরসা হয় নি। আজ তোমার কথা শুনে বাঁচলাম। সে কথা পরে হবে, এখন স্নান করে খা[illegible]য়া দাওয়া কর।

হরিদাস—“আপনার খাওয়া হয়েচে ?”

ইন্দিরা—“না। তুমি খেয়ে নাও, তার পরে আমি খাব এখন।”

হরিদাস—“আমি ত প্রসাদ ভিন্ন খাব না।”

র দিরা—"ছেলেকে রেখে মা কি কখন খায়? তুমি স্নান করে ণ ক

এ রুদ্রনাথের প্রকোষ্ঠে রজনী বড়ই বিপন্ন। রুদ্রনাথ বলিলেন "না, তোর কর্ম্ম নয়। সব নষ্ট হল। এত কষ্টের বিষয় বুঝি আর থাকে না। দেনদারের বিষয় ক্রোক করে টাকা আদায় করবি, তাতেও পেছপা!"

রজনী—"বাবা, কোন প্রাণে এক বিধবা ও এক অপোগণ্ড পথের ভিখারী করব। মানুষ হয়ে রাক্ষসের ব্যবহার কত্তে । উচ্ছেদ করা সহজ, কিন্তু রক্ষা করাই ধর্ম্ম।"

"ধর্ম্ম! আমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিচ্চ! বিষয় এমনি করে রাখবে! হা নির্ব্বোধ! রামদাস যে আপনার লোক ছিল এক দিন তাকেও রেহাই করিনি, তা মনে পড়ে?" বলিয়া রুদ্রনাথ বিকট হাস্য করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে কাশির ভীষণ তাড়নে অস্থির হইয়া শয্যোপরি উপবিষ্ট হইলেন; 'অহঃ' 'অহঃ' শব্দে মুহুর্মুহুঃ শ্লেষ্মা উদ্গত হইতে লাগিল, ক্রমে নিশ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হইল। ইন্দিরা সত্বর রন্ধনশালা হইতে আসিয়া রুদ্রনাথের বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সুস্থ হইয়া রুদ্রনাথ সদর্পে গ বাহু আস্ফালনপূর্ব্বক বলিলেন "শুনিচিস্? বিষয়ের জন্য রামদাস্‌কেও রেহাই করিনি।"

রজনী—"তার শাস্তি বুঝি আজীবন ভোগ কত্তে হয়! আমরা রামদাসকে উচ্ছেদ করিচি, রামদাসের ছেলে আমাদের রক্ষা করেচে।"

রুদ্রনাথ—"হরি বিশ্বাস খাজনার টাকা দিয়েচে?"

রজনী—"না বাবা। আহা, হতভাগ্য সপরিবার আজ কয়

দিন আধপেটা খেয়ে রয়েচে। দিন মজুরী পেশা, কিন্তু তোরি সপ্তাহকাল শয্যাশায়ী, রোজগার নাই। বৌটা খেটে খুটে যা কিছু আনে তাতে আধপেটাও হয় না। এ অবস্থায় কি করে টাকা চাই।”

রুদ্রনাথ—“তুই তাই দেখে ভুলে গেলি? ও বেটা বদমায়েসের ধাড়ী।”

রজনী—“আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম। এতেও কি অবিশ্বাস করা যায়।”

রুদ্রনাথ—“আর আমি তোকে কিছু বলব না। আমার মরণটা হলে তোরাও বাঁচিস আমিও বাঁচি। তা দেখ, এক কাজ করলে পারতিস। তিন টাকা খাজনা পাওনা; দেনদার অনাহারে মারা যায়; তাকে বাঁচাবার জন্য দুটো টাকা ধার দিলেই ঠিক হ'ত।”

রজনী অধোমুখে উত্তর দিল “বাবা, ক্ষমা করবেন। আমি তার দুরবস্থা, ছেলেপিলের শুকনো মুখ দেখে একটা টাকা দিয়ে এসেচি। দুজনে কত আশীর্ব্বাদ করল।”

ইন্দিরার মুখ দীপ্ত হইল। এমন দয়ালু হৃদয়বান স্বামী যাহার সে রমণী কি ভাগ্যবতী! আনন্দভরে ইন্দিরা রজনীর মুখে বিস্ফারিত দৃষ্টি নিহিত করিলেন।

“তুই যা আমার সম্মুখ থেকে। যাও বা দুদিন বাঁচতাম তুই আমাকে বাঁচতে দিলি না। সব গেল, সব গেল” বলিয়া কাশিতে কাশিতে রুদ্রনাথ পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

রজনীর পশ্চাতে ইন্দিরা বারান্দায় আসিয়া সজল-নয়নে সস্মিতবদনে বলিলেন “তুমি স্বর্গের দেবতা।”

রজনী ইন্দিরার মুখচুম্বন করিয়া বলিল "সে তোমার কৃপায়। পাষাণ কখন নরম হয় শুনেচ? আমার পাষাণ হৃদয় নরম হয়েচে। লোকের দুঃখ দেখলে চোখে জল আসে, হৃদয় অবসন্ন হয়। তোমার হৃদয় আমি পেইচি, দানবকে তুমি দেবতা করেচ।"

ইন্দিরা—"হরিদাস এসেচে।"

রজনী—"কই, কোথায় হরিদাস?"

ইন্দিরা—"স্নান কর্‌তে গেছে, এখনই ফির্‌বে।"

* * * *

হরিদাস আহার করিতেছে। রজনী ও ইন্দিরা সম্মুখে উপবিষ্ট। ইন্দিরা 'এটা খাও' 'ওটা খাও' 'সেটা খাও' করিয়া হরিদাসকে ভরপুর আহার করাইলেন। আহারের চাপাচাপিতে হরিদাসকে বিব্রত দেখিয়া রজনী হাসিতে লাগিল।

ইন্দিরা—"তা হলে আমাদের আর ছেড়ে যাবে না বল।"

হরিদাস—"আপনাদের চখের অন্তরালে রেখে আমি থাক্‌তে পারি না। মা, আমাকে আবার সংসারী করলে।"

ইন্দিরা—"আর দেখ বাপু আমার একটা বড় কষ্ট হয়েচে। তুমি আমাকে মা বলেচ, এখন সুপুত্রের কাজ কর।" রজনী হাসিল।

হরিদাস—"অনুমতি করুন।"

ইন্দিরা—"তুমি বে কর।"

হরিদাস—"মা!"

ইন্দিরা—"হ্যাঁ বাবা, আমার কষ্ট মনে করে বে কর। আর আমার সাধও মনে করো।"

হরিদাস—"আপনার সেবার জন্যই ত আমি সংসারী হচ্চি, তবে আর কেন ও আদেশ ?"

ইন্দিরা—"তুমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করো না। সংসারে একবার দুঃখ পেয়েচ, এবার সুখী হবে। আমি বল্‌চি।"

হরিদাস—"আপনার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু মা, আমার বিবাহের বয়স অনেকদিন উত্তীর্ণ হয়েচে।"

কিন্তু ইন্দিরা বুঝিলেন না। হরিদাস মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিল।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

অতুল কন্যার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সপরিবার দেবীপুরে আসিয়াছেন। ধরণীধর ও রাধিকাপ্রসাদও আসিয়াছেন।

উৎসবের দিন যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ অতুলের গৃহে সমাগত হইতে লাগিল। রাধিকাপ্রসাদ, ধরণী, পান্নালাল, সুরেশ ও রঞ্জনী অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছেন। অন্দরে অশোক, ইন্দিরা, মহালক্ষ্মী, অনুপমা এবং হিরণ্ময়ীর মাতা সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আর এক ব্যক্তির কার্য্য এখানে উল্লেখযোগ্য—সে হরিদাস।

অতুলের শয়নপ্রকোষ্ঠের দেওয়ালে ঠাকুরদাসের এক প্রতিকৃতি লম্বিত। শুভকার্য্য সম্পন্ন হইলে অলঙ্কারভূষিতা তাম্বুলরাগরঞ্জিতোষ্ঠা 'খুকুমণি' মাতামহের ক্রোড়ে তথায় নীত হইল। ধরণী তাহার ক্ষুদ্র মস্তক ঠাকুরদাসের প্রতিকৃতির পদতলে স্পৃষ্ট করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে অতুলকে বলিলেন "এস বাবা, আমরাও আমাদের রক্ষাকর্ত্তার আশীর্ব্বাদ লই। সকল অবস্থায়, সকল শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা এই গৃহদেবতার আশীর্ব্বাদ লইব।" উভয়ে প্রগাঢ় ভক্তিভরে প্রতিকৃতিকে প্রণাম করিলেন। রাধিকাপ্রসাদ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

বিশ্বেশ্বর ও রাজমোহন ব্যতীত আর সকলেই সমবেত হইয়াছেন। এই দুয়ের অনুপস্থিতি-সম্বন্ধে প্রকাশ হইল যে

তাঁহারা আসিবেন না, যেহেতু তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। অগত্যা ধরণীধর ও রাধিকাপ্রসাদ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে গেলেন। বিশ্বেশ্বরের গৃহে উভয়েরই সাক্ষ্যাৎকার লাভ হইল। ধরণী বিনীতভাবে তাঁহাদের বিরাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বেশ্বর গম্ভীরবদনে উত্তর দিলেন "নিমন্ত্রণ করা একটা প্রথা আছে। সেটা না হলে কেমন করে বাপু খেতে যাই।"

রাধিকা—"শুনলাম আপনি বাড়ী ছিলেন না, সেজন্য বাড়ীর ভিতর বলা হয়েছিল।"

বিশ্বেশ্বর—"আমাদের সেকালে ও সব চল্‌ত না, তোমাদের একালে চল্‌তে পারে। চাকর দাসীর কাছে নিমন্ত্রণ করা নিয়ম নয়।"

রাজমোহন—"কি জান, বাবাজীরা একালের ছেলে, ও সব তত জানা শুনা নাই। এখন তুমি, আমি আর রুদ্রদাদা প্রাচীনের মধ্যে পড়েছি। রুদ্রদাদা শয্যাশায়ী, আমাদেরও আর বেশী দিন নয়।"

ধরণী—"সে যা হয়েচে তার আর হাত নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করে অতুলের গৃহে পদধূলি দিতে হবে।"

চক্রীদ্বয় হাসিল। বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "তোমরা যাও, আমরা এখনি যাচ্চি।"

ধরণী ও রাধিকাপ্রসাদ প্রস্থান করিলে বিশ্বেশ্বরের কন্যা হরকালী আসিয়া বলিল, "বাবা, নিমন্ত্রণে না যাও ত খাবে এস, রান্না হচ্চে।"

বিশ্বেশ্বর—"হ্যাঁ, বলিস্ কিরে! নেমন্তন্ন করেচে তা

জেনেও ঘরে রান্না! এই অসময়, তবু তছরূপ করতে ছাড়বি না!"

হর—"বেশ! তুমি রাগ করে বললে নিমন্ত্রণে যাবে না, মা তাই শুনে রাঁধতে বল্লেন।"

বিশ্বেশ্বর—'দেখ হে রাজভায়া, এই সব লক্ষীছাড়া নিয়ে আমার বাস। তোরাও কি বাড়ীতে খাবি নাকি?''

হর—"তা খাব না ত কি করব। তোমার যে ব্যবস্থা আমাদেরও তাই। প্রত্যহ যেমন রান্না হয় আজও তাই হয়েচে।''

"ওরে হতভাগিরা! ওরে রাক্ষসিরা! তবে ভাল করে তোদের বাড়ীর ভাতটা খাওয়াই" বলিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে বিশ্বেশ্বর অন্তর্ব্বাটীতে ধাবিত হইলেন। হরকালী পশ্চাতে চলিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্বেশ্বর উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন "যেমন কর্ম্ম হাতে হাতে তার ফল দিয়ে এসেচি। ভাত নর্দ্দামায় গড়াচ্চে, এখন উপবাস করে মরুগ। লক্ষীছাড়ারা! চল হে চল, নিমন্ত্রণে যাই।"

চর্ব্ব্য চোষ্য নানাবিধ আহার করিয়া বিশ্বেশ্বর সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলেন। কন্যা ও স্ত্রী উপবাসী। কন্যা হরকালী স্বামীগৃহে সুখী হইতে পারে নাই, শ্বশুর শ্বাশুড়ী তাহাকে বড় নিগ্রহ করিত, তাই পিতৃগৃহে শান্তির আশায় আসিয়াছিল। কিন্তু আসিয়া অবধি পিতার ব্যবহারে সে একদিনও শান্তিভোগ করিতে পায় নাই। অদ্যকার ঘটনার পর সে সঙ্কল্প করিয়াছে পরদিবস স্বামীগৃহে যাইবে। মায়ে ঝিয়ে সারাদিন মুখোমুখি বসিয়া স্ব স্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল।

বিশ্বেশ্বরের হস্তে একটা পুঁটলি, তাহাতে প্রচুর লুচি সন্দেশ

মিষ্টান্ন। ঘরে আসিয়া স্ত্রী কি কন্যা কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না। হস্তমুখ ধাবন, তাম্রকূট সেবন প্রভৃতি কার্য্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। তৎপরে বিশ্বেশ্বর সেই পুঁটলিহস্তে বহি-র্গত হইলেন।

হরকালী মুচকি হাসিয়া বলিল "মা, ঐ দেখ খাবার নিয়ে বাবা বেরুলেন।"

মাতা—"পোড়ারমুখো হতভাগার জ্বালায় হাড় কালী হয়ে গেল। চিরটাকাল এ যন্ত্রণা ভোগ কচ্চি! তা আয় মা, আমরা কেন উপবাস করে মরি।"

পাঠক, বলিতে হইবে কি, খাবার লইয়া বিশ্বেশ্বর কোথায় গেলেন? পঞ্চাশৎবর্ষীয়া নীচজাতীয়া এক অবিদ্যার জীবনের সহিত বিশ্বেশ্বরের জীবন জড়িত।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

মহালক্ষ্মী সন্ন্যাসীর সমভিব্যাহারে কাশীধামে যাইবেন দেবীর কার্য্য শেষ হইয়াছে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয়, ব্যথিতকে শান্তি, বিপন্নকে অভয়দান যিনি জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, সংসারকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভূস্বর্গধামে জীবনের শেষাংশ যাপন করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

রাধিকাপ্রসাদ, ধরণী, অতুল ও বিজয় সন্ন্যাসীকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট। রাধিকাপ্রসাদ বলিলেন "বিজয়, একান্তই তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে ?"

বিজয় নিরুত্তর।

রাধিকা—"লক্ষ্মী চল্‌ল, তুমিও তার সঙ্গে চল্‌লে। বাড়ী ঘর বিষয়আসয় কে দেখবে ?"

বিজয়—"বে দিয়ে পান্নাকে বাড়ীতে রাখুন। আমার মন বড় অস্থির, এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তি পেলাম না। আমি দিদির সঙ্গে যাব।"

"ঠাকুর, আর কি বলিব, আপনি পিতৃতুল্য, লক্ষ্মী ও বিজয়কে দেখিবেন। আমি এতদিনে অসহায় হইলাম" বলিতে বলিতে রাধিকাপ্রসাদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল।

বিজয়—"দাদা, ও কথা বলবেন না। পান্না, অশোক ও সুরেশ রইল। আপনার জীবন সর্ব্বাংশে মানবের আদর্শ। আপনি সুখে সংসার করুন।"

মহালক্ষ্মীকে দেখিতে দলে দলে দেবীপুরের দীনদুঃখীরা রাধিকাপ্রসাদের গৃহে আসিতে লাগিল। 'আমাদের মা লক্ষ্মী ছেড়ে চললেন' সকলেরই মুখে এই বাক্য। আবালবৃদ্ধবনিতা ম্লান-মুখে দেবীকে শেষ দেখিতে আসিল। মহালক্ষ্মী বস্ত্র ও অর্থদানে এবং মধুর বাক্যে প্রত্যেককে বিদায় করিলেন।

অদ্য মহালক্ষ্মীর বিদায়ের দিন। অপরাহ্ণে তিনি গ্রামের প্রতি গৃহে গিয়া প্রণম্যদিগকে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদের পাত্রকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বিদায় লইয়া আসিলেন।

পল্লীতে একটা বিষাদছায়া পড়িল।

অশোক, হিরণ্ময়ী ও বিমলা একমুহূর্ত্তের জন্যও মহালক্ষ্মীর সঙ্গছাড়া হয় নাই। তাহাদের মনোভাব একমাত্র মহালক্ষ্মী অনুভব করিতেছিলেন। মহালক্ষ্মীর কাশীপ্রবাস স্থির হওয়া অবধি এই তিনটী ব্যাকুল হইয়া কত কাঁদিয়াছে, 'তুমি আমা-দের ছেড়ে যেয়ো না পিসিমা' বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করি-য়াছে, পরিশেষে বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। মহালক্ষ্মীর স্নান ও আহারের আয়োজন, পদসেবা, পদতলে শয়ন, এত করিয়াও তাহাদের প্রাণের ক্ষোভ মিটিতেছে না। পিসিমা তাহাদের কত স্নেহ যত্ন করিয়াছেন, তাহারা যে কিছুই করিতে পারে নাই। স্নেহের একাধার, সুখে সুখী, ব্যাথায় ব্যথী সে মূর্ত্তিমতী গুণরাশি কেবলমাত্র অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি রাখিয়া দূরদেশে জীবন-যাপন করিবেন! ধরায় থাকিয়া এমন আত্মীয়ের সহিত পার্থক্য কি দুর্ব্বিসহ!

সন্ধ্যার পর মহালক্ষ্মীকে বেষ্টন করিয়া অতুল, চারুশীলা, ইন্দিরা, অশোক, বিমলা ও হিরণ্ময়ী উপবিষ্ট। একপার্শ্বে

বসিয়া হরিদাস। অতুল, অশোক ও হিরণ্ময়ীকে মহালক্ষ্মী বুঝাইতেছেন যে সর্ব্বদা তাহাদের খোঁজ লইবেন ও পত্রাদি লিখিবেন, কিন্তু তাহারা প্রবোধ মানিতেছে না। অতুল বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলিলেন "পিসিমা, তোমার স্নেহে আমরা রক্ষা পেইচি। বড় সাধ ছিল অন্ততঃ তোমার সেবা করে ধন্য হব, কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হল না।"

মহালক্ষ্মী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেন "বাবা, মায়ের সেবা করো, হিরণকে যত্ন করো, আর বিমলার উপর স্নেহ রেখ। যেখানে থাকি তোমাদের কথা ভুলব না; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমাদের আশীর্ব্বাদ করব।"

সন্ধ্যাসমাপনান্তে সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইলেন। মধুর বাক্যে রমণীদিগকে যথাযোগ্য সান্ত্বনা ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। চারুশীলা কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন "না মা, তোমার এমন ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ, (খুকীকে ক্রোড়ে লইয়া) এমন নাত্‌নি; তোমার সংসারত্যাগের কোন কারণ নাই।"

সন্ন্যাসী ইন্দিরাকে বলিলেন "মা, তোমার সম্বন্ধে আমার একটা নালিশ আছে।"

ইন্দিরা—"আদেশ করুন।"

সন্ন্যাসী—"তুমি আমার নাত্‌বৌ, তা জান?"

ইন্দিরা হাসিলেন।

"তা, তুমি সম্বন্ধবিরোধের বেশ পরিচয় দিয়েচ। আমার এক শিষ্য হরিদাসকে তুমি কেড়ে নিয়েচ।

রমণীরা হাসিলেন,—হরিদাসও হাসিল।

সন্ন্যাসী—"আহা, 'মা' শব্দ কি অমৃতময়। কি সন্ন্যাসী, কি সংসারী, সকলেই স্নেহময়ী দয়াময়ী, মার কোলে জীবন যাপন কর্ত্তে লালায়িত। এই হরিদাস,—ঘোর সংসারদ্বেষী, কুটিলবুদ্ধি, প্রতিহিংসাপরায়ণ হরিদাস, শুভক্ষণে তোমাকে মা পেয়েছিল। আজ ওর শান্তি দেখলে আমারও বিস্ময় এবং হিংসা হয়। অমন একটী মা পেলে হয়ত আমিও লোকালয়ে বাস ক'রতাম।"

রমণীরা বিস্মিত হইলেন।

সন্ন্যাসী—"ঠাকুরদাসের অমন এক মা ছিলেন; তাঁর মৃত্যুর পর মা আমার মা হয়েচেন। প্রভেদের মধ্যে ঠাকুরদাসের মা সংসারী, আমার মা সন্ন্যাসিনী।"

"তা, ইন্দিরা, হরিদাসকে সংসারী করবে শুনে আমার আনন্দের সীমা নাই। আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘ জীবন লাভ করে সুখে সংসারযাপন কর; যেন দেশের মেয়েরা তোমার চরিত্রকে আদর্শ করে চলে।"

সন্ন্যাসী অশোক হিরণ্ময়ী ও বিমলাকেও কিছু উপদেশ দিলেন—"মা, পতিপুত্রবতী সুশীলা নারীকে বলিবার কিছুই নাই। ইন্দিরা তোমাদের আদর্শ রহিলেন। সুখে দুঃখে উঁহার প্রদর্শিত পথে চলিও। আর এক কথা, মানুষের অবস্থা সকল সময় সমান থাকে না। ঐশ্বর্য্যে গর্ব্ব, বিপদে অধৈর্য্য, এই দুটী মানুষের প্রধান ভ্রম। যখন যে অবস্থায় থাক, ভগবানকে প্রাণভরিয়া সর্ব্বদা ডাকিবে, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবে, তোমাদের ভ্রম থাকবে না।"

মহালক্ষ্মী স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া আত্মীয় ও পরিজনকে

আহার করাইলেন। স্নেহের জনকে স্বহস্তে মুখে আহার তুলিয়া খাওয়াইলেন। অশোক, হিরণ্ময়ী ও বিমলা তাঁহার শেষ যত্নে অধিকতর অধীরভাবে কাঁদিল।

আহারাদি শেষ হইলে বিজয় ও মহালক্ষ্মী স্ব স্ব দ্রব্যজাত গুছাইতে লাগিলেন। রাধিকা প্রসাদ বলিলেন "লক্ষ্মী, বাবা তোমার নামে যে তিন হাজার টাকা উইল করে গেছেন তা কি ভাবে রাখতে চাও বল, সেই রকম ব্যবস্থা করব।"

মহালক্ষ্মী—"আমি তা কি করব দাদা, সে টাকা আমি অশোককে দিলাম। সুরেশের যতদিন ওকালতিতে ভাল পসার না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ টাকায় বেশ চলে যাবে। আমার যখন যা দরকার হয় তোমাকে লিখব।"

অতুল—"পিসিমা, আমার কাছে কিছুই নেবে না? তা হলে আমি বু'ঝব যে আমরা বড় হতভাগ্য।"

মহালক্ষ্মী—"তোর টাকা আমি নেব অতুল। আমাকে কি দিতে পারবি বল।"

আনন্দে অতুল, হিরণ্ময়ী ও চারুশীলার মুখ দীপ্ত হইল। অতুল বলিলেন "পিসিমা, তোমার মাসে মাসে যা খরচ হয় আমি দেব।"

মহালক্ষ্মী—"আমার জন্য মাসে দশটী করে টাকা তুলে রাখিস। দরকার হলেই আমি তোকে লিখব, তখন পাঠাস। আর যদি মরে যাই, আমার যে টাকা জ'মবে হিরণ ও বিমলাকে ভাগ করে দিস। বুঝলি?"

বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে সকলে মহালক্ষ্মীর মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে মহত্ত্বের কাছে অতুলের মস্তক অবনত হইল।

সে রজনী কাহারও চক্ষের পলক পড়ে নাই।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। স্নিগ্ধ শীতল বায়ু মৃদুমন্দ বহিতেছে। নক্ষত্রমালা নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে; একমাত্র শুকতারা উজ্জ্বলতর দীপ্ত। দেবীপুরের অধিবাসী গাঢ় নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে।

রাধিকাপ্রসাদের বাটীর বহির্দ্দেশে একখানি গোশকট ত। তাহার সন্নিকটে রোরুদ্যমান নরনারী সমবেত। মহা- বিজয় ও সন্ন্যাসী একে একে সকলের নিকট বিদায় শকটারোহণ করিলেন। শকট মন্থরগতিতে অদৃশ্য দেবীপুরের শুকতারা অস্তমিত হইল।

অদ্যাপিও দেবীপুরের লোকে মহালক্ষ্মীর গুণগ্রাম উল্লেখ- সেই বিদায়ের দিন ভক্তিভরে স্মরণ করে।

সমাপ্ত।